শাব্দাপরোক্ষবাদসমীক্ষাঃ

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে বিবিধ মত বিচার

সুদীপ বাগ

পি এইচ. ডি. (আর্টস) উপাধি প্রাপ্তির আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত গবেষণানিবন্ধ

তত্ত্বাবধায়িকা

অধ্যাপিকা ডঃ রূপা বন্দ্যোপাধ্যায়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৪

Certified that the Thesis entitled

"শাব্দাপরোক্ষবাদসমীক্ষাঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে বিবিধ মত বিচার" submitted by me for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Prof. Rupa Bandyopadhyay, Professor, Department of Philosophy, Jadavpur University. And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Rupa Bandyopadhyay
Countersigned by the
Supervisor:
Rupa Bandyopadhyay
Professor of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032
Dated: 22.01.2024

Candidate: Sudip Bag
Dated: 22.01.2024

ওঁ

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং

রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।

পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং

বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।।

প্রস্তাবনা

পরমকরুণাময় জগৎকারণের পরম কৃপাবশতঃ *শাব্দাপরোক্ষবাদসমীক্ষাঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে বিবিধ মত বিচার* শীর্ষক গবেষণানিবন্ধ সমাপ্ত হইল। কোনও নূতন দর্শন প্রণয়ন বর্তমান গবেষণানিবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অদ্বৈতমীমাংসাশাস্ত্র যে আত্মসাক্ষাৎকারকে মোক্ষের প্রতি কারণরূপে স্বীকার করিয়াছেন, সেই আত্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ক আলোচনাই বর্তমান গবেষনানিবন্ধের মূল বিষয়।

যাঁহার অপরিসীম সহায়তা এবং উৎসাহ ব্যতীত এই কার্য সম্পন্ন হইত না, যিনি এই কার্যের যোগ্যরূপে স্বীকার করিয়া আমায় গবেষণাকার্য সম্পাদনের নিমিত্ত সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি কখনও শাসন, কখনও সুকোমল স্নেহ প্রদানের মাধ্যমে সকলপ্রকার মতিবিভ্রম হইতে মুক্ত করিয়া আমায় সদ্বুদ্ধিতে প্রত্যাবর্তন করাইয়াছেন, সেই মাতৃসমা পূজ্যপাদ অধ্যাপিকা শ্রীমতী রূপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাদপদ্মে সশ্রদ্ধ প্রণাম জ্ঞাপন করিতেছি, 'শাব্দাপরোক্ষবাদসমীক্ষা' বিষয়ে তাঁহার অনুপ্রেরণা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং একান্ত সহায়তা ব্যতীত এই গবেষণানিবন্ধ রচনা কখনওই সম্ভব হইত না। সুতরাং এই নিবন্ধের স্পষ্টতা, যাথার্থ্য এবং সৌষ্ঠবের সমগ্র কৃতিত্বই তাঁহার। যাহা অস্পষ্ট, অযথার্থ এবং অসৌষ্ঠব তাহার সম্পূর্ণ দায়ভার আমার।

এই জগতে আমার অস্তিত্ব যাঁহাদের কৃপাবশতঃ, যাঁহাদের স্নেহবন্ধন আমায় সমগ্ররূপে সদা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে আমার সেই পিতৃদেব শ্রীযুক্ত উমাপদ বাগ মহাশয় এবং মাতৃদেবী শ্রীমতী ঊষারাণী বাগ মহাশয়ার চরণকমলে অসংখ্য প্রণতি জানাই।

এতদ্ব্যতীত ভগিনী দীপিকা সরকার, জ্যেষ্ঠা ভগিনী মিতালী বাগ পণ্ডিত, ভগিনীপতি রঞ্জিত পণ্ডিত, বন্ধুবর বিকি মাহাতো, সাত্যকি ঘোষ, চিরঞ্জিত রায় প্রামাণিক, সুমিত

সিকদার, ডঃ সুনির্মল দাস, ডঃ সুপ্রিয়া দাস, নঈম মণ্ডল, মৌমিতা প্রামাণিক, তুষার রঞ্জন ভৌমিক এবং সহকর্মী ডঃ সুদীপ কুমার সাহা, ডঃ সুস্মিতা ভৌমিক, ডঃ শর্মিষ্ঠা ধর প্রমুখের উৎসাহ এবং সুকোমল ভালবাসা আমায় উৎসাহ প্রদান করিয়াছে।

সময়ের স্বল্পতাহেতু নিবন্ধরচনা দ্রুততার সহিত করিতে হইয়াছে বলিয়া নিবন্ধে সম্ভবতঃ বহু প্রমাদ রহিয়াছে। মাননীয়-মাননীয়া অধ্যাপক-অধ্যাপিকা মহোদয়গণ এই সকল প্রমাদ আমার গোচরীভূত করাইলে বাধিত থাকিব।

পরিশেষে, যাঁহাদের নিকট অধ্যয়নের সুযোগ পাইয়া আমি কৃতার্থ, আমার শিক্ষাগুরু অধ্যাপক প্রয়াস সরকার, অধ্যাপক গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য প্রমুখ অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দের নিকট আমার অশেষ ঋণ স্বীকার করিতেছি।

বিনীত

কলকাতা　　　　　　　　　　　　সুদীপ বাগ

সূচীপত্র.

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১. ভূমিকা	**১-১৬**
২. প্রথম অধ্যায়	**১৭-২২**
ব্রহ্মসূত্র এবং শাঙ্করভাষ্য অনুসারে ব্রহ্মাবগতির করণ নিরূপন	
৩. দ্বিতীয় অধ্যায়	**২৩-৯৯**
ব্রহ্মসিদ্ধি অনুসারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে প্রসঙ্খ্যানবাদ বিচার	
ক. প্রথম অনুচ্ছেদ	২৩-৫০
মোক্ষের স্বরূপ প্রসঙ্গে প্রসঙ্খ্যানবাদ	
খ. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৫০-৬৫
অবিদ্যার নিবর্তকত্ব প্রসঙ্গে প্রসঙ্খ্যানবাদ	
গ. তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৬৬-৯৯
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণত্ব প্রসঙ্গে প্রসঙ্খ্যানবাদ	
৪. তৃতীয় অধ্যায়	**১০০-১৯৪**
ভামতী অনুসারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে মনঃকরণতাবাদ বিচার	
ক. প্রথম অনুচ্ছেদ	১০০-১০৮
ভামতী অনুসারে ‘অথ’ পদের অর্থ নির্বচন	
খ. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	১০৮-১১৭
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি যজ্ঞাদির করণত্ব খণ্ডন	
গ. তৃতীয় অনুচ্ছেদ	১১৮-১৩৮
ভামতী অনুসারে প্রসঙ্খ্যানবাদ খণ্ডন	
ঘ. চতুর্থ অনুচ্ছেদ	১৩৮-১৫৮

শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডনপূর্বক মনঃকরণতাবাদ স্থাপন

ঙ. পঞ্চম অনুচ্ছেদ **১৫৮-১৭৪**

বেদান্তকল্পতরু এবং কল্পতরুপরিমল অবলম্বনে শাব্দাপরোক্ষবাদরূপ পূর্বপক্ষ উত্থাপন

চ. ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ **১৭৪-১৯৪**

পরিমল অনুসারে শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডনপূর্বক মনঃকরণতাবাদ স্থাপন

৫. চতুর্থ অধ্যায় ১৯৫-২৩৭

ক. প্রথম অনুচ্ছেদ **১৯৫-২০২**

বিবরণ অনুসারে অপরোক্ষত্ব বিচার

খ. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ **২০৩-২০৭**

বিবরণসম্প্রদায়ের মতানুসারে ভামতীসম্মত মনঃকরণতাবাদ খণ্ডন

গ. তৃতীয় অনুচ্ছেদ **২০৮-২১০**

শব্দপ্রমাণের দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ববিষয়ে বিবরণোক্ত মতত্রয় স্থাপন

ঘ. চতুর্থ অনুচ্ছেদ **২১১-২২২**

শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ববিষয়ে বিবরণাচার্যের স্বাভিমত পক্ষ উপস্থাপন

ঙ. পঞ্চম অনুচ্ছেদ **২২২-২৩০**

আত্মৈকত্ববিদ্যার আপরোক্ষ্যনিশ্চয়ের প্রতি শ্রবণমননাদি তর্কের সহকারিতানিরূপন

চ. ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ **২৩০-২৩৭**

বিবরণমত অনুসারে শ্রবণের অঙ্গিত্বনিরূপণ

৬. পঞ্চম অধ্যায় **২৩৮-২৫৮**

প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা অবলম্বনে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপন

ক. প্রথম অনুচ্ছেদ ২৩৮-২৪৩

শাব্দাপরোক্ষবাদের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী দ্বারা উত্থাপিত প্রথম আপত্তি উপস্থাপন

খ. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ২৪৩-২৫৭

চিৎসুখাচার্যকর্তৃক পূর্বপক্ষী প্রদত্ত প্রথম আপত্তি খণ্ডন

গ. তৃতীয় অনুচ্ছেদ ২৫৭-২৬০

পূর্বপক্ষিকর্তৃক দ্বিতীয় আপত্তি উত্থাপন

ঘ. চতুর্থ অনুচ্ছেদ ২৬০-২৬৮

পূর্বপক্ষী প্রদত্ত দ্বিতীয় আপত্তির চিৎসুখাচার্যকৃত সমাধান

৭. ষষ্ঠ অধ্যায় **২৬৯-২৯৭**

ন্যায়ামৃত অনুসারে শাব্দাপরোক্ষবাদের বিরুদ্ধে আপত্তিসমূহ উপস্থাপন

ক. প্রথম অনুচ্ছেদ ২৫৯-২৮২

ন্যায়ামৃত অনুসারে শ্রবণাঙ্গিত্ব খণ্ডন

খ. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ২৮২-২৯৭

ন্যায়ামৃত অনুসারে শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডন

৮. সপ্তম অধ্যায় **২৯৮-৩৩০**

অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে ন্যায়ামৃতোক্ত আপত্তিসমূহ খণ্ডনপূর্বক শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপন

ক. প্রথম অনুচ্ছেদ **২৯৮-৩১৬**

অদ্বৈতসিদ্ধি অনুসারে শ্রবণাঙ্গিত্ব বিষয়ে ন্যায়ামৃতকারের

আপত্তি খণ্ডন এবং শ্রবণাঙ্গিত্ব স্থাপন

খ. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ **৩১৬-৩৩০**

অদ্বৈতসিদ্ধি অনুসারে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপন

৯. উপসংহার **৩৩১-৩৩৯**

১০. গ্রন্থপঞ্জী ৩৪০-৩৪৪

ভূমিকা

অদ্বৈতবেদান্ত বা উত্তরমীমাংসা দর্শন অনুসারে সমগ্র বেদ একটিমাত্র বিষয় প্রতিপাদন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচৈতন্য বা আত্মচৈতন্যই সেই একমাত্র বিষয় যাহাতে সমগ্র বেদ সমন্বিত হইয়া থাকে। বেদান্তদর্শনের সূত্রকার মহর্ষি ব্যাস তাঁহার *ব্রহ্মসূত্রের* সমন্বয়াধ্যায় শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মে বেদান্তবাক্যসমূহের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"[১] এইরূপ অথর্ববেদীয় মহাবাক্য অনুসারে জীবাত্মা ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত অভিন্ন হওয়ায় জীব এবং ব্রহ্মের ঐকাত্ম্যই সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। বিষয় ব্যতিরেকে প্রয়োজন, সম্বন্ধ, অধিকারী প্রভৃতি অন্যান্য অনুবন্ধ বিষয়েও জ্ঞান না থাকিলে কোনও পুরুষেরই শাস্ত্রপাঠে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না[২]। অদ্বৈতবেদান্তের একমাত্র প্রয়োজন মোক্ষ। আচার্য শঙ্কর তাঁহার *ব্রহ্মসূত্র*ভাষ্যের প্রারম্ভেই অধ্যাসভাষ্যের উপসংহারে বলিয়াছেন, "অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে"[৩]। আচার্য শঙ্করের এইরূপ সন্দর্ভের সরলার্থ এই যে, সকলপ্রকার অনর্থের যাহা হেতু তাহার প্রহাণ বা বিনাশের নিমিত্ত এবং আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তির নিমিত্ত সকল

---

[১] *মাণ্ডূক্যোপনিষদ্*, ২

[২] "যঃ স্বজ্ঞানেন পুরুষম্ অনুবধ্নাতি প্রেরয়তি স অনুবন্ধঃ", অনুবন্ধের এইরূপ লক্ষণ অনুসারে যাহা নিজের জ্ঞানের দ্বারা জীবকে কর্মে প্রেরিত করে, তাহাই অনুবন্ধ।

[৩] আচার্য শঙ্কর, *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্* এর অন্তর্গত, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী, ১৯৮২, পৃঃ ৪৫

বেদান্তশাস্ত্র আরব্ধ হইয়া থাকে। অদ্বৈতমতে ব্রহ্মচৈতন্যে অনাদিকাল হইতে অবিদ্যা বা মায়া অধ্যস্ত হইয়া আছে। এই অবিদ্যাই প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয়, কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম, ভোক্তা, ভোগ এবং ভোগ্য এইপ্রকার নববিধ অনর্থের মূল কারণ। অবিদ্যা নববিধ অনর্থের হেতু হওয়ায় উহাই জীবের বন্ধনের মূল কারণ। এইরূপ অনর্থহেতু অবিদ্যার অস্তময় বা নিবৃত্তিই অদ্বৈতবেদান্তের একমাত্র প্রয়োজন। অধ্যাসভাষ্যে অদ্বৈতশাস্ত্রের প্রয়োজন নির্দেশের অনন্তর আচার্য শঙ্কর 'আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে' পদের দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ ভাষ্যকারের আশয় এই যে আত্মৈকত্ববিদ্যার প্রতিপত্তির দ্বারাই অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ অদ্বৈতবেদান্ত অনুসারে জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক চরম অপরোক্ষজ্ঞানই অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষের সাক্ষাৎকারণ।

এইস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে মোক্ষের সাক্ষাৎকারণ কী, এই বিষয়ে অদ্বৈতবেদান্তিগণ এবং অন্যান্য বেদান্তসম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। অদ্বৈতবেদান্তিগণ মোক্ষকে জ্ঞানমাত্রসাধ্য বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ক চরম অপরোক্ষ অনুভবই অনর্থহেতু অবিদ্যার প্রহাণরূপ মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। মোক্ষ যে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানমাত্রসাধ্য, সেই বিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই। জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্যসাক্ষাৎকারই যে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, তাহা

সকল অদ্বৈতাচার্যই স্বীকার করিয়াছেন। মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব স্থাপনের নিমিত্ত অদ্বৈতাচার্যগণ অন্যান্য বেদান্তসম্প্রদায়সম্মত জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ বিস্তৃতরূপে খণ্ডন করিয়াছেন।

জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডনপূর্বক মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব স্থাপন বর্তমান গবেষণানিবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। চরম অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান যে মোক্ষের সাক্ষাৎকারণ, সেই বিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে কোনও মতভেদ না থাকিলেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে প্রভূত মতভেদ বিদ্যমান। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে মূলতঃ তিনটি মত প্রসিদ্ধ। আচার্য মণ্ডনমিশ্র তাঁহার *ব্রহ্মসিদ্ধি* গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে 'প্রসঙ্খ্যান' বা নিদিধ্যাসনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ কারণ বা করণ। অন্য বহু বিষয়ে *শাঙ্করভাষ্যের ভামতী* টীকার রচয়িতা ষড়্‌দর্শনগ্রন্থপ্রণেতা আচার্য বাচস্পতি মিশ্র মণ্ডনমিশ্রের মতের অনুগমন করিলেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে তিনি মণ্ডনমিশ্রের মত খণ্ডন করিয়া মনঃকরণতাবাদ স্থাপন করিয়াছেন। *শাঙ্করভাষ্যের পঞ্চপাদিকা* টীকার রচয়িতা পদ্মপাদাচার্য এবং *পঞ্চপাদিকাবিবরণের* রচয়িতা আচার্য প্রকাশাত্মযতি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে প্রসঙ্খ্যানবাদ এবং মনঃকরণতাবাদ খণ্ডন করিয়া শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে প্রচলিত এই ত্রিবিধ মতের মধ্যে কোন্ মত যুক্তিযুক্ত এবং শ্রুতি

ও *ব্রহ্মসূত্র* এবং *শাঙ্করভাষ্যের* সহিত সঙ্গতিপূর্ণ তাহা নির্ধারণ করাই বর্তমান গবেষণানিবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে উক্ত ত্রিবিধ মত উপন্যাসের পূর্বে অদ্বৈতমত অনুসারে মোক্ষের স্বরূপ কীপ্রকার, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক। পূর্বেই বলা হইয়াছে অদ্বৈতমতে অবিদ্যার অস্তময় বা নিবৃত্তিকেই মোক্ষরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। অবিদ্যার নাশ বা নিবৃত্তিকে মোক্ষরূপে স্বীকার করা হইলে প্রশ্ন হইয়া থাকে যে অদ্বৈতমতে মোক্ষে কি কেবল অনর্থহেতু অবিদ্যার নিবৃত্তিমাত্রই হয়, অথবা আনন্দের অভিব্যক্তিও হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে মোক্ষবিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে দুইপ্রকার মত প্রচলিত ছিল- অভাবমোক্ষবাদ এবং আনন্দমোক্ষবাদ। তন্মধ্যে ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, পূর্বমীমাংসা প্রভৃতি দর্শনে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলা হয়। এই সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে মোক্ষে কোনও আনন্দের অভিব্যক্তি বা স্ফুরণ হয় না। এই কারণেই মোক্ষবিষয়ে এই সকল দার্শনিক মতবাদকে অভাবমোক্ষবাদ বলা হয়। অভাবমোক্ষবাদ অনুসারে মোক্ষের স্বরূপ কী প্রকার হইবে তাহা *ন্যায়সূত্র*কার মহর্ষি গৌতম স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। মোক্ষ বা অপবর্গের

লক্ষণ প্রদান করিতে মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন, “তদত্যন্তবিমোক্ষঽপবর্গঃ”[৪]। এইরূপ *ন্যায়সূত্রের* অন্তর্গত ‘তৎ’ পদ দুঃখকে পরামৃষ্ট করিতেছে। অব্যবহিত পূর্ববর্তী সূত্রে দুঃখের লক্ষণ প্রদত্ত হওয়ায় এই সূত্র ‘তৎ’ এই সর্বনামের দ্বারা অব্যবহিত পূর্ববর্তী সূত্রে উল্লিখিত দুঃখকেই বুঝিতে হইবে। *ন্যায়সূত্রে* অভাবমোক্ষবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলেও *ন্যায়সার* এবং *ন্যায়ভূষণ* গ্রন্থের রচয়িতা ভাসর্বজ্ঞ মোক্ষে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি স্বীকার করিয়াছেন। সমস্ত বেদান্তসম্প্রদায়ই আনন্দমোক্ষবাদী সকল বৈদান্তিকের মতেই মোক্ষে কেবল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হয় না, নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দের স্ফুরণ বা অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

মোক্ষকেই অদ্বৈতবেদান্তিগণ পরমপুরুষার্থরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে মোক্ষের এইরূপ পরমত্ব কী প্রকার?

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র তাঁহার *বেদান্তপরিভাষা* গ্রন্থে এইরূপ প্রশ্নের উত্তর অতি স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, “ইহ খলু ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যেষু চতুর্বিধপুরুষার্থেষু মোক্ষ এব পরমপুরুষার্থঃ, ‘ন চ পুনরাবর্ততে’ ইত্যাদিশ্রুত্যা তস্য নিত্যত্বাবগমাৎ, ইতরেষাং ত্রয়ানান্তু প্রত্যক্ষেণ ‘তদ্ যথেহ কর্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুন্যোচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে’

---

[৪] মহর্ষি গৌতম, *ন্যায়সূত্র*, *ন্যায়দর্শন*-এর অন্তর্গত, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা,২০১১, ১/১/২২, পৃঃ ২৩৩

ইত্যাদিশ্রুত্যা চানিত্যত্বাবগমাচ্চ”[৫]। এই সন্দর্ভে ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র প্রতিপাদন করিয়াছেন যে মোক্ষের নিত্যত্বই তাহার পরমত্ব। “ন চ পুনরাবর্ততে”[৬] এইরূপ *ছান্দোগ্য* শ্রুতির দ্বারাই মোক্ষের পরমত্ব অবগত হওয়া যায়। অপরপক্ষে প্রত্যক্ষের দ্বারা অর্থ এবং কামের এবং “তৎ যথেহ কর্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে”[৭] এইরূপ *ছান্দোগ্য* শ্রুতির দ্বারা স্বর্গাদি অদৃষ্টফলের জনক বেদবিহিত কর্মরূপ ধর্মাচরণের অপরমত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইস্থলে উল্লেখনীয় বিষয় এই যে যাগাদি কর্ম যে অনিত্য সেই বিষয়ে সংশয়ের কোনও প্রকার অবকাশ নাই। কিন্তু যাগাদি কর্মের ফল স্বর্গাদি পারলৌকিক সুখ নিত্য অথবা নিত্য নহে এইরূপ বিপ্রতিপত্তি উপস্থিত হইলে “তৎ যথেহ” ইত্যাদি *ছান্দোগ্য* শ্রুতির দ্বারাই যাগাদি ধর্মাচরণসাধ্য স্বর্গাদি ফলের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। বিমতঃ স্বর্গঃ অনিত্যঃ কার্যত্বাৎ ঘটবৎ, এইপ্রকার নির্দোষ অনুমানের দ্বারাও স্বর্গাদি পারলৌকিক সুখের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়।

---

[৫] ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, *বেদান্তপরিভাষা,* পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী (সম্পাদক), সতীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৮৩ শকাব্দ, পৃঃ ৪-৮

[৬] *ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮/১৫/১*

[৭] *ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮/১/৬*

আচার্য শঙ্কর তাঁহার অধ্যাসভাষ্যের শেষে বলিয়াছেন যে অবিদ্যারূপ অনর্থহেতুর প্রহাণ বা নিবৃত্তিই মোক্ষ এবং আত্মৈকত্ববিদ্যা প্রতিপত্তির দ্বারাই অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অবিদ্যানিবৃত্তিই অদ্বৈতদর্শনে মোক্ষরূপে সিদ্ধ হওয়ায় প্রশ্ন হইবে যে এইরূপ অবিদ্যানিবৃত্তি বা অবিদ্যাধ্বংস আত্মচৈতন্য হইতে অতিরিক্ত অথবা আত্মচৈতন্যের সহিত অভিন্ন? অদ্বৈতমতে মোক্ষ যে কেবল অবিদ্যানিবৃত্তিই হয় না, আত্মচৈতন্যের নিরতিশয় আনন্দস্বরূপের স্ফুরণও হয়, তাহা অনতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে অবিদ্যানিবৃত্তির ফলে যে আত্মচৈতন্যের স্বরূপসুখের অভিব্যক্তি হয়, সেই অভিব্যক্ত চৈতন্য হইতে অবিদ্যানিবৃত্তি অতিরিক্ত অথবা অনতিরিক্ত?

অদ্বৈতবেদান্তী ভাবপদার্থের অতিরিক্ত কোনও অভাবপদার্থ স্বীকার করেন না। তাঁহারা ন্যায়াদিসম্প্রদায়সম্মত প্রাগভাবকে উপাদানস্বরূপ, অত্যন্তাভাবকে অধিকরণস্বরূপ এবং ধ্বংসাভাবকে শেষস্বরূপই বলিয়া থাকেন। অদ্বৈতবেদান্তী ব্রহ্মরূপ অদ্বয়তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সমস্তপ্রকার ভেদেরই দুর্নিরূপণীয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং অবিদ্যানিবৃত্তি বা অবিদ্যাধ্বংসকে অদ্বৈতমতে আত্মচৈতন্য বা ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত অভিন্নই বলিতে হইবে। কিন্তু অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ আত্মচৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইলে আত্মচৈতন্য

নিত্য হওয়ায় মোক্ষকেও নিত্য বলিতে হইবে। কিন্তু মোক্ষ নিত্য হইলে তাহা অসাধ্য হইবে। ফলতঃ মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত অধিকারী পুরুষের *শারীরকসূত্র, শারীরকভাষ্য* প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রবৃত্তি অনুপপন্ন হইবে। বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রে যদি মোক্ষার্থী পুরুষের প্রবৃত্তিই উপপন্ন না হয়, তাহা হইলে *বেদান্তসূত্র, ভাষ্য* প্রভৃতির উপদেশও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তী অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষকে আত্মচৈতন্যের সহিত অভিন্ন বলিতে পারেন না।

অগত্যা অদ্বৈতবেদান্তী যদি মোক্ষকে আত্মচৈতন্য হইতে ভিন্ন বলেন তাহা হইলে পুনরায় প্রশ্ন হইবে যে, মোক্ষ পারমার্থিক সৎ পদার্থ অথবা পারমার্থিক সৎ পদার্থ নহে? অদ্বৈতী যদি ইহাদের মধ্যে প্রথম বিকল্প স্বীকারপূর্বক মোক্ষকে আত্মভিন্ন পারমার্থিক সৎ পদার্থরূপে স্বীকার করেন, তাহা হইলে আত্মভিন্ন দ্বিতীয় পারমার্থিক সৎ পদার্থ স্বীকৃত হওয়ায় অদ্বৈতহানি এবং দ্বৈতাপত্তি হইবে। অপরপক্ষে মোক্ষ পারমার্থিক সৎ পদার্থ না হইলে উহা মিথ্যাই হইবে এবং উহাকে সকল মিথ্যা উপাদান অবিদ্যাস্বরূপ অথবা অবিদ্যার কার্য বলিতে হইবে। কিন্তু মোক্ষ অবিদ্যা বা অবিদ্যাকার্য হইলে মোক্ষে অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ায় মোক্ষকে অনিত্য পদার্থই বলিতে হইবে। কিন্তু মোক্ষ অনিত্য পদার্থ হইলে “ন চ পুনরাবর্ততে” এইপ্রকার *ছান্দোগ্য* শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে এবং মোক্ষ অনিত্য হইলে উহাকে পরমপুরুষার্থও বলা যাইবে না।

এইসকল আপত্তি খণ্ডনের নিমিত্ত অদ্বৈতাচার্যগণ বলিয়াছেন যে অবিদ্যানিবৃত্তি বস্তুতঃপক্ষে অখণ্ডাকারাবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মচৈতন্যের সহিত অভিন্নই। ইহাতে পূর্বপক্ষী যদি পুনরায় মোক্ষের অসাধ্যত্বের আপত্তি করেন, তাহাতে অদ্বৈতবেদান্তী বলিবেন যে আত্মচৈতন্য নিত্য বলিয়া অসাধ্য হইলেও অখণ্ডাকারাবৃত্তিরূপ আত্মচৈতন্যের উপলক্ষণ সাধ্যই। বৃত্তি সাধ্য বলিয়া মোক্ষকেও সাধ্য বলা হইয়াছে। মোক্ষার্থী পুরুষের নিত্যনির্দোষ ব্রহ্মচৈতন্যবিষয়ে অখণ্ডাকারা অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইলে উক্ত অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যের দ্বারাই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এইপ্রকার অবিদ্যানিবৃত্তি ব্রহ্মচৈতন্যের নিরতিশয় আনন্দস্বরূপের স্ফুরণ বা অভিব্যক্তি হইতে অতিরিক্ত সৎপদার্থ নহে। উহা অবিদ্যার কার্য অন্তঃকরণেরই পরিণাম বলিয়া ঐরূপ বৃত্তির দ্বারা অবিদ্যারূপ উপাদানকারণের নাশ হইলে বৃত্তিরূপ উপাদেয়েরও নাশ হইয়া থাকে। অর্থাৎ অখণ্ডাকারা অবিদ্যাবৃত্তি স্বপরঘাতক। পঙ্কিল জলে কতকরেণু সংস্পৃষ্ট হইলে কতকরেণু যেইরূপ জলের আবিলতা নাশ করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ অখণ্ডাকারাবৃত্তিও অবিদ্যার নাশ করিয়া উপাদানের নাশবশতঃ স্বয়ং বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফলে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোনও পদার্থই অবশিষ্ট থাকে না।

এইপ্রকার অখণ্ডাকারা অন্তঃকরণবৃত্তির পরক্ষণেই অবিদ্যানিবৃত্তি উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত বৃত্তি বা বৃত্তির দ্বারা অবচ্ছিন্নচৈতন্যই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ বা ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নকারণরূপ করণ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধনবিষয়ে বিচার বর্তমান গবেষণানিবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অখণ্ডাকারা অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যরূপ প্রমাণচৈতন্যের দ্বারা উৎপন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কীরূপে উৎপন্ন হয় বা অখণ্ডাকারাবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যের দ্বারা অভিব্যক্ত ব্রহ্মচৈতন্যরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ কী তাহার অনুসন্ধানই বর্তমান গবেষণানিবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই যে অবিদ্যানিবৃত্তির সাক্ষাৎকারণ, ইহা সকল অদ্বৈতাচার্যই স্বীকার করিয়াছেন। কোনও অদ্বৈতাচার্য বেদপ্রতিপাদ্য কর্মসমূহকে জ্ঞানের অঙ্গ, বা জ্ঞানকে কর্মের অঙ্গরূপে স্বীকার করেন না। কিন্তু অখণ্ডাকারাবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যরূপ প্রমাণচৈতন্যের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া নিত্যনির্দোষ ব্রহ্মচৈতন্যের অভিব্যক্তি সকল অদ্বৈতাচার্যের দ্বারা স্বীকৃত হইলেও অখণ্ডাকারাবৃত্তি কীরূপে উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান। *বৃহদারণ্যক* উপনিষদের অন্তর্গত “আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো

নিদিধ্যাসিতব্যঃ”[৮] শ্রুতিতে আত্মদর্শন বা আত্মসাক্ষাৎকারকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের বিধান করা হইয়াছে। আত্মদর্শন বা আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান *বৃহদারণ্যক* শ্রুতির দ্বারা বিহিত হয় না; যেহেতু অদ্বৈতবেদান্তী জ্ঞানে বিধি স্বীকার করেন না। কিন্তু উক্ত শ্রুতিতে আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান বিহিত হয় নাই। জ্ঞানকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনেরই বিধান করা হইয়াছে। কিন্তু “আত্মা বাহরে” শ্রুতির দ্বারা বিহিত শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের স্বরূপ কীপ্রকার, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি অঙ্গী বা প্রধান এবং কোন্‌টি অঙ্গ বা অপ্রধান, এই সকল বিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। বিশেষতঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎকারণ বা করণ কী, এই বিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে তিনটি মত প্রসিদ্ধ। আচার্য মণ্ডন মিশ্র তাঁহার *ব্রহ্মসিদ্ধি* গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে ‘প্রসঙ্খ্যান’ পদবাচ্য ধ্যান বা নিদিধ্যাসনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ কারণ। আচার্য বাচস্পতি মিশ্র *শাঙ্করভাষ্যের ভামতী* টীকায় প্রতিপাদন করিয়াছেন যে শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা সংস্কৃত মনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ। আচার্য বাচস্পতি মিশ্রের মতে শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের মধ্যে নিদিধ্যাসনই প্রধান বা অঙ্গী হইলেও বাচস্পতি মিশ্র নিদিধ্যাসনকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে স্বীকার করেন নাই। অন্য বহু বিষয়ে *ভামতী*কার মণ্ডন মিশ্রের মত অনুগমন

[৮] *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪/৫/৬*

করিলেও নিদিধ্যাসনের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণত্ববিষয়ে তিনি মণ্ডন মিশ্রের মত সমর্থন করেন নাই। *ভামতী*কারের মতে প্রমাণব্যতিরেকে কোনও প্রমাজ্ঞানেরই উৎপত্তি সম্ভব নহে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যে প্রমাজ্ঞান, সেই বিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। কারণ চরমব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রমিতি না হইলে তাহার দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইত না। কারণ একমাত্র প্রমাজ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে। শুদ্ধচৈতন্য বা অবিদ্যাবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্য প্রমাণচৈতন্য না হওয়ায় অজ্ঞানের নিবর্তক হইতে পারে না। এইজন্যই *ভামতী*কার বলিয়াছেন যে, নিদিধ্যাসনের দ্বারা মন সুসংস্কৃত হইলে সেই সুসংস্কৃত মনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হইয়া থাকে, যথা অসংস্কৃত শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের পক্ষে ষড়জ, ঋষভ প্রভৃতি স্বরগ্রামের পার্থক্য গ্রহণ করা সম্ভব না হইলেও গান্ধর্ববিদ্যার অনুশীলনের দ্বারা শ্রোত্রেন্দ্রিয় সুসংস্কৃত হইলে, সেই সুসংস্কৃত শ্রোত্রেন্দ্রিয় স্বরগ্রামসমূহের মধ্যে পার্থক্যগ্রহণে সমর্থ হইয়া থাকে। *ভামতী*কারের এইরূপ মত মনঃকরণতাবাদরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। *শাঙ্করভাষ্যের পঞ্চপাদিকা* টীকার রচয়িতা পদ্মপাদাচার্য এবং *পঞ্চপাদিকাবিবরণ* টীকার রচয়িতা প্রকাশাত্মযতি প্রসঙ্খ্যানবাদ এবং মনঃকরণতাবাদ খণ্ডনপূর্বক প্রতিপাদন করিয়াছেন যে করণমহিমায় জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব নিরূপিত হয় না। বিষয়ের আপরোক্ষ্যের দ্বারাই জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব নিরূপিত হইয়া থাকে। বিষয় যদি বিজ্ঞপ্তৃচৈতন্যের সহিত অভিন্ন হয়, তাহা হইলে শব্দপ্রমাণও সেই বিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান

উৎপন্ন করিয়া থাকে। *বিবরণা*চার্যের এইরূপ মত অদ্বৈতসম্প্রদায়ের মধ্যে শাব্দাপরোক্ষবাদরূপে প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে প্রসঙ্খ্যানবাদ, মনঃকরণতাবাদ এবং শাব্দাপরোক্ষবাদ, এই ত্রিবিধ মতই বর্তমান গবেষনানিবন্ধের বিচার্য বিষয়। উক্ত মতত্রয়ের সপক্ষে কীরূপ যুক্তি বিদ্যমান, ইহাদের মধ্যে কোন্ মত অন্যমতদ্বয় অপেক্ষা যুক্তিযুক্ত এবং শ্রুতির দ্বারা সমর্থিত, তাহাই বর্তমান গবেষণানিবন্ধে অদ্বৈতদর্শনের মূলগ্রন্থসমূহ অবলম্বনে বিশেষরূপে বিচারিত হইবে।

গবেষণানিবন্ধের অধ্যায়সমূহের প্রতিপাদ্যবিষয় উল্লেখের পূর্বে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবিষয়ে একটি সংশয়ের নিরসন আবশ্যক। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্মবিষয়ক অখণ্ডাকারাবৃত্তিই কি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার? অথবা অখণ্ডাকারাবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যের দ্বারা অভিব্যক্ত ব্রহ্মচৈতন্যই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার?

ইহার উত্তর এই যে অদ্বৈতমতে অন্তঃকরণ জড়পদার্থ হওয়ায় অখণ্ডাকারা অন্তঃকরণবৃত্তিও জড়পদার্থ। জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব হওয়ায় কেবল অন্তঃকরণবৃত্তি অজ্ঞানের নাশক হইতেই পারে না। এই কারণেই অদ্বৈতমতে অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যকেই প্রমাণচৈতন্যরূপে স্বীকার করা হয়। এইরূপ

প্রমাণচৈতন্যের দ্বারাই বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হইয়া থাকে। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যরূপ প্রমাণচৈতন্যের দ্বারা বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যের অভিব্যক্ত বা প্রকাশ হইলে সেই অভিব্যক্ত বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যকেই প্রমিতিচৈতন্য বলা হয়। সুতরাং, অদ্বৈতমতে অখণ্ডাকারাবৃত্তি বা অখণ্ডাকারাবৃত্তির দ্বারা অবচ্ছিন্নচৈতন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নহে। অখণ্ডাকারাবৃত্তির দ্বারা অভিব্যক্ত ব্রহ্মচৈতন্যই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার।

বর্তমান গবেষণানিবন্ধে *ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য,* মণ্ডনমিশ্র প্রণীত *ব্রহ্মসিদ্ধি,* শঙ্খপাণিপ্রণীত *ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা, বেদান্তকল্পতরু* এবং *পরিমল* সহ বাচস্পতি মিশ্রকৃত *ভামতী,* পদ্মপাদাচার্যকৃত *পঞ্চপাদিকা,* প্রকাশাত্মযতিকৃত *পঞ্চপাদিকাবিবরণ,* অখণ্ডানন্দমুনিকৃত *বিবরণ*টীকা *তত্ত্বদীপন,* চিৎসুখাচার্য প্রণীত *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা,* মাধ্ব আচার্য ব্যাসতীর্থ প্রণীত *ন্যায়ামৃত* এবং আচার্য মধুসূদন সরস্বতী প্রণীত *অদ্বৈতসিদ্ধি* অবলম্বনে প্রসঙ্খ্যানবাদ, মনঃকরণতাবাদ এবং শাব্দাপরোক্ষবাদ বিচারিত হইবে।

গবেষণানিবন্ধের অধ্যায়বিভাগ এইরূপ। প্রথম অধ্যায়ে *ব্রহ্মসূত্র শাঙ্করভাষ্য* অবলম্বনে অতিসংক্ষেপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ক আলোচনা উপাস্থাপিত হইবে। *ভামতী*কার এবং *বিবরণা*চার্য ভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই তাঁহাদের মত উপস্থাপন করিয়াছেন। এই কারণ *ভামতী* এবং *বিবরণের* আলোচনা প্রসঙ্গেই ভাষ্যকারের প্রকৃত তাৎপর্য

উদ্ঘাটিত হইবে। বর্তমান অধ্যায়ে অতি সংক্ষেপে ভাষ্যকারের মতের কেবল উল্লেখমাত্র করা হইবে। ভাষ্যের প্রকৃত রহস্য পরবর্তী অধ্যায়সমূহেই উদ্ঘাটিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আচার্য মণ্ডনমিশ্রকৃত *ব্রহ্মসিদ্ধি* এবং শঙ্খপাণিকৃত *ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা* অনুসারে বিস্তৃতরূপে প্রসঙ্খ্যানবাদ উপস্থাপিত এবং বিচারিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আচার্য বাচস্পতিমিশ্রকৃত *ভামতী*, অমলানন্দ সরস্বতীকৃত *বেদান্তকল্পতরু*, অপ্পয় দীক্ষিতকৃত *পরিমল*টীকা অবলম্বনে মনঃকরণতাবাদ স্থাপিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়ে পদ্মপাদাচার্যকৃত *শাঙ্করভাষ্যের পঞ্চপাদিকা*টীকা, প্রকাশাত্মযতিকৃত *পঞ্চপাদিকাবিবরণ* এবং অখণ্ডানন্দমুনিকৃত *তত্ত্বদীপন*টীকা অবলম্বনে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপিত হইবে। প্রসঙ্গতঃ *পঞ্চপাদিকা* এবং *বিবরণ* অবলম্বনে ভাষ্যের প্রকৃত আশয়ও উদ্ঘাটিত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে চিৎসুখাচার্যকৃত *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা* অবলম্বনে শাব্দাপরোক্ষবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে মাধ্ব আচার্য ব্যাসতীর্থ প্রণীত *ন্যায়ামৃত* এবং *ন্যায়ামৃতের* টীকাসমূহ অবলম্বনে শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডিত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়ে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী প্রণীত *অদ্বৈতসিদ্ধি* অবলম্বনে শাব্দাপরোক্ষবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ সমাহিত হইবে।

উপসংহারে গবেষণানিবন্ধে উপস্থাপিত সিদ্ধান্তসমূহ সংগৃহীত হইবে।

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মসূত্র এবং *শাঙ্করভাষ্য* অনুসারে ব্রহ্মাবগতির করণ নিরূপণ

ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ কী বা কোন্ প্রমাণের দ্বারা চরম অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভব উৎপন্ন হয়, এইরূপ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানই বর্তমান গবেষণানিবন্ধের মূল লক্ষ্য। এই বিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে যে মূলতঃ তিনটি মত প্রসিদ্ধ, তাহাও ভূমিকায় উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে প্রসঙ্খ্যানবাদ, মবঃকরণতাবাদ এবং শাব্দাপরোক্ষবাদবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হইয়া থাকে যে *ব্রহ্মসূত্র*কার মহর্ষি ব্যাস এবং *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য*কার আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে কী বলিয়াছেন? *সূত্র*কার এবং *ভাষ্য*কারের মতে কোন্ প্রমাণ হইতে ব্রহ্মবিষয়ক চরম অপরোক্ষ অনুভব উৎপন্ন হইয়া থাকে?

বর্তমান অধ্যায়ে *ব্রহ্মসূত্র* এবং *শাঙ্করভাষ্য* অবলম্বনে অতি সংক্ষেপে এইরূপ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হইবে। এইরূপ প্রশ্নসমূহের উত্তরে *ব্রহ্মসূত্র*কার এবং *অদ্বৈতভাষ্য*কারের মূল সিদ্ধান্ত অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করাই বর্তমান অধ্যায়ের মুখ্য উপজীব্য। আচার্য বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার *ভামতী* টীকায় *শাঙ্করভাষ্যের* ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গেই মনঃকরণতাবাদের আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। *বিবরণা*চার্যও *শাঙ্করভাষ্যের*

ব্যাখ্যার নিমিত্তই শাব্দাপরোক্ষবাদ উপস্থাপন করিয়াছেন। এইকারণে বর্তমান গবেষণানিবন্ধের তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে *ভামতী* এবং *পঞ্চপাদিকাবিবরণ* অনুসারে অতি বিস্তৃতরূপে *শাঙ্করভাষ্যের* তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যেহেতু *ব্রহ্মসূত্র* এবং *শাঙ্করভাষ্যের* প্রকৃত অভিপ্রায় পরবর্তী অধ্যায়সমূহে অতি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে এবং *ভাষ্যের* প্রকৃত রহস্যও চতুর্থ অধ্যায়ে উন্মোচিত হইবে, সেইহেতু বর্তমান অধ্যায়ে অতি সংক্ষেপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ বা উপায় সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মত উপস্থাপিত হইবে। পরবর্তীকালে রচিত *শাঙ্করভাষ্যের ভামতী, পঞ্চপাদিকা, বিবরণ* প্রভৃতি প্রধান টীকাসমূহ ব্যতিরেকে ভাষ্যের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভবই নহে। এই কারণে বর্তমান অধ্যায়ে *সূত্র* এবং *ভাষ্য* অবলম্বনে কেবল সংক্ষিপ্তরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ বিষয়ক আচোচনার সূচনামাত্র করা হইবে।

আচার্য শঙ্কর তাঁহার অধ্যাসভাষ্যের শেষে বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনের উপায় বা সাধন নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন, "অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে"[৯]। অর্থাৎ প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয়, কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম, ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগ এই নববিধ অনর্থের যাহা মূল হেতু সেই জগতের মূল

[৯] আচার্য শঙ্কর, *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্* -এর অন্তর্গত, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাঃ), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী, ১৯৮২, পৃঃ ৪৫

উপাদানকারণ অবিদ্যার নিবৃত্তির জন্য এবং আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তির নিমিত্ত সকল বেদান্তশাস্ত্র আরব্ধ হইতেছে। এইস্থলে ভাষ্যকার স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন যে ব্রহ্মাত্মৈক্যবিদ্যার প্রতিপত্তিই অবিদ্যানিবৃত্তির সাক্ষাৎকারণ। উক্ত ভাষ্যের অন্তর্গত ‘প্রতিপত্তি’ শব্দের অর্থ বাচস্পতি মিশ্রের মতে প্রাপ্তি। *বিবরণা*চার্য অবশ্য ‘প্রতিপত্তি’ শব্দের এইরূপ অর্থ স্বীকার করেন নাই। উক্ত ‘প্রতিপত্তি’ পদের প্রকৃত তাৎপর্য চতুর্থ অধ্যায়ে উদ্ঘাটিত হইবে। *শাঙ্করভাষ্যের* এই সন্দর্ভেই বলা হইল যে আত্মৈকত্ববিদ্যা বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ।

প্রশ্ন হইবে যে কীরূপ প্রমাণের দ্বারা এইরূপ আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে?

ব্রহ্মসূত্রকার এবং আচার্য শঙ্কর প্রথম অধ্যায়ের শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মবিষয়ে যোনি বা প্রমাণ। মহর্ষি ব্যাস শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণে বলিয়াছেন “শাস্ত্রযোনিত্বাৎ”[১০]। উক্ত সূত্রের পদচ্ছেদ এইরূপ – শাস্ত্রম্ ঋগ্বেদাদিঃ যোনিঃ প্রমাণং যস্য সঃ শাস্ত্রযোনিঃ, তত্ত্বং শাস্ত্রযোনিত্বং তস্মাৎ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ বৈদিকপ্রমানত্বাৎ ব্রহ্ম বৈদিকবেদ্যম্ অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র যোনি বা প্রমাণ

[১০] মহর্ষি ব্যাস, *ব্রহ্মসূত্র*, *ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্* -এর অন্তর্গত, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাঃ), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী, ১৯৮২, ১/১/৩, পৃঃ ৯৫

যাঁহার তিনি শাস্ত্রযোনি। তাঁহার তত্ত্ব শাস্ত্রযোনিত্ব এবং এইরূপ শাস্ত্রযোনিত্বরূপ তত্ত্বের দ্বারা তাঁহার বৈদিকবেদ্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

"তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"[১১], এইপ্রকার *বৃহদারণ্যক* শ্রুতিতে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে পরব্রহ্মরূপ পুরুষ উপনিষদ্বেদ্য। ইহাতে সংশয় হইয়া থাকে, "অস্য ব্রহ্মণঃ অনুমেয়তা অপি অস্তি অথবা বৈদিকগম্যতা" । অর্থাৎ ধর্ম যেইরূপ সাধ্য পদার্থ, ব্রহ্ম সেইরূপ ক্রিয়াসাধ্য পদার্থ নহে। ব্রহ্ম সিদ্ধ বা পরিনিষ্পন্ন পদার্থ। পরিনিষ্পন্ন বা সিদ্ধ পদার্থ বিষয়ে একাধিকপ্রমাণবেদ্যত্বই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ সংশয় হইয়া থাকে যে ব্রহ্ম কি অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারাও বেদ্য অথবা ব্রহ্ম বৈদিকবেদ্য? "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রে এবং উক্ত সূত্রের ভাষ্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে ব্রহ্মবৈদিকবেদ্য। "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" এইরূপ *বৃহদারণ্যক* শ্রুতিই ঐরূপ সূত্রের উপজীব্য এবং "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রে এবং ঐ সূত্রের ভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে যে উক্ত শ্রুতির দ্বারাও ব্রহ্মের বৈদিকবেদ্যত্বই সিদ্ধ হইয়াছে।

পূর্বপক্ষিগণ সূত্রকারের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া থাকেন যে এইরূপ তৃতীয় ব্রহ্মসূত্রের অবতারণা অনর্থক। কারণ পূর্ববর্তী "জন্মাদস্য যতঃ"[১২] সূত্রেই প্রতিপাদিত

---

[১১] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩/৯/২৬*

[১২] মহর্ষি ব্যাস, *ব্রহ্মসূত্র*, ১৯৮২, ১/১/২, পৃঃ ৮৩

হইয়াছে যে শাস্ত্ররূপ প্রমাণের দ্বারাই ব্রহ্ম জগতের জন্ম, স্থিতি এবং লয়ের কারণরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকেন। পূর্ববর্তী সূত্রে ঐরূপ প্রমাণস্বরূপ শাস্ত্রবাক্য উদাহৃতও হইয়াছে— যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"[১৩] এইরূপ *তৈত্তিরীয়* শ্রুতিই ব্রহ্মের জগজ্জন্মাদিহেতুত্ববিষয়ে প্রমাণ। *ঋগ্বেদাদি* শাস্ত্র যে ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ তাহা পূর্ববর্তী সূত্রেই স্থাপিত হওয়ায় "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এইরূপ তৃতীয় সূত্রকে অনর্থকই বলিতে হইবে। এইরূপ পূর্বপক্ষ উপস্থাপন করিতে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "অথবা যথোক্তং ঋদ্বেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণম্ অস্য ব্রহ্মণঃ যথাবৎস্বরূপাধিগমে। শাস্ত্রাৎ এব প্রমাণাৎ জগতঃ জন্মাদিকারণং ব্রহ্ম অধিগম্যতে ইতি অভিপ্রায়ঃ। শাস্ত্রম্ উদাহৃতঃ পূর্বসূত্রে-'যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি। কিমর্থং তর্হি ইদং সূত্রম্?"[১৪]।

এইপ্রকার পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া তাহার নিরসন করিতে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "উচ্যতে –তত্র পূর্বসূত্রাক্ষরেণ স্পষ্টং শাস্ত্রস্য অনুপাদানাৎ জন্মাদিসূত্রেণ কেবলম্ অনুমানম্ উপন্যস্তম্ ইতি আশঙ্ক্যেত তামাশঙ্কাং নিবর্তয়িতুম্ ইদং সূত্রং প্রববৃতে— 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' ইতি"[১৫]। ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে "জন্মাদস্য যতঃ" এইরূপ দ্বিতীয় ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টরূপে অক্ষরের দ্বারা শাস্ত্রের উল্লেখ করা হয় নাই। ফলতঃ শঙ্কা হইতে

---

[১৩] *তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ৩/১*

[১৪] আচার্য শঙ্কর, *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য,* ১৯৮২, ১/১/৩, পৃঃ ৯৯-১০০

[১৫] আচার্য শঙ্কর, *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য,* ১৯৮২, ১/১/৩, পৃঃ ১০০

পারে যে পূর্বসূত্রে ব্রহ্মের জগজ্জন্মাদিহেতুত্ববিষয়ে অনুমান প্রমাণই উপন্যস্ত হইয়াছে। ঐরূপ আশঙ্কার নিরসন করিতেই "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে এবং ঐ সূত্রে ব্রহ্মের বৈদিকবেদ্যত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এইরূপে ব্রহ্মের বৈদিকবেদ্যত্ব সিদ্ধ হইলে ইহাও সূচিত হইয়া থাকে যে ব্রহ্ম নিদিধ্যাসন বা উপাসনার দ্বারা অধিগত হইতে পারে না এবং মন বা অন্তঃকরণরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ও ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। ব্রহ্মের বৈদিকবেদ্যত্ব প্রতিপাদনদ্বারা ভাষ্যকার অর্থতঃ প্রসঙ্খ্যানবাদ এবং মনঃকরণতাবাদ অস্বীকারপূর্বক শাব্দাপরোক্ষবাদই যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে প্রকৃত অদ্বৈতসিদ্ধান্ত, তাহারও সূচনা করিয়াছেন

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্মসিদ্ধি অনুসারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে প্রসঙ্খ্যানবাদ বিচার

প্রথম অনুচ্ছেদ

মোক্ষের স্বরূপ প্রসঙ্গে প্রসঙ্খ্যানবাদ

'প্রসঙ্খ্যান' শব্দটি যোগদর্শন হইতে গৃহীত। যোগদর্শন অনুসারে শব্দটির অর্থ হইল ধ্যান। 'প্রসঙ্খ্যান' শব্দটি *যোগসূত্রের* কৈবল্যপাদে[১৬] উল্লিখিত হইয়াছে। ভূমিকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে অদ্বৈতাচার্য মণ্ডনমিশ্র প্রসঙ্খ্যানবাদী। তিনি তাঁহার *ব্রহ্মসিদ্ধি* গ্রন্থের *নিয়োগকাণ্ডে* মোক্ষের স্বরূপ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

মোক্ষের সাধনবিষয়ে অদ্বৈতদার্শনিকগণের মধ্যে যে তিনটি মত প্রসিদ্ধ তাহার মধ্যে প্রসঙ্খ্যানবাদ অন্যতম। প্রসঙ্খ্যানবাদ অনুসারে প্রসঙ্খ্যান বা ধ্যানের দ্বারাই জীবন্মুক্তি লাভ সম্ভব। অর্থাৎ প্রসঙ্খ্যান বা ধ্যানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। এক্ষণে প্রশ্ন হইল প্রসঙ্খ্যানবাদ অনুসারে মোক্ষের স্বরূপ কী? মণ্ডনমিশ্র তাঁহার *ব্রহ্মসিদ্ধি* গ্রন্থের নিয়োগকাণ্ডে "কঃ পুনরেষ মোক্ষঃ?"[১৭] অর্থাৎ এই মোক্ষ কী? এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপনপূর্বক

---

[১৬] *যোগসূত্র ৪/২৯*

[১৭] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, এস. কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী (সম্পাঃ), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী, ২০১০, পৃঃ ১১৯

মোক্ষের স্বরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সেই স্থলে মোক্ষস্বরূপের প্রাসঙ্গিক বিকল্পসমূহ উত্থাপনপূর্বক উহাদের খণ্ডন করিয়াছেন।

উক্ত আলোচনার সূত্রপাত করিতে মণ্ডনমিশ্র বলিয়াছেন যে, "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"[১৮]। এইরূপ ছান্দোগ্যশ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আত্মা অশরীর বলিয়া তাঁহাকে প্রিয় এবং অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারেনা। এইরূপ শ্রুতি অনুসারে কেহ বলিতে পারেন যে অনাগত দেহান্দ্রিয়বুদ্ধির অনুৎপত্তিকে মুক্তি বলা হউক। *ব্রহ্মসিদ্ধি*কার প্রদর্শন করিয়াছে যে তাহা বলা যাইতে পারেনা, কারণ উক্তমত স্বীকার করিলে মোক্ষকে প্রাগভাবস্বরূপ বলিতে হইবে, ফলতঃ উহা সাধ্য হইবে না। প্রাগভাবের উৎপত্তি হয় না বলিয়াই উহাকে অনাদি বলা হইয়া থাকে। মোক্ষ যদি প্রাগভাবস্বরূপ হয় তাহা হইলে মোক্ষের উৎপত্তি না হওয়ায় জীবাত্মার মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিবে না।

মোক্ষ প্রাগভাবস্বরূপ না হওয়ায় আত্মপ্রাপ্তিকে বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিকেই মোক্ষ বলিতে হইবে। এক্ষণে মণ্ডনমিশ্র মোক্ষের স্বরূপবিষয়ে যে সকল বিকল্প উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আত্মপ্রাপ্তিই মোক্ষ, ইহাই মোক্ষস্বরূপ বিষয়ে প্রথম কল্প। ব্রহ্মপ্রাপ্তিকে মোক্ষ বলা হইলে প্রশ্ন হইবে, মোক্ষ কি চৈত্রের গ্রামপ্রাপ্তির ন্যায়? কারণ মোক্ষার্থী পুরুষের ব্রহ্মমার্গে

---

[১৮] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮/১২/১*

গমনবিষয়ে শ্রুতি উপলব্ধ হয়, তাহা হইল- "শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভি নিঃসৃতৈকা। তয়োর্ধ্বমায়ান্নমৃতত্বমেতি"[১৯]। অর্থাৎ হৃদয় হইতে নিষ্ক্রান্ত একশত একটি নাড়ীর মধ্যে একটি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। উৎক্রমণকালে এই নাড়ীকে অবলম্বন করিয়া ঊর্ধ্বে গমনপূর্বক অমৃতত্ব লাভ করেন।

উক্ত প্রথম কল্প খণ্ডন করিতে মণ্ডনমিশ্র বলিয়াছেন, "তত্র ন তাবৎ প্রথমঃ কল্পঃ; সর্বগতত্বাৎ- 'তদন্তরস্য সর্বস্য', 'নিত্যং বিভুং সর্বগতম্' ইতি; অনন্যত্বাচ্চ, তদ্বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানোপদেশাৎ, 'তত্ত্বমসি' ইতি সাক্ষাৎ প্রতিপাদনাৎ, প্রত্যগাত্মবৃত্তিনা চ সর্বত্রাত্মশব্দেন নির্দেশাৎ, 'অথ যোঽন্যাম্' ইতি ভেদদর্শনাপবাদাৎ"[২০]। অর্থাৎ এই প্রথম কল্প গ্রহণীয় নহে, তাহার কারণ আত্মপ্রাপ্তি যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে মোক্ষকালে বস্তুতঃপক্ষে জীবের অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা সিদ্ধ হইবে যে মোক্ষলাভের পূর্বে আত্মতত্ত্বের অভাবই ছিল। কিন্তু ইহা বলা যায় না, কারণ আত্মতত্ত্বের অভাব থাকিতে পারে না বরং আত্মতত্ত্ব সর্বগত। তিনি যে সর্বগত সেই বিষয়ে শ্রুতিও বিদ্যমান, "তদন্তরস্য সর্বস্য"[২১]। অর্থাৎ সেই আত্মা সমস্ত জগতের অন্তরে বিদ্যমান। অতএব দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধির অনুৎপত্তিরূপ প্রাগভাব মোক্ষের স্বরূপ হইতে পারেনা।

---

[১৯] *কঠোপনিষদ্ ২/৩/১৬*

[২০] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, ২০১০, পৃঃ ১২০

[২১] *ঈশোপনিষদ্ ৫*

এতদ্ব্যতীত মোক্ষকে চৈত্রের গ্রামপ্রাপ্তির ন্যায়ও বলা যাইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে চৈত্রের গ্রামপ্রাপ্তিরূপ কার্যের ন্যায় মোক্ষেরও উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ পূর্বোল্লিখিত দেহেন্দ্রিয়ের অনুৎপত্তির ন্যায় মোক্ষরূপ কার্যের প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহার ফলে পূর্বোক্ত *ঈশ* শ্রুতির বিরোধী হইবে। প্রশ্ন হইবে যে দেহেন্দ্রিয়ের অনুৎপত্তিদশায় দেহেন্দ্রিয়াদির প্রাগভাবের ন্যায় মোক্ষের অনুৎপত্তিদশায় মোক্ষের প্রাগভাব স্বীকার করা যাইবে না কেন?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে মোক্ষ যদি আত্মপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে মোক্ষের অনুৎপত্তিদশায় আত্মার প্রাগভাবই থাকায় অনুৎপত্তিদশায় আত্মা সকল পদার্থের অন্তরে বিদ্যমান হইতে পারিবেন না। ফলে আত্মাকে ‘সর্বগত’ বা ‘সর্বভূতান্তরাত্মা’ বলা যাইবে না। কেবল পূর্বোক্ত *ঈশ*শ্রুতিই নহে, অজস্র শ্রুতি-স্মৃতিতে আত্মাকে সর্বব্যাপী, সর্বগত এবং সর্বভূতান্তরাত্মা বলা হইয়াছে। যথা *শ্বেতাশ্বতর* উপনিষদে বলা হইয়াছে, “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ় সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ”[২২]। এই *শ্বেতাশ্বতর*শ্রুতি কণ্ঠতঃ আত্মতত্ত্বকে সর্বব্যাপী এবং সর্বভূতান্তরাত্মা বলিয়াছেন। আত্মপ্রাপ্তি যদি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি হয় বা অনুৎপন্ন পদার্থের

[২২] *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৬/১১*

উৎপত্তিতুল্য হয়, তাহা হইলে অনুৎপত্তিদশায় আত্মতত্ত্বের অভাব সিদ্ধ হওয়ায় আত্মতত্ত্ব সর্বগত, সর্বব্যাপী, সর্বভূতান্তরাত্মা হইতে পারিবেন না।

আগম অবিরোধী প্রমাণই বিষয়ের স্থাপন করিয়া থাকে। আলোচ্যস্থলে মোক্ষের যে স্বরূপ স্বীকৃত হইয়াছে তাহা আগম বিরোধী হওয়ার কারণে মোক্ষকে আত্মপ্রাপ্ত বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলা যাইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত দেহেন্দ্রিয়াদি কার্যের ন্যায় মোক্ষের উৎপত্তি স্বীকার করিলে তাহা অনিত্য হইয়া যাইবে কারণ উৎপত্তিশীল বিষয় মাত্রেরই ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু মোক্ষ যে নিত্য সে বিষয়ে শ্রুতি দৃষ্ট হয়, যথা, "নিত্যং বিভুং সর্বগতম্"[২৩] অর্থাৎ সেই আত্মা নিত্য, বিভু এবং সবকিছুর মধ্যে বর্তমান এবং "ন চ পুনরাবর্ততে"[২৪] এইপ্রকার *ছান্দোগ্য* শ্রুতির দ্বারাও প্রতিপাদিত হয় যে মুক্ত পুরুষকে পুনরাবর্তন করিতে হয় না। এইজন্য মোক্ষের বিনাশ বা অন্ত না হওয়ায় মোক্ষ নিত্য। সুতরাং মোক্ষ চৈত্রের গ্রামপ্রাপ্তির ন্যায় কার্য হইতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, "একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান"[২৫] প্রভৃতির উপদেশ এবং "তত্ত্বমসি"[২৬], প্রভৃতি মহাবাক্যের দ্বারাও প্রতিপাদিত হয় যে, আত্মতত্ত্বের অভাব বা নিষেধ সম্ভব নহে। 'প্রত্যগাত্ম' এই পদের দ্বারা সর্বত্রই আত্মশব্দকে

---

[২৩] *মুণ্ডকোপনিষদ্ ১/১/৬*

[২৪] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮/১৫/১*

[২৫] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৫/৬*

[২৬] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬/৮/৭*

নির্দেশ করা হইয়াছে, এই আত্মা সর্বপ্রকার পরিচ্ছেদ ও ভেদরহিত । অতএব আত্মভিন্ন কোনও উপাস্যও নাই। এই প্রসঙ্গে *বৃহদারণ্যক* উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, "অথ যোঽন্যাম্"[২৭]। অর্থাৎ অব্রহ্মবিৎ যে কেহ আমার উপাস্য, আমা হইতে পৃথক এমন মনে করিয়া উপাস্য রূপে আত্মা হইতে পৃথক দেবতাকে স্বীকার করিয়া তাঁহার স্তুতি করেন। এইরূপ শ্রুতির দ্বারা যাঁহারা আত্মাকে পৃথক বিষয় বলিয়া বুঝাইতে চান তাহা আসলে অপবাদমাত্র। উক্ত *ছান্দোগ্য* এবং *ঈশোপনিষদের* দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান বা তাঁহার মধ্যে সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। সুতরাং আত্মাতিরিক্ত উপাস্য স্বীকার করার কোনও আবশ্যকতা নাই।

পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন, মোক্ষ চৈত্রের গ্রামপ্রাপ্তির ন্যায় অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি নহে, মোক্ষরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি অবিভাগলক্ষণাপ্রাপ্তি। ইহাই মোক্ষের স্বরূপবিষয়ে *ব্রহ্মসিদ্ধিতে* উল্লিখিত বিকল্পসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় বিকল্প। নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রে পতিত হইলে সমুদ্রের সহিত যেমন একরূপতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীবচৈতন্যসকল উপাধিসমূহের বিলয়ে ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত একরূপতা প্রাপ্ত হইলে তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। *ব্রহ্মসিদ্ধি*কার এইস্থলে অপর একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা হইল- নানা

---

[২৭] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১/৪/১০*

কুসুম হইতে সংগৃহীত কুসুমরস একত্র ঘনীভূত হইলে মধুস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ জীবচৈতন্য প্রজ্ঞানঘন অবস্থায় উপনীত হইলে ব্রহ্মস্বরূপতারূপ মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কারণে ব্রহ্মপ্রাপ্তিকে চৈত্রের গ্রামদেশপ্রাপ্তির সহিত তুলনা না করিয়া নদীর সমুদ্রপ্রাপ্তির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কারণ চৈত্র গ্রামপ্রাপ্ত হইলেও গ্রামের সহিত একীভূত হইয়া যায় না, গ্রামে উপস্থিত হইলেও গ্রামের সহিত চৈত্রের ভেদ থাকিয়াই যায়। মোক্ষ যে অবিভাগলক্ষণাপ্রাপ্তি তাহার সমর্থনে গ্রন্থকার একটি *ছান্দোগ্য* শ্রুতিরও উদ্ধার করিয়াছেন- "মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষানাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি"[২৮]। অর্থাৎ মধুকরগণ নানাবিধফলপ্রসূ বৃক্ষরাজির রসসমূহকে একত্র সংগ্রহ করিয়া উক্ত রসকে একভাবাপন্ন করেন।

এইরূপ দ্বিতীয় বিকল্পও গ্রহণযোগ্য নহে, মোক্ষ নদীর সমুদ্রপ্রাপ্তিরন্যায় অথবা ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পে থাকা পুষ্পরসের সহিত অবিভাগলক্ষণাপ্রাপ্তির ন্যায় এইরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ অবিভাগরূপপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থই হইল ক্রিয়াসাপেক্ষতা অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষের দ্বারাই ইদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, অন্যথা নহে। কিন্তু এইরূপ মত স্বীকার করিলে আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্বের হানি ঘটিয়া যায়। আত্মা যে নিষ্ক্রিয় সেই বিষয়ে

[২৮] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬/৯/১*

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলা হইয়াছে যে, “নিষ্ফলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্”[২৯]। অর্থাৎ আত্মা নিরবয়ব, ক্রিয়াহীন বা কূটস্থ, নির্বিকার, অনবদ্য বা দোষশূন্য এবং নিরঞ্জন বা নির্লিপ্ত। এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে, তাঁহার মধ্যে অবয়বত্ব এবং ক্রিয়াত্ব নাই। এতদ্ব্যতীত যৌক্তিক বিচারে সিদ্ধ হয় যে, সাবয়ব পদার্থই ক্রিয়াসম্পাদনে সমর্থ হইতে পারে, নিরবয়ব পদার্থ নহে। অতএব তিনি নিরবয়ব হইবার কারণে নিষ্ক্রিয়ও বটে। তিনি নিষ্ক্রিয় হওয়ায় তাঁহার পক্ষে অন্যকোনওপ্রকার রূপ পরিগ্রহ করা সম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহার অবিভাগলক্ষণাপ্রাপ্তি বা অবিভাগরূপতাপ্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারেনা।

মোক্ষ অবিভাগলক্ষণাপ্রাপ্তি না হউক, তাহা “কার্যস্য বা কারণভাবাৎ”[৩০] অর্থাৎ কার্যের কারণপ্রাপ্তিস্বরূপ হইতে পারে। মোক্ষ কার্যের কারণপ্রাপ্তিস্বরূপ হইলে জীবকে ব্রহ্মের কার্য বলিতে হইবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, এই যে কার্যের কারণপ্রাপ্তি বলা হইতেছে তাহার স্বরূপ কী? ঘটে মুদ্গর প্রহার করিলে তাহা যেমন স্বীয় উপাদানকারণ মৃত্তিকায় বিলুপ্ত হইয়া যায় মোক্ষাবস্থাও কি সেইরূপ? বস্তুতঃপক্ষে জীবও কি মোক্ষাবস্থা প্রাপ্ত হইলে স্বীয় উপাদান কারণ ব্রহ্মে বিলুপ্ত হইয়া যায়? অথবা মোক্ষ কি পরিণামবিশেষস্বরূপ অর্থাৎ শ্রবণ, মননাদি উপায় অবলম্বন করিলে জীব কি মোক্ষরূপ

---

[২৯] *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্* ৬/১৯

[৩০] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, ২০১০, পৃঃ ১১৯

পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া থাকে? মোক্ষাবস্থা পরিণামস্বরূপ এই বিষয়েও *মুণ্ডক* শ্রুতি উদ্ধার করা যাইতে পারে, “স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি”[৩১]। এই বাক্যে বলা হইয়াছে, যিনি পরমব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন। *ব্রহ্মবিন্দু* উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, “ব্রহ্ম সংপদ্যতে”[৩২]। এইরূপ শ্রুতিবাক্য হইতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, মোক্ষাবস্থা একপ্রকার পরিণাম এবং জীবের সেই পরিণাম উৎপন্ন হইলেই সে মোক্ষাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এইরূপ তৃতীয় বিকল্পও গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ সৎকার্যবাদ অনুসারে কার্য সর্বদাই কারণজাতীয় অর্থাৎ কার্য সর্বদাই কারণাত্মক হইয়া থাকে। এই কারণে কার্যের কারণভাবের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি হইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, সৎকার্যবাদ অনুসারে কার্য যদি কারণাত্মক হইয়া থাকে, তাহা হইলে কার্যকারণের ভেদব্যবহার সম্পাদন হয় কীভাবে? কার্য কেবল কারণ হইতে ভিন্নরূপে ব্যবহৃতই হয় না, কার্য ও কারণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থক্রিয়াও সম্পাদন করিয়া থাকে। যথাঃ মৃত্তিকার দ্বারা জল আনয়ন, সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্য সম্পাদিত না হইলেও উহার কার্যদ্বারা তাহা সম্ভব হয়। সুতরাং কার্য

---

[৩১] *মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩/২/৯*

[৩২] *ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ্ ৬*

কারণাত্মক হইলেও কার্যের কার্যাবস্থাকে কারণের কারণাবস্থা হইতে পৃথকই বলিতে হইবে।

মোক্ষবিষয়ে যাঁহারা এইরূপ বিকল্প স্বীকার করিতে আগ্রহী তাঁহারা বলিতে পারেন যে, কার্যপ্রপঞ্চের কার্যরূপনাশই মোক্ষ। কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কাহার উচ্ছেদের ক্কথা বলা হইতেছে? কারণ সকল পদার্থের উচ্ছেদ অদ্বৈতীর অভিপ্রেত হইতে পারে না। *ঈশোপনিষদে* বলা হইয়াছে- "বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"[৩৩] । শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, বিদ্যা বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়। 'অমৃত' পদের মুখ্যার্থ মরণরাহিত্য, সুতরাং মোক্ষাবস্থার কোনও নাশ বা উচ্ছেদ হইবে না। *ছান্দোগ্য* শ্রুতিতেও বলা হইয়ায়াছে, "ন চ পুনরাবর্ত্ততে"[৩৪] । যিনি মোক্ষলাভ করেন তিনি বদ্ধাবস্থায় পুনারায় আর আগমন করেন না। অর্থাৎ মোক্ষাবস্থার কোনও ক্ষয় নাই। এই কারণেই প্রশ্ন হয় কোন্ বিষয়ের উচ্ছেদ হইবে? তাহার উত্তরে এই বিকল্পবাদিগণ বলিতে পারেন যে এই স্থলে বিষয়ের উচ্ছেদের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের বিষয় হইল আত্মা, আত্মার উচ্ছেদের কথা বলিলে অনিষ্টপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। কারণ মুক্তি আত্মারই হইয়া থাকে, এক্ষণে আত্মাই যদি উচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে কাহার মুক্তি হইবে? অতএব এই

---

[৩৩] *ঈশোপনিশদ্ ১১*

[৩৪] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮/১৫/১*

অভিমত স্বীকার্য নহে। এতদ্ব্যতীত শ্রুতি বারংবার আত্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, উচ্ছেদ করেন নাই। সুতরাং আত্মার উচ্ছেদপ্রসঙ্গ শ্রুতিবিরুদ্ধ হইবার কারণে, তাহা অদ্বৈতী স্বীকার করিতে পারেন না। কেবল তাহাই নহে, ব্রহ্মপরিণামবাদ অনুসারে জগৎ ব্রহ্মের পরিণামরূপ কার্য হইলেও, অদ্বৈতসম্প্রদায় ব্রহ্মপরিণামবাদ স্বীকার করেন নাই। *‘ব্রহ্মসূত্র’* এবং *‘শাঙ্করভাষ্যে’*র ‘বাক্যান্বয়াধিকরণে’ ব্রহ্মসূত্রকার এবং ভাষ্যকার ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদী কাশকৃৎস্নের মতই স্বীকার করিয়াছেন। এই মতে ব্রহ্মের সহিত জগতের কোনও মুখ্য কার্য-কারণভাব স্বীকার করা হয় না। “বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং”[৩৫] এইরূপ *ছান্দোগ্য* শ্রুতিতে নামরূপ এবং সকল বিকারেরই অণৃতত্ব বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম জগতের পরিণামি উপাদান এবং জগৎ তাহার সৎকার্য এইরূপ সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত না হইবার কারণে এবং শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মও অক্ষর বা অপরিণামী হইবার কারণে, ব্রহ্মের সহিত কোনও পদার্থেরই মুখ্য কার্য-কারণভাব সম্ভবই নহে। ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে মুখ্য কার্য-কারণভাব সম্ভব না হওয়ায় কার্যের কারণতাপ্রাপ্তি এইরূপ বিকল্প সিদ্ধান্তীর হইতে পারে না।

---

[৩৫] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬/১/৪*

পুনরায় অপর একটি বিকল্প উত্থাপিত হইতে পারে, এই মোক্ষাবস্থা কি স্বীয় স্বরূপপ্রাপ্তিলক্ষণা? যেমন- স্ফটিকমণিতে জবাকুসুমের সংযোগবশতঃ জবাকুসুম অরুণিমারূপ স্বধর্মকে স্ফটিকে আরোপ করিয়া থাকে এইরূপ উপরাগবশতঃই 'অরুণঃ স্ফটিকঃ' এইরূপ ভ্রমব্যবহার উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ বলিতে পারেন যে, জীব বস্তুতঃপক্ষে ব্রহ্মচৈতন্যস্বরূপ চৈতন্যে অবিদ্যার অধ্যাসবশতঃই অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্যের ধর্মসকল চৈতন্যের উপর আরোপিত হইয়া থাকে। 'অরুণঃ স্ফটিকঃ' এইরূপ প্রতীতিস্থলে জবাকুসুম উপাধি, স্ফটিক উপধেয় এবং অরুণিমাই ঔপাধিক ধর্ম হইয়া থাকে। আবার জবাকুসুমরূপ উপাধি অপসৃত হইলে, স্ফটিকে উপাধির দ্বারা যে অরুণিমার অধ্যাস হইয়া থাকে, সেই উপরাগও অপসৃত হইয়া যায়। অনুরূপভাবে অবিদ্যারূপ উপাধি চৈতন্যরূপ জীবে যে সকল ধর্ম আরোপ করে অবিদ্যারূপ উপাধির নাশে সেই সকল আধ্যাসিক ধর্মেরও নাশ হইয়া যাইবে। এইরূপ উপাধির বিগমে বা নাশের ফলে জীব স্বীয় স্বরূপকেই প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। জীবের এইরূপ স্বরূপপ্রাপ্তিই হইল মোক্ষ। আর এইরূপ মতের সপক্ষে, "পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে"[৩৬] অর্থাৎ পরমজ্যোতিসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থান করেন, এইরূপ *ছান্দোগ্য* শ্রুতিও বিদ্যমান।

---

[৩৬] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮/৩/৪*

এইপ্রকার চতুর্থ বিকল্পও গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ জীবচৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত অভেদপ্রাপ্ত হইয়াই থাকে। যাহা প্রাপ্ত বা সিদ্ধ তাহার পুনরায় সিদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং জীব পাপ-পূণ্য ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একীভাবপ্রাপ্ত হইলেন এইরূপ পক্ষও সিদ্ধান্তীর হইতে পারে না।

এইরূপে চতুর্থ বিকল্প খণ্ডিত হইলে একদেশী বলিতে পারেন, "অথ বিজ্ঞানাত্মানং শোকমোহাদি অভাবো বিশিষ্যত ইতি চেৎ তত্রাপি শোকাদয়শ্চেদ্ আত্মানো বিজ্ঞানাত্মানাম্, অনুচ্ছ্যদ্যাঃ"[৩৭]। অর্থাৎ বিজ্ঞানাত্মা বা জীবাত্মাকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলা যাইতে পারে না। কারণ, বিজ্ঞানাত্মায় শোকমোহাদি বিদ্যমান এবং পরমাত্মায় শোকমোহাদির অভাববত্ত্বই পরমাত্মা বা নির্গুণব্রহ্মকে বিশেষিত করে। কিন্তু এইরূপে শোকমোহাদিকে যদি জীবাত্মার স্বরূপ বলা হয় তাহা হইলে শোকমোহাদি অনুচ্ছেদ্য হইয়া পড়িবে।

এই সকল অনুপপত্তিবশতঃ বলা হয় যে, "অথ জীবেভ্যোঽর্থান্তরভূতাঃ ক্ষণিকা গুণাঃ, ততঃ ক্ষণিকত্বাদেব বিনংক্ষ্যন্তীতি ন তদর্থ বিদ্যাখ্যং সাধনং অপেক্ষিতং"[৩৮]। অভিপ্রায় এই যে, এই সকল শোকমোহাদি তাহার আগমাপায়ী ধর্ম বা আগন্তুক ধর্ম, সুতরাং অনুচ্ছেদ্য নহে। কারণ আগন্তুক ধর্মমাত্রই ক্ষণিক হইয়া থাকে, এই

---

[৩৭] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, ২০১০, পৃঃ ১২০

[৩৮] শঙ্খপাণি, *শঙ্খপাণিব্যাখ্যা*, ২০১০, পৃঃ ২৪৬

ক্ষণিকত্বধর্মবশতঃই ঐ সকল ধর্মের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। ক্ষণ উত্তীর্ণ হইলেই নিয়মানুসারে আগন্তুক ধর্মের ধ্বংস হইবে। এইজন্য উহাদের উচ্ছেদের নিমিত্ত কোনও সাধনের অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন নাই। এতদ্ব্যতীত আগামী কোনও ধর্মসমূহের অনুৎপত্তির নিমিত্ত সাধন অপেক্ষিত হয়, ইহাও বলা যাইতে পারে না।

"অথ ঐশ্চর্যবিশেষো ব্রহ্মণি, তৎপ্রাপ্তিস্তদ্রূপপরিণামো মোক্ষঃ"[৩৯]। অভিপ্রায় এই যে, একদেশী হয়তো বলিতে পারেন ব্রহ্মের কোনও ঐশ্চর্যবিশেষ বিদ্যমান, জীবাত্মা বা বিজ্ঞানাত্মার সেই ঐশ্চর্যবিশেষাকারে পরিণামই মোক্ষ। এইরূপ মতের সপক্ষে *ছান্দোগ্য* শ্রুতিও দৃষ্ট হয়, "স স্বরাড়্ ভবতি"[৪০] । এইরূপ *ছান্দোগ্য* শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, বিজ্ঞানাত্মা স্বরাজ্যপ্রাপ্ত হন, অতঃপর তিনি মোক্ষলাভ করেন। অথবা যিনি স্বরাজ্যবিশিষ্ট্যাকাররূপ পরিণামপ্রাপ্ত হন তিনি মোক্ষলাভ করেন।

এইরূপ বিকল্প খণ্ডনের নিমিত্ত মণ্ডনমিশ্র স্বয়ং বলিয়াছেন, "তদসৎ, অনেকশ্বরানুপপত্তেঃ"[৪১]। মণ্ডনমিশ্রের অভিপ্রায় এই যে, বহুজীবের পক্ষেই এইরূপ স্বারাজ্যরূপ ঐশ্চর্য লাভ করিয়া মোক্ষলাভ সম্ভব। কিন্তু অনেক জীব যদি ঐপ্রকারে

---

[৩৯] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, ২০১০, পৃঃ ১২০

[৪০] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৭/২৫/২*

[৪১] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, ২০১০, পৃঃ ১২০

মোক্ষলাভ করিয়া লয় তাহা হইলে বহু ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিলে নানাপ্রকার অনুপপত্তি উপস্থিত হইবে। কারণ বহু ঈশ্বর স্বীকৃত হইলে তাহাদের মধ্যে কোন্ ঈশ্বরে জগৎকর্তৃত্ব রহিবে সেই বিষয়ে কোনও বিনিগমনা থাকিবে না। কেবল তাহাই নহে, প্রশ্ন হইতে পারে যে, কোন্ বিশেষ বিজ্ঞানাত্মার ঐরূপ ঐশ্চর্য ব্রহ্মের তুলনায় ন্যূন অথবা ব্রহ্মের সহিত তুল্য? যদি কোনও বিজ্ঞানাত্মার স্বরাজ্যরূপ ঐশ্চর্য ব্রহ্মের তুলনায় ন্যূন হয়, তাহা হইলে সেই বিজ্ঞানাত্মার স্বারাজ্যলাভ সম্ভবই হইবে না। কারণ ব্রহ্মশব্দবাচ্য পরমেশ্বর ব্রহ্ম অপেক্ষা বিজ্ঞানাত্মা ন্যূন ঐশ্চর্যবিশিষ্ট হইবার কারণে ব্রহ্মপদবাচ্য পরমেশ্বর ঐ বিজ্ঞানাত্মার অধিপতি হইবেন। ফলতঃ সেই বিজ্ঞানাত্মা স্বাধীন হইতে পারিবেন না, বিজ্ঞানাত্মার অন্যরাজতা বা অন্যাধীনত্বই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ অন্যাধীনত্ব নিত্য নহে তাহা ক্ষয়ী বা অন্তবৎ। ঐরূপ অন্যরাজতার অন্তবত্ত্ব *ছান্দোগ্য* শ্রুতির দ্বরাও সিদ্ধ হইয়া যায়- “অথ য অন্যথাতো বিদুঃ অন্যরাজনস্তে ক্ষয়লোকা ভবন্তি”[৪২]। অর্থাৎ আবার যাঁহারা আত্মানন্দদর্শন হইতে অন্যরূপে (ঐশ্চর্যবিশিষ্টরূপে) আত্মাকে জানেন তাঁহারা অপর রাজার অধীন ক্ষয়শীল লোকের অধিবাসী হন। আর অন্যরাজতা যে মুক্তি নহে এই বিষয়ে যুক্তিও উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা হইল, লোকব্যবহারে প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, যে সাধক পরমেশ্বরের তুলনায় ন্যূন ঐশ্চর্যলাভ

---

[৪২] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৭/২৫/২*

করিয়াছেন তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা কৃপাবিষ্ট না হইলে বা ঈশ্বরের কৃপা না থাকিলে নিজের ঐশ্চর্য হইতে প্রচ্যুত হইতে পারেন।

বিজ্ঞানাত্মার ঐশ্চর্য ব্রহ্মের সহিত তুল্য, ইহাও বলা যাইতে পারেনা। যদি তুল্যতা স্বীকৃত হয় তাহা হইলে বিজ্ঞানাত্মা এবং ব্রহ্ম উভয়েরই অনুপপত্তিপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। কারণ সর্বাধিপতি হিসাবে একজনই ব্যবস্থিত হইতে পারেন এবং তিনিই সর্বত্র শাসন করিয়া থাকেন। আর যদি একজনই সর্বাধিপতি হন তাহা হইলে অন্য সর্বাধিপতি স্বীকার ব্যর্থ। আবার উভয় সর্বাধিপতির একমতিত্ব বা সমানবলশালিত্বও স্বীকৃত হইতে পারে না, তাহার কারণ এই বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। এতদ্ব্যতীত কোনও কার্যের উৎপত্তি যদি একজন সর্বাধিপতির ইচ্ছাজন্য বিহিত হয় তাহা হইলে অন্য সর্বাধিপতির ঈশ্বরত্ব অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত উভয়ের ইচ্ছা একে অপরের বিরোধী বলিয়া কার্যই উৎপন্ন হইতে পারিবে না। ফলতঃ উভয়েরই ঈশ্বরত্ব উপপন্ন না হইবার কারণে, উভয়েরই অনীশ্বরত্বপ্রসঙ্গই উপস্থিত হইবে। কিন্তু যদি উভয়ের ঈশ্বরত্ব সমক্ষণে স্বীকার না করিয়া পর্যায়ক্রমে স্বীকার সীকার করা হয়, তাহা হইল উভয়ের অনীশ্বরত্বপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় না। এই মতও গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না, কারণ একের ঈশ্বরত্বের নাশ বা অন্ত ঘটলেই অপরের ঈশ্বরত্বের উৎপত্তি হইবে, সুতরাং মোক্ষের উৎপত্তি-নাশ অবস্বীকার্য হওয়ায় মোক্ষের অনিত্যত্বপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। কেহ বলিতে পারেন জগৎস্বর্গকে ব্রহ্মতুল্য

ঐশ্চর্যবিশিষ্টরূপে স্বীকার করা হউক। তাহাও বলা যাইতে পারে না। কারণ শ্রুত হয় যে, তাঁহার উপাসনার দ্বারা স্বর্গোত্তরকালে মুক্তি উৎপন্ন হয়।

এক্ষণে *ব্রহ্মসিদ্ধিকার* মোক্ষের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেন, স্ফটিক যেমন জবাকুসুমাদি উয়াধিসকলের স্বস্বরূপতাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি বিজ্ঞানাত্মা বা জীবাত্মাও রাগাদির অপগমে নিজস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, আর অন্যরূপপ্রাপ্তি 'স্ব' শব্দের দ্বারা উপপন্নও হয় না। এই বিষয়ে *ছান্দোগ্য* শ্রুতিও পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইল- "পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে"[৪৩]। অর্থাৎ পরমজ্যোতি বা স্বপ্রকাশ চৈতন্যজ্যোতিকে লাভ করিয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন। আপত্তি হইতে পারে যে উক্ত স্বস্বরূপোস্থিতির দ্বারা অভেদসম্বন্ধ বোধগম্য হয়, ফলতঃ ঐ অভেদসম্বন্ধের দ্বারা পরমাত্মা বিশিষ্ট হইয়া পড়েন। ইহার বিরুদ্ধে মণ্ডনমিশ্র বলেন- "ন, বিশেষণানর্থক্যাৎ সর্বস্য তস্য নিষ্পদ্যমানস্য স্বত্বাৎ; তত্র যথা মলাপগমে শুক্লমেব সদ্বস্ত্রং 'শুক্লং জাতম্' ইতি উচ্যতে তথা মোহাবরণবিগমে স্বরূপাবির্ভাবে 'স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে' ইতি উচ্যতে; তথা 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"[৪৪]। অর্থাৎ সর্বত্র বিশেষণ অনর্থক হয় না, কোনও কোনও স্থলে তাহা স্বস্বরূপের নিরূপকও হইয়া থাকে। যেমন- মলাপকর্ষ ঘটিলে শুক্ল সদ্বস্ত্র যেমন (শুক্লং জাতম্) শুক্লরূপ জাত

---

[৪৩] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮/৩/৪*

[৪৪] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, ২০১০, পৃঃ ১২১

হয় বা শুক্লরূপে অবস্থান করে, তেমনি মোহাবরণের অবিগমে বিজ্ঞানাত্মার স্বরূপ আবির্ভূত হয়। আর এই বিষয়ে *বৃহদারণ্যক* শ্রুতিও দৃষ্ট হয়, তাহা হইল- “ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি”[৪৫]। এই *বৃহদারণ্যক* শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, তিনি পূর্বে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থাকিয়াই বর্তমান দেহেই ব্রহ্মে লীন হন বা জীবন্মুক্ত হন। অতএব মোক্ষ কার্য নহে বরং তা স্বরূপপ্রাপ্তি। তবে সেই প্রাপ্তি আগন্তুক বা অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি নহে, প্রাপ্তের প্রাপ্তি। সুতরাং “ন চ অন্যত্বম্, যতঃ অবিদ্যাপগমে এবোক্তেন প্রকারেণ মুক্তিঃ। অবিদ্যা সংসারঃ; বিদ্বৈব চ অবিদ্যানিবৃত্তিঃ যৎ অগ্রহণমবিদ্যা, যতো এবাভাবব্যাবৃত্তিঃ”[৪৬]। অর্থাৎ অন্যভাবে মুক্তি হইতে পারেনা, অবিদ্যার বিনাশ ঘটিলে, উক্তপ্রকারে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি।

মণ্ডনমিশ্র সংসারকে অবিদ্যা বলিয়াছেন। কিন্তু অবিদ্যার লক্ষণপ্রসঙ্গে সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁহার *বেদান্তসার* গ্রন্থে বলিয়াছেন- “অজ্ঞানং তু সদসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি, ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ ইতি বদন্তি”[৪৭]। অর্থাৎ অবিদ্যা বা অজ্ঞান একপ্রকার ‘অভাববিলক্ষণ’ বা ‘ভাবরূপ’ পদার্থ, ইহা সৎ নহে (যেহেতু ইহার মধ্যে ত্রিকালাবাধিতত্ত্ব নাই), কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে ইহা ঐ জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইয়া যায়। আবার ইহাকে আকাশকুসুমাদির ন্যায় ‘তুচ্ছ’ বা অত্যন্ত অসৎও বিষয় বলা যাইতে

---

[৪৫] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৪/৬*

[৪৬] মিশ্র,মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি,* ২০১০, পৃঃ ১২১-২২

[৪৭] *বেদান্তসার* কাঃ ২১

পারে না, কারণ জ্ঞান মিথ্যা হইলেও নির্বিষয়ক হইতে পারে না, তাহার বিষয় থাকে। এতদ্ব্যতীত আকাশকুসুমাদির ন্যায় অসৎ বিষয় জগতের পরিণামী কারণ হইতে পারে না। আমরা কোনও বিষয়কে নির্বচন বা ব্যাখ্যা করিবার জন্য, হয় তাহাকে সৎরূপে অথবা অসৎরূপে উপস্থাপন করিয়া থাকি, কিন্তু মিথ্যা বিষয়কে সৎ বা অসৎ কোনওরূপে নির্বচন না করিতে পারিবার জন্য উহা অনির্বচনীয়। আবার অবিদ্যা সত্ত্ব, রজস্ এবং তমস্ এই তিনগুণের মিশ্রিত রূপ বলিয়া ইহাকে ত্রিগুণাত্মক বলা হইয়াছে। অজ্ঞান হইল জ্ঞানবিরোধী। এই 'জ্ঞানবিরোধী' শব্দের দুটি অর্থ হইতে পারে, প্রথমতঃ জ্ঞানের বিরোধী বা জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান যাহার বিরোধী বা জ্ঞানের দ্বারা যাহার নিবৃত্তি ঘটে। অবিদ্যা বিষয়ের স্বরূপকে আবৃত করিয়া দেয় অথবা বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, ফলতঃ বিষয়স্বরূপের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া অবিদ্যা জ্ঞানের বিরোধী বা প্রতিবন্ধক। আবার বিষয়ের স্বস্বরূপের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা বিষয়সংক্রান্ত অজ্ঞানকে নাশ করে বলিয়া জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী। অজ্ঞানের দুর্নিরূপ্যতা বোঝানোর জন্য গ্রন্থকার 'যৎকিঞ্চিৎ' এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। কারণ অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ বিষয়, প্রমাণসিদ্ধ নহে। এই অবিদ্যার দুই প্রকার শক্তি আছে- আবরণশক্তি এবং বিক্ষেপশক্তি। আবরণশক্তি বিষয়ের স্বরূপকে তথা আত্মার স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে, তাহকে জানিতে দেয় না এবং বিক্ষেপশক্তি বিষয়ের স্বরূপকে ভিন্নরূপে উপস্থাপন করে। এই বিক্ষেপশক্তিযুক্ত

অবিদ্যা দ্বারা চৈতন্য উপহিত হইলে তাহা হইতে জগৎসংসার উৎপন্ন হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইল জগৎসংসার যদি অবিদ্যার কার্য হয় তাহা হইলে মণ্ডনমিশ্র কেন সংসারকে অবিদ্যা বলিয়াছেন? উত্তর এই যে কার্য কারণজাতীয় হওয়ায় সংসাররূপ কার্যও অবিদ্যাজাতীয়ই হইবে। অতএব সংসারাদি বিষয় অবিদ্যাই, এই অভিপ্রায়েই গ্রন্থকার বলিয়াছেন- "অবিদ্যা সংসারঃ ইত্যাদি"[৪৮] । এই প্রসঙ্গে *ভামতীকার* বাচস্পতি মিশ্রও বলেন- "সংসারনিবৃত্তিঃ অপবর্গ"[৪৯]।

এই প্রসঙ্গে শঙ্খপাণি তাঁহার টীকায় একটি আশঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন, "যদ্যপি 'অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষঃ' ইত্যুক্তোং শ্লোকে, তথাপি বিদৈবাবিদ্যাস্তময় ইতি বক্ষমাণত্বাৎ বৃত্তৌ বিদ্যাধিগমোমুক্তিরুক্তেত্যদোষঃ"[৫০] । অভিপ্রায় এই যে, যদিও অবিদ্যার নাশকে মুক্তি বলা হইয়াছে কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নাশের বক্ষমাণত্ব বা উৎপত্তিমত্ত্বপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়া পড়ে, আর অবিদ্যার নাশই যদি মোক্ষ হয় তাহা হইলে মোক্ষেরও উৎপত্তিমত্ত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার অবিগম বলিলে আর ঐ দোষপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয় না।

---

[৪৮] মিশ্র,মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি,* ২০১০, পৃঃ ১২১

[৪৯] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী,* ১৯৮২, পৃঃ ৬

[৫০] শঙ্খপাণি, *শঙ্খপাণিব্যাখ্যা,* ২০১০, পৃঃ ২৪৮

এক্ষণে টীকাকার আরও আশঙ্কা করিয়া বলেন, এই অবিদ্যা কি আত্মবিদ্যার অগ্রহণ বা অভাব? এবং বিদ্যার দ্বারা তাহার নিবৃত্ত ঘটে। এইরূপ অভিমত যথার্থ নহে, কারণ তাহা হইলে আত্মবিদ্যাকে প্রাগভাবস্বরূপ বলিতে হইবে। কিন্তু আত্মচৈতন্যের কোনওপ্রকার অভাব অদ্বৈতী স্বীকার করেন না, সুতরাং অবিদ্যা বিদ্যার অভাব এইরূপ মত অদ্বৈতীর অভিপ্রেত হইতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলে বিপর্যয় বা অধ্যাসকে অবিদ্যা বলা হউক কারণ তার বিরোধী তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া যায়। যেমন শুক্তিতে রজতভ্রমস্থলে শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা রজতজ্ঞান বাধিত হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মজ্ঞানের দ্বারা অনাত্মবিষয়ক অজ্ঞান বাধিত হইয়া যায়, সেইক্ষেত্রে প্রযত্নের কোনও অপেক্ষাই থাকে না।

কেহ আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, এইরূপ অবিদ্যার নাশকেও মোক্ষ বলা যাইতে পারে না, কারণ শুক্তিজ্ঞান থাকিলে রজতভ্রমজ্ঞাননাশ হয়, এইরূপ বলিলে ‘শুক্তিজ্ঞান’ এবং ‘রজতভ্রমজ্ঞাননাশ’ কে যুগপৎ বলিতে হয় কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে শুক্তিজ্ঞান রজতজ্ঞাননাশের হেতু হয়। অনুরূপভাবে বিদ্যা থাকিলে অবিদ্যানাশ হয়, সেইক্ষেত্রেও ভাববিষয় এবং অভাববিষয়-এর যুগপৎ অস্তিত্ব বা তুল্যকালতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। এইরূপ আপত্তির উত্তর এই যে, অদ্বৈতীর পক্ষে উক্ত আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ অদ্বৈতী শুক্তিজ্ঞান এবং রজতভ্রমজ্ঞাননাশের যুগপৎ উৎপত্তি স্বীকার করেন,

অনুরূপভাবে ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি হইলেই অবিদ্যানাশ হইয়া যায়, ভাববিষয় এবং অভাববিষয় যে যুগপৎ উৎপন্ন হইতে পারে সেই প্রসঙ্গে মণ্ডনমিশ্র বলিয়াছেন যে, "ননু একত্বে তুল্যকালতাপ্যনুপপন্না, ন, একস্যাপি বস্তুনো ভাবাভাবরূপেণ ব্যাপদেশাৎ, যথা- যদা ঘটো নশ্যতি তদা কপালানি জায়ন্তে"[৫১]। অভিপ্রায় এই যে, ঘট বিনষ্ট হইলে ঘটনাশের ক্ষণেই কপালাদির যেরূপ উৎপত্তি হয়, অনুরূপভাবে একই বস্তু ভাব এবং অভাবরূপে ব্যাপদিষ্ট হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অদ্বৈতী উক্তরূপে মোক্ষের কার্যতা স্বীকারও করেন না, কারণ মোক্ষের কার্যতা স্বীকার করিলে তাহা অনিত্য হইয়া পড়িবে। অতএব বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি বিদ্যার উৎপত্তিক্ষণেই হইয়া যায়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আর এই প্রসঙ্গে শ্রুতিও উদ্ধার করা যাইতে পারে, *মুণ্ডকোপনিষদে* বলা হইয়াছে- "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"[৫২]। অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন।

আপত্তি হয় যে, অদ্বৈতশাস্ত্রে এই অবিদ্যাকে অনাদি বলা হইয়াছে। অনাদি তাহাকেই বলা হইয়া থাকে যাহার উৎপত্তি নাই বা উৎপত্তির হেতু নাই। অবিদ্যা যদি অনাদি হয় তাহা হইলে তাহার প্রতি কোনও কারণ অপেক্ষিত নহে, ফলতঃ অবিদ্যা

---

[৫১] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, ২০১০, পৃঃ ১২২

[৫২] *মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩/২/৯*

অনুচ্ছেদ্য হইয়া পড়িবে। কারণ লোকব্যবহারে দৃষ্ট হয় যে, কোনও কার্যের উচ্ছেদ অখনই হয় যখন তাহার হেতুর উচ্ছেদ হয়।

এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে, কারণ এই অবিদ্যা ন্যায়সম্মত প্রাগভাবের মত অনাদি। প্রাগভাব অনাদি হইলেও তাহার নাশ যেমন নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন, তেমনি অবিদ্যাও অনাদি হওয়া সত্ত্বেও তাহার ধ্বংস সম্ভব। এতদ্ব্যতীত বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নাশ স্বীকার না করা হইলে সেই অবিদ্যা বিরোধী বিদ্যার উৎপত্তির নিমিত্ত শাস্ত্রের ব্যর্থত্বপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। কখনও কখনও স্বাভাবিকভাবে জাত অনাদি বস্তুসমূহেরও উচ্ছেদ হইতে দেখা যায়। যেমন পৃথিবী সম্বন্ধী পরমাণু আদির স্বভাব শ্যামলতা বা কৃষ্ণতারূপ গুণেরও আগন্তুক তীব্র পাকাদি তেজসংযোগের প্রভাবে রক্তাদিরূপে নিবৃত্তি দৃষ্ট হয়। লোকপ্রসিদ্ধ এইরূপ নিবৃত্তির ন্যায় অবিদ্যারও নিবৃত্তি হইতে পারে।

আপত্তি হয় যে, পার্থিব পরমাণুসকলের শ্যামত্ব না হয় রক্তরূপাদির কারণসমূহরূপ নিবর্তকের দ্বারা নিবর্তিত হইয়া যায়, কিন্তু অদ্বৈততত্ত্বে বিদ্যাস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও তত্ত্ব না থাকায়, অবিদ্যার অভাবই স্বীকার করিতে হইবে। সেইক্ষেত্রে অবিদ্যার অভাব থাকিলে বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার কীরূপ নিবৃত্তি হইবে?

উত্তর এই যে, ব্রহ্মের স্বভাবরূপ বিদ্যাই অবিদ্যাকে নিবৃত্ত করে, এমন বিষয় অসঙ্গত। কারণ সেইক্ষেত্রে আত্মাতেই বিদ্যা এবং অবিদ্যার অধিকরণত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ফলতঃ বিদ্যা এবং অবিদ্যা পরস্পর অবিরোধী হইয়া পড়িবে এবং অবিরোধী বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা উচ্ছিন্ন হইবে না। যদি তাহার বিপরীত বিষয় অর্থাৎ বিদ্যা এবং অবিদ্যা পরস্পর বিরোধী, তাহা হইলে এইরূপ পরিস্থিতে আত্মস্বরূপভূত বিদ্যা থাকিবার কারণে, নিত্যই অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ার জন্য সংসারের নিত্যমুক্তত্বপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। আর সর্বমুক্তি উপপন্ন হইলে মোক্ষমার্গের উপদেশাত্মক শাস্ত্রের ব্যর্থত্বপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে, যাহা গ্রহণযোগ্য নহে।

অনন্তর আপত্তি হয় যে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদিজন্য আত্মব্যতিরিক্ত অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ বিদ্যা অবিদ্যার বিরোধী হওয়ায়, তাহার দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হউক। এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইলে জগতের নিত্যমুক্তত্ব এবং শাস্ত্রের ব্যর্থত্বপ্রসঙ্গ প্রভৃতির সম্ভাবনা থাকিবে না। এইরূপ সিদ্ধান্তও গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না, কারণ অদ্বৈততত্ত্বে ব্রহ্মব্যতিরিক্তরূপে শ্রবণাদিজন্য বিদ্যান্তর থাকা অসম্ভব। যদি এইরূপ বিদ্যাকে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে একাত্মতত্ত্বের হানি ঘটিবে।

শ্রবণাদিজন্য বিদ্যান্তরকে যদি ব্রহ্মের স্বভাবরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের একাত্মতত্ত্বের হানি হইবে না।

এইরূপ সিদ্ধান্তও স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ যেইভাবে অবিদ্যা ব্রহ্মের স্বভাব হইতে পারে না, সেইভাবে আগন্তুক অনিত্যভূত ব্রহ্মাভিন্ন বিদ্যা হইতে ভিন্ন তথা শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন বিদ্যাও ব্রহ্মের স্বভাব হইতে পারে না। অনিত্যবস্তুতে নিত্যভূত ব্রহ্মস্বভাবত্বের উপপত্তি হইতে পারেনা। বস্তুতঃপক্ষে অদ্বৈতী বিদ্যারূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অবিদ্যানিবর্তক অন্য কোনও হেতুকে স্বীকার করেন না। অতএব পূর্বপক্ষীর এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নহে।

সিদ্ধান্তপক্ষে বস্তুতঃ অবিদ্যার দ্বারা কলুষিত জীবাত্মাই অবিদ্যার আশ্রয় হইয়া থাকে, ব্রহ্ম নহে। আপত্তি হয় যে, অদ্বৈতশাস্ত্রে জীব এবং ব্রহ্মকে অভিন্ন বলা হইয়াছে, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিদ্যাস্বরূপ এবং জীব অনাদিসিদ্ধ অবিদ্যাবিশিষ্ট- ইহা কী করিয়া উপপন্ন হয়?

উপর্যুক্ত আপত্তি যথার্থ নহে, কারণ প্রতিবিম্বের কারণীভূত বিম্ব যেইরূপে স্বচ্ছস্বভাব হইয়া থাকে আর প্রতিবিম্ব দর্পণাদির মলিনতাবশতঃ মলিনস্বভাবরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। তেমনিভাবে জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও ব্রহ্ম বিদ্যাস্বভাবসম্পন্ন এবং

জীব অবিদ্যাস্বভাবসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকারে এই দুইয়ের বস্তুতঃ ভেদ না থাকা সত্ত্বেও স্বচ্ছ বিদ্যাস্বভাব এবং অস্বচ্ছ অবিদ্যাস্বভাবের মধ্যেকার ভেদের ফলে ব্রহ্ম এবং জীবের স্বরূপে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় মাত্র। আর তাহাতে কোনওপ্রকার দোষ নাই।

বস্তুতঃপক্ষে অবিদ্যা জীবাত্মার ধর্ম নহে, উপাধিমাত্র। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে অনাত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানরূপ উপাধি অপসারিত হইয়া যায় এবং তিনি স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। এমতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ"[৫৩]। অর্থাৎ সেইস্থলে কোনও মোহ বা শোক থাকে না কেবল একত্বই দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্যান্"[৫৪] ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বিদ্যা এবং অবিদ্যার পৌর্বাপর্যের জ্ঞান নহে বরং তাহাদের তুল্যকাল উপপন্ন হইয়া যায়। অতএব পূর্বোক্ত আপত্তি গ্রহণযোগ্য নহে। উল্লেখযোগ্য যে, জীবচৈতন্যই অবিদ্যাকলুষিত হইয়া থাকে শুদ্ধচৈতন্য নহে, শুদ্ধচৈতন্য যদি অবিদ্যাকলুষিত হইত তাহা হইলে তাহার জ্ঞানের দ্বারা কোনওভাবেই অবিদ্যার নিবৃত্তি ঘটিত না। ফলতঃ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইত। এতদ্ব্যতীত "অথ ব্রহ্মৈব সংসরতি ব্রহ্মৈব মুচ্যতে, এক মুক্তৌ সর্বমুক্তিপ্রসঙ্গঃ; যতো ভেদদর্শনেন ব্রহ্মৈব সংসরতি, অভেদদর্শনেন চ মুচ্যতে; সর্ববিভাগপ্রত্যস্তময়ে যুগপৎ সর্বমোক্ষপ্রসঙ্গঃ। তস্মাৎ অবিদ্যয়া

---

[৫৩] *ঈশোপনিষদ্ ৭*

[৫৪] *তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২/৪*

জীবাঃ সংসারিণঃ, বিদ্যয়া মুচ্যন্তে”[৫৫] অর্থাৎ যদি বলা হয় যে, ব্রহ্মই সংসারে সংসরণ করেন এবং তিনিই মুক্ত হন, ইহার বিপরীত জীব না সংসারে সংসরণও করেন না এবং সংসার হইতে মুক্তও হন না।

এইপ্রকার মত স্বীকার করা হইলে বিপত্তি ঘটিবে যে, ব্রহ্ম এক হইবার কারণে ব্রহ্মের মুক্তিদশাতে সকলেরই মুক্তি উৎপন্ন হইয়া যাইবে। অভিপ্রায় এই যে, উপর্যুক্ত মতাবলম্বিগণের সিদ্ধান্তানুযায়ী ভেদদৃষ্টির কারণে ব্রহ্মই সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং তিনিই অভেদদৃষ্টির দ্বারা মুক্ত হইয়া থাকেন। এমতাবস্থায় সেই এক ব্রহ্মের মুক্তি হইয়া যাওয়ার কারণে, সেই মুক্ত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন একজনও বদ্ধপুরুষ না থাকিবার কারণে বা অকস্মাৎই সকলপ্রকার ভেদবুদ্ধির নাশ হইবার কারণে একইসঙ্গে সকলজীবের মোক্ষত্বপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। যাহার পরিণামস্বরূপ একটি জীবও বদ্ধরূপে অবশিষ্ট রহিবে না। অবিদ্যার দ্বারা জীবই সংসারে সংসরণ করেন এবং সেই জীবই বিদ্যার দ্বারা মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। অতএব জীবই সেই নৈসর্গিক অবিদ্যার দ্বারা কলুষিত হইয়া থাকে এবং অবিদ্যা হইতে বিলক্ষণ বিদ্যারূপ প্রত্যয়ের উদয় হইলে তাহার দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি ঘটে। বস্তুতঃপক্ষে জীবের এই বিদ্যা

---

[৫৫] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, ২০১০, পৃঃ ১২

নৈসর্গিক নহে, অবিদ্যাই নৈসর্গিক এবং আগন্তুক হইয়া থাকে। এইজন্য ব্রহ্মজ্ঞান সর্বদাই বিশুদ্ধ, নিত্য, প্রকাশরূপ এবং অনাগন্তুকার্থ হইয়া থাকে। সুতরাং সংসাররূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইল মুক্তি, এইরূপে মণ্ডনমিশ্র শ্রুতিবাক্য এবং যুক্তি সহায়ে মুক্তির স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

অবিদ্যার নিবর্তকত্ব প্রসঙ্গে প্রসঙ্খ্যানবাদ

উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে ইহা বোধগম্য হয় যে, বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা তিরোহিত হইলে আত্মা মুক্তস্বরূপে অবস্থান করেন, অতএব অবিদ্যার বিলয়ই হইল মুক্তি। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি কীরূপে হয়? এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপনপূর্বক তাহার উত্তর উত্তর প্রদানের নিমিত্ত মণ্ডনমিশ্র তাঁহার *ব্রহ্মসিদ্ধি* গ্রন্থের ব্রহ্মকাণ্ডে বলিয়াছেন "কেন পুনরুপায়েনাবিদ্যা নিবর্ততে? শ্রবণমননধ্যানাভ্যাসৈব্রহ্মচর্যাদিমিশ্র সাধনভেদৈঃ শাস্ত্রোক্তৈঃ। কথম? যোঽয়ং শ্রবণমননপূর্বকো ধ্যানাভ্যাসঃ প্রতিষিদ্ধাখিলভেদপ্রপঞ্চে 'স এষ নেতি নেতি' আত্মনি, স ব্যক্তমেব ভেদদর্শনপ্রতিযোগী তন্নিবর্তয়তি; স চ সামান্যেন ভেদদর্শনং প্রবিলাপয়ন্নাত্মনাপি প্রবিলীয়তে"[৫৬] অর্থাৎ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রবণ, মনন, ধ্যানোভ্যাস

[৫৬] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, ২০১০, পৃঃ ১২

ব্রহ্মচর্যাদি সাধনের দ্বারা বিদ্যা উক্ত অবিদ্যার নিরসন ঘটাইতে পারে। প্রশ্ন হয় যে, শ্রবণ, মননাদিজন্য বিদ্যা কীভাবে অবিদ্যার নিবর্তক হয়? উত্তর এই যে, "স এষ নেতি নেতি"[৫৭] ইত্যাদি শ্রুতি জীবাত্মাতে অবস্থিত সকলপ্রকার ভেদপ্রপঞ্চের প্রতিষেধ করিয়া থাকে। সমস্তপ্রকার ভেদপ্রপঞ্চ হইতে মুক্ত আত্মার দ্বারা কৃত শ্রবণমননপূর্বক ধ্যানাভ্যাস ভেদবুদ্ধির বিনাশক হইয়া থাকে এবং এই ভেদবুদ্ধির কারণ অবিদ্যারও বিনাশ করিয়া থাকে। আশঙ্কা হয় যে, শ্রবণমনননিদিধ্যাসন স্বয়ং অবিদ্যার অন্তর্গত হওয়ায় অবিদ্যাস্বরূপই হইয়া থাকে। অতএব অবিদ্যারূপ শ্রবণাদির নিবৃত্তির জন্য নিবর্তক সাধনান্তরের প্রয়োজন হইবে এবং তাহাও অবিদ্যারূপ হওয়ায় তাহারও নিবর্তক অপেক্ষিত হইবে- এইরূপে অনাবস্থা দোষ উপস্থিত হইবে। এতদ্ব্যতীত লোকব্যবহারে প্রায়শঃই দৃশ্যমান হয় যে, বিজাতীয় স্বভাববিশিষ্ট বস্তুই একে অপরের নিবর্তক হইয়া থাকে বা উহাদের মধ্যে নাশ্য-নাশকভাব উপপন্ন হইয়া থাকে, যেমন- উষ্ণতা এবং শীতলতা একে অপরের নাশ্য-নাশক হইয়া থাকে। সজাতীয় বস্তু একে অপরের নাশক হইতে পারে না। ভেদাত্মক শ্রবণাদি ভেদাত্মক অবিদ্যা সজাতীয়, কারণ উভয়ই অবিদ্যারূপ, ফলতঃ শ্রবণাদি ভেদবুদ্ধিরূপ অবিদ্যার নাশক বা নিবর্তক কী করিয়া হইতে পারে? এতদ্ব্যতীত ভেদপ্রপঞ্চের নিবর্তক শ্রবণাদিও ভেদাত্মক হইয়া থাকে, অতএব উহাদেরও নিবৃত্তির

---

[৫৭] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩/৯/২৬*

নিমিত্ত নিবর্তকান্তরের প্রয়োজন হয়। কিন্তু শ্রবণাদির দ্বারা ভেদনিবর্তিত হইলে সংসারের উচ্ছেদবশতঃ নিবর্তকান্তরের অভাবে শ্রবণাদির ভেদরূপতার উচ্ছেদ হইবে না। ফলতঃ অদ্বৈতাত্মার সিদ্ধি কখনই হইবে না এবং অদ্বৈতাত্মস্বরূপের সিদ্ধি ব্যতীত ভেদাভাবের প্রাপ্তি অসম্ভব হইবার কারণে অদ্বৈতাত্মবিজ্ঞানে মোক্ষের অভাব উপস্থিত হইবে।

এইরূপ আশঙ্কার সমাধানের নিমিত্ত মণ্ডনমিশ্র বলেন যে, "স চ সামান্যেন ভেদদর্শনং প্রবিলাপয়ন্ আত্মানামপি প্রবিলীয়তে"[৫৮]। অর্থাৎ শ্রবণাদিপূর্বক ধ্যানাভ্যাসস্বরূপ উপায় সামান্যতঃ সকল অনাত্মভেদকে বিনষ্ট করিবার সঙ্গে নিজেরও নিবর্তক হইয়া থাকে। অবিদ্যানিবর্তক নিদিধ্যাসনাদি অবিদ্যারূপ হইলেও তাহার নিবৃত্তির জন্য পুনরায় আর নিবর্তকান্তরের প্রয়োজন নাই, কারণ নিদিধ্যাসনাদি অবিদ্যাকে নিরসন করিবার সঙ্গে স্বয়ং-এরও নিবর্তক হইয়া থাকে। যেমন- কতকচূর্ণকে মলিন জলে নিক্ষেপ করিলে, তাহা মলিন জলে বিদ্যমান ধূলিকণাদি মলিনাংশকে জল হইতে বিচ্ছেদ করিয়া এবং স্বয়ং জল হইতে বিচ্ছেদ হইয়া জলাধারের নিম্নে গিয়া মলিন ধূলিকণাদির সহিত অবস্থান করে এবং জলে স্বচ্ছতা বা নির্মলতা প্রদান করে। অনুরূপভাবে প্রথমে ধ্যানাভ্যাসের দ্বারা জীবাত্মাতে স্থিত অবিদ্যাকে সামান্যতঃ নিবৃত্ত করিবার পর,

---

[৫৮] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, ২০১০, পৃঃ ১২

অবিদ্যাসামান্যের অন্তর্গত হওয়ার কারণে সেই ধ্যানাভ্যাস নিজের অন্তর্গত শ্রোতৃশ্রোতব্যশ্রবণাদিরূপ যে স্বগত ভেদ, তাহাকেও স্বয়ং বিনাশ করিয়া থাকে। স্বগতভেদনিবৃত্তির জন্য শ্রবণাদি অন্য কোনও সাধনের অপেক্ষা করে না। এইরূপে যখন সকলপ্রকার ভেদ জীবাত্মা হইতে নিরাকৃত হইয়া যায় তখন অবিদ্যাকালুষ্যরহিত জীব নিজবিশুদ্ধব্রহ্মরূপতায় অবস্থান করেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত জীবাত্মায় অবিদ্যা থাকে ততক্ষণ তিনি ব্রহ্ম হইতে বিভক্তরূপে প্রতীত হন, যেমন- ঘটাদি অবচ্ছেকের দ্বারা ঘটাকাশ এবং মহাকাশের মধ্যে ভেদ প্রতীত হয়। আবার ঘটাদি বিনিষ্টক্ষণেই সর্বোপাধি হইতে বিনির্মুক্ত মহাকাশের সহিত ঘটাকাশের আর কোনও ভেদ থাকে না। তেমনি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপ সাধনের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তিদশাতেই জীবাত্মা পূর্ণরূপে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হইয়া যান।

আশঙ্কা হয় যে, “অথোচ্যতে- কর্মাণি বন্ধহেতবঃ, তৎক্ষয়ো জ্ঞানাৎ সহকারী সব্যপেক্ষাদিতি”[৫৯]। পূর্বপক্ষিগণের অভিপ্রায় এই যে, পূর্বে ইহা বলা হইয়াছে যে বিদ্যা মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধী হইবার কারণে, তাহার উদয়কালেই অবিদ্যার নাশ হইয়া যায়। অতএব সেই মিথ্যাজ্ঞানের ধ্বংসের নিমিত্ত বিদ্যার পুনরায় আর কর্মাদির সহযোগিতার

---

[৫৯] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, ২০১০, পৃঃ ৩৩

আবশ্যকতা নাই। কিন্তু এইরূপ তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন অবিদ্যাত্মক বিপর্যয়জ্ঞান বন্ধনের হেতু হয়। কিন্তু প্রামাণিক বিচারশীল দৃষ্টিতে ইহা বোধগম্য হয় যে, অবিদ্যার মধ্যে বন্ধনহেতুতা নাই বরং বিহিত-নিষিদ্ধ কর্মজন্য ধর্মাধর্মাখ্যসংস্কারের মধ্যে বন্ধনহেতুতা রহিয়াছে এবং ঐ সকল কর্মের নাশ সহকারী সাপেক্ষ অদ্বৈতাত্মজ্ঞানের দ্বারাই হইবে। যেইরূপে দুঃখের কারণীভূত ব্যাধি প্রভৃতির নিবৃত্তির জন্য বৈদ্য, বৈদ্যনির্মিত উচিতমাত্রায় ঔষধ এবং রুগির উচিত সময়ে ঔষধিসেবনপূর্বক ঔষধি কারণ হইয়া থাকে। সেইরূপ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানও বন্ধনবিরোধী কর্মের সহায়তাপূর্বক বন্ধনকারণীভূত কর্মাদির নিবর্তক হইয়া থাকে। বস্তুতঃপক্ষে কর্মধ্বংস হইল বিদ্যার একপ্রকার বিলক্ষণ কার্য, যাহা কেবল বিদ্যোদয়মাত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। কর্মধ্বংস বিদ্যোত্তর প্রযত্নসাপেক্ষ এবং সাধনসাপেক্ষ হইয়া থাকে। অতএব বিদ্যা বন্ধনহেতুভূত কর্মাদির নিবৃত্তি সম্পন্নের জন্য সহকারিরূপে অগ্নিহোত্রাদি কর্মের অপেক্ষা অবশ্যই করিবে।

এইরূপ পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইলে মণ্ডনমিশ্র তাঁহার *ব্রহ্মসিদ্ধি* গ্রন্থের *ব্রহ্মকাণ্ডে* বলেন যে, "তচ্চ ন, যাবৎবিদ্যং কর্মফলবিভাগব্যবহারমকাত্রম্; তস্য প্রমৃষ্টাশেষবিশেষবিশুদ্ধজ্ঞানোদয়ে কুতঃ সম্ভবঃ?"[৬০] ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই যে কর্ম,

[৬০] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, ২০১০, পৃঃ ৩৩

কর্মফল এবং বন্ধন এইপ্রকার বিভাগের ব্যবহার অবিদ্যার দ্বারা সম্পন্ন হইবার কারণে ঐ সকল ব্যবহারের অবাস্তবত্বই স্বীকার্য। এই কারণে বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবার জন্য অবিদ্যানিমিত্ত কর্মাদিরও প্রযত্নব্যতিরেকেই নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। অতএব বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তি যেরূপ কোনও স্বতন্ত্র এবং পৃথক প্রযত্নসাপেক্ষ কার্য নহে, অনুরূপভাবে বিদ্যার কার্য বিদ্যা হইতে ভিন্নরূপে সিদ্ধ কর্মাদির নিবৃত্তি হইতে পারে না, যাহার সিদ্ধির জন্য বিদ্যাকে সহকারিরূপে কর্মাদির অপেক্ষা করিতে হয়। অর্থাৎ যতক্ষণ অবিদ্যা স্বরূপসত্তা জীবের মধ্যে বর্তমান থাকে ততক্ষণ 'ইহা কর্ম, ইহা কর্মফল' এইপ্রকারে কর্ম এবং কর্মফলের অবিদ্যক বিভক্তরূপের ব্যবহারমাত্র থাকে। ঐ সকল ব্যবহারের বিষয়ীভূত সমস্ত প্রপঞ্চাত্মক বিশেষণাদির বিনাশকারি অদ্বৈতাত্মনিশ্চয়স্বরূপ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানাত্মার অভিব্যক্তি হইয়া যাইবার ফলে মিথ্যাভূত কর্ম এবং কর্মফলের ভেদব্যবহার অসম্ভব হইয়া পড়ে। অর্থাৎ সংশয়, বিপর্যয় প্রভৃতি মলাদিরহিত হইবার কারণে বিশুদ্ধ অদ্বৈতাত্মপ্রকাশ হওয়ার জন্য অবিদ্যার বিনাশ হইয়া যায়। আর অবিদ্যার বিনাশের ফলে অবিদ্যাহেতুক কর্মফলাদির বিভাগরূপ যে ব্যবহার তাহারও নিবৃত্তি হইয়া যায়। যাহার পরিণামস্বরূপ কর্মবন্ধনের নিবৃত্তির জন্য অদ্বৈতাত্মনিশ্চয়কে কর্মের সহকারতাকে অপেক্ষা করিতে হয় না।

যেইরূপে বিপর্যয়জ্ঞান এবং সংশয়জ্ঞান বিদ্যার দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া যায় সেইরূপে কর্মেরও নিবৃত্তি বিদ্যার দ্বারাই হইয়া যায়। আর এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার *মুণ্ডক* শ্রুতিরও উদ্ধার করিয়াছেন, “ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়া। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে”[৬১]। অর্থাৎ কার্য ও কারণরূপী সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে উক্ত সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ের গ্রন্থি বা বিপর্যয়জ্ঞান বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কারণ দ্বৈতপ্রপঞ্চাত্মক সংসারকে জ্ঞানের বিষয়রূপে স্বীকার করিলে সংশয়ের উৎপত্তি হয়। বিপর্যয়জ্ঞানস্বরূপ অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে, অবিদ্যাশ্রিত নানা বিষয় এবং সেই বিষয়ে সংশয়জ্ঞানও অবিদ্যাজনিত হইবার কারণে, অবিদ্যার বিনাশে সংশয়ও আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায়। আত্মবেত্তা পুরুষের সকল কর্ম অবিদ্যাহেতুক হওয়ার জন্যও অবিদ্যার বিনাশে সেই সকল কর্মেরও নাশ হইয়া যায়। অর্থাৎ প্রপঞ্চাত্মক হেয়োপাদেয়ভূত সকল বিষয় অবিদ্যাজনিত হইবার কারণে বিদ্যার আবির্ভাবকালে সেই সকল কার্য-কারণাত্মক দ্বৈতবিষয় স্বয়ং বিলীন হইয়া যায়। যদি ইহা বলা হয় যে, সংশয়, বিপর্যয়াদি মল হইতে সদামুক্ত বিশুদ্ধাদ্বৈতাত্মনিশ্চয়ের উৎপত্তির জন্য অদ্বৈতাত্মজ্ঞানকে কর্ম এবং

---

[৬১] *মুণ্ডকোপনিষদ্ ২/২/৮*

উপাসনার অপেক্ষা করিতে হয়, কারণ বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠানব্যতীত অদ্বৈতাত্মজ্ঞান হইতে সংশয়-বিপর্যয়াত্মক মলের বিলোপ অসম্ভব।

এইরূপ সিদ্ধান্তও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ সংশয় এবং বিপর্যয়ই জ্ঞানের দোষ হইয়া থাকে। শব্দপ্রমাণের দ্বারা অদ্বৈতাত্মজ্ঞানের উদয় হইলে, জ্ঞান প্রমাণজন্য হওয়ায় তাহা দোষরহিতই হইবে, সদোষ দশায় তাহা প্রমাণজন্য হইতেই পারেনা। এই কারণে জ্ঞানের নির্মলতা সিদ্ধির জন্য তাহা কর্মোপাসনাদিকে অপেক্ষা করে না।

পুনরায় আশঙ্কা উত্থাপিত হয় যে, শব্দপ্রমাণের দ্বারা উদ্ভূত অদ্বৈতাত্মবিষয়ক শাব্দজ্ঞান জ্ঞানীকে মোক্ষ প্রদান করিতে সমর্থ নহে। অতএব শাব্দজ্ঞানের অতিরিক্ত সাক্ষাৎকারাত্মক প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান আলোচ্যস্থলে অভিপ্রেত। অর্থাৎ পূর্বপক্ষী ইহা বলিতে পারেন যে, প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানই সকলপ্রকার কার্য-কারণ বিভাগাত্মকপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্মক প্রতীতির নিরসন করিয়া থাকে। সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইল ব্রহ্ম, এইভাবে ব্রহ্ম সিদ্ধ হয়। অপরপক্ষে শাব্দজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম হইতে পারে না। কারণ শাব্দজ্ঞান নানা পদার্থের সংসর্গরূপবাক্যার্থের আভাসক হইবার কারণে দ্বৈতবিষয়ক জ্ঞানই উৎপন্ন করিয়া থাকে। অতএব ইহার দ্বারা বলা যাইতে পারে যে, যেহেতু অদ্বৈতব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক প্রত্যক্ষজ্ঞানই মোক্ষের প্রতি কারণ, আর সেই জ্ঞান শ্রুত্যাদি আগমপ্রমাণের দ্বারা সম্ভব

নহে। অতএব অদ্বৈতাত্মবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানের স্বরূপ লাভার্থে সেই আগমিক পরোক্ষ অদ্বৈতাত্মবোধের নিমিত্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম এবং ধ্যানাভ্যাসরূপ উপাসনাদির মহতি আবশ্যকাতা স্বীকার্য।

এইরূপ আশঙ্কার সমাধানের জন্য মণ্ডনমিশ্র বলেন যে, “কঃ পুনরস্য বিশেষঃ, যেন তদর্থ্যতে? স্পষ্টাভত্বম্, ন তস্যোপযোগঃ, জ্ঞানং হি জ্ঞেয়াভিব্যাপ্তয়ে, শাব্দজ্ঞানে, চোৎপন্নএ আপ্তমেব জ্ঞেয়ম্, প্রমিতেঃ প্রত্যক্ষপরত্বাৎ তত্র চ নৈরাকাংক্ষ্যাৎ তদর্থ্যত ইতি চেৎ, এতদধিগতে প্রমেয়ে কিমন্যদাকাংক্ষ্যেত? প্রমাণয়ান্তরমিতি চেৎ ন, পূর্বস্মাৎ অপি অসকৃত্তৎসিদ্ধেঃ; সিদ্ধস্য চ সিদ্ধ্যপেক্ষায়াং ন হেতুরস্তি”[৬২] ইত্যাদি। অর্থাৎ শাব্দজ্ঞান হইতে পৃথক এই প্রত্যক্ষজ্ঞানের মধ্যে কী বিশেষ আছে, যাহার জন্য শব্দ হইতে অদ্বৈতাত্মকবিষয়কজ্ঞান উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও আত্মবিষয়ক প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান অপেক্ষিত হয় এবং ঐ প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভের জন্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ও উপাসনাদিকে সহকারিরূপে প্রয়োজন হয়? যদি পূর্বপক্ষী এইরূপ বলেন যে, প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান যেইরূপে অদ্বৈতাত্মকে প্রকাশ করিতে পারে শাব্দজ্ঞান তাহা পারে না, ইহাই এই দুই প্রমাণের মধ্যে অন্তর বিশেষ। কিন্তু এইপ্রকার যুক্তি অভিপ্রেত নহে, কারণ ইহা সত্য যে, শাব্দজ্ঞান অপেক্ষা

[৬২] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, ২০১০, পৃঃ ৩৩

প্রত্যক্ষজ্ঞান বিষয়ের স্বরূপকে অধিকপ্রকাশে সক্ষম, কিন্তু তাহা এই স্থলে অভীষ্ট নহে, কারণ আলোচ্যস্থলে বিষয়ের অধিক স্পষ্ট প্রকাশের উপযোগিতা নাই। কারণ জ্ঞেয়বস্তুর বিষয়সম্পাদনের দ্বারা প্রাপ্তির নিমিত্ত জ্ঞান জ্ঞাতাকে অপেক্ষা করে। সেই জ্ঞান প্রত্যক্ষাদির মত শাব্দবোধও নিজ বিষয়কে প্রাপ্তির জন্য জ্ঞাতার দ্বারা অপেক্ষিত হয়। এক্ষণে কোনওপ্রকার জ্ঞানই যখন জ্ঞাতা ব্যতীত বিষয়লাভে সক্ষম নহে তখন প্রত্যক্ষের স্ফুটপ্রকাশত্বরূপ বিশেষের কোনও উপযোগিতা নাই। অতএব পূর্বপক্ষীর মত গ্রহণীয় নহে।

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে, আগমের দ্বারা যদি প্রমেয়বিষয়ের সামান্যতঃ সিদ্ধি বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে আগমের অনন্তর প্রত্যক্ষাদির আকাঙ্ক্ষা থাকিবার কথা নহে, কিন্তু বাস্তবতঃ দৃষ্ট হয় যে, আগমাদির অনন্তর প্রত্যক্ষের আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যক্ষের উপযোগিতা নাই এইরূপ বলা যাইতে পারে না।

এইরূপ আপত্তির উত্তর এই যে, প্রমেয় পদার্থের সিদ্ধির জন্য প্রমাণান্তরের অপেক্ষা থাকে। সেই প্রমেয় যদি শব্দাত্মক পূর্বপ্রমাণের দ্বারা অধিগত হইয়া যায় তাহা হইলে পুনরায় প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রয়োগ ব্যর্থ। কেহ বলিতে পারেন যে যাত্রাকালে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যাত্রাকালে যাহাতে পড়িয়া না যায়, এই সন্দেহে যেমন আমরা

দ্রব্যাদিতে একটি বন্ধন অপেক্ষিত হইলেও একাধিক বন্ধনযুক্ত করা হয় অনুরূপভাবে প্রমেয়বিষয়ের বারংবার সিদ্ধির জন্য আগমাদির অনন্তর প্রত্যক্ষাদি অপেক্ষিত হইতে পারে। এইরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ পূর্ববর্তী শব্দপ্রমাণের দ্বারা বহুবার অদ্বৈতাত্মরূপ প্রমেয়বিষয়ের সিদ্ধি করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা যেমন পূর্ণরূপে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়া যায় তেমনি পূর্ব পূর্ব আগমপ্রমাণের দ্বারাও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহাতে দোষ নাই।

নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায় বলিতে পারেন যে, বিষয়সিদ্ধির জন্য দুইপ্রকার নিয়ম অবশ্যস্বীকার্য প্রমাণব্যবস্থা এবং প্রমাণসংপ্লব। প্রমাণব্যববস্থা হইল একটি প্রমেয় পদার্থের সিদ্ধির জন্য একটি প্রমাণ ব্যবস্থিত, যেমন- দ্রব্যের রূপপ্রত্যক্ষের জন্য চক্ষুরিন্দ্রিয় বা চক্ষুর্বিষয়-সংযোগরূপ প্রমাণই ব্যবস্থিত, অন্য প্রমাণ নহে। কারণ অন্যান্য প্রমাণ দ্রব্যের রূপগ্রহণে সমর্থ নহে। আবার দ্রব্যের সংখ্যা, পরিমাণাদির প্রত্যক্ষ চক্ষু এবং ত্বগিন্দ্রিয় প্রভৃতি একাধিক প্রমাণের দ্বারা হইতে পারে, ইহা হইল প্রমাণসংপ্লব। এতদ্ব্যতীত বলা যাইতে পারে জ্ঞাতার পর্বতরূপ অধিকরণে ধূমাদির প্রত্যক্ষাত্মক প্রমেয়নিশ্চয় থাকিলেও যদি জ্ঞাতার অনুমিৎসা থাকে তাহা হইলে সে পুনরায় ধূমের অনুমান করিতে পারে, সেক্ষত্রে অনুমিৎসাবশতঃ জ্ঞাতার অনুমানাদি প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। সেইরূপ আগমের দ্বারা অদ্বৈতাত্মরূপ প্রমেয়বিষয়ের সিদ্ধি থাকিলেও, অদ্বৈতাত্মার প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের

নিমিত্ত জ্ঞাতার প্রত্যক্ষপ্রমাণের আকাঙ্ক্ষা হইতেই পারে। অতএব কেবল আগমের দ্বারা অদ্বৈতাত্মতত্ত্বের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়া যায়, এই মত গ্রহণীয় হইতে পারে না।

এইরূপ আপত্তির উত্তর এই যে, আগমপ্রমাণের দ্বারা অনুগৃহীত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই অদ্বৈতাত্মজ্ঞানের প্রতি অপেক্ষিত হইতে পারে। অর্থাৎ আগম প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত বা আগমের অবিরোধী প্রমাণই বিষয়ের সিদ্ধি করিতে পারে। অতএব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল স্বপ্রমেয়ত্ব সিদ্ধির জন্য আগম বা শ্রুতির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যে ক্ষণে শ্রুতিপ্রমাণ নিজের প্রমেয়বিষয়কে সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন সে স্বয়ংই নিজ বিষয়কে সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাকে আর প্রত্যক্ষাদি অন্য কোনও প্রমাণের অপেক্ষা করিতে হইবে না। স্বপ্রমেয় সম্পাদনের নিমিত্ত আগমপ্রমাণ নিরাকাঙ্ক্ষ হইবার জন্য তাহা স্বতন্ত্রপ্রমাণরূপে গণ্য হইবে। অতএব, উপর্যুক্ত আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, প্রত্যক্ষপ্রমাণ হানোপাদানবিশিষ্ট বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইতে পারে, প্রত্যক্ষভিন্ন অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধিরূপ প্রমাণ হানোপাদানবিশিষ্ট বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইতে পারে না। এই কারণে প্রত্যক্ষেতর প্রমাণের বিষয় হানোপাদানের যোগ্য হইতে পারে না। এই বিশেষের জন্য অনুমানাদিরূপ ইতরপ্রমাণের দ্বারা জ্ঞাতবস্তুও প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা (ইহা কি গ্রহণীয় না গ্রহণীয় নহে?

এইরূপ) জিজ্ঞাসার বিষয় হয়, ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা জ্ঞাতবস্তু অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা জিজ্ঞাসার বিষয় হয় না। এই কারণে আগমাদি প্রমাণ প্রত্যক্ষপ্রমাণকে অপেক্ষা করিবে।

এইরূপ আশঙ্কাও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ প্রমাণের কার্য হইল প্রমামাত্রের উৎপত্তি সাধন করা। প্রকৃতস্থলে আত্মস্বরূপ হইল প্রমেয় এবং তাহার সহিত সন্নিকর্ষ সম্পাদনের নিমিত্ত প্রত্যক্ষাদি অপেক্ষিত হইতে পারে না, কারণ আত্মা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বিষয়ই নহেন। অর্থাৎ অগ্নিপ্রভৃতি প্রমেয়বস্তুসকল সন্নিকৃষ্ট এবং অসন্নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ঐ সকল প্রমেয়বস্তুতে হানোপাদানাদি ব্যবহার সিদ্ধির জন্য অগ্ন্যাদি প্রমেয়ের সাথে হানোপাদানাত্মকব্যবহারের কারণভূত ব্যবহর্তার সামীপ্যমূলক ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ আবশ্যক। কিন্তু প্রমেয়নিশ্চয় পূর্বসিদ্ধ হওয়ার কারণে সেখানে প্রমেয়নিশ্চয়ের জন্য প্রত্যক্ষপ্রমাণের আবশ্যকতা নাই। তাৎপর্য এই যে, যে বস্তু দূরবর্তী হইবার জন্য তাহার সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ সম্ভব নহে, সেই প্রমেয়বস্তুর জ্ঞান অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে। আর যে বস্তু ইন্দ্রিয়সমীপবর্তীস্থলে রহিয়াছে তাহার সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ সম্পন্ন হইলে প্রত্যক্ষের দ্বারা তাহার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে। এই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল কেবল অনাত্মবিষয়ের প্রতি প্রবৃত্ত হইয়া হানাদিবুদ্ধি উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু আত্মরূপ প্রমেয় বিভূ হইবার কারণে তাহা স্বাভাবিকভাবে সকলবিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইয়াই

আছে। অতএব হানাদিবুদ্ধির নিমিত্ত বিষয়সন্নিকর্ষের স্বরূপ লাভের জন্য প্রত্যক্ষপ্রমাণেরও অপেক্ষা করিতে হয় না। সুতরাং আগমই মোক্ষের কারণ অদ্বৈতাত্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে।

জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদিগণ আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, "তত্ত্বমসি"[৬৩] ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণকরতঃ ব্রহ্মাত্মস্বরূপতার নিশ্চয় হইবার পরেও, সেই ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কাম-ক্রোধ প্রভৃতি সাংসারিক ধর্মসকলের একইরকম অনুভব উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। আর এইরূপ অনুভব জীবাত্মার ব্রহ্মজ্ঞান উৎপত্তির পূর্বেও হইত। এই সাংসারিক ধর্মসকলের স্মৃতি-সংস্কারাত্মক উত্তরোত্তর অনুবৃত্তির ধারাকে সমাপ্ত করিবার জন্য উহার বিরোধীরূপে শাব্দজ্ঞান হইতে ভিন্ন অদ্বৈতাত্মতত্ত্ববিষয়ক সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান অত্যাবশ্যক। আর সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত শাব্দজ্ঞানের সহকারিরূপে যজ্ঞাদি কর্ম অপেক্ষিত হইতে পারে।

ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া সিদ্ধান্তী বলেন যে, ব্রহ্মাত্মাকে বাস্তবিকরূপে জ্ঞাত হইয়াছে যে আত্মজ পুরুষ বা ব্রহ্মবিৎ ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি এবং তাহাদের মূলভূত কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি সাংসারিক মিথ্যা ধর্মসকলের সহিত যুক্ত হইতে পারেন না। তিনি এই সকল

---

[৬৩] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬/৮/৭*

দোষাদি হইতে মুক্ত, নির্মলই থাকেন, এই বিষয়ে শ্রুতিও উদ্ধার করা যাইতে পারে- "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"[৬৪] অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন। যদি আত্মবিদ্ পুরুষ "অহং ব্রহ্মাস্মি"[৬৫] অর্থাৎ আমিই ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ জানিলে "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"[৬৬] অর্থাৎ স্বীয় অশরীরী স্বরূপ জানিয়া দেহাভিমানরহিত হইলে তাঁহাকে সুখ-দুঃখরূপ প্রিয়-অপ্রিয় বিষয় স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব জ্ঞানকর্মসমূচ্চয়বাদিগণের বক্তব্য গ্রহণীয় নহে।

যদি এইরূপ বলা হয় যে, শরীরনাশের অনন্তর যখন আত্মজ্ঞপুরুষ শরীররহিত হইয়া যান তখন সেই আত্মজ্ঞপুরষের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কারণীভূত প্রিয় এবং অপ্রিয় বিষয়ের সম্বন্ধ হইতে পারে না, কিন্তু যখন শরীর-ইন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মতত্ত্বের সম্পর্ক জীবদ্দশাতে থাকে, তখন ঐ সময় প্রিয়াপ্রিয় বস্তুর সাথে অসম্বন্ধ কীভাবে উপপন্ন হয়? কারণ উপর্যুক্ত শ্রুতি ইহাই প্রমাণ করে যে জীবদ্দশাতেই ঐরূপ অসম্বন্ধ উৎপন্ন হয়। ফলতঃ শ্রুতির সহিত বাস্তবতার বিরোধ হইতেছে।

---

[৬৪] *মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩/২/৯*

[৬৫] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১/৪/১০*

[৬৬] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮/১২/১*

এইরূপ আশঙ্কার উত্তর এই যে, বস্তুতঃপক্ষে অবিদ্যাত্মকভ্রমবশতঃই সুখ-দুঃখাদি মিথ্যা অনাত্ম ধর্মসমূহ, আত্মার উপর আরোপিত হইবার কারণে, আত্মবস্তুতে আধারাধেয়ভাবরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রুতি দ্বারা যখন আত্মতত্ত্বের বাস্তবিক নিশ্চয় হইয়া যায়, তখন ব্রহ্মাত্মবিষয়ক সেই নিশ্চয়ের দ্বারা মিথ্যাভিমানমূলক শরীরসম্বন্ধের নিবৃত্তি হইয়া যাইবার কারণে আত্মজ্ঞ পুরুষের আত্মাতে শরীরসম্বন্ধাভাবরূপ অশরীরত্ব সিদ্ধ হইয়া যায়। স্থূলকার্যের নিবৃত্তি হইলেও সংস্কারবশতঃ শরীরাদির আভাস হইতে থাকে। কিন্তু শরীরাদির সেই আভাসমাত্রের অনুবৃত্তি আত্মস্বরূপকে আচ্ছাদিত করিতে পারে না। যাহার ফলে জীবনকালে শরীরাদির সহিত আত্মার বাধিত সম্বন্ধ থাকিলেও, আত্মজ্ঞ নিজের স্বরূপকে বাস্তবিকরূপে লাভ করিবার জন্য তাঁহার বাস্তবিকরূপে শরীরাদির সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না এবং শরীরাদির সহিত বাস্তবিক সম্বন্ধ না থাকিবার কারণে সুখ-দুঃখাদির জনকীভূত প্রিয়াপ্রিয় বস্তুসকলের সহিত আত্মার সম্বন্ধ হইতে পারে না। ইহাই সিদ্ধান্তীর আশয়। অতএব “তত্ত্বমসি”[৬৭] শ্রুতি বা আগম ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি কারণ হইতে পারে।

[৬৭] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬/৮/৭*

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণত্ব প্রসঙ্গে প্রসঙ্খ্যানবাদ

এক্ষণে প্রশ্ন হয় যে আত্মসাক্ষাৎকার লাভের উপায় প্রসঙ্গে *বৃহদারণ্যক* উপনিষদে বলা হইয়াছে- "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যো শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো"[৬৮]। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য শ্রবণ কর, মনন কর এবং নিদিধ্যাসন কর। উক্ত শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, শাস্ত্র বা গুরুর নিকট হইতে আত্মবিষয় শ্রুত হইয়া, তাহার বিচার করিয়া আত্মবিষয়ে নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, তাহার বারংবার চিন্তা বা ধ্যান করিলে আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইবে। আবার যুক্তিগতভাবে বলা যাইতে পারে যে, শ্রবণের দ্বারা আত্মবিষয়ক অসম্ভাবনা এবং মননের দ্বারা তাহার বিপরীতভাবনা তিরোহিত হইলে আত্মবিষয়ক নিরন্তরচিন্তার দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে। কিন্তু অদ্বৈতশাস্ত্রে শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনকে তর্কবিশেষরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। প্রশ্ন হয় যে শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনরূপ তর্কের স্বরূপ কী?

শ্রবণরূপ তর্কের স্বরূপ

শ্রবণ হইল অসম্ভাবনানিবর্তকরূপ তর্ক অর্থাৎ শ্রবণ প্রমাণগত অসম্ভাবনাদোষ নিরাকরণ করিয়া থাকে। কিন্তু অদ্বৈতসিদ্ধান্তে শ্রুতি হইল আগমপ্রমাণ এবং এই শ্রুতিরূপ

---

[৬৮] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৫/৬*

আগমপ্রমাণ অদ্বৈতমীমাংসাশাস্ত্রে অপৌরুষেয়রূপে স্বীকৃত হইবার কারণে তাহাতে কোনওপ্রকার পুরুষগত দোষ থাকিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ হওয়ায় তাহার প্রমাণ্য অন্য কোনও বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নহে। এক্ষণে আশঙ্কা হয় যে শ্রবণ যেহেতু প্রমাণগত অসম্ভাবনাদোষ নিবৃত্ত করে, সেইহেতু স্বীকার করিতে হইবে যে শ্রবণ শ্রুতিরূপ আগমপ্রমাণেরও অসম্ভাবনাদোষ নিবারণ করে, কিন্তু এমন মত স্বীকার করিলে শ্রুতির স্বতঃপ্রামাণ্যের হানি হইয়া যাইবে।

এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে অদ্বৈতাচার্যগণ বলেন যে বস্তুতঃপক্ষে শ্রুতিরূপ শব্দপ্রমাণে প্রমাণগত কোনওপ্রকার দোষই নাই, দোষ থাকে বিজ্ঞাতার চিত্তে। বিজ্ঞাতার বিক্ষেপাদি চিত্তগত দোষবশতঃ বিজ্ঞাতার "বেদান্তবাক্যসকলের তাৎপর্য ব্রহ্মে সম্ভব নহে" -এইপ্রকারের অসম্ভাবনাবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। এই অসম্ভানাবুদ্ধি দোষজন্য হইবার কারণে সেই দোষের অনুবৃত্তি উক্তপ্রকার বুদ্ধিতে হইয়া থাকে, ফলতঃ ঐ বুদ্ধিকেও অসম্ভাবনাদোষ বলিতে হইবে। এক্ষণে চিত্তগত ঐ অসম্ভাবনাদোষের উপচার প্রমাণের উপর হইলে, তাহা হয় প্রমাণগত অসম্ভাবনা দোষ। ব্রহ্মের প্রামাণ্যবিষয়ে উক্তরূপ চিত্তদোষ থাকিলে তাহা শ্রবণরূপ তর্কের দ্বারা অপসৃত হইতে পারে। উপনিষৎবাক্যসকলের শক্তি কোন্ তাৎপর্যে রহিয়াছে তাহা বিচার করাই হইল শ্রবণাখ্য তর্ক, এই কারণে শ্রবণকে বেদান্তশক্তিতাৎপর্যনিশ্চয়জনক বলা হইয়া থাকে। বেদান্ত বা উপনিষদের অন্তর্গত

পদসমূহের শক্তিনিশ্চয় এবং তাৎপর্যনিশ্চয় যাহা উৎপন্ন করে তাহাই শ্রবণাখ্য তর্ক। শ্রবণরূপ তর্ক, "ব্রহ্মবিষয়ে উপনিষৎসমূহের তাৎপর্য সম্ভব অথবা সম্ভব নহে" -এইরূপ সংশয় এবং "ব্রহ্মবিষয়ে উপনিষদের তাৎপর্য সম্ভব নহে" -এইরূপ বিপর্যয়, এইরূপ উভয়বিধ চিত্তদোষ অপসারণ করিয়া থাকে। সুতরাং সংশয় ও বিপর্যয় হইল চিত্তগত বা প্রমাতৃগত দোষ, প্রমাণগত বা প্রমেয়গত দোষ নহে।

আশঙ্কা হয় যে অদ্বৈতাচার্যগণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি "তত্ত্বমসি" শ্রুতিকে করণ এবং শ্রবণাদি তর্ককে সেই শ্রুতির সহায়ক বা উপকারকরূপে স্বীকার করিয়াছেন, ফলতঃ স্বীকার করিতে হইবে যে তর্কও ব্রহ্মকে বিষয় করিয়া থাকে। কিন্তু অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ব্রহ্মকে অতর্কগম্য বিষয়রূপে স্বীকার করা হইয়াছে এবং এই প্রসঙ্গে অদ্বৈতিগণ "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"[৬৯] এইরূপ *কঠঃ* শ্রুতি উদ্ধার করিয়া থাকেন। ফলতঃ তর্ককে শ্রুতির সহকারিরূপে স্বীকার করিলে, তাহা উক্ত *কঠঃ* শ্রুতিপ্রমাণের বিরোধী হইয়া যায়।

এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে অদ্বৈতাচার্যগণ বলেন যে নিশ্চয়জ্ঞান বা প্রমা কেবলমাত্র প্রসিদ্ধ প্রমাণসমূহের দ্বারাই উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তর্ক প্রসিদ্ধপ্রমাণ না হওয়ায় তাহার দ্বারা বিষয় বিষয়ক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। পুনরায় প্রশ্ন হয়

---

[৬৯] *কঠোপনিষদ্ ১/২/৯*

যে তর্ক যদি বিষয়নিশ্চয়মূলক জ্ঞানজননে সমর্থ না হয় তাহা হইলে তর্কের উপযোগিতা উপপন্ন হয় কীরূপে? ইহার উত্তরে অদ্বৈতাচার্যগণ বলেন যে প্রমাণ স্বয়ং বিষয়ের নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান উৎপাদনে সমর্থ হইলেও দোষ দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইতে পারে। যথা বহ্নি স্বভাবতঃ দহন করিতে সমর্থ হইলেও চন্দ্রকান্তমণিরূপ বাধক বহ্নির সান্নিধ্যে আসিলে বহ্নির দাহিকাশক্তি প্রতিবদ্ধ হইয়া যায়। প্রতিবন্ধক থাকিলে কারণ কার্যজননে সক্ষম না হইলেও তাহার কারণত্বের হানি হয় না। চন্দ্রকান্তমণি অপসৃত হইলে বহ্নি পুনরায় দহনকার্যে সক্ষম হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে প্রমাণবিষয়ে অসম্ভাবনার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে বিষয়ের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না, সেইস্থলে প্রমাণের সম্ভাবনা এবং নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানরূপ ফলোৎপত্তির জন্য প্রতিবন্ধকের অপসারণ করিবার নিমিত্ত তর্ক প্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং প্রতিবন্ধকের অপসারণই তর্কের কার্য, নিশ্চয়জ্ঞানজনন নহে। সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি তর্ক সহকারিরূপে প্রযুক্ত হইলে, তাহা শ্রুতিবিরোধী বা শ্রুতিপ্রমাণের স্বতন্ত্বের হানি হয় না। বস্তুতঃপক্ষে কোনও প্রমাণ অন্যপ্রমাণের সহকারী হইতে পারে না, অপ্রমাণই প্রমাণের সহকারী হইতে পারে। ফলতঃ একই বিষয়ে একাধিকপ্রমাণ প্রবৃত্ত না হওয়ায় এবং তর্করূপ অপ্রমাণ শ্রুতিপ্রমাণের বিষয় ব্রহ্মকে বিষয় করিতে পারে না বলিয়া ব্রহ্মের শ্রুতিসিদ্ধ অতর্ক্যত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না।

মননরূপ তর্কের স্বরূপ

অদ্বৈতাচার্যগণ মননকে অসম্ভাবনানিবর্তকরূপ তর্করূপে স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য নৈয়ায়িকমতে মননকে বিপরীতভাবনানিবর্তকরূপ তর্ক বলা হইয়াছে। আশঙ্কা হয় যে অদ্বৈতসিদ্ধান্তে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম হইল একমাত্র প্রমেয়বিষয়, সেই ব্রহ্ম শুদ্ধ হওয়ায় তাহাতে কোনওপ্রকার দোষ সম্ভবই নহে। ফলতঃ ব্রহ্মেবিষয়ক অসম্ভাবনা বা বিপরীতভাবনা প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব সেই অসম্ভাবনা বা বিপরীতভাবনা সম্ভব না হওয়ায়, তাহা নিবৃত্তির নিমিত্ত মননরূপ তর্ক নিরূপণ ব্যর্থ হইয়া যায়।

এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে অদ্বৈতাচার্যগণ বলেন যে উপর্যুক্ত আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ বেদান্তবাক্যসমূহ ব্রহ্মরূপ সিদ্ধপ্রমেয়বিষয়ক হইলেও, 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' জীবের এইরূপ কর্তৃত্বাদিবিষয়ক যে অপরোক্ষানুভব, সেই অপরোক্ষানুভববশতঃ জীবের সংশয় হয় যে, 'জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্য কি সম্ভব?' আবার বিপর্যয় হয় যে, 'জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সম্ভব নহে'। এইরূপ সংশয় ও বিপর্যয়রূপ চিত্তগত দোষ প্রমেয়গত অসম্ভাবনাদি দোষরূপে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। বস্তুতঃপক্ষে নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মের কোনওপ্রকার দোষ নাই, এইসকল চিত্তগত দোষসমূহকে অধ্যাসবশতঃ ব্রহ্মের উপর আরোপ করা হয়। এইরূপ প্রমেয়গত দোষ মননরূপ তর্কের দ্বারা নিরাকৃত হইয়া যায়।

নিদিধ্যাসনরূপ তর্কের স্বরূপ

কেবলমাত্র শ্রবণ ও মনন সহকারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অজ্ঞানের নিবর্তক হইতে পারে না। কারণ অনাদিকাল হইতে 'আমি ব্রহ্ম নহি' এই আকারের বিপরীত সংস্কার চিত্তে বিদ্যমান থাকায়, সেই সংস্কারজন্যচিত্তদোষবশতঃ অতীব সূক্ষ্ম ব্রহ্মবিষয়ক সাক্ষাৎকার কার্যকরী হয় না। "এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়ো আত্মা ন প্রকাশতে দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ"[৭০]। ব্রহ্ম যে অতীব সূক্ষ্ম তাহা এইরূপ *কঠশ্রুতির* দ্বারা বিদিত হওয়া যায়। চিত্তগত বিপরীতসংস্কার থাকিলে তত্ত্বজ্ঞান যে বিষয়নিশ্চয় করিতে পারে না তাহা শুক্তি-রজত ভ্রমস্থলে দৃষ্ট হয়। যথা পূর্ব পূর্ব ভ্রমজন্য রজত-সংস্কার থাকিলে শুক্তির যথার্থজ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হয় না। সেই কারণে শুক্তির যথার্থজ্ঞান উৎপত্তির অনন্তরও জ্ঞাতার শুক্তিতে রজতভ্রম হইয়া থাকে। অতএব উক্তপ্রকার চিত্তদোষের নিবর্তক নিদিধ্যাসনরূপ তর্কের প্রয়োজন হয়। এতদ্ব্যতীত আগমাদির দ্বারা উৎপন্ন পরোক্ষজ্ঞান পরোক্ষ্যভ্রমের নিবর্তক হইলেও, তাহা অপরোক্ষভ্রমের নিবর্তক হইতে পারে না, যথা দিগাদিতত্ত্বের নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান আপ্তব্যক্তিপ্রদত্ত শব্দের দ্বারা উৎপন্ন হইলেও বিজ্ঞাতার দিগাদিভ্রম বা দিঙ্‌মোহাদি উৎপন্ন হইতে দেখা যায় এবং তৈলধারাবৎ নিরন্তরোৎপন্ন নিদিধ্যাসনরূপ

---

[70] কঠোপনিষদ্ ১/৩/১২

তর্কই সেই অপরোক্ষাত্মক ভ্রমের নিবর্তক হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই প্রত্যয়প্রবাহরূপ নিদিধ্যাসন চিত্তের একাগ্রতাও উৎপন্ন করে এবং এই একাগ্রতাবিশিষ্ট চিত্তই আত্মরূপ সূক্ষ্মবস্তু গ্রহণে সমর্থ হইয়া থাকে।

আত্মসাক্ষাৎকার জ্ঞানস্বরূপ হইবার কারণে তাহার আবির্ভাবের প্রতি নিশ্চয়ই কোনও অসাধারণ কারণ বা করণ থাকিবে। বস্তুতঃপক্ষে প্রচীনন্যায় সম্প্রদায়ের ন্যায় অদ্বৈতীও ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নকারণকে করণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যাহা করণ বা প্রধান হয় তাহাকে অঙ্গী বলা হয়, কারণ যাহা অঙ্গ তাহা অঙ্গীর নিমিত্তই প্রবৃত্ত হওয়ায় উপকারক বা সহায়ক হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, অঙ্গে প্রধানাধীনত্বরূপ অপ্রাধান্য বর্তমান। অতএব ইহা সিদ্ধ হয় যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি শ্রবণাদি সাধনসমূহের মধ্যে যাহা করণ হইবে, তাহাই প্রধান বা অঙ্গী হইবে এবং যাহা ব্যাপার বা সহকারী হইবে, তাহা অপ্রধান বা অঙ্গ হইবে; যেহেতু করণের করণত্বের উপপত্তির নিমিত্তই ব্যাপার প্রবর্তিত হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন হইল উপর্যুক্ত *বৃহদারণ্যক* শ্রুতিতে যে আত্মসাক্ষাৎকারকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসনের উপদেশ করা হইয়াছে, ঐ সকল কারণের মধ্যে কে প্রধান বা অঙ্গী বা করণ হইবে আর কেইবা অপ্রধান বা অঙ্গ হইবে?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে প্রসঙ্খ্যানবাদী বলেন, “শ্রোতব্যো মন্তব্যো”[৭১] ইত্যাদি শ্রুতি যখন ‘দ্রষ্টব্যঃ’ পদে আত্মদর্শনকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রবণ এবং মননের অনন্তর নিদিধ্যাসনের বিধান করিয়াছেন, তখন আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি নিদিধ্যাসিনই প্রধান বা অঙ্গী, অতএব করণ। শ্রবণকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করিলে মনন এবং নিদিধ্যাসনের বিধান ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ শ্রবণকে অঙ্গী বলিলে উহাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি চরম কারণ হইবে, উহার অনন্তর কোনও কারণই থাকিতে না পারায় মনন এবং নিদিধ্যাসন অনুষ্ঠানের পূর্বেই আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া যাইবে। তখন মনন এনং নিদিধ্যাসন কাহারও অর্থে প্রযুক্ত হইতে না পারিবার কারণে, উহাদের ব্যর্থত্বপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। এই প্রসঙ্গে শঙ্খপাণি তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন- “‘তথাচ ‘বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত’ ইত্যত্র ‘বিজ্ঞায়’ ইতি ক্ত্বাপ্রত্যয়েন আত্মতত্ত্বজ্ঞানস্য বেদান্তজস্য প্রজ্ঞাকরণাৎ পূর্বসিদ্ধতাং দর্শয়তীত্যাহ, স্বরূপেতি। তদপি চোপাসনবিধানং বৃথা, বিধেরপ্রাপ্তার্থত্বাৎ; অস্য চ দৃষ্টার্থতয়ৈব ভোজনাদিবৎ প্রাপ্তেরিত্যাহ, প্রাপ্তেরিতি। দৃষ্টার্থত্বমাহ—অভ্যাসনেতি। এতদুক্তং ভবতি, যদি স্বর্গাদিবৎ মুক্তিরদৃষ্টফলং স্যাৎ, ততস্তৎফলানুচিন্তনমদৃষ্টার্থত্বাদপ্রাপ্তং বিধীয়তে; কিন্তু স্বরূপাবির্ভাবমাত্রং মুক্তিরিতি বর্ণিতম্। স্বরূপাবির্ভাবশ্চ শব্দাৎ পরোক্ষতয়াবগতস্যাদ্বয়াত্মনঃ সাক্ষাদ্ভাবঃ। স চানুচিন্তনস্য ভোজনস্যেব তৃপ্তির্দৃষ্টং ফলম্,

---

[৭১] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৫/৬*

জ্ঞানাভ্যাসেন প্রত্যয়প্রকর্ষদর্শনাৎ”[৭২]। তাৎপর্য এই যে ধীমান্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সেই আত্মাকে জানিয়া প্রজ্ঞা অবলম্বন করিবেন বা ধ্যান করিবেন, এই শ্রুতিতে ‘বিজ্ঞায়’ পদে ‘ক্ত্বা’প্রত্যয়ের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি শ্রুতি হইতে উৎপন্ন প্রজ্ঞারই করণত্ব স্বীকার্য, আর এই মত পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব শ্রুতি যেহেতু আত্মসাক্ষাৎকারকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রসঙ্খ্যানের করণত্ব বিধান করিয়াছেন সেইহেতু উহা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, বিধির অপ্রাপ্তত্ববশতঃ নিদিধ্যাসনের উপদেশ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ মোক্ষ যদি ভোজনাদিরূপ দৃষ্টফল হয় তাহা হইলে নিদিধ্যাসনের দ্বারা তাহার প্রাপ্তি ঘটিবে না। কারণ অগ্নিবিষয়ে জানিয়া তাহার বারংবার চিন্তন করিলে কাহারও অগ্নির সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। মুক্তিকে ভোজনাদিরূপদৃষ্টফলরূপে স্বীকার না করা হইলেও স্বর্গাদিস্বরূপ যজ্ঞাদিপূর্বক অদৃষ্টফলস্বরূপ হউক। মুক্তি যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে অনুচিন্তনের দ্বারাও সেইরূপ ফলের প্রাপ্তি হইবে না। এতদ্ব্যতীত মুক্তিকে দৃষ্টফল বা অদৃষ্টফলস্বরূপ প্রাপ্তিরূপে স্বীকার করা হইলে মুক্তির অনিত্যত্বপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। কারণ ঐরূপ মোক্ষের উৎপত্তিমত্ত্ব স্বীকার করিতে হইবে, আর নিয়মবশতঃ উহার বিনাশ হইবে। ফল স্বরূপ “ন চ

---

[৭২] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, শঙ্খপাণি, *শঙ্খপাণিব্যাখ্যা*, এস. কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী (সম্পাঃ), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী, ২০১০, পৃঃ ২৯৩

পুনরাবর্ত্ততে"[৭৩] এইরূপ শ্রুতির দ্বারা মোক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব যে বিহিত হইয়াছে তাহার উপপত্তি হইবে না, সেইক্ষেত্রে শ্রুতির ব্যর্থত্বপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে, যাহা গ্রহণযোগ্য নহে। অতএব ঐরূপ দৃষ্টফল বা অদৃষ্টফলরূপে মোক্ষ সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত নহে। বস্তুতঃপক্ষে সিদ্ধান্তে মোক্ষকে স্বরূপাবির্ভাবরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শব্দ বা আগমের দ্বারা পরোক্ষরূপে আত্মবিষয়ে অবগতি উৎপন্ন হইলে, অনন্তর অনুচিন্তনজন্য তাহার সাক্ষাৎভাবের স্বরূপাবির্ভাব হয়। ভোজনের চিন্তনজনিত যেমন ভোজনতৃপ্তিরূপ দৃষ্টফল উৎপন্ন হয়, তেমনি আত্মবিষয়ক জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা আত্মজ্ঞানের প্রকৃষ্ঠত্ব দৃষ্ট হয়। অতএব আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি নিদিধ্যাসনই প্রধান।

এইরূপে নিদিধ্যাসনকে করণরূপে স্বীকার করিলে শ্রবণ এবং মনন যথাক্রমে পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তি ও অসম্ভাবনানিবৃত্তির দ্বারা নিদিধ্যাসনের স্বরূপোপকার করিতে পারে এবং ইহার জন্য কোনও অদৃষ্ট কল্পনা করিতে হয় না। যথা বৈধ অবঘাত ব্রীহির বিতুষীকরণের জন্য প্রয়োগ করা হইলে, সেই অবঘাত যে পুরোডাশের প্রতি সহায়ক বা অঙ্গই হইয়া থাকে, তাহা দৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রবণের প্রাধান্য স্বীকার করিলে মনন এবং নিদিধ্যাসন শ্রবণের পরবর্তী বলিয়া মননাদির পূর্বেই শ্রবণের স্বরূপ প্রকাশিত হওয়ায়

---

[৭৩] ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮/১৫/১

মনন এবং নিদিধ্যাসন ব্যতিরেকেই শ্রবণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিবে, ফলতঃ মননাদি শ্রবণের সহকারী বা অঙ্গ হইতে পারিবে না। কিন্তু যদি শ্রুতির অনুরোধে মননাদিকে শ্রবণের সহকারী রূপে স্বীকার করিতে হতে হয় তাহা হইলে মননাদির সহকারত্বের নিমিত্ত অদৃষ্ট কল্পনা করিতে। কিন্তু নিদিধ্যাসনকে অঙ্গিরূপে স্বীকার করিলে শ্রবণ এবং মনন নিদিধ্যাসনের পূর্বভাবী হওয়ায় তাহারা দৃষ্টগতভাবেই নিদিধ্যাসনের সহকারী বা অঙ্গ হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত নিদিধ্যাসনের প্রাধান্য দৃষ্টপক্ষে সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও যদি শ্রবণকে অঙ্গিরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অদৃষ্টপক্ষে মননাদির সহকারিতা কল্পনায় কল্পনাগৌরব দোষ উপস্থিত হইবে এবং 'দৃষ্টে সম্ভবতি' এইরূপ ন্যায়বিরুদ্ধও হইবে। এতদ্ব্যতীত বিবরণসিদ্ধান্তে শ্রবণ তর্কবিশেষ হইবার কারণে অপ্রমাণ এবং তাহা নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন করিতে সমর্থ নহে। অর্থাৎ শ্রবণ প্রসিদ্ধ প্রমাণরূপে পরিগণিত না হইবার কারণে উহা কোনওভাবেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানের প্রতি করণ হইতে পারে না।

আপত্তি হয় যে, শ্রবণ প্রসিদ্ধ প্রমাণসমূহের মধ্যে পরিগণিত না হওয়ায় অর্থাৎ অপ্রমাণ হওয়ায় যদি প্রমার করণ না হয়, তবে জ্ঞানপ্রবাহরূপ নিদিধ্যাসনও তর্কস্বরূপ হওয়ায় উহাও অপ্রমাণই হইবে এবং উহার দ্বারা জ্ঞানই উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া

আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানও নিদিধ্যাসনের দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারিবেনা- এই মত স্বীকার করিতে হইবে।

শাবরভাষ্যকে [৭৪] অবলম্বন করিয়া ইহার উত্তর এইরূপে প্রদান করা যাইতে পারে যে, কামাতুর ব্যক্তির বিপ্রকৃষ্ট কামিনীবিষয়ক নিরন্তর চিন্তনজনিত যে কামিনীর সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে ইহা অতি প্রসিদ্ধ। বিপ্রকৃষ্ট কামিনী উপস্থিত না থাকায় তাহার সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ উৎপন্ন হইতে পারে না এবং মন বহির্বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ না হওয়ায় পরিশেষে ইহাই বলিতে হইবে যে, উক্তপ্রকার কামিনীসাক্ষাৎকারের প্রতি কামিনীবিষয়ক নিরন্তরচিন্তা বা নিদিধ্যাসনই প্রমাণ। অনুরূপভাবে আত্মা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গৃহীত না হইবার কারণে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হইবে না, অতএব নিদিধ্যাসনকেই আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি করণরূপে স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন না হওয়ায় অবিদ্যার নিবৃত্তিও হইবে না। ফলতঃ পুরুষের মুক্তি হইবে না এবং শাস্ত্র ও আচার্যোপদেশ ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

আপত্তি হয় যে, নিদিধ্যাসন তর্ক হইবার কারণে অপ্রমাণ হওয়ায় তাহার দ্বারা প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু যদি নিদিধ্যাসনরূপ অপ্রমাণের দ্বারাও যদি

---

[৭৪] মহর্ষি জৈমিনি, *মীমাংসাসূত্র*, শবরস্বামী,*শাবরভাষ্য,* মহামহোপাধ্যায় ডঃ গজানন শাস্ত্রী মুসলগাঁওকর, চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী, ২০১৯, *১/১/৫*

প্রমার উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে নিদিধ্যাসনরূপ অপ্রমাণে প্রমাণত্বের অতিব্যপ্তি হইয়া যাইবে।

এইরূপ আপত্তির উত্তরে প্রসঙ্খ্যানবাদিগণ বলেন যে, কখনও কখনও অপ্রমাণ হইতেও প্রমার উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। যথা - হস্তে কয়টি মুদ্রা আছে? এইরূপে কেহ যদি জিজ্ঞাসিত হয় এবং উত্তর প্রদানের নিমিত্ত ইচ্ছাপূর্বক আন্দাজে একটি সংখ্যার উল্লেখ করিল। অতঃপর কাকতালীয়ভাবে তাহা যদি যথার্থ হয় অর্থাৎ সংবাদি হয়, তবে ঐরূপ জ্ঞান অবাধিত বলিয়া প্রমাই হইবে, সেইরূপ নিদিধ্যাসনের ক্ষেত্রেও বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃপক্ষে প্রসঙ্খ্যানবাদী অবাধিতঅর্থবিষয়কত্বকে প্রমাত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, প্রমাণজন্যত্বকে প্রমাত্বের লক্ষণরূপে স্বীকার করেন নাই।

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়া বলেন যে, উক্তপ্রকার দৃষ্টান্ত যথার্থ নহে, কারণ মুদ্রার সংখ্যাবিষয়কজ্ঞানে আপ্তত্ব বা প্রসিদ্ধপ্রমাণজন্যত্ব না থাকায় জ্ঞানত্বই নাই। অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যক্ষাদি আপ্তপ্রমাণের উপর নির্ভর করিতে হয়, প্রত্যক্ষাদি ব্যতীত জ্ঞান কোনওভাবেই উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব জ্ঞানোৎপত্তিতে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণজন্যত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু উপর্যুক্ত বৃত্তিতে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণজন্যত্ব না থাকিবার কারণে উহার মধ্যে জ্ঞানত্বই নাই। এতদ্ব্যতীত

যথার্থজ্ঞানই প্রমা হইয়া থাকে। অতএব প্রমাতে জ্ঞানত্ব রহিয়াছে এই মত স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু উক্তপ্রকার বৃত্তিতে জ্ঞানত্ব না থাকিবার জন্য উহা কোনওভাবেই প্রমা হইতে পারিবে না। বস্তুতঃপক্ষে পূর্বপক্ষী অবাধিত অর্থবিষয়কজ্ঞানত্বকে প্রমা বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং অবাধিতার্থবিষয়কজ্ঞানত্বই প্রমাত্ব, অবাধিতার্থত্বমাত্র প্রমাত্ব নহে, যদি অবাধিত অর্থবিষকত্বকে প্রমাত্ব বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলে অপ্রমাতে প্রমা লক্ষণ গমন করায় অতিব্যপ্তিদোষ উপস্থিত হইবে। কারণ আমাদের ইচ্ছাদি অবাধিতার্থবিষয়ক হইলেও ইচ্ছাদিকে কেহ প্রমা বলিয়া গণ্য করেন না। সুতরাং আহার্যবৃত্তি, উপাসনাবৃত্তি প্রভৃতি বৃত্তিসমূহ অবাধিত অর্থবিষয়ক জ্ঞানভিন্ন মানসক্রিয়াবিশেষ হইলেও প্রমাণ নহে।

ইহার উত্তরে প্রসজ্খ্যানবাদী বলেন, যদি প্রমাণমাত্রজন্যত্বই প্রমাত্বরূপে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের “যঃ সর্বজ্ঞঃ”[৭৫] ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ সর্বজ্ঞত্বের হানি হইবে। কারণ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে মায়াবৃত্তিকেই ঈশ্বরের জ্ঞানরূপে স্বীকার করা হইয়াছে এবং এই মায়াবৃত্তি প্রমাণজন্য নহে। সুতরাং অবাধিত অর্থবিষয়কত্বমাত্রকে প্রমাত্ব বলিয়া স্বীকার না করিলে ঈশ্বরীয় মায়াবৃত্তি জ্ঞান তথা প্রমাণ হইবে না।

[৭৫] *মুণ্ডকোপনিষদ্ ১/১/৯*

প্রসঙ্খ্যানবাদীর বিরুদ্ধে আপত্তি হইয়াছিল যে, ভাবনাজন্য জ্ঞান অপ্রমাই হইয়া থাকে, যেমন- কামিনীভাবনাজন্য কামিনীসাক্ষাৎকার অপ্রমাই হয়। ইহার বিরুদ্ধে প্রসঙ্খ্যানবাদীর উত্তর এই, কামতুর ব্যক্তির কামিনীচিন্তনের ফলে উৎপন্ন যে কামিনীসাক্ষাৎকার তাহার বিষয় বাধিত বলিয়া অপ্রমা হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের বিষয় ব্রহ্ম অবাধিত হওয়ায় ব্রহ্মচিন্তনজনিত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঈশ্বরীয় মায়াবৃত্তির ন্যায় অবাধিত অর্থবিষয়ক বলিয়া তাহা প্রমাই হইবে। সুতরাং ভাবনাজন্যত্বমাত্রই অপ্রামাণ্যের প্রযোজক, ইহা বলা যাইতে পারে না, বরং বাধিতবিষয়ত্বই হইল অপ্রমাত্বের প্রযোজক। কারণ ভাবনাব্যতিরেকেও শুক্তি রজতাদিভ্রমে কেবল বাধদ্বারাই অপ্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র শ্রুতিবেদ্য ব্রহ্ম অন্যপ্রমাণের বিষয়ই না হওয়ায় তাহার বাধের সম্ভাবনা নাই; ফলে ব্রহ্মভাবনাজন্যজ্ঞানের প্রামাণ্যের হানি হয় না। সুতরাং ব্রহ্মচিন্তিনজন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকে প্রমা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

আপত্তি হইবে যে, বিপ্রকৃষ্টকামিনীসাক্ষাৎকার প্রমাতার চিত্তগত কামাদিদোষবশতঃ ভ্রম হইয়া থাকে, ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন না; অনুরূপভাবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারও দোষজন্য বলিয়া অপ্রমা হোউক। বাধিতবিষয়ত্বের ন্যায় দোষজন্যত্বও যে ভ্রমত্বের প্রযোজক তাহা সর্বসম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই কারণে শবরস্বামী তাঁহার *ভাষ্যে*

বলিয়াছেন- "যস্য চ দুষ্টং করণং যত্র চ মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ, স এবাসমীচীনঃ প্রত্যয়ঃ নান্যঃ"[৭৬]। শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, বোধাত্মক বলিয়া জ্ঞানমাত্রই প্রমা। জ্ঞানের এইরূপ স্বাভাবিক প্রমাত্ব অথবা বিষয়ের অসাধারণ ধর্মস্বরূপ তথাত্বের অবধারণক্ষমতা কেবল দোষজ্ঞান দ্বারা অবরুদ্ধ হইতে পারে, যেহেতু দোষজ্ঞান অর্থের অন্যথাত্বের কারণ। অর্থাৎ দোষ থাকিলে জ্ঞান বিষয়ের সেই রূপই প্রকাশ করিয়া থাকে যে রূপ বিষয়ে নাই। যেমন- সাদৃশ্যাদি দোষ থাকায় শুক্তি রজতরূপে প্রকাশিত হয়, বস্তুতঃ রজতত্ব শুক্তিগত ধর্ম নহে। ভাট্টসিদ্ধান্তে অপ্রামাণ্য তিনপ্রকার- মিথ্যাত্ব বা বিপর্যয়, অজ্ঞান বা অবিজ্ঞান এবং সংশয়। ইহাদের মধ্যে মিথ্যাত্ব ও সংশয় ভাবাত্মক হওয়ায় দোষঘটিত জ্ঞানোৎপাদকসামগ্রী হইতে উহাদের উৎপত্তি হইতে পারে এবং দোষজ্ঞান দ্বারা অপ্রামাণ্যের জ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং অপ্রামাণ্যের প্রযোজক দ্বিবিধ অর্থান্যথাত্ব এবং হেতুত্বদোষ। অতএব অপ্রমাণ্যের প্রযোজকদ্বয় অর্থাৎ বাধিতবিষয়ত্ব এবং দোষজন্যত্ব তুল্যবল বলিয়া ব্রহ্মের বাধ না হইলেও ভাবনাজন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দোষজন্য হওয়ায় অপ্রমা।

প্রসঙ্খ্যানবাদী এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলেন, কোনও কোনও স্থলে ভাবনা দোষযুক্ত হইলেও সর্বত্রই ভাবনা দোষকলুষিত হয় না। তাৎপর্য এই যে 'পীতঃ শঙ্খঃ'

---

[৭৬] শবরস্বামী, *শাবরভাষ্য*, ১৮৮৩, পৃঃ ৯-১০

এইরূপ ভ্রমস্থলে ভ্রমের কারণীভূত পীত্বাদি রূপ হইলেও স্বাশ্রয়বিষয়ক প্রমাত্বের ক্ষেত্রে তাহা কারণ হইয়া থাকে বরং প্রমাজনকত্বের প্রযোজক হইয়া থাকে। পীত্বাদিমাত্রেই দোষ স্বীকার করিলে তাহা এইরূপ প্রমাজনকত্ব হইতে পারিত না। অনুরূপভাবে ভাবনামাত্রই অপ্রমাত্বের প্রযোজক নহে, ক্ষেত্র বিশেষে তাহার প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব গ্রহণ করিতে হয়। অতএব পূর্বপক্ষীর মত গ্রহণযোগ্য নহে।

কেবল তাহা নহে বিষয়বাধের দ্বারা দোষজন্যত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। জাগ্রতকালে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের বাধ হয় বলিয়াই নিদ্রাকে স্বাপ্নভ্রমের দোষাত্মককারণরূপে অনুমান করা হয়। সুতরাং বাধিত বিষয়ত্বকে পরিত্যাগ করিয়া দোষজন্যত্ব অপ্রামাণ্যের স্বতন্ত্র প্রযোজক হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ভাবনাজন্য হইলেও বিষয়ের বাধাভাববশতঃ প্রমাই হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রবণাদি নহে বরং নিদিধ্যাসনই আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি কারণ।

*বিবরণ*সম্প্রদায় বলিতে পারেন, শ্রবণ শব্দশক্তিতাৎপর্যবিচারাত্মক তর্কবিশেষ হওয়ায় অপ্রমাণ বলিয়া স্বয়ং জ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে না, সেইহেতু তাহা আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি কারণ নহে, কিন্তু শ্রবণাদি সহকৃত শব্দ বা আগম আপ্তপ্রমাণরূপে স্বীকৃত হওয়ায় শব্দই আত্মসাক্ষাৎকারের কারণ।

শ্রবণসহকৃত শব্দ যে আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি করণ হইতে পারে না সেই প্রসঙ্গে মণ্ডনমিশ্রে *ব্রহ্মসিদ্ধি* গ্রন্থের নিয়োগকাণ্ডে বলিয়াছন- "শাব্দং তু প্রমাণাধীনং ক্ষণিকং জ্ঞানম্, তত্র পুনরপি বিপর্যয়াবকাশঃ"[৭৭]। অর্থাৎ শাব্দজ্ঞান ক্ষণিক হইবার কারণে পুনরায় বিপর্যয়ের অবকাশ থাকিয়া যায়। তাৎপর্য এই যে, শ্রুতি আত্মজ্ঞানকে নিত্য, অবিনাশী এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইলে পুনরায় প্রপঞ্চের ভ্রান্ত অবভাস হয় না, এইরূপেই সংসাররূপ মিথ্যাপ্রপঞ্চের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপপত্তি হইয়া যায়। এইরূপ অবিনাশী তত্ত্বজ্ঞান শব্দের দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ শাব্দজ্ঞান ক্ষণিক হইয়া থাকে। কারণ শাব্দজ্ঞান প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে অপেক্ষা করিয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে, স্বয়ং স্বতঃ উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি তত্ত্বজ্ঞানকে শাব্দজ্ঞানস্বরূপ বলা হয়, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানকেও ক্ষণিক বলিতে হইবে। এই ক্ষণিক শাব্দবোধাত্মক তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া গেলে পুনরায় প্রপঞ্চাবভাস হইতে পারে। ফলস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। এতদ্ব্যতীত শাব্দজ্ঞান প্রপঞ্চাবভাসের নিবর্তক হইতে পারে না। কারণ শাব্দজ্ঞান পরোক্ষস্বরূপ কিন্তু প্রপঞ্চাবভাস প্রত্যক্ষস্বরূপই হয়। এইজন্য পরোক্ষাত্মক শাব্দজ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষাত্মক প্রপঞ্চাবভাস নিবর্তিত হইতে পারে না, কারণ সমানজাতীয় বিষয়ই একে অপরের বিরোধী হইয়া থাকে, বিজাতীয় বিষয় একে অপরের

---

[৭৭] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, ২০১০, পৃঃ ১৩৪

বিরোধী হইতে পারে না। সমানজাতীয় বলিতে গ্রন্থকার সমানবলশালিত্বকেই বুঝাইয়াছেন, শাব্দজ্ঞান প্রত্যক্ষকে অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া উহা প্রত্যক্ষের সমানবলশালী নহে, ক্ষুদ্রবলশালী। যেমন- সজাতীয় মধুখণ্ড সজাতীয় তিক্ত স্বাদকে খণ্ডিত করিয়া থাকে। অপরপক্ষে উপাসনা প্রত্যক্ষাত্মক হইবার কারণে তাহা প্রত্যক্ষাত্মক প্রপঞ্চাবভাসকে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হয়, সেই প্রপঞ্চাবভাসের নিবৃত্তি হইলেই আত্মসাক্ষাৎকার হয়। অতএব শাব্দজ্ঞান আত্মসাক্ষাৎকারের করণ হইতে পারে না।

তিনি *ব্রহ্মকাণ্ডে* আরও বলিয়াছেন "অত্রচ্যতে- নিশ্চিতেঽপি প্রমাণাৎ তত্ত্বে সর্বত্র মিথ্যাবভাসা নিবর্ত্তন্তে, হেতুবিশেষাদনুবর্তন্তেঽপি; যথা দ্বিচন্দ্রাদিদিগ্বিপর্যাসাদয় আপ্তবচনবিনিশ্চিতদিক্চন্দ্রতত্ত্বানাম্; তথা নির্বিচিকিৎসাদ্ আম্নায়াদ্ অবগতাত্মতত্ত্বস্যানাদিমিথ্যাদর্শনাভ্যাসোপচিত বলবৎসংস্কারসামর্থ্যান্মিথ্যাবভাসানুবৃত্তিঃ; তন্নিবৃত্তয়েঽস্ত্যন্যদপেক্ষ্যম্; তচ্চ তত্ত্বদর্শনাভ্যাসো লোকসিদ্ধ; যজ্ঞাদয়শ্চ শব্দপ্রমাণকাঃ, অভ্যাসো হি সংস্কারং দৃঢ়্যয়ন্ পূর্বসংস্কারং প্রতিবধ্য স্বকার্য সন্তনোতি"[৭৮] ইত্যাদি। তাৎপর্য এই যে, আগমাদি প্রমাণের দ্বারা প্রায় সকলস্থলে মিথ্যাবভাসরূপ ভ্রমজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যায়। যেইরূপে প্রমাণদ্বারা রজ্জুর বাস্তবিক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া গেলে, সেইস্থলে যে রজ্জুর

---

[৭৮] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, ২০১০, পৃঃ ৩৫

সহিত সম্বন্ধিত পূর্বকাল হইতে আবৃত সর্পবিষয়ক ভ্রমজ্ঞান, তাহার নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়। কিন্তু কোনও কোনও স্থলে প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়তত্ত্বের নির্ণয় হইয়া যাইবার পরেও দৃঢ়তর অবিদ্যাসংস্কারস্বরূপ ভ্রমজ্ঞানহেতুক পূর্বকাল হইতে অনুবৃত থাকা মিথ্যাবভাসাত্মক ভ্রমজ্ঞান নিবারিত না হইয়া, প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞানের সহিত উত্তরোত্তর কালেও প্রবাহিত হইতে থাকে। যেমন- আপ্তব্যক্তির উপদেশ হইতে প্রাপ্ত একচন্দ্রাদির জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ঐ তাত্ত্বিক পুরুষের দ্বিচন্দ্রাদির ভ্রম হইতে দেখা যায়। এইরূপে প্রমেয়বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান এবং অতত্ত্বজ্ঞানের সহাবস্থান পরিলক্ষিত হয়। এতদ্বারা বোধগম্য হয় যে, পরোক্ষ আত্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা প্রাত্যক্ষিক ভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে না। এই কারণে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রত্যক্ষভ্রমনিবৃত্তির নিমিত্ত প্রত্যক্ষাত্মক তত্ত্বজ্ঞানই অপেক্ষিত হয়। প্রকৃতস্থলে আত্মবিষয়ক ভ্রমের নিবর্তক আগমজন্য আত্মবিষয়কতাত্ত্বিকশব্দজ্ঞান না হইয়া তাত্ত্বিক প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানই হইবে। ।

কেবল তাহাই নহে, যেহেতু শব্দ এইসকল স্থলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ হইতে পারিতেছে না সেইহেতু এইসকল স্থলে উহার করণত্ব প্রসঙ্গে অব্যাপ্তি দোষ উত্থাপিত হয়। অতএব আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধির নিমিত্ত উপাসনা বা নিদিধ্যাসনকেই প্রধান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, আর আগমাদিকে উপাসনার সহকারী বা অঙ্গরূপেই স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত।

প্রসঙ্খ্যানবাদিগণ বলেন, প্রকৃতভাবে বেদান্তবাক্যই বা তাহার দ্বারা উৎপন্ন প্রমাই প্রসঙ্খ্যানজনিত আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি মূল প্রমাণ। "তত্ত্বমসি"[৭৯] ইত্যাদি শ্রুতিই অথবা উক্ত শ্রুতিশ্রবণজন্য ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষপ্রমাই নিদিধ্যাসিতব্য পদার্থের অস্তিত্বসাধক হওয়ায়, বেদান্তবাক্যজন্যভাবনাপ্রসূত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সাক্ষাৎভাবে না হইলেও অবশ্যই প্রমাণ-প্রযোজিত। সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নিদিধ্যাসনরূপ অপ্রমাকরণক হইলেও অবাধিতার্থবিষয়ক এবং বেদান্তবাক্যপ্রমাণ-প্রযোজিত হওয়ায় প্রমাই।

আপত্তি হইবে, নিদিধ্যাসনজন্য ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান স্বীয় প্রমাত্বসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রুতিকে অপেক্ষা করিলে উক্ত অপরোক্ষজ্ঞানে স্বতঃপ্রামাণ্যের হানি হইবে।

প্রসঙ্খ্যানবাদীর উত্তর এই যে, আলোচ্যস্থলে স্বতঃপ্রামাণ্যের হানি হয় নাই; কারণ প্রসঙ্খ্যানজনিত সাক্ষাৎকারনিষ্ঠপ্রামাণ্য সাক্ষাৎকারের গ্রাহক সাক্ষীর দ্বারাই নিয়মতঃ ভাস্য হওয়ায় সাক্ষাৎকারণনিষ্ঠপ্রামাণ্যের জ্ঞপ্তির নিমিত্ত মূলপ্রমাণের অনুসরণের প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রসঙ্খ্যানজন্য ব্যবহিতকামিনী সাক্ষাৎকারের অপ্রমাত্বদর্শন করিয়া প্রসঙ্খ্যানজন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও অপ্রমাণ্যরূপ আশঙ্কা সম্ভব; সুতরাং অপ্রামাণ্যের আশঙ্কা নিরাসের

[৭৯] বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৬/৮/৭

নিমিত্ত মূলপ্রমাণানুসরণ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদিগণের মত হইবার কারণে কোনওরূপ অপসিদ্ধান্ত নাই।

মণ্ডনমিশ্র বলেন যে, যে পুরুষের আন্তরিক এবং বাহ্যিক সকল প্রকার দোষের নিবৃত্তি হইয়াছে তথা আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধকীভূত সমস্ত পুরুষগত দোষের বিলয়ের কারণে যাহার প্রামাণ্য অসন্দিগ্ধ হইয়াছে, সেই পুরুষই বেদস্বরূপ প্রমাণের দ্বারা আত্মস্বরূপকে জানিলেও, অনাদিকাল হইতে মিথ্যাজ্ঞানের দর্শনাভ্যাসবশতঃ মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কার দৃঢ়তর হইবার কারণে, তাঁকেও মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার আবৃত্ত করিয়া রাখে। অতএব শ্রুতিজন্য আত্মস্বরূপের জ্ঞানোত্তরকালেও প্রবাহিত হইতে থাকা মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য শাব্দজ্ঞানকেও শাব্দজ্ঞানভিন্ন অন্ন সাধনের অপেক্ষা করিতেই হইবে। আর সেই সাধন হইল নিদিধ্যাসন।

শাব্দজ্ঞানকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি করণরূপে স্বীকারকারি বিবরণাদি সম্প্রদায় পুনরায় আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, ব্রহ্মবিষয়ে শব্দ হইতে উৎপন্ন জ্ঞান পরোক্ষাত্মক হওয়ায় এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি সত্ত্বেও অনাদিকাল হইতে আত্মবস্তুতে অনাত্মবস্তুর অধ্যাসের ধারা চলিলেও, তাহাতে মোক্ষার্থীর কোনওপ্রকার হানি ঘটে না। কারণ প্রমাণের দ্বারাই তত্ত্বনিশ্চয় হওয়ায় সেই তত্ত্বনিশ্চয়ের বিষয় প্রমাণের দ্বারা প্রাপ্ত

বিষয়ের ন্যায়ই হইবে, অন্যথা হইবে না, ফলতঃ যেইরূপে ঐ তত্ত্বাত্মক বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে সেইরূপেই তাহার প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মক ব্যবহার বিষয়ানুরূপে সম্পাদিত হইবে। আর এইরূপ তত্ত্বনিশ্চয়ের বিপরীত ভ্রমজ্ঞান এবং ভ্রমজ্ঞানের দ্বারা নির্ধারিত বিষয়ানুসারে প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মক ব্যবহার সম্পাদিত হইতে পারে না। এই কারণে সূর্যোদয় হইতে পূর্বদিক সম্পর্কে অবগত তাত্ত্বিক পুরুষ দিগ্‌ভ্রমের দ্বারা ভ্রান্ত হইলেও, পূর্বদিকে উত্তরদিকের ভ্রমোপচার করেন না। এই কারণে যে পুরুষের শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা "অহং ব্রহ্মাস্মি"[৮০] অর্থাৎ আমিই ব্রহ্মস্বরূপ এই আকারের অকর্তৃত্ব অভোক্তৃত্বস্বরূপ আত্মতত্ত্বের নিশ্চয় হইয়াছে, সেই পুরুষের জ্যোতিষ্টোমাদি প্রসিদ্ধ যাগ-হোম-দানাদি শুভকর্মে তথা ব্রহ্মহত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এই স্থিতিতে আত্মজ্ঞানীর অনাত্মসংসাররূপ বন্ধন থাকা সম্ভবপর নহে। এইরূপ পূর্বপক্ষ উপস্থাপনের নিমিত্ত শঙ্খপাণি তাঁহার *ব্রহ্মসিদ্ধি* গ্রন্থের উপর রচিত *ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা* টীকায় বলিয়াছেন- "তদেবং মিথ্যাবভাসনিবৃত্ত্যর্থং কর্মোপাসনুপ্রবেশে দর্শিতে শাব্দজ্ঞানমাত্রবাদী পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে- স্যাদেতদিতি। ভোক্তৃত্বাভিমানাৎ ভোগোপকরণেষু স্তক্‌চন্দনাদিষু রাগঃ; ততঃ শুভা জ্যোতিষ্টোমাদিলক্ষণা অশুভা চ ব্রহ্মহত্যাদিলক্ষণা প্রবৃত্তিঃ; ততঃ পুনঃ শরীরগ্রহণমিত্যেবং ভোক্তৃত্বাদ্যভিমানো বোধাৎপূর্বং প্রমাণত্বেন গৃহীতঃ প্রবৃত্তিহেতুঃ; স

---

[৮০] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১/৪/১০*

শাব্দেনাভোক্তৃত্বাদিরূপাত্মতত্ত্বাববোধেন বাধিতোঽনুবর্তমানোঽপি ন পূর্ববৎপ্রবৃত্তিং প্রসূতে”[৮১] ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উপস্থাপন করিয়াছে।

ইহা বারণের জন্য শঙ্খপাণি বলেন যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা কোনও বস্তুবিষয়ক তত্ত্বনিশ্চয় হইবার পরেও যদি ঐ বস্তুবিষয়ক তত্ত্বনিশ্চয়ের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিস্বরূপ অভ্যাস প্রমাতা না করেন, তাহা হইলে সেই প্রমাতায় ক্রমিকরূপে দৃঢ়, দৃঢ়তর এবং দৃঢ়তম তত্ত্ববিষয়ক শাব্দজন্য সংস্কার জীবাত্মাতে ব্যক্ত হইতে পারিবে না। বরং উহার বিপরীত অনাদিকাল হইতে গঙ্গাপ্রবাহের মতই প্রবাহিত অনাত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানজন্য মিথ্যাদর্শনসম্বন্ধী সংস্কারই অধিক বলশালী হইয়া জীবাত্মায় ব্যক্ত হইতে থাকিবে। এইপ্রকারে যখন অনভ্যস্ত প্রামাণিকত্ব জ্ঞানজন্য দুর্বল সংস্কার এবং উহার বিরোধী নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা পরিপুষ্ট অনাদিকালিক মিথ্যাদর্শন হইতে উৎপন্ন অত্যন্ত বলশালী সংস্কার, এই দুইপ্রকার সংস্কারই জীবাত্মায় একইসাথে বর্তমান থাকে। তখন মিথ্যাদর্শনজন্য প্রবলবলশালী মিথ্যাজ্ঞানজনিত সংস্কারের সান্নিধ্যে প্রমাণের দ্বারা উৎপন্ন যথার্থজ্ঞানও মিথ্যার্থযুক্ত ভ্রমজ্ঞানের মতই স্বকার্যসম্পাদনে অযোগ্য হইবার কারণে প্রভাবহীন হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ যেরূপে মিথ্যার্থের জ্ঞান জীবের সফলপ্রবৃত্তির কারণ

---

[৮১] শঙ্খপাণি, *শঙ্খপাণিব্যাখ্যা*, ২০১০, পৃঃ ৯৭

হইতে পারে না, সেইরূপে অত্যন্ত দৃঢ় মিথ্যাদর্শনজন্য সংস্কারের সান্নিধ্যে প্রামাণিকজ্ঞানজন্য সংস্কারও সফলপ্রবৃত্তিজনক তাত্ত্বিক স্মৃতিজ্ঞানকে উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হইবে। কিন্তু এমাতাবস্থায় মিথ্যাজ্ঞানজন্য প্রবল সংস্কার, প্রমাণের দ্বারা উদ্ভুত যথার্থজ্ঞানদ্বারা উৎপন্ন ব্যবহারকে বাধিত করিয়া, মিথ্যাসংস্কারের দ্বারা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ মিথ্যাব্যবহার সম্পাদনে সমর্থ হইয়া যায়। দিগ্‌বিমূঢ় ব্যক্তি যেমন বিভ্রমবশতঃই না পূর্বদিগাদি চিহ্নের অনুসন্ধান করেন, না দিগ্‌ভ্রমনিবর্তক আপ্তবচনকে অপেক্ষা করেন, পূর্বদিকে উত্তরদিকরূপেই ভ্রমব্যবহার সম্পাদন করিতে থাকেন। এমতাবস্থায় আপ্তবাক্যের দ্বারা নিশ্চয়প্রাপ্ত দুর্বল তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যার্থজ্ঞানের সমানই স্ববিষয়ক ব্যবহার সম্পাদনে সর্বদা অসমর্থই হইবে।

প্রশ্ন হয় যে, তত্ত্বজ্ঞান কী করিয়া মিথ্যাজ্ঞানের সমান হয়? উত্তর এই যে, কার্যের উৎপত্তি লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রত্যক্ষাত্মক কারণের অনুমান করা হইয়া থাকে, আবার কারণের অভাবের নিশ্চয় জানিয়া তাহার কার্যাভাবের উপন্যাস হইয়া থাকে। ইহাকেই দর্শনের ভাষায় অন্বয়-ব্যতিরেক সম্বন্ধ বলা হয়। কোনও দুইটি বিষয়ের মধ্যে কার্য-কারণ সিদ্ধি এই অন্বয় এবং ব্যতিরেক সম্বন্ধের জ্ঞানের অধীন। যেস্থলে এই দুইপ্রকার সহচারদর্শনের অভাবের নিশ্চয় হয়, সেইস্থলে কার্য-কারণভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। প্রকৃতস্থলে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও বাধিত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে

দেখা যায় না, ফলতঃ অন্বয়সম্বন্ধের ব্যভিচারবশতঃ উহাদের মধ্যে অন্বয়সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আবার মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তি যেই স্থলে থাকে সেই স্থলে কেবল শব্দজন্য তত্ত্বজ্ঞান থাকে না, শব্দজন্যতত্ত্বজ্ঞানসহকৃত নিদিধ্যাসন মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তক হইবার কারণে, উহাদের মধ্যে ব্যতিরেক ব্যভিচারও দৃষ্ট হয়। এই অন্বয়ব্যভিচার এবং ব্যতিরেকব্যভিচারবশতঃ শব্দজন্য তত্ত্বজ্ঞান এবং মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তির মধ্যে কার্য-কারণসম্বন্ধ স্বীকার করা যাইতে পারে না। এই তাৎপর্যের দ্বারা ইহাই উপপন্ন হইতে পারে যে, শব্দজন্য তত্ত্বজ্ঞান, স্ববিষয়ক পুনঃ পুনঃ অভ্যাসজন্য স্ববিষয়ক সংস্কারের দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে কার্যভূত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিতে যোগ্য হইয়া ওঠে। এই জন্য অনভ্যস্ত অকর্তৃত্ব-অভোক্তৃত্বের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির পূর্বকালে মিথ্যাজ্ঞান যেইভাবে শুভাশুভরূপ কর্মের প্রবৃত্তিতে কারণ হইয়া থাকে, সেই প্রকার আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পরও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ববিশিষ্ট মিথ্যাজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের উপস্থিতিতেও পূর্বানুরূপ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যদি শ্রুতিজন্য আত্মতত্ত্ববিষয়ক শাব্দজ্ঞানমাত্রের দ্বারাই যদি মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তি সম্ভব হইত তাহা হইলে শ্রবণের অনন্তর মনন এবং নিদিধ্যাসনের বিধান কোন্ উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে? কিন্তু শ্রুতির দ্বারা মনন-নিদিধ্যাসনের সাথে সাথে শম-দম, ব্রহ্মচর্য-যজ্ঞ-দান-হোমাদি সাধনের বিধান করা হইয়াছে। এই সাধনসকলের বিধান ইহাই প্রমাণ করে যে

অনাদিমিথ্যার্থজ্ঞানের অভ্যাসের ফলে অত্যধিকরূপে বর্ধিত অত্যন্ত সমর্থ মিথ্যাজ্ঞানজনিত সংস্কারের শক্তিহানি বা নাশের জন্য শাব্দজ্ঞানের অত্যধিক অভ্যাসের আবশ্যকতা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহার সাধনাত্মক অঙ্গরূপে শাব্দজ্ঞানের বিষয়ের মনন এবং শাব্দজ্ঞানজনিত দৃঢ়তর সংস্কারের প্রাদুর্ভাবের জন্য সহকারিরূপে শম-দমাদি সাধনের মহতী আবশ্যকতা আছে, ইহাই অভিপ্রায়।

প্রশ্ন হয় যে, কীরূপে নিদিধ্যাসন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিয়া থাকে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে মণ্ডনমিশ্র বলেন, "অভ্যাসো হি সংস্কারং দৃঢ়য়ন্ পূর্বসংস্কারং প্রতিবধ্য স্বকার্যং সংতনোতি"[৮২]। অর্থাৎ আত্মতত্ত্ববিষয়ক শ্রৌতজ্ঞানের বারংবার আবৃত্তি স্বরূপ অভ্যাস , আত্মতত্ত্বের শ্রৌতজ্ঞানবিষয়ক শ্রৌতজ্ঞানজন্য সংস্কারকে দৃঢ় করে। যেক্ষণে এই শ্রৌতজ্ঞানজন্য সংস্কার নিজের বিরোধী বিষয় অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত মিথ্যাত্মকসংস্কারকে সম্পূর্ণরূপে নাশ করিতে সমর্থ হয়, সেইক্ষণে তাহা আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকারাত্মক স্বকার্যকে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে অর্থাৎ আত্মস্বরূপকে সাক্ষাৎকারি আত্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মাভিন্নরূপে আবির্ভূত হইয়া যান।

---

[৮২] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, ২০১০, পৃঃ ৩৫

ব্রহ্মসূত্রের “বিকল্পাধিকরণে”[৮৩] দুইপ্রকার উপাসনার মত উল্লিখিত হইয়াছে যথা- অহংগ্রহোপাসনা এবং প্রতীকোপাসনা। অহংগ্রহোপাসনার স্বরূপ এই যে, “উপাস্যস্বরূপস্য স্বাভেদেন চিন্তনম্”। অর্থাৎ উপাস্যের সহিত অভেদনিন্তন হইল অহংগ্রহোপাসনা। তাৎপর্য এই যে, জীবকে (নিজেকে) যেক্ষণে ঈশ্বররূপে চিন্তা করা হয়, তৎকালে জীব প্রধান বা বিশেষ্য এবং ঈশ্বর অপ্রধান বা বিশেষণ হইয়া থাকেন। ঈশ্বরকে যেক্ষণে আমিরূপে (জীবরূপে) চিন্তা করা হয়, সেইক্ষণে ঈশ্বর প্রধান এবং জীব অপ্রধান হইয়া থাকেন। এইপ্রকারে উপাস্যের সহিত উপাসকের বিশেষ্য-বিশেষণভাবগাহী যে ধ্যান, ইহাকে বলে ব্যতিহারধ্যান। তবে এই স্থলে ‘জীব’ শব্দের দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত সংসারিত্বধর্মাবচ্ছিন্ন চেতন গ্রহণীয় নহে, পরন্তু দেহেন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠানোভূত শুদ্ধ সাক্ষিচৈতন্য অর্থই গ্রহণীয়। ইনিই জীবসাক্ষী। ‘ঈশ্বর’ শব্দে অপহতপাপ্মত্বাদি”[৮৪] গুণযুক্ত চৈতন্যকে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে জীবসাক্ষী ও উক্ত গুণসকলযুক্ত পরমেশ্বরের অভিন্নতাচিন্তনই অহংগ্রহোপাসনা।

অপরপক্ষে প্রতীকোপাসনার স্বরূপ হইল “যস্মিন্ আশ্রয়ান্তরে আশ্রয়ান্তরপ্রত্যয়স্য ক্ষেপঃ সঃ প্রতীকঃ”। অর্থাৎ যে আশ্রয়ান্তরে অন্য আশ্রয়ে আশ্রিত প্রত্যয়ের ক্ষেপণ বা

---

[৮৩] *ব্রহ্মসূত্র ৩/৩/৫৯*

[৮৪] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮/১/৫*

আরোপ হয়, তাহাই প্রতীক। যেমন- “নাম ব্রহ্ম”[৮৫] ইত্যাদি স্থলে ‘নাম’ এই আশ্রয়ান্তরে ব্রহ্মরূপ অন্য আশ্রয়ে আশ্রিত চিন্তাধারার আরোপ হয় বলিয়া সেই ‘নাম’ হইল প্রতীক। ইহার অন্য একপ্রকার অর্থ হইল, যে অনাত্মবস্তুসকল দেবতা দৃষ্টির দ্বারা সংস্কৃত হইয়া উপাসিত হয়, তাহারা প্রতীক। যেমন- ‘শালগ্রাম’ একটি শিলাপিণ্ডমাত্র, সুতরাং অনাত্মবস্তু। উপাসনাকালে তাহা বিষ্ণুদেবতাদৃষ্টির দ্বারা সংস্কৃত হইয়া উপাসিত হয়, সুতরাং শালগ্রাম প্রতীক। সেই প্রতীকাবলম্বনে বিষ্ণু উপাসিত হন, সেইহেতু ইহা একপ্রকার প্রতীকোপাসনা। মূলবিষয় এই, যে বস্তু যাহা নহে, শাস্ত্রানুসারে তাহাকে তদ্রূপে উপাসনা, তাহাই প্রতীকোপাসনা। এই প্রতীক দুই প্রকার কর্মাঙ্গভূত, যথাঃ, উদ্গীত ও উক্থ ইত্যাদি এবং কর্মানঙ্গভূত, যথাঃ নাম, মন, দেব-দেবীর প্রতিমা ইত্যাদি।

এক্ষণে প্রশ্ন হইল উক্ত দুই প্রকার উপাসনার মধ্যে কোন্ উপাসনা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি করণ হইবে? যে সগুণবিদ্যাসকল উপাস্যের সাক্ষাৎকার দ্বারা ফলের হেতু হইয়া থাকে, তাহাদের অনুষ্ঠান কি নিজের ইচ্ছামত বিকল্প ও সমুচ্চয়ের দ্বারা হইবে?

---

[৮৫] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৭/১/৫*

প্রসঙ্খ্যানবাদিগণ *ব্রহ্মসূত্রের* বিকল্পাধিকরণকে অবলম্বন করিয়া উক্তরূপ প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, অহংগ্রহোপাসনার দ্বারাই আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইবে। আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য একাধিক উপাসনার প্রয়োজন নাই। একপ্রকার উপাসনার অনন্তর অন্যপ্রকার উপাসনা চিত্তবিক্ষেপের কারণ হইতে পারে। আবার প্রতীকোপাসনা নামাদি বিষয়ক বলিয়া উহাতে উপাসকের আসক্তি হইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য "বিকল্পঽবিশিষ্টফলত্বাৎ"[৮৬] এইরূপ *ব্রহ্মসূত্রের* ভাষ্যে বলেন যে, অহংগ্রহোপাসনাসকলের মধ্যে নিয়মিত বিকল্পের অনুষ্ঠান অর্থাৎ যে বিদ্যা গৃহীত হইবে ফললাভ না হওয়া পর্যন্ত তাহারই নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান হওয়া উচিত, একযোগে অনেকবিদ্যার অনুষ্ঠান অর্থাৎ ঐচ্ছিক সমুচ্চয় এবং যখন যাহার ইচ্ছা তাহার অনুষ্ঠান অনুচিত। ইহাতে প্রমাণ এই যে, যেহেতু ইহাদের ফলে কোনও ভেদ নাই অর্থাৎ অহংগ্রহোপাসনাসকলের উপাস্যবিষয়ক সাক্ষাৎকাররূপ সমান ফল হইয়া থাকে। আর একটি উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরাদি উপাস্যসকলের সাক্ষাৎকার হইলে দ্বিতীয় উপাসনা অনর্থক।

---

[৮৬] *ব্রহ্মসূত্র ৩/৩/৫৯*

অনেক বিদ্যার মধ্যে যাহা গৃহীত হইবে, তাহারই নিয়মিত অনুষ্ঠান হইবে? উত্তর এই যে, "আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্"[৮৭]। অর্থাৎ দেহপাত পর্যন্ত উপাসনা করিতে হইবে, যেহেতু মরণকালেও "সঃ যাবৎক্রতুঃ অয়ম্ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি"[৮৮] অর্থাৎ সেই ইনি যে প্রকার সঙ্কল্প হইয়া ইহ লোক হইতে প্রয়াণ করেন ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা উপাস্যবিষয়ক চিত্তবৃত্তির আবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়। মরণকালে উপাস্যবিষয়ক চিত্তবৃত্তি আদৃষ্টসাধ্য নহে। সেই হেতু আহংগ্রহোপাসনাকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত করিতে হইবে।

সংশয় হয় যে, যদি বলা হয় মৃত্যুকালে রোগযন্ত্রণাবশতঃ মোহগ্রস্তচিত্ত সাধকের উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তি ও দেবযানমার্গে গতি, ব্রহ্মলোকে স্থিতি ইত্যাদি তদনুকূল ভাবনাবিজ্ঞানের উদয় হইবে না।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, যত রোগযন্ত্রণাই হউক জীবমত্রেরই ভাবিজন্মে ভোগ্যফলবিষয়ক ভাবনাবিজ্ঞানের উদয় হইয়াই থাকে, ইহা "সবিজ্ঞানো ভবতি"[৮৯] ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং উপাস্যসাক্ষাৎকারবান্ সিদ্ধ সাধকের উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তি এবং তদনুকূল ভাবনাবিজ্ঞানের উদয় অবশ্যই হইয়া থাকে।

---

[৮৭] *ব্রহ্মসূত্র ৪/১/১২*

[৮৮] *শতপথব্রাহ্মণ ১০/৬/৩*

[৮৯] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৪/২*

মৃত্যুকালে সিদ্ধ সাধকের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে বা তাহার চিত্তে প্রবল প্রারব্ধবশতঃ অন্য প্রকার ভাবনার উদয় হয়, ইহাও বলা যাইতে পারে না। কারণ যে প্রারব্ধ তাঁহার সগুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তিতে সহায়ক হইয়াছে, তাহাই যে মৃত্যুকালে প্রতিবন্ধক হইবে, এই প্রকার কল্পনার প্রতি কোনও প্রমাণ নাই। প্রারব্ধ প্রতিবন্ধকরূপে থাকিলে তাহা বিদ্যার উৎপত্তিই হইতে দিত না। অতএব সিদ্ধ উপাসকের মৃত্যুকালে উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তির স্থিতি এবং তদনুকূল ভাবনাবিজ্ঞানের উদয় অবশ্যিই অঙ্গীকার্য। এইরূপেই প্রসঙ্খ্যানবাদিগণ প্রসঙ্খ্যানবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

মণ্ডন মিশ্র প্রসঙ্খ্যানবাদী, তিনি তাঁহার *ব্রহ্মসিদ্ধি* গ্রন্থে এই মতবাদ বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। মণ্ডন মিশ্র ব্যতিরেকে তাঁহার পূর্ববর্তী আচার্য ব্রহ্মদত্ত প্রসঙ্খ্যানবাদী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর* "শ্রুতি-স্মৃতীতিহাস পুরাণেভ্য ব্যক্তাদীন্ বিবেকেনশ্রুত্বা শাস্ত্রযুক্ত্যাচ ব্যবস্থাপ্য দীর্ঘকালাদর-নৈরন্তর্য-সৎকার-সেবিতাৎ ভাবনাময়া-দ্বিজ্ঞানমিতি"[৯০]। অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি ব্যক্ত প্রভৃতিকে বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা ব্যবস্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল আদর, নৈরন্তর্য ও ভক্তিসহকারে অনুষ্ঠিত ভাবনাময় ধর্ম হইতে বিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান হয়। এবং "এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাহস্মি ন

[৯০] *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদি কারিকা ২*

মে নাহংহমিতাপরিশেষং। অবিপর্য্যয়া দ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম"[৯১]। অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপে তত্ত্বজ্ঞানের বারংবার চর্চা করিলে, 'আমার ব্যাপার নাই', 'আমি কর্তা নহি', 'আমি কোনও বিষয়ের ফলভোগী নহি' ইত্যাকারে জ্ঞান জন্মায়। উক্ত জ্ঞানে সংশয় ও ভ্রম না থাকায় উহা বিশুদ্ধ, ভাবিকালেও উহা মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত হয় না, কোনও বস্তুই উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের অবিষয় হয় না ইত্যাদি মত হইতে বোধগম্য হয় যে, সাংখ্যসম্প্রদায় প্রসঙ্খ্যানবাদী।

যোগসম্প্রদায়ও প্রসঙ্খ্যানবাদী, ইহা জানা যায় "ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা"[৯২] এই সূত্রে, এই প্রসঙ্গে ইহার ভাষ্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন- "তথাচোক্তং- 'আগমেনানুমানেন্ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্"[৯৩]। উক্তি আছে যে, আগম বা বেদবিহিত শ্রবণ, মনন ও ধ্যানাভ্যাসরস এই তিন প্রকারে সমাধির অনুষ্ঠান করিয়া উত্তম যোগ লাভ হয়। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্যও তাঁহার *আত্মতত্ত্ববিবেক* গ্রন্থের *অনুপলম্ভবাদ* নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রসঙ্খ্যানবাদকে সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছেন- "তথা সতি ভাবনাক্রমেণ নিঃশ্রেয়সসিদ্ধেঃ"[৯৪]। অর্থাৎ ন্যায়সম্মত আত্মার

---

[৯১] *সাংখ্যকারিকা কারিকা ৬৪*

[৯২] *যোগসূত্র ১/৪৮*

[৯৩] *যোগদর্শন* পৃঃ ৮১

[৯৪] উদয়নাচার্য, *আত্মতত্ত্ববিবেক*, আচার্য কেদারনাথ ত্রিপাঠী (সম্পাঃ), চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০১১২, পৃঃ ৩৮১-৮২

মননের অনন্তর নিদিধ্যাসনের দ্বারাই শরীরাদি হইতে ভিন্ন আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে, মোক্ষের সিদ্ধি ঘটে। সুতরাং মোক্ষের করণত্ব বিষয়ে প্রসঙ্খ্যানবাদ যে অতীব প্রসিদ্ধ মতবাদ সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

ভামতী অনুসারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে মনঃকরণতাবাদ বিচার

প্রথম অনুচ্ছেদ

ভামতী অনুসারে 'অথ' পদের অর্থ নির্বচন

আচার্য বাচস্পতি মিশ্র *শাঙ্করভাষ্যের ভামতী* টীকায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে মণ্ডনমিশ্র প্রবর্তিত প্রসঙ্খ্যানবাদ এবং শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডনপূর্বক মনঃকরণতাবাদ প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রসঙ্খ্যানবাদিগণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি নিদিধ্যাসন বা ধ্যানকেই করণরূপে স্বীকার করিলেও *ভামতী*কার তাহা স্বীকার করেন নাই, বরং তিনি প্রসঙ্খ্যানবাদ খণ্ডন করিয়া সংস্কার সহকৃত মনকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার *ভামতী* টীকায় "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"[৯৫], এই ব্রহ্মসূত্রের অন্তর্গত 'অথ' শব্দের অর্থ নির্বচন প্রসঙ্গে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি যজ্ঞাদি কর্ম, বেদান্তবাক্যার্থশ্রবণজন্য নিদিধ্যাসনরূপ কর্ম এবং বেদান্তবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণের করণত্ব খণ্ডন করিয়া তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি সংস্কৃত মনকেই করণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশ্ন হয় যে, বাচস্পতি মিশ্র কীরূপে 'অথ' পদের অর্থ নির্বচন করিয়াছেন?

---

[৯৫] *ব্রহ্মসূত্র* ১/১/১

উত্তর এই যে, “মঙ্গলান্তরারম্ভপ্রশ্নকার্ৎস্ন্যেষ্বথো অথ”[৯৬]। এইরূপ নিয়মানুসারে ‘অথো’ এবং ‘অথ’ এই দুই শব্দের অর্থ হইতে পারে – মঙ্গল, আনন্তর্য, আরম্ভ, প্রশ্ন এবং কার্ৎস্ন্য। কিন্তু *ভামতী*কার ‘অথ’ পদের অর্থ নির্বচন করিতে গিয়া বলিয়াছে- “তত্রাথশব্দ আনন্তর্যার্থঃ পরিগৃহ্যতে”[৯৭] । অর্থাৎ ‘অথ-অতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’ সূত্রস্থ এই তিনটি পদের মধ্যে ‘অথ’ পদের অর্থ হইবে ‘আনন্তর্য’।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, ‘অথ’ পদের আনন্তর্যার্থ ব্যতীত অন্য অর্থসমূহও সম্ভব, তন্মধ্যে আরম্ভ বা অধিকার অর্থেও ‘অথ’ পদ ব্যবহৃত হইয়া থাক। যেমন- “অথ যোগানুশাসনম্”[৯৮] প্রভৃতি লৌকিক বাক্যে অথ শব্দের অর্থ আরম্ভ বা অধিকারার্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু *ভামতী*কার কেন ‘অথ’ শব্দের আরম্ভ বা অধিকাররূপ অর্থ গ্রহণ করেন নাই?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে *ভামতী*কার বলিয়াছেন, “ন অধিকারার্থ”[৯৯] । অর্থাৎ ‘অথ’ শব্দ আরম্ভ বা অধিকার অর্থে গৃহীত হইতে পারে না। যেহেতু এই স্থলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অধিকার্য বা আরম্ভণীয় নহে। অর্থাৎ সূত্রের অন্তর্গত ‘ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’ পদজ্ঞানের অর্থ যে

---

[৯৬] *অমরকোষ, হান্তবর্গ*

[৯৭] আচার্য শঙ্কর, *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য,* মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী,*অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৮২, পৃঃ ৪৭

[৯৮] *যোগসূত্র ১/১*

[৯৯] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী,* ১৯৮২, পৃঃ ৪৭

ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা, তাহা ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান এই দুই বিষয় অপেক্ষা প্রধানরূপে প্রতীত হয়। সেই ইচ্ছার বিষয় হইল জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয় হইল ব্রহ্ম। তাৎপর্য এই 'জিজ্ঞাসা' এই পদ 'জ্ঞা' ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থক 'সন্' প্রত্যয়যুক্ত হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'জ্ঞা' ধাতুর অর্থ জানা এবং 'সন্' প্রত্যয়ের অর্থ ইচ্ছা। অতএব 'জিজ্ঞাসা' পদের অর্থ হয়- জানিবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছাকে কিন্তু আরম্ভ করা যায় না। ইষ্টসাধনতাজ্ঞান এবং কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান থাকিলে, এই ইচ্ছা স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে, ঘটাদির ন্যায় তাহাকে আরম্ভ করা যায় না। সুতরাং 'ব্রহ্মকে জানিবার যে ইচ্ছা' তাহাকে আরম্ভ করা যায় না।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, ইচ্ছা যদি আরম্ভণীয় না হয়, তাহা হইলে সেই ইচ্ছার বিষয়ীভূত জ্ঞান এবং ব্রহ্মকে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পদের অর্থরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে 'দণ্ডী প্রৈষান্ অন্বাহ' অর্থাৎ 'দণ্ডের দ্বারা উত্থিত হইয়া আজ্ঞাবচন উচ্চারণ কর', ইত্যাদি স্থলে যেমন অপ্রধানভূত দণ্ডই 'দণ্ডী' পদের বিবক্ষিত অর্থ, প্রকৃতস্থলেও সেইরূপ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমুখ্যার্থে অধিকারার্থের অন্বয় হইয়া যাউক। অতএব এই স্থলে অনুজ্ঞার দ্বারাও ইচ্ছাদির আরম্ভ হইতে পারে বলিয়া 'অথ' শব্দের অর্থ আরম্ভ হউক।

কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ ব্রহ্মবিচারাত্মক শাস্ত্রে প্রবৃত্তির অঙ্গভূত বা কারণীভূত সংশয় এবং প্রয়োজনের সূচনার নিমিত্তই জিজ্ঞাসা বিবক্ষিত হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসা অবিবক্ষিত হইলে সংশয় ও প্রয়োজন সূচিত হইতে পারে না। সংশয় ও প্রয়োজন সূচিত না হইলে কাকদন্ত পরীক্ষার ন্যায় এই শাস্ত্রেও বিচারশীল ব্যক্তির প্রবৃত্তি হইবে না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, সংশয় সূচিত না হইলেও অপ্রধানীভূত ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান বিবক্ষিত হইলে শাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন সূচিত হওয়ায়, তাহাই শাস্ত্রে প্রবৃত্তির হেতু হইবে না কেন? এই স্থলে বিষয় হইল ব্রহ্ম এবং প্রয়োজন হইল ব্রহ্মজ্ঞান।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সংশয় সূচিত না হইলে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান যে শাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন, তাহা সূচিত হইতে পারে না। যে বিষয়ে শাস্ত্রের প্রামাণ্য তাহাই শাস্ত্রের অভিধেয় বা বিষয় হইয়া থাকে। অনধ্যস্ত অহম্-অনুভবের সহিত বিরোধ হওয়ায় বেদান্তের ঐরূপ আত্মতত্ত্ববিষয়ে প্রামাণ্য থাকিতে পারে না। যেমন- বিহিতকর্মের প্রবৃত্তির উপযোগী গৌণার্থক অর্থবাদবাক্য বা জপমাত্রে উপযোগী ‘হুম’ ইত্যাদি পদগুলি “স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ”[১০০] এই বিধির দ্বারা গৃহীত হয়, সেইরূপ বেদান্ত বাক্যসমূহ প্রত্যক্ষাত্মক ‘অহম্’ অনুভবের বিরুদ্ধ হওয়ায় গৌণার্থকরূপে বা অবিবক্ষার্থক জপমাত্রের প্রতি উপযোগিরূপে অধ্যয়নবিধির বিষয়ীভূত হইতে পারে। অতএব ব্রহ্ম বেদান্তের অভিধেয় হইতে পারে না। সুতরাং সংশয় ও প্রয়োজন যাহাতে সূচিত হইতে পারে,

---

[১০০] *তৈত্তিরীয় আরণ্যক ২/১৫, শতপথ ব্রাহ্মণ ১১/৫/৬/৩*

সেইজন্য 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পদে এবং "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" বাক্যের দ্বারা প্রধানীভূত জিজ্ঞাসা অবশ্যই বিবক্ষিত। এই জিজ্ঞাসা এই স্থলে অধিকার্য বা আরম্ভণীয় হইতে পারে না, যেহেতু তাহা বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রের কোনও অধিকরণে প্রতিপাদ্যমান নহে। অতএব এই সূত্রে 'অথ' শব্দটি অধিকারার্থক হইতে পারে না।

'অথ' শব্দের অর্থ আরম্ভ না হয় নাই হইল, কিন্তু 'অথ' শব্দের অর্থ মঙ্গল হইতে পারে। না, তাহা হইতে পারে না। অথ পদের অর্থ যে মঙ্গল হইতে পারে না সেই প্রসঙ্গে *ভামতী*কার বলিয়াছেন যে, যদি 'অথ' শব্দের মঙ্গলরূপ অর্থ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রের অর্থ হইবে যে, 'যেহেতু মঙ্গলজনক সেইহেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে'। কিন্তু সূত্রের এইরূপ অর্থ অভিপ্রেত নহে, কারণ মঙ্গল বাক্যার্থের বিষয় হইতে পারে না। পদের অর্থই বাক্যার্থের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। পদের অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে- বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ। মঙ্গল 'অথ' পদের বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ নহে, কিন্তু মৃদঙ্গ বা শঙ্খের ধ্বনির ন্যায় 'অথ'শব্দ শ্রবণ করিলে মঙ্গল হয়, অতএব মঙ্গল 'অথ'শব্দ শ্রবণের ফলমাত্র। শাব্দবোধের ক্ষেত্রে এইরূপ নিয়ম এই যে, যাহা শব্দের জ্ঞাপ্য তাহাই শাব্দবোধের বিষয় হইতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে শব্দের বাচ্য বা লক্ষ্যই শাব্দবোধের বিষয় হইতে পারে। অপরপক্ষে মঙ্গলরূপ 'অথ'শব্দের কার্য বাচ্য বা লক্ষ্য হইতে পারে না বলিয়া মঙ্গল 'অথ' শব্দের অর্থ হইতে পারে না।

আশঙ্কা হয় যে, যদি মঙ্গল 'অথ' শব্দের অর্থ না হয়, তাহা হইলে মঙ্গলার্থে 'অথ' শব্দ শাস্ত্রের কোনও স্থলেই ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। কিন্তু স্মৃতিকারগণ "ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা। কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ" এইরূপ স্মৃতিবাক্যের দ্বারা 'অথ' শব্দকে মঙ্গলার্থে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ফলতঃ স্মৃতির সহিত বিরোধিতা হয়, যাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু 'অথ' শব্দকে মঙ্গলার্থে গ্রহণ করিলে আর উক্তপ্রকার বিরোধিতা থাকিবে না, সুতরাং 'অথ' শব্দকে মঙ্গলার্থে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

উক্তপ্রকার স্মৃতির সহিত বিরোধিতা নিরসনের নিমিত্ত *ভাষ্য*কার শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন- "অর্থান্তরপ্রযুক্ত এব হি অথশব্দঃ শ্রুত্যা মঙ্গলপ্রয়োজন ভবতি"[১০১] । অর্থাৎ আনন্তর্যাদি অর্থের অববোধের নিমিত্ত যে 'অথ' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, সেই 'অথ' শব্দের শ্রবণমাত্রের দ্বারাই বীণাদি ধ্বনির ন্যায় মঙ্গলরূপ প্রয়োজন সাধিত হইয়া যায়। যেমন- কোনও কন্যা নিজ পিতা-মাতার পিপাসা নিবৃত্তির নিমিত্ত জলপূর্ণ ঘট আনয়ন করিতেছে যদিও ঐ জলপূর্ণ ঘট মঙ্গলরূপ প্রয়োজন সাধন করিবার নিমিত্ত আনয়ন করা হইতেছে না, তথাপি ঘটদর্শনমাত্রের দ্বারা দ্রষ্টা পুরুষের মঙ্গল সাধিত হইয়া যায়। অতএব

---

[১০১] আচার্য শঙ্কর, *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য,* ১৯৮২, পৃঃ ৪৮-৪৯

'অথ' শব্দের আনন্তর্যরূপ অর্থ স্বীকার করিলেও স্মৃতিবাক্যের সহিত কোনওপ্রকার বিরোধিতা হইতে পারে না, কারণ আনন্তর্যার্থে প্রযুক্ত 'অথ' শব্দের শ্রবণমাত্রের দ্বারাই মঙ্গল উৎপন্ন হইয়া যায়।

আপত্তি হইতে পারে যে, 'অথ' শব্দের অর্থ আনন্তর্য না হইয়া পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষা হউক। পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষা শব্দের অর্থ হইল- পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা পক্ষান্তর। পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষা যে 'অথ' শব্দের অর্থ হইতে পারে, এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করা যাইতে পারে। যেমন- এই 'অথ' শব্দকে কেন্দ্র করিয়া সংশয় হইতে পারে যে, "কিময়মথশব্দ আনন্তর্য, অথ অধিকারে?"[১০২]। অর্থাৎ এই 'অথ' শব্দ আনন্তর্য অর্থে না অধিকার অর্থে? এই প্রকার সংশয়বাক্যে 'অথ' শব্দের এক পক্ষের বা কোটির উপন্যাসের অনন্তরই অন্যপক্ষের উপস্থাপনের নিমিত্ত 'অথ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই দ্বিতীয় 'অথ' পদ আনন্তর্যার্থক নহে, কারণ আনন্তর্য এবং অধিকার প্রথম 'অথ' পদের অর্থরূপেই উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রথম কোটিতে প্রথম 'অথ' পদের আনন্তর্যার্থ গৃহীত হইবার ফলে পূর্বপ্রকৃত 'অথ' শব্দ অনন্তর বা অব্যবহিত না হইয়া ব্যবহিতই হইয়া যায়। ফলতঃ পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষা 'অথ' শব্দকে আনন্তর্যার্থক অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। যদি উক্ত

---

[১০২] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৪৮

'অথ' পদ পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষের উপস্থাপক না হইয়া আনন্তর্যার্থের বোধক হয়, তাহা হইলে "কিয়মথশব্দ আনন্তর্য, অথ অধিকারে?" এইপ্রকার সংশয়মূলক বাক্যের উপন্যাস হইবে না। কিন্তু উক্তপ্রকার সংশয়মূলক বাক্য যে তাৎপর্যপূর্ণ তাহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং দ্বিতীয় 'অথ' শব্দের অর্থ আনন্তর্য নহে বরং পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষা।

এইপ্রকার আশঙ্কার সমাধানের নিমিত্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষায়াশ্চ ফলত আনন্তর্যাব্যতিরেকাৎ"[১০৩]। অর্থাৎ সিদ্ধান্তপক্ষে যে 'অথ' শব্দের প্রয়োগ আনন্তর্য অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেই 'অথ' শব্দের প্রয়োগ কিন্তু যেকোনও পদার্থের অনন্তর- এইরূপ অর্থে প্রয়োগ নহে, বরং পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষাই উক্ত 'অথ' পদের অর্থ। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নিমিত্ত নিয়মিত পূর্বে অপেক্ষিত কারণ পদার্থের সিদ্ধির জন্যই 'অথ' পদের প্রয়োগ অদ্বৈতমতে স্বীকৃত হইয়াছে। যদি 'অথ' পদের অর্থ পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষা হইলে উক্ত প্রকার ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নিমিত্ত কারণপদার্থের সিদ্ধি হইয়া যায় না। আনন্তর্য অর্থ বলিলে পূর্ববর্তী কোনও বিষয়ের অনন্তর বলিতে হইবে, পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষা বলিলে পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা পক্ষান্তরে কিছু বলা হইতেছে- এইরূপ বোঝা যায়; অতএব এই দুই অর্থের ফল একই। যেস্থলে কল্পান্তরের উপন্যাস করা হয়

---

[১০৩] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৪৯

সেই স্থলে বিকল্পের সমানবিষয়তা রক্ষার জন্য পূর্বপ্রকৃতের অপেক্ষা থাকে। কিন্তু 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' – এই স্থলে কোনও কল্পান্তরের উপন্যাস করা হইতেছে না, অতএব আনন্তর্য অর্থই এই স্থলে যুক্তিযুক্ত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি যজ্ঞাদির কারণত্ব খণ্ডন

পূর্বপক্ষী ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি যজ্ঞাদিকে অঙ্গরূপে বা কারণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। পূর্বপক্ষীর আশয় এই যে, 'অথ' শব্দের অর্থ যদি আনন্তর্যই হয় তাহা হইলে, বেদাধ্যয়নের আনন্তর্য ধর্ম এবং ব্রহ্ম এই দুই বিষয়ে সমান হইলেও, ধর্মজিজ্ঞাসা অপেক্ষা ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতেও কর্ম-জ্ঞানের আনন্তর্য অধিকই রহিয়াছে। কারণ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন"[১০৪]। অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, দান এবং তপস্যার দ্বারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। এইরূপ শ্রুতির দ্বারা যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা প্রভৃতি কর্মের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি অঙ্গত্ব সিদ্ধ হয়।

---

[১০৪] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৪/২২*

এইরূপ পূর্বপক্ষ খণ্ডনের নিমিত্ত বাচস্পতি মিশ্র *ভামতী* গ্রন্থে বলেন যে, "তত্রাপি চ ন বাক্যার্থজ্ঞানোৎপত্তাবঙ্গভাবো যজ্ঞাদীনাং, বাক্যার্থজ্ঞানস্য বাক্যাদেবোৎপত্তেঃ"[১০৫]। অর্থাৎ বাক্যার্থজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তিতে যজ্ঞভাবের কোনও সম্ভাবনা নাই। বাক্যার্থজ্ঞানের উৎপত্তিতে যজ্ঞাদির অঙ্গভাব সম্ভবই নহে, কারণ বাক্যার্থের জ্ঞান বাক্যমাত্র হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রন্থকার উক্ত বাক্যে যে 'বাক্যাদেবোৎপত্তেঃ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তন্মধ্যে 'এব'-কারের দ্বারা বাক্যার্থজ্ঞানের প্রতি অন্যসকল উপায় ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ কেবলমাত্র বাক্য হইতেই বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, অন্য কারণের দ্বারা বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত বাক্য বাক্যার্থজ্ঞানের নিমিত্ত কর্মকে সহকারিরূপে গ্রহণ করে- এইরূপ মতও স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি কদাপি যজ্ঞাদি কর্ম করেন নাই, অথচ যাঁহার পদ-পদার্থের সম্বন্ধের জ্ঞান রহিয়াছে এবং যেইরূপে শব্দ হইতে শব্দার্থের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই প্রক্রিয়ার জ্ঞান বা শাব্দন্যায়তত্ত্বসমূহের জ্ঞান যাঁহার রহিয়াছে, সেই ব্যক্তির যজ্ঞাদি ব্যতীত বাক্যার্থের বোধ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ পদ-পদার্থেরজ্ঞান, শাব্দন্যায়তত্ত্বেরজ্ঞান ব্যক্তির থাকিলে বাক্যের প্রধানীভূত পদ বা ক্রিয়াপদ এবং অন্যান্য

[১০৫] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫২

গুণীভূত পদ, যা ক্রিয়ার কারকসমূহকে উপস্থিত করে, সেই সকল পদের দ্বারা যদি সমস্ত পূর্বাপর পদার্থের উপস্থিতি যদি ব্যক্তির নিকট হয়, তাহা হইলে সেই পূর্বাপর পদার্থসমূহের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা, সন্নিধি এবং যোগ্যতার অনুসন্ধানের দ্বারাই তাঁহার বাক্যার্থের বোধ হইয়া যাইবে। কোনওব্যক্তির যদি শাব্দবোধৎপত্তিপ্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া বেদমূলক বিধি-নিষেধ বাক্যের অর্থবোধ না হয়, তাহা হইলে ঐ বিধি-নিষেধের অনুষ্ঠান সেই ব্যক্তির বা জ্ঞাতার দ্বারা কখনওই সম্ভব হইবে না। যে ব্যক্তি বা জ্ঞাতা বেদবাক্যের অর্থবোধ লাভ করিতে সমর্থ নহেন, তিনি বেদবাক্যপ্রবর্ত্তিত বৈদিক কর্মের কর্তাও হইতে পারেন না। বস্তুতঃপক্ষে বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান এবং বর্জন বেদবাক্যার্থবোধ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ বেদবাক্যার্থবোধজন্যই বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধ কর্মের বর্জন হইয়া থাকে। সুতরাং, বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধ কর্মের বর্জন বাক্যার্থবোধকে অপেক্ষা করে বলিয়া, বিহিত এবং নিষিদ্ধ কর্মের প্রতি বাক্যার্থবোধকেই কারণরূপে স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। বাক্যার্থবোধ হইল যজ্ঞাদি কর্মের প্রতি কারণ এবং যজ্ঞাদি কর্ম হইল বাক্যার্থবোধের কার্য। কারণ কদাপি কার্যকে অপেক্ষা করেনা, বরং কার্য কারণকে অপেক্ষা করে। অতএব বাক্যার্থবোধ কারণ হইবার জন্য তাহা কদাপি কর্মরূপ ফলকে অপেক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং এই মত বলা যাইতে পারে যে, বাক্যার্থজ্ঞানের উৎপত্তিতে যজ্ঞাদির অঙ্গত্ব সম্ভবই নহে। আর কেহ যদি যজ্ঞাদিকে বাক্যার্থজ্ঞানের প্রতি কারণরূপে

স্বীকার করেন, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ অনিবার্য হইয়া যাইবে। কারণ বাক্যার্থের বোধ থাকিলেই কর্মের অনুষ্ঠান হইবে আবার কর্মানুষ্ঠান বাক্যার্থবোধের কারণ হইলে, উভয়কেই উভয়ের প্রতি কার্য-কারণরূপে স্বীকার করিতে হইবে, ফলস্বরূপ অন্যোন্যাশ্রয়দোষ অনিবার্য।

পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, কর্মবোধক বাক্যের অববোধের জন্য যজ্ঞাদি কর্মের অপেক্ষা না থাকিলেও বেদান্তবোধক বাক্যের অববোধের নিমিত্ত যজ্ঞাদি কর্মের অপেক্ষা বিদ্যমান কিন্তু পূর্বপক্ষীর এইরূপ বক্তব্যও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ অনতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কোনওপ্রকার বাক্যের অর্থের অববোধের নিমিত্ত যজ্ঞাদি কর্ম অপেক্ষিত হইতে পারে না। কারণ যে প্রকারে অন্যান্য বাক্যের অর্থের অববোধ হয়, সেই প্রকারেই বেদান্তবাক্যেরও অর্থের অববোধ হইবে। সুতরাং বেদান্তবাক্যের অববোধের প্রতি যজ্ঞাদি কর্মের হেতুত্ব উপপন্ন না হইবার কারণে যজ্ঞাদি কর্মকে বেদান্তবাক্যার্থবোধের প্রতি কারণ বলা যাইতে পারে না।

ইহার বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, অন্যান্যসকল বেদবাক্যের অর্থ অববোধের নিমিত্ত যজ্ঞাদি কর্মের হেতুত্ব না থাকিলেও ‘তত্ত্বমস্যাদি’ বেদান্তবাক্যের অর্থ অববোধের জন্য যজ্ঞাদি কর্মের অপেক্ষা বিদ্যমান। কারণ ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি বাক্যে স্থিত

'ত্বং' পদার্থের দ্বারা কর্তৃ, ভোক্তৃরূপ জীবাত্মারই অববোধ হয়। আর 'তৎ' পদার্থের দ্বারা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মারই অববোধ হইয়া থাকে। এক্ষণে উক্ত শ্রুতিবাক্য যে এই জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ঐক্য স্থাপন করিয়াছেন, তাহার কোনও সম্ভাবনাই নাই। কারণ উক্ত দুই প্রকার আত্মা বিপরীত স্বভাবসম্পন্ন। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, উভয় প্রকার আত্মার মধ্যে ঐক্যযোগ্যতাবিরহের নিশ্চয় রহিয়াছে। কিন্তু যজ্ঞ, তপ, দানাদি কর্মের দ্বারা ত্বংপদার্থনিষ্ঠ মালিন্যের ক্ষয় হইলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে। তাৎপর্য এই যে, যজ্ঞ, তপ, দানাদির দ্বারা জীবের অন্তরমল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে জীব বিশুদ্ধ সত্ত্বাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন এবং জীব যদি শ্রদ্ধাযুক্ত হন তবেই জীবের যোগ্যতার অবগম হয়। আর যোগ্যতার অবগম হইলে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার তাদাত্ম্য প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয়, নচেৎ সমর্থ হয় না। এই কারণে "তত্ত্বমস্যা"দি মহাবাক্য যজ্ঞাদি কর্মজন্য চিত্তশুদ্ধিকে অপেক্ষা করিয়াই জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে। কেবল তাহা নহে, "যদ্যপি প্রমাণত্বাভাবেঽপ্যসম্ভাবনাদিমূলকল্মষনির্হরণদ্বারা যোগ্যতাবধারণে তজ্জন্যমহাবাক্যার্থজ্ঞানে বা প্রমাণসহকারী ত্বেন কারণত্বমুপপদ্যতে"[১০৬]। অর্থাৎ যদিও যজ্ঞাদি কর্মের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি প্রমাণত্ব নাই, তথাপি অসম্ভাবনাদিরূপ

[১০৬] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, অপ্পয়দীক্ষিত, *কলপতরুপরিমল*, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সঙ্গকৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী,১৯৮২, পৃঃ ৫২

কল্মষ নিরাকরণের দ্বারা তাহার মধ্যে বিশেষ যোগ্যতার উৎপত্তি ঘটে, সেই কারণেই মহাবাক্যার্থজ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি যজ্ঞাদি কর্ম সহকারী হইবার জন্য, মহাবাক্যার্থজ্ঞানোৎপত্তির প্রতি যজ্ঞাদি কর্মের কারণত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে। অতএব সিদ্ধান্তী যে বলিয়াছিলেন বাক্যার্থবোধের নিমিত্ত যজ্ঞাদি কর্মের বিশেষহেতুত্ব নাই -তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।

এইরূপ আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন, জীব এবং ব্রহ্মের অভেদাত্মকজ্ঞানযোগ্যতার অবধারণ কর্ম হইতে হয়, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ অবধারণরূপ প্রমা প্রসিদ্ধ প্রমাণসমূহ হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু কর্ম কোনওপ্রকার প্রমাণরূপে পরিগণিত না হইবার কারণে তাহার দ্বারা উক্তপ্রকার অবধারণরূপ প্রমা উৎপন্ন হইতে পারে না। অর্থাৎ ‘ত্বং’ পদার্থভূত জীবাত্মা এবং ‘তৎ’ পদার্থভূত পরমাত্মার ঐক্যের যোগ্যতারূপ জ্ঞান কর্মরূপ অপ্রমা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত যদি কর্মকে উক্তপ্রকার প্রমা বা অবধারণের প্রতি কারণ বলা হয়, তাহা হইলে কর্মকে প্রত্যক্ষাদির ন্যায় প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কেহই প্রত্যক্ষাদির অতিরিক্ত কর্মকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেন না। অতএব কর্ম প্রমাণ না হওয়ায় তাহার দ্বারা অবধারণ বা প্রমা উৎপন্ন হইতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে বেদান্তের অবিরুদ্ধ যে তন্মূলন্যায় (উপক্রম, উপসংহার প্রভৃতি) তাহার দ্বারাই যোগ্যতার অবধারণ

হইয়া যায়। সুতরাং যোগ্যতার অবধারণে কর্মের উপযোগিত নাই। এক্ষণে প্রশ্ন হয় যে, তাহা হইলে বেদে যে যজ্ঞাদির উপদেশ রহিয়াছে সেই যজ্ঞাদির উপযোগিতা কীভাবে উপপন্ন হয়?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে *ভামতী*কার বলিয়াছেন যে, "তদুপাসনায়াং ভাবনাপরিভাবনায়াং দীর্ঘকালনৈরন্তর্যবত্যাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারফলায়াং যজ্ঞাদীনামুপয়োগঃ"[১০৭]। অর্থাৎ নিদিধ্যাসনের পরিপাক হইলেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফল উৎপন্ন হয় এবং এইরূপ ফল নিষ্পত্তির জন্য যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমেই দীর্ঘকালীন অভ্যাস বা নিদিধ্যাসন উপপন্ন হয়। সুতরাং এই দীর্ঘকালীন ব্রহ্মোপাসনার প্রতি যজ্ঞাদির যোগ্যতা বা উপযোগিতা আছে। প্রশ্ন হয় যে, উপাসনার প্রতি যে যজ্ঞাদির উপযোগিতা বা যোগ্যতা রহিয়াছে সেই বিষয়ে প্রমাণ কী?

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি যজ্ঞাদির কারণত্বযোগ্যতার প্রমাণ প্রসঙ্গে *ভামতী*কার *যোগসূত্র* উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, "যথাহুঃ স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমি"[১০৮]। অর্থাৎ সৎকারের দ্বারা সেবিত হইলে এবং দীর্ঘকাল নিরন্তর ভাবনা বা উপাসনা করা হইলে তবেই চিত্ত সেই ব্রহ্মতত্ত্বে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাৎপর্য এই যে,

---

[১০৭] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫২

[১০৮] *যোগসূত্র ১/১৪*

দীর্ঘকালব্যাপী নিরন্তর ব্রহ্মভাবনারূপ উপাসনা করিলে বিক্ষিপ্ত চিত্ত ব্রহ্মতত্ত্বে একাগ্র হয়। অন্তঃকরণ বা চিত্ত ব্রহ্মতত্ত্বে দৃঢ়রূপে একাগ্র হইলেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইবে না যদি না দীর্ঘকালব্যাপী ব্রহ্মোপাসনা সৎকারের দ্বারা সেবিত হয় বা পরিপুষ্ট হয়। সৎকার হইল ব্রহ্মচর্য, তপ, শ্রদ্ধা এবং যজ্ঞাদি কর্ম প্রভৃতি। এইরূপ সৎকারাদির দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা পুষ্ট হইলে তবেই পূর্বশ্রুত তত্ত্বমস্যাদি বাক্য হইতে গৃহীত 'ত্বং' পদার্থ এবং 'তৎ' পদার্থের মধ্যে ঐক্যের জ্ঞান ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই বোধক্রম "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ"[১০৯] এইরূপ *বৃহদারণ্যক* শ্রুতির দ্বারাও ব্যবস্থিত হইয়াছে। এই শ্রুতির তাৎপর্য হইল যুক্তিসহকৃত শ্রুতিরূপ শব্দের দ্বারা উক্ত অভেদকে জানিয়াই তাহার উপাসনা করিতে হইবে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শ্রেয়ঃ বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পরিপন্থী যে অন্তঃকরণের কল্মষ তাহার অপসারণ দ্বারে যজ্ঞাদিকর্মের উপযোগিতা বিদ্যমান পুনরায় পুরুষের সংস্কার দ্বারেও যজ্ঞাদির উপযোগিতা বিদ্যমান। যজ্ঞাদি সহকৃত শ্রদ্ধাদির দ্বারা সেবিত নিরন্তর ব্রহ্মভাবনার অনুষ্ঠান করিলে অনাদি অবিদ্যাবাসনার সমূলে ক্ষয় বা উচ্ছেদ হইতে পারে। এইরূপ অবস্থাতেই প্রত্যগাত্মা প্রকাশিত হইতে পারেন। এই বিষয়ে স্মৃতিও

---

[১০৯] *বৃহাদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৪/২১*

উপলব্ধ হয়, তাহা হইল- "মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রীয়তে তনুঃ"[১১০]। অর্থাৎ মহাযজ্ঞ যজ্ঞের দ্বারাই এই সকল অনাদি অবিদ্যা বাসনা নাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য আচার্যগণ আবার বলেন, দেবঋণ, পিতৃঋণ এবং ঋষিঋণ প্রভৃতি ঋণসকল যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারাই তিরোহিত হয়। এই ঋণসকল না তিরোহিত হইলে চিত্ত নির্মল হইতে পারে না এবং চিত্ত নির্মল না হইলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে না। অতএব চিত্তনির্মলের নিমিত্ত যজ্ঞাদির উপযোগিতা রহিয়াছে।

পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তর প্রদানের পূর্বে ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"[১১১], এই ব্রহ্মসূত্রের অন্তর্গত 'অথ' পদের অর্থবিচার প্রসঙ্গে *ভামতী*কার পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন এবং তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন। 'অথ' পদের অর্থ এই স্থলে আনন্তর্য্য হইবে। 'অথ' শব্দের অন্যসকল অর্থ যে এইস্থলে প্রযোজ্য হইতে পারে না, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। "মঙ্গলান্তরারম্ভপ্রশ্নকার্ৎস্ন্যেষু অথো অথ" (*অমরকোশ*, হান্তবর্গ)। ব্যাকরণের এইরূপ নিয়ম অনুসারে 'অথ' এবং 'অথ' এই উভয় পদের অর্থ হইতে পারে মঙ্গল, আনন্তর্য্য, আরম্ভ, প্রশ্ন এবং কার্ৎস্ন্য বা সমগ্র। এই স্থলে 'অথ' পদের অর্থ প্রশ্ন এবং কার্ৎস্ন্য প্রভৃতি না হইয়া আনন্তর্য্যই হইবে। এক্ষণে 'অথ'

---

[১১০] *মনুস্মৃতি ২/২৮*

[১১১] *ব্রহ্মসূত্র ১/১/১*

পদের অর্থ যদি আনন্তর্য্যই হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হয় যে, কাহার অনন্তর? তাহার উত্তরে পূর্বপক্ষিগণ বলিয়াছেন যে, কর্ম অববোধের অনন্তরই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্তব্য। অর্থাৎ পূর্বপক্ষীর মতে, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি কর্মাববোধের উপযোগ বা বিনিয়োগ বিদ্যমান। এই স্থলে পূর্বপক্ষীর বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানেই যজ্ঞাদি কর্মের অঙ্গত্বরূপ বিনিয়োগ বিদ্যমান।

এক্ষণে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি যজ্ঞাদি কর্মের অঙ্গত্ব খণ্ডনের নিমিত্ত বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন- "তদেতন্নিরাকরোতি, ন"[১১২]। অর্থাৎ ভাষ্যের অন্তর্গত 'ন' পদের দ্বারা পূর্বপক্ষ খণ্ডিত হইয়াছে। "কুতঃ? কর্মাববোধাৎ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপপত্তেঃ"[১১৩]। অর্থাৎ কী কারণে ভাষ্যকার উক্ত পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিয়াছেন? এই যুক্তিতেই ভাষ্যকার পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিয়াছেন যে, কর্মাববোধের পূর্বেও যিনি অধীতবেদান্ত পুরুষ, তাঁহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং কর্মাববোধের আনন্তর্য্য স্বীকার করা যাইতে পারে না। 'অথ' পদের অর্থ কর্ম অববোধের আনন্তর্য্য হইতে পারে না।

[১১২] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৪
[১১৩] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৪

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ভামতী অনুসারে প্রসঙ্খ্যানবাদ খণ্ডন

অনন্তর পূর্বপক্ষী হয়তো বলিতে পারেন, "ইদম্ অত্র আকূতম্ - ব্রহ্মোপাসনয়া ভাবনাপরাভিধানয়া কর্মাণ্যপেক্ষ্যন্ত ইত্যুক্তং"[১১৪]। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মোপাসনা বা ভাবনারূপ কর্মসমূহের অপেক্ষা বিদ্যমান। এইরূপ পূর্বপক্ষ নিরাকরণের নিমিত্ত ভামতীকার সিদ্ধান্তীর পক্ষ উপস্থাপন করিতে বলিয়াছেন- "তত্র ব্রূমঃ – ক্ব পুনরস্যাঃ কর্মাপেক্ষা?"[১১৫]। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে কর্মের অপেক্ষা কী প্রকার? কার্যের উৎপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফল উৎপাদনের নিমিত্তই কি কর্মের অপেক্ষা রহিয়াছে? অথবা ব্রহ্মভাবনা বা ব্রহ্মের উপাসনা স্বীয় স্বরূপকে সিদ্ধ করিবার নিমিত্তই কি কর্মানুষ্ঠানকে অপেক্ষা করিয়া থাকে? অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠান ব্যতীত ব্রহ্মভাবনাই কি উৎপন্ন হইতে পারে না? উভয়প্রকার বিকল্পের ক্ষেত্রে ভামতীকার দুইপ্রকার দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন। এই যে কর্মাপেক্ষা তাহা কি ব্রহ্মভাবনার উৎপাদনে অর্থাৎ "আত্মাবাহরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো"[১১৬] এইরূপ *বৃহদারণ্যক* উপনিষদে যে ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে, সেই শ্রুতি অবশ্যই ব্রহ্মদর্শন বা আত্মসাক্ষাৎকরকে উদ্দেশ্য করিয়াই শ্রবণ,

---

[১১৪] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৪

[১১৫] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৪

[১১৬] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৫/৬*

মনন এবং নিদিধ্যাসনের বিধান করিতেছেন। এই ক্ষেত্রে প্রথম বিকল্প অনুসারে বলিতে হইবে, কার্যে কর্মের অপেক্ষা রহিয়াছে। এই স্থলে 'কার্য' শব্দের অর্থ হইল ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ কার্যের উৎপত্তির প্রতি যজ্ঞাদি কর্মের অপেক্ষা রহিয়াছে।

"দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত"[১১৭] এইরূপ কাম্যবিধির দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, স্বর্গকামী ব্যক্তি দর্শযাগ এবং পূর্ণমাস যাগ করিবেন। দর্শযাগ হইল আগ্নেয়, ঐন্দ্রদধি এবং ঐন্দ্রপয়ঃ এই তিনপ্রকার যাগের সমাহার, আর পূর্ণমাস যাগ হইল আগ্নেয়, উপাংশু এবং অগ্নীষোম এই তিনপ্রকার যাগের সমষ্টি। অমাবস্যা তিথিতে দর্শেষ্টি এবং পূর্ণিমা তিথিতে পৌর্ণমাসেষ্টি যাগ করিতে হয়। এই ছয় প্রকার যাগকে প্রধান যাগ বলা হইয়া থাকে। এই প্রধান যাগসমূহের পূর্বে অঙ্গযাগ করিতে হয়, তাহা না করা হইলে প্রধান যাগ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এই অঙ্গযাগ বা অপ্রধানযাগ হইল- প্রযাজ, অনুযাজ, আজ্যভাগদান, মধ্যে উপাংশু যাগ এবং শেষে স্বিষ্টকৃৎ যাগ। প্রযাজ আবার পঞ্চপ্রকারের হইয়া থাকে, সমিধ, তনূনপাত, ইড়া, বর্হি এবং স্বাহাকার। "'সমিধো যজতি', 'তনূনপাতং যজতি', 'ইড়ো যজতি', 'বর্হি যজতি', এবং 'স্বাহাকারং যজতি'"[১১৮], এইরূপ পঞ্চপ্রকার

---

[১১৭] *তৈত্তিরয় সংহিতা ২/২/৫*

[১১৮] *তৈত্তিরীয় সংহিতা ২/৬/১*

বিধিবলে পঞ্চদেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করা হইয়া থাকে। এই সকল যাগ অনুষ্ঠানের পূর্বে আহুতি প্রদানের নিমিত্ত পুরোডাশ তৈরী করিতে হয়। উহা মূলতঃ ব্রীহি বা যবের দ্বারা হইয়া থাকে। শরৎকালে যে ধান্য পক্ক হয় তাহাকে ব্রীহি বলা হইয়া থাকে। উদূখল-মুষলের দ্বারা ব্রীহিকে অবঘাত করিয়া তাহা হইতে চাউল বাহির করিয়া সেই চাউল পেষণ করিয়া তাহার দ্বারা পিষ্টক বা পুরোডাশ প্রস্তুত করিতে হয়। "ব্রীহিন্ অবহন্তি" এইরূপ বিধির দ্বারা জানা যায় যে, ব্রীহি ধান্যের তুষ বিমোচনের জন্য নখবিদলন, প্রস্তরাঘাত প্রভৃতি উপায় থাকিলেও উদূখল-মুষলের দ্বারাই ব্রীহির অবহনন করিতে হইবে, অন্যথা উক্ত ব্রীহি হইতে প্রস্তুত পুরোডাশ যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে সেই যজ্ঞ নিষ্ফল হইবে। ভাট্টসম্প্রদায় ব্রীহির অবহননজন্য ব্রীহিতে নিয়মাপূর্ব নামক একপ্রকার অপূর্বের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। এই নিয়মাপূর্বরূপ সংস্কার যাগের উপকারক হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে প্রযাজাদি অঙ্গযাগজন্য অঙ্গাপূর্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অঙ্গাপূর্বসমূহ প্রধান যাগের উপকারক। পৌর্ণমাসীরূপ তিনটি প্রধান যাগ সম্পাদন করিলে তিনটি উৎপত্তিরূপ অপূর্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই তিনটি উৎপত্ত্যপূর্ব হইতে একটি সমুদায় অপূর্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে দর্শ নামধেয় তনটি যাগজন্যও তিনটি উৎপত্ত্যপূর্ব উৎপন্ন হইয়া অপর একটি সমুদায় অপূর্ব উৎপন্ন হয়া থাকে। এই দুই সমুদায় অপূর্ব মিলিত হইয়া যজমানের আত্মায় একটি পরমাপূর্ব বা প্রধানাপূর্ব উৎপন্ন

করে, যাহা পরবর্তীকালে স্বর্গাদি ফলের কারণ হইয়া থাকে। এই স্থলে জানিবার বিষয় এই যে, পরমাপূর্বের উৎপত্তির নিমিত্ত সমুদায় অপূর্ব, সমুদায় অপূর্বের উৎপত্তির নিমিত্ত উৎপত্ত্যপূর্ব এবং উৎপত্ত্যপূর্বের উৎপত্তির নিমিত্ত অঙ্গাপূর্ব কল্পিত হইয়া থাকে। আর এই অপূর্ব কল্পনা অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় গৌরব দোষ হয় না। এই বিষয়ে *মীমাংসাসূত্রের* অপূর্বাধিকরণে[১১৯] অতিসূক্ষ্মরূপে বিচার করা হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হয় যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফলের প্রতি কর্মের অপেক্ষা কীরূপে থাকিতে পারে? উত্তর এই যে, দর্শপূর্ণমাসের ঘটক আগ্নেয় প্রভৃতি ছয়টি প্রধান কর্ম স্বীয় কার্যভূত অপূর্বের দ্বারাই বা স্বীয় কার্যভূত পরমাপূর্বের উৎপত্তির দ্বারাই অন্তিম স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে এবং স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন করিবার জন্য সমিধ, তনূনপাত, ইড়া, বর্হি এবং স্বাহাকার এই পঞ্চপ্রযাজরূপ কর্মকে অপেক্ষা করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় বিকল্পানুসারে ব্রহ্মভাবনা বা উপাসনা স্বীয় স্বরূপলাভের নিমিত্তই কর্মকে অপেক্ষা করে। যেরূপ আগ্নেয়াদি কর্মের স্বরূপ নিষ্পত্তিতে পুরোডাশাদি দ্রব্য ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকে অপেক্ষা করে। দ্রব্য, দেবতা মন্ত্র, কাল ও যজমান; ইহারা কর্মের স্বরূপ নির্বাহক। দর্শপূর্ণমাস যাগের প্রতি এইরূপ নিয়ম আছে যে, দুইভাগে খণ্ডিত পুরোডাশের

---

[১১৯] *মীমাংসাসূত্র ২/১/৫*

দ্বারা হোম করিবে। অতএব দ্বিখণ্ডিত পুরোডাশ ব্যতীত আগ্নেয়াদি যাগ সম্পাদিত হইতে পারে না। সুতরাং পুরোডাশকে যদি দুইবার খণ্ডিত না করা হয় এবং অগ্ন্যাদি দেবতাকে যদি আধার না করা হয়, তাহা হইলে আগ্নেয়াদি কর্মের স্বরূপই উপপন্ন হয় না। সেইরূপ ব্রহ্মভাবনার স্বরূপের উপপত্তির নিমিত্ত কি কর্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা রহিয়াছে? তাহা হইলে এই দুই প্রকারেই ব্রহ্মভাবনা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্মানুষ্ঠানকে অপেক্ষা করিতে পারে।

উক্ত দুইপ্রকার বিকল্পের মধ্যে প্রথম বিকল্প সম্ভব হইতে পারে না তাহার কারণ, সকলপ্রকার কার্য মূলতঃ চারিপ্রকার হইয়া থাকে- উৎপাদ্য, বিকার্য, সংস্কার্য এবং প্রাপ্য। জলাদির দ্বারা গোধূমচূর্ণ মিশ্রনের অনন্তর যে মণ্ড বা পিণ্ড প্রস্তুত হয়, তাহা হইল উৎপাদ্য কার্য। ধান্যকে বিতুষীকরণের পর চাউলের অভিব্যক্তি হইল বিকার্য কার্য। বিধির দ্বারা বিহিত প্রোক্ষণাদি কর্মের দ্বারা সংস্কৃত ব্রীহ্যাদিকে সংস্কার্য কার্য বলা হইয়া থাকে এবং দোহনের দ্বারা প্রাপ্ত দুগ্ধ হইল প্রাপ্য কার্য। এক্ষণে প্রশ্ন হইল ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কি উক্তরূপ উপাসনার দ্বারা উৎপাদ্য কার্য?

উত্তর এই যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকে উৎপাদ্য কার্য বলা যাইতে পারে না। কারণ , ঘটদি জড়পদার্থের সাক্ষাৎকার ঘটাদি হইতে ভিন্ন এবং ঘটাদির সাক্ষাৎকার ইন্দ্রিয়াদি হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে এবং ভাবনা

হইতে উৎপন্নও নহে, যেহেতু "ব্রহ্মণো অপরাধীনপ্রকাশতয়া"[১২০]। অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অপরাধীন স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বভাব এবং ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নিত্য হইবার কারণে, তাহাকে উৎপাদ্য বলা যাইতে পারে না। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে ভিন্ন যে আধেয়সাক্ষাৎকার তাহা অনবধারণস্বরূপ হওয়ায় তাহা সংশয়াক্রান্ত হইয়া থাকে। এই কারণে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে ভিন্ন আধেয়সাক্ষাৎকারের প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে না। এই তাৎপর্যেই *ভামতী*কার বলিয়াছেন –"ততো ভিন্নস্য বা ভাবনাধেয়স্য সাক্ষাৎকারস্য প্রতিভাপ্রত্যয়বৎ সংশয়াক্রান্ততয়া প্রামাণ্যাযোগাৎ"[১২১]। *ভামতী*কারের তাৎপর্য এই যে, ভাবনারূপ সামগ্রী হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, তা প্রায়শঃই বিষয়ব্যভিচারী হইয়া থাকে।

আবার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটাদি সাক্ষাৎকারের ন্যায় বিকার্য কার্যও হইতে পারে না। ঘটাদির সাক্ষাৎকাররূপ বিকার্য কার্যের ক্ষেত্রে ঘটাদির সাক্ষাৎকার ঘটাদি হইতে ভিন্ন হয়, এক্ষণে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকে ঘটাদিকার্যের ন্যায় বিকার্য কার্য বলিয়া স্বীকার করিলে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকেও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইলে ব্রহ্মের জড়ত্বাপত্তি হইবে। অর্থাৎ ঘটাদির ন্যায় ব্রহ্মকে জড় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কারণ এই ক্ষেত্রে জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন হয়। কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ এবং

---

[১২০] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৪

[১২১] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৪

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের বিষয় স্বয়ং ব্রহ্ম হইবার কারণে তাহা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কিছু হইবে না। ফলতঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটাদি বিষয়ের সাক্ষাৎকারের ন্যায় নহে। এতদ্ব্যতীত কেহ যদি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকে ঘটাদিসাক্ষাৎকারের ন্যায় স্বীকার করেন, সেইক্ষেত্রে ব্রহ্মের জড়ত্বপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। সেই জড়ব্রহ্মের জ্ঞানকে সাক্ষাৎকার বলা যাইবে না, কারণ জড় ঘটাদিবস্তুতে যেমন ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ থাকায় তাহার সাক্ষাৎকার হয়, রূপাদিহীন ব্রহ্মে সেইরূপ সন্নিকর্ষ সম্ভব না হইবার কারণে তাহার সাক্ষাৎকারই হইতে পারিবে না। আবার ব্রহ্ম কূটস্থ হইবার কারণে তাঁহার কোনওপ্রকার বিকার নাই। অতএব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বিকার্য কার্য হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গেই ভামতীকার বলিয়াছেন- "ন চ কূটস্থনিত্যস্য সর্বব্যাপিনো উপাসনাতো বিকারসংস্কারপ্রাপ্তয়ঃ সম্ভবন্তি"[১২২] । অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্য কূটস্থ, নিত্য সর্বত্র সর্বদা প্রাপ্ত হওয়ায় ভাবনা বা উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কোনও বিকার, সংস্কার বা অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিও সম্পাদন করা যায় যাইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে কোনও বিকার্য, সংস্কার্য বা প্রাপ্য কার্য থাকিতে পারে না, যাহাদের উৎপত্তির নিমিত্ত ব্রহ্মভাবনা কর্মাদিকে অপেক্ষা করিতে পারে।

[১২২] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৪

আবার ব্রহ্মাত্মক সাক্ষাৎকার হইতে ভিন্ন ভাবনা বা উপাসনাসাধ্য সাক্ষাৎকার সংশয়াক্রান্ত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহা কোনওভাবেই বিষয়ের সিদ্ধি ঘটাইতে পারে না বলিয়া তাহার দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে না। যে জ্ঞান বিষয়ের যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, তাহাই প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। উপাসনা যেহেতু বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশে অক্ষম, সেইহেতু উহাকে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। এতদ্বতীত ভাবনাবিষয়বিষয়ক এবং ভাবনারূপ সামগ্রী হইতে উৎপন্ন জ্ঞান প্রায়শঃই ব্যভিচারী হইয়া থাকে, যেমন- - "ন খলু অনুমানবিবুদ্ধং বহ্নিং ভাবয়তঃ শীতাতুরস্য শিশিরভরমন্থরতরকায়কাণ্ডস্য স্ফুরজ্জ্বালাজটিলানলসাক্ষাৎকারঃ প্রমাণান্তরেণ সংবাদ্যতে; বিসংবাদস্য বহুলমুপলম্ভাৎ"[১২৩]। অর্থাৎ হিমাচ্ছাদিত পার্বত্যদেশে ভয়ঙ্কর শীতে কম্পিত কোনও ব্যক্তি কোনও সময় নিজের দ্বারা অনুমিত অগ্নির চিন্তা করিয়া করিয়া মূর্ছিত অবস্থায় যে অগ্নিজ্বালার সাক্ষাৎকার করেন, তাহা কদাপি প্রমাণভূত হইতে পারে না। কারণ উহা অন্য কোনও প্রমাণের দ্বারা সংবাদিত হইতে পারে না, বরং ঐরূপ অগ্নিসাক্ষাৎকারের বাধ বা বিসংবাদই উপলব্ধ হইয়া থাকে। ফলতঃ ভাবনার দ্বারা কোনওপ্রকার প্রমাণরূপ সাক্ষাৎকারাত্মক কার্য উৎপন্ন করা যাইতে পারে না। সুতরাং "ন

---

[১২৩] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৪

চ কূটস্থনিত্যস্য সর্বব্যাপিনো ব্রহ্মণ উপাসনাতো বিকারসংস্কারপ্রাপ্তয়ঃ সম্ভবন্তি”[১২৪]। অর্থাৎ কূটস্থ, নিত্য, সর্বত্র সর্বদা প্রাপ্ত ব্রহ্মতত্ত্বকে ভাবনা বা উপাসনার দ্বারা লব্ধ বা প্রাপ্য কার্য বলা যাইতে পারে না।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হয় প্রাপ্য বা বিকার্যরূপ কার্য না হইল কিন্তু তাহা সংস্কার্যরূপ কার্য হইতে পারে। যেমন- কোনও রঙ্গমঞ্চতে পর্দার অন্তরালে নর্তকী, রঙ্গ-ব্যাপৃত নটের দ্বারা পর্দা অপসারিত হইলে দর্শকগণ কর্তৃক দৃষ্ট হন। তেমনি অনাদি অনির্বচনীয় দ্বিবিধ অবিদ্যার (অনাদিভাবরূপ অবিদ্যা এবং পূর্বপূর্ববিভ্রমসংস্কাররূপ অবিদ্যা) আবরণ অপসারিত হইবামাত্রই চিৎশক্তি জাজ্বল্যমান হইয়া যায়, ফলতঃ আবরণ নিবৃত্তিরূপ সংস্কার হইতে সংস্কৃত ব্রহ্মতত্ত্বকে সংস্কার্যরূপে সর্বথা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। দৃষ্টান্ত এবং দ্রাষ্টন্তির মধ্যে কেবল এইটুকুই প্রভেদ আছে যে, রঙ্গস্থলে প্রথমবারই পর্দার অপসারণের পর রঙ্গস্থ পুরুষসকলের দ্বারা নর্তকীর সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতস্থলে ব্রহ্মের অবিদ্যারূপ আবরণের নিবৃত্তিমাত্রই হইয়া থাকে, অতএব আবরণের নাশই উৎপাদ্যমান হইয়া থাকে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ হইবার কারণে উৎপাদ্য হয় না।

---

[১২৪] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৪

এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, “ক পুনরিয়ং ব্রহ্মপোসনা। কিং শাব্দজ্ঞানমাত্রসন্ততিঃ, আহো নির্বিচিকিৎস শাব্দজ্ঞানসন্ততিঃ”[১২৫]। অর্থাৎ এই ব্রহ্মপোসনা কোন্‌প্রকার বিষয়? উপাসনা কি সামান্য শাব্দজ্ঞানের অবিরল ধারা? অথবা অসংশয়াত্মক শাব্দবোধের ধারা?

প্রথম প্রকার বিকল্পের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া ভামতীকার বলিয়াছেন, “‘‘যদি শাব্দজ্ঞানমাত্রসন্ততিঃ, কিমিয়মভ্যস্যমানাপ্যবিদ্যাং সমুচ্ছেত্তুমর্হতি”[১২৬]। অর্থাৎ উপাসনা যদি শাব্দজ্ঞানমাত্রের ধারা হয়, তাহা হইলে তাহার অভ্যাস কীরূপে অবিদ্যার সমুচ্ছেদ ঘটাইতে পারে? তাৎপর্য এই যে, শাব্দজ্ঞান পরোক্ষ হওয়ায় তাহা অবিদ্যার নাশক হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমাত্র বা ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানই যে অবিদ্যার নাশক তাহা অজস্র শ্রুতি, স্মৃতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আত্মসাক্ষাৎকারই ‘উপনিসৎ’ শব্দের মুখ্যার্থ, ইহাকে শ্রুতিতে পরাবিদ্যা বা বিদ্যা পদের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়া থাকে। একমাত্র এইরূপ বিদ্যাই বা আত্মসাক্ষাৎকারই অবিদ্যার নাশক হইতে পারে। অন্য কোনও উপায়ে যে সবাসন অবিদ্যা, তাহার সমুচ্ছেদ সম্ভব নহে, তাহাই “তরতি শোকম্ আত্মবিৎ”[১২৭],

---

[১২৫] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৪

[১২৬] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৪

[১২৭] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৭/১/৩*

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি"[১২৮] প্রভৃতি শ্রুতির ইহাই তাৎপর্য। সিদ্ধান্তীর মতে যে ব্রহ্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারই অবিদ্যার নাশক, এতদ্ভিন্ন অবিদ্যার যে অন্যপ্রকার নাশক সম্ভব নহে এই প্রকার সিদ্ধান্ত উপস্থাপনের নিমিত্ত ভামতীকার বলিয়াছেন, "তত্ত্ববিনিশ্চয়স্তদভ্যাসো বা সবাসনং বিপর্যাসমুন্মূলয়েৎ, ন সংশয়াভ্যাসঃ"[১২৯]। তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত শাব্দজ্ঞানসন্ততীরূপ বা পরোক্ষজ্ঞানপ্রবাহরূপ ব্রহ্মভাবনা বা ব্রহ্মোপাসনা অবিদ্যাকে উচ্ছেদ করিতে পারে না। কারণ অপরোক্ষ বিষয় বা অপরোক্ষভ্রম তত্ত্বের অপরোক্ষজ্ঞান বা তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারাই নির্মূল হইতে পারে। তত্ত্বের পরোক্ষনিশ্চয়ের দ্বারা অপরোক্ষভ্রমের উচ্ছেদ কদাপি সম্ভব নহে। তত্ত্বের অপরোক্ষনিশ্চয়ই এবং অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসই বাসনা সহিত অবিদ্যার নাশক হইতে পারে। কোনওপ্রকার সংশয়াত্মক জ্ঞানের অভ্যাস বা বিষয়গত সামান্যাংশমাত্রের দর্শনের অভ্যাস কদাপি তত্ত্বনিশ্চয়ের জনক হইতে পারে না এবং তত্ত্বের অপরোক্ষনিশ্চয় না হইলে অপরোক্ষভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে না। যেমন- "অয়ং স্থাণুর্বা পরুষোবা" এইপ্রকার সংশয়াত্মক জ্ঞান অথবা "ইহা দৈর্ঘ্য-প্রস্থবিশিষ্ট দ্রব্য" এই প্রকার বস্তুর সামান্যাংশমাত্রের জ্ঞান সহস্রবার অভ্যস্ত হইলেও তত্ত্বনিশ্চয় উৎপন্ন করিতে পারে না।

---

[১২৮] *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৩/৮*

[১২৯] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৪-৫৫

অর্থাৎ "অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষোবা" এই প্রকার সংশয়াত্মকজ্ঞান অথবা "ইহা দৈর্ঘ্য-প্রস্থবিশিষ্ট দ্রব্য" এইরূপে সামান্যাংশমাত্রের জ্ঞান শতবার অভ্যস্ত হইলেও "পুরুষ এব" অর্থাৎ ইহা পুরুষই এইরূপে তত্ত্বনিশ্চয়ের জনক হইতে পারে না। একমাত্র পুরুষত্বব্যাপ্য করচরণাদিরূপ বিশেষ দর্শনের দ্বারাই 'অয়ং পুরুষঃ' এইরূপে নিশ্চয়জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ কর-চরণাদি ব্যাপারবিশিষ্টরূপে অথবা অসাধারণ ধর্মবিশিষ্টরূপে বস্তু প্রকশিত হইলে তৎকালে বিষয়ের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং ব্যাপারবিশিষ্টত্ব অথবা অসাধারণধর্মত্বই হইল বিষয়ের ইতরব্যাবর্ত্তকত্ব। বিষয় ইতরব্যাবৃত্ত হইলেই আমারা বিষয়ের ব্যবহার করিতে সক্ষম হই। আর বিষয়াদির যথার্থ ব্যবহার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানব্যতীত সম্ভব নহে। বিষয়ের সামান্যজ্ঞান অথবা সংশয়াত্মকজ্ঞান সহস্রবার অভ্যাস করিলেও 'পুরুষ এব' এই আকারের নিশ্চয়জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মোপাসনা শাব্দবোধসামান্যের জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব প্রথম বিকল্প গ্রহণযোগ্য নহে।

সংশয়াত্মকজ্ঞান বা বস্তুসামান্যেরজ্ঞান অভ্যস্তমান হইলেও তত্ত্বনিশ্চয়ের জনক হইতে পারে না। *ভামতী*তে এইরূপে যে প্রসঙ্খ্যানবাদী মত উপস্থাপিত হইয়াছে সেই অংশের ব্যাখ্যা করিবার জন্য কল্পতরুকার বলিয়াছেন, বস্তুতঃপক্ষে ভামতীকার এই স্থলে উপাসনার স্বরূপ বিষয়ের দুইটি বিকল্প উপস্থাপন ও বিচার করিয়াছেন। এইরূপ বিকল্পদ্বয়

স্পষ্টরূপে উপস্থাপন করিতে কল্পতরুকার বলিয়াছেন –"উপাসনা কিমাপাতজ্ঞানাভ্যাসো, নিশ্চয়াভ্যাসোবা"[১৩০]। উপাসনা যে সংশয়জ্ঞানের অভ্যাস হইতে পারে না তাহা ভামতীকার "নহি স্থাণুর্বা পুরুষোবেতি বা....."[১৩১]। ইত্যাদি সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় আলোচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ এই অংশেই ভামতীকার প্রদর্শন করিয়াছেন যে সংশয়াভ্যাস উপাসনা হইতে পারে না। অনন্তর "ননূক্তং"[১৩২] ইত্যাদি স্থলে উপাসনাকে নিশ্চয়াভ্যাস বলিলে যে শঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহা বিচারিত হইয়াছে।

সেই আশঙ্কা উত্থাপনপূর্বক বিচারের নিমিত্ত বাচস্পতি মিশ্র *ভামতী* গ্রন্থে বলিয়াছেন, "ননূক্তং শ্রুতময়েন জ্ঞানেন জীবাত্মনঃ পরমাত্মভাবং গৃহীত্বা যুক্তিময়েন চ ব্যবস্থাপ্যত ইতি। তস্মাৎ নির্বিচিকিৎসশাব্দজ্ঞানসন্ততিরূপোপাসনা কর্মসহকারিণ্যবিদ্যাদ্বয়োচ্ছেদহেতু"[১৩৩]। অর্থাৎ এই মত বলা হইয়াছে যে, প্রসজ্খ্যানবাদী বলিয়াছিলেন যে, "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যজন্য শাব্দবোধের দ্বারা জীবে ব্রহ্মরূপতার গ্রহণ হইয়া থাকে এবং ঐ বিষয়ে মননরূপ যৌক্তিকজ্ঞানের দ্বারা জীবের ব্রহ্মরূপতা বিষয়ে মোক্ষার্থী পুরুষের সংস্কার দৃঢ়কৃত হয়। অর্থাৎ শ্রবণের দ্বারা অসম্ভনাবুদ্ধির নিরাস

---

[১৩০] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, অপ্পয়দীক্ষিত, আমলানন্দ, ভামতীকল্পতরু, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫
[১৩১] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫
[১৩২] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫
[১৩৩] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

হইলে মননের দ্বারা বিপরীত সম্ভাবনাসমূহের নিরাস হয়। শ্রুতি হইতে মোক্ষার্থী পুরুষ ব্রহ্মরূপতা বিষয়ে যে পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, সেই পরোক্ষজ্ঞানবিষয়ে অন্যান্যবাদিগণ নানা আপত্তি উত্থাপন করিলে মোক্ষার্থী পুরুষের অন্তঃকরণে নানা বিপরীত সম্ভাবনার উদয় হয়। মননের দ্বারা ঐ সকল বিপরীত সম্ভাবনা নিরাকৃত হয়। বিপরীত সম্ভাবনার নিরাস হইলে শাব্দজ্ঞানজনিত সংস্কার দৃঢ় হইয়া থাকে। অনন্তর নিদিধ্যাসনাত্মক সংশয়শূন্য শাব্দজ্ঞানের সন্ততিই কর্মানুষ্ঠানের সহিত সহকৃত হইয়া দ্বিবিধ অবিদ্যার উচ্ছেদক হইতে পারে। অবশ্য এইপ্রকার নিদিধ্যাসনরূপ ব্রহ্মভাবনা যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মভাবনা অবিদ্যার উচ্ছেদক হইতে পারে না। কারণ সাক্ষাৎকারাত্মক বিপর্যয়জ্ঞান সাক্ষাৎকারাত্মক তত্ত্বনিশ্চয়ের দ্বারাই উচ্ছেদনীয় হইয়া থাকে। সাক্ষাৎকারাত্মক বিপর্যয়জ্ঞান পরোক্ষাত্মক তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা উচ্ছেদনীয় হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে পরোক্ষজ্ঞান যে অপরোক্ষভ্রমের নিবর্তক হইতে পারে না, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত উপাসনাবাদিগণ কতিপয় দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রদর্শন করিয়াছেন দিগ্‌বিভ্রম, অলাতচক্র, বৃক্ষের গতিশীলতা, মরুমরীচিকাদি অপরোক্ষভ্রম দিগাদির অপরোক্ষ তত্ত্বনিশ্চয়ের দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। আপ্তবচন এবং অনুমানাদি প্রমাণসকলের দ্বারা উৎপন্ন পরোক্ষাত্মকজ্ঞান দিগাদি তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে না। সুতরাং ‘ত্বং’ পদার্থরূপ জীবে ‘তৎ’

পদার্থস্বরূপত্বের সাক্ষাৎকারই মোক্ষার্থী পুরুষের অভীষ্ট। কারণ এই প্রকার 'ত্বং' পদার্থ এবং 'তৎ' পদার্থের ঐক্যসাক্ষাৎকার ব্যতীত 'ত্বং' পদার্থের দুঃখিত্ব শোকমোহগ্রস্তত্বরূপ অপরোক্ষভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে না। উপাসনাবাদীর এইরূপ প্রক্রিয়া উপস্থাপনের নিমিত্ত ভামতীকার বলিয়াছেন – "ননূক্তং শ্রুতময়েন জ্ঞানেন জীবাত্মনঃ পরমাত্মভাবং গৃহীত্বা যুক্তিময়েন চ ব্যবস্থাপ্যত ইতি। তস্মান্নির্বিচিকিৎস শাব্দজ্ঞানসন্ততিরূপোপাসনা কর্মসহকারী ণ্যবিদ্যাদ্বয়োচ্ছেদহেতু। নচাসাবনুৎপাদিতব্রহ্মানুভবা তদুচ্ছেদায় পর্যাপ্তা; সাক্ষাৎকাররূপো হি বিপর্যাসঃ সাক্ষাৎকাররূপেণৈব তত্ত্বজ্ঞানেনোচ্ছিদ্যতে, ন তু পরোক্ষাবভাসেন; দিঙ্মোহালাতচক্রচলবৃক্ষমরুমরীচিসলিলাদিবিভ্রমেম্বপরোক্ষাবভাসিষু অপরোক্ষাবভাসিভিরেব দিগাদিতত্ত্বপ্রত্যয়ৈর্নিবৃত্তিদর্শনাৎ, নো খল্বাপ্তবচনলিঙ্গাদিনিশ্চিতদিগাদিতত্ত্বানাং দিঙ্মোহাদয়ো নিবর্তন্তে। তস্মাৎ ত্বংপদার্থস্য তৎপদার্থত্বেন সাক্ষাৎকার এষিতব্যঃ। এতাবতা হি ত্বংপদার্থস্য দুঃখিশোকিত্বাদিসাক্ষাৎকারনিবৃত্তিঃ নান্যথা"[১৩৪]।

তাৎপর্য এই যে, অপরিচিত স্থানে গমণ করিলে অনেকেরই দিগ্ভ্রম হইয়া থাকে অর্থাৎ একদিক্কে অন্যদিক্ বলিয়া ভ্রম করে- ইহাই দিগ্বিভ্রম। জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডকে দ্রুত

---

[১৩৪] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

চক্রাকারে ভ্রমণ করাইলে তাহা উজ্জ্বল চক্র বলিয়া ভ্রম হয়- ইহা অলাতচক্রভ্রম। দ্রুতগামী নৌকাদিযানের আরোহী তীরস্থ বৃক্ষকে সচল বলিয়া মনে করে- ইহা চলদ্বৃক্ষভ্রম। মরুভূমির বালুকারাশিতে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া তাহা তরঙ্গায়িত জলরাশিরূপে প্রতীয়মান হয়- ইহাই মরুমরীচিকাভ্রম। সূর্যোদয়াদির ফলে পূর্বাদিদিকের প্রত্যক্ষ না হইলে কেবল অন্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া বা অনুমানাদির দ্বারা দিঙ্‌মোহাদির নিবৃত্তি হয় না। রজ্জুসর্পাদি নিরুপাধিক ভ্রমস্থলে 'ইহা সর্প নহে' এইরূপ আপ্তবাক্যজনিত পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা অপরোক্ষ ভ্রমের নিবৃত্তি হইলেও সোপাধিক ভ্রমস্থলে পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা অপরোক্ষভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে না। আত্মাতে যে দুঃখ, শোকাদির ভ্রম হয় তাহা সোপাধিক ভ্রম। এইস্থলে অন্তঃকরণই উপাধি। জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদসাক্ষাৎকার না হইলে অপরোক্ষ ভেদজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না। এই কারণেই ভামতীকার দৃষ্টান্তরূপে দিঙ্‌মোহাদি সোপাধিক ভ্রমের উল্লেখ করিয়াছেন। আর দিঙ্‌মোহাদি স্থলে পুরুষবিশেষের প্রদেশ বিশেষ প্রাপ্তিই হইল উপাধি। অতএব ব্রহ্মভাবনার ফলে 'ত্বম্' পদার্থ জীবাত্মা এবং 'তৎ' পদার্থ পরমাত্মার অভেদ সাক্ষাৎকার হয় এই মত স্বীকার করিতে হইবে। তাদৃশ সাক্ষাৎকারের দ্বারাই জীবাত্মাতে আরোপিত দুঃখ, শোকাদির নিবৃত্তি হইতে পারে, অন্যথা নহে অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মভাবনার দ্বারা ঐ ভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে না।

জীবের ব্রহ্মরূপতার সাক্ষাৎকার মীমাংসাসহিত শব্দপ্রমাণের ফল নহে, বরং তাহা প্রত্যক্ষপ্রমাণেরই সাক্ষাৎকারত্মক ফল হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষপ্রমাণ হইতেই সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহাই নিয়ম, অন্যথা কার্য-কারণভাবের স্বভাবিক নিয়ম না থাকিলে, কুটজবৃক্ষের বীজ হইতে বটাঙ্কুরের উৎপত্তি হইত। অতএব সংশয়-রহিত, দৃঢ়, নিশ্চিত শাব্দভাবনার পরিপাকফলে সংস্কারপ্রাপ্ত যে অন্তঃকরণরূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণ, তাহা ‘ত্বম্’ পদার্থ অপরোক্ষ জীবচৈতন্যের তত্তৎ উপাধি সম্বন্ধ নিষেধপূর্বক ‘তৎ’ পদার্থ পরমাত্মর সহিত অভেদ সাক্ষাৎকার করাইয়া থাকে ইহাই যুক্তিযুক্ত। এই সাক্ষাৎকার ব্রহ্মস্বরূপ নহে, কারণ ব্রহ্মস্বরূপ যে সাক্ষাৎকার তাহা প্রমাণজন্য নহে, তাহা নিত্য। উক্তপ্রকার সাক্ষাৎকার অন্তঃকরণের এক বিশেষ বিষয়িণী বৃত্তি হইয়া থাকে। উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত মতর দ্বারা ব্রহ্মে অস্বপ্রকাশত্ব প্রতিপন্ন হয় না, কারণ শাব্দজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিতই থাকেন। সকলপ্রকার উপাধি হইতে মুক্ত ব্রহ্মই স্বয়ংপ্রকাশরূপে স্বীকার্য, উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ হইতে পারেন না। এই মত ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যও তাঁহার *অধ্যাসভাষ্যে* সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন- “ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ”[১৩৫]। অর্থাৎ এই ব্রহ্মাভিন্ন জীব সর্বথা অবিষয় হয় না, বরং তাহা অহমাকারবৃত্তির বিষয় হইতে পারে।

---

[১৩৫] আচার্য শঙ্কর, *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্* -এর অন্তর্গত, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী, ১৯৮২, পৃঃ ৩৮

অন্তকরণের অখণ্ডাকারবৃত্তিতে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলেও, ব্রহ্ম সকলপ্রকার উপাধি হইতে মুক্ত হইতে পারেন না, কারণ অখণ্ডাকারবৃত্তিই একপ্রকার উপাধি। যদি উক্তপ্রকার বৃত্তিকে চিদাত্মার উপাধিরূপে স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে চৈতন্য-অন্তঃকরণের তাদাত্ম্যাধ্যাস ব্যতীত অন্তঃকরণের জড়রূপ বৃত্তিতে প্রকাশকত্ব উপপন্ন হইবে না।

তাৎপর্য এই যে, চৈতন্যপ্রতিবিম্ববিশিষ্ট অন্তঃকরণবৃত্তিকেই সাক্ষাৎকার বলা হইয়া থাকে, অতএব বৃত্তিরূপ সাক্ষাৎকারের বিষয় বৃত্তির দ্বারা উপহিত চৈতন্যই হইতে পারে। অন্যথা অন্তঃকরণবৃত্তিতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত না হইলে স্বয়ং জড় অন্তঃকরণবৃত্তি স্বপ্রকাশ না হইবার কারণে সাক্ষাৎকাররূপ পদবাচ্য হইতে পারে না। অনুমিত বহ্নির ভাবনাজনিত বহ্নিসাক্ষাৎকারের ন্যায় ভাবনাজনিত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারও প্রতিভাত্মক বলিয়া তাহার প্রামাণ্য নাই- এই মত বলা যাইতে পারে না, যেহেতু অনুমিত বহ্নি পরোক্ষাত্মক হওয়ায় তাহাতে অপরোক্ষজ্ঞান হইলে তাহা ভ্রমাত্মকই হইবে। প্রকৃতস্থলে উপাধিকলুষিত ব্রহ্মাত্মক জীব "তত্ত্বামস্যা"দি বাক্যজনিত জ্ঞানের পূর্বেও অপরোক্ষ ছিল, অতএব যিনি নিত্য অপরোক্ষস্বভাব সেই বিষয়ক সাক্ষাৎকার অপ্রমাণ হইতে পারে না।

যদি বলা হয় যে, জীবচৈতন্যমাত্র অপরোক্ষ হইলেও তাহার শুদ্ধ বুদ্ধত্বাদি রূপ পরোক্ষ ছিল, সুতরাং সেই জীবচৈতন্যবিষয়ক সাক্ষাৎকার প্রমাণ হইতে পারে না। ইহার

উত্তরে পূর্বপক্ষী বলেন যে, বস্তুতঃপক্ষে শুদ্ধ, বুদ্ধত্বাদি ধর্ম জীব হইতে অতিরিক্ত নহে, তত্ত্বৎ উপাধিশূন্যরূপে জীবই শুদ্ধ, বুদ্ধাদিস্বভাবরূপ ব্রহ্ম হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞানের পূর্বে জীব অপরোক্ষ ছিল, তখনও জীব শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ব্রহ্মস্বরূপই থাকে, কিন্তু তখন জীব উপাধিকলুষিত হওয়ায় শুদ্ধবুদ্ধাদির স্বরূপ আবৃত থাকে এবং জীব অপরোক্ষ বলিয়া প্রতিভাত হয় না। বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা উপাধির বিলয় হওয়ায় জীবের যথাবস্থিত ব্রহ্মস্বরূপের অভিব্যক্তি ঘটে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্বে উপাধিকলুষিত থাকায় জীব উপাধির অভাববিশিষ্টরূপে অর্থাৎ অনুপহিতরূপে পরোক্ষই ছিল, অনুপহিত জীবের ব্রহ্মত্ব প্রত্যক্ষপ্রমা হইতে পারে না। ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, উপাধিবিরহও ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে, তাহা ব্রহ্মস্বরূপই। বস্তুতঃপক্ষে উপাধি কোনও কালেই ব্রহ্মে ছিল না, তাহা কল্পিতমাত্র। সুতরাং প্রত্যক্ষকালের পূর্বে জীব এবং প্রত্যক্ষকালে জীব অনুপহিতই থাকে। যেমন- গন্ধর্বশাস্ত্রজনিত জ্ঞানের অভ্যাসের দ্বারা আহার্য সংস্কারের সহিত যুক্ত শ্রবণেন্দ্রিয় নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়জ, মধ্যম, ধৈবত এবং পঞ্চম এই সাতপ্রকার স্বরের মধ্যেকার ভেদাদিসমূহ এবং উহার মূর্চ্ছনা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া লয়, সেইপ্রকারে বেদান্ত-বাক্যার্থজ্ঞানের অভ্যাসজনিত সংস্কারসহকৃত অন্তঃকরণের দ্বারা জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা

সাক্ষাৎকার করিয়া লয়। তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জনক বেদান্তবাক্য নহে। বেদান্তবাক্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎকারণ হইতে পারে না, কারণ বেদান্তবাক্য পরোক্ষবৃত্তি উৎপন্ন করিয়া থাকে। পরোক্ষবৃত্তির দ্বারা অপরোক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব শব্দ, কর্ম এবং শব্দজন্য উপাসনাদি সাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে না, বরং ইন্দ্রিয়ই অপরোক্ষবৃত্তি উৎপন্ন করিয়া সাক্ষাতের প্রতি সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে। সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতিও ইন্দ্রিয়াদিই সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে। তবে সকল ইন্দ্রিয় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি কারণ নহে বরং মনরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ই শ্রবণ মননাদির দ্বারা সংস্কৃত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি সাক্ষাৎ কারণ বা করণ বা প্রমাণ হইতে পারে। যেমন- সঙ্গীতশাস্ত্রের জ্ঞানলাভের অনন্তর, ঐ জ্ঞানের অভ্যাসের ফলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের একপ্রকার সংস্কার উৎপন্ন হয়। ঐ সংস্কার সহকৃত শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই স্বরগ্রামের মূর্ছনা প্রভৃতির ভেদ সকলের প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রের দ্বারা ঐপ্রকার প্রত্যক্ষ হয় না। সেইরূপ এই মনরূপ অন্তঃকরণ বেদান্তবাক্যজন্য পরোক্ষজ্ঞানের অভ্যাসরূপ নিদিধ্যাসনের দ্বারা উৎপন্ন সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করাইয়া দেয়। এই তাৎপর্যেই ভামতীকার বলিয়াছেন- "তস্মাৎ যথা গান্ধর্বশাস্ত্রার্থজ্ঞানাভ্যাসাহিত- সংস্কারসচিবঃ শ্রোত্যেন্দ্রিয়েণ ষড়্জাদিস্বরগ্রামমূর্ছনাভেদম্

অধ্যক্ষম্ অনুভতি এবং বেদান্তার্থজ্ঞানাভ্যাসাহিতসংস্কারো জীবস্য ব্রহ্মভাবম্ অন্তঃকরণেন ইতি”[১৩৬]। অতএব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি সংস্কৃত অন্তঃকরণই প্রমাণ।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডনপূর্বক মনঃকরণতাবাদ স্থাপন

*ভামতী*কার বলিয়াছিলেন যে, ‘তৎ’ পদার্থ এবং ‘ত্বং’ পদার্থের ঐক্যসাক্ষাৎকার শাব্দবোধের ফল হইতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে *ভামতী*কারের এইরূপ সিদ্ধান্ত যে বাক্যে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে তাহা হইল “ন চ এষ সাক্ষাৎকারো মীমাংসাসহিতস্যাপি শব্দস্য প্রমাণস্য ফলং, অপি তু প্রত্যক্ষস্য; তসৈব তৎফলনিয়মাৎ”[১৩৭]। বস্তুতঃপক্ষে এই সন্দর্ভে উক্ত বাক্যের দ্বারা *ভামতী*কার বিবরণসম্প্রদায়সম্মত শাব্দাপরোক্ষবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। “এতাবতা হি ত্বংপদার্থস্য দুঃখিশোকিত্বাদিসাক্ষাৎকারনিবৃত্তঃ নান্যথা”[১৩৮]। এইপ্রকার পূর্বোস্থিত সন্দর্ভে ভামতীকার প্রসঙ্খ্যানবাদ খণ্ডন করিয়াছিলেন অনন্তর “ন চ এষ...” ইত্যাদি সন্দর্ভে ভামতীকার শাব্দাপরোক্ষবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। শাব্দাপরোক্ষবাদিগণের মতে, ‘তত্ত্বমস্যাদি’ মহাবাক্য হইতে ‘ত্বং’ পদার্থবাচ্য জীবচৈতন্য এবং ‘তৎ’ পদার্থাবাচ্য

---

[১৩৬] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৮

[১৩৭] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫-৫৭

[১৩৮] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

ব্রহ্মচৈতন্যের ঐক্যসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এই ঐক্যসাক্ষাৎকারই ‘ত্বং’ পদার্থে দুঃখিত্ব, শোকিত্ব প্রভৃতি অপরোক্ষভ্রমের নিবর্তক হইয়া থাকে।

প্রসঙ্খ্যানবাদী বলিয়াছিলেন যে, ‘তত্ত্বমসি’ এইরূপ শ্রুতিবাক্যজনিত শাব্দবোধরূপ তত্ত্বনিশ্চয়ের দ্বারা জীবের ব্রহ্মরূপতার পরোক্ষরূপে গ্রহণ হইয়া থাকে। অনন্তর শ্রবণজন্য পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ গ্রহণের অনন্তর মননের দ্বারা শাব্দবোধজন্য সংস্কারের দৃঢ়ীকরণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ মননের দ্বারা বিপরীত ভাবনা নিরাস হইলে শাব্দবোধজন্য সংস্কার দৃঢ় হইয় থাকে। অনন্তর নিদিধ্যাসন বা ধ্যানাত্মক অসন্দিগ্ধ শাব্দজ্ঞানের প্রবাহ বা ধারা কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা সহকৃত হইয়া দ্বিবিধ অবিদ্যার উচ্ছেদ করিয়া থাকে।

প্রসঙ্খ্যানবাদীর এই প্রকার মত খণ্ডনের নিমিত্ত *ভামতী*কার বলিয়াছেন, অসন্দিগ্ধ শাব্দবোধের সন্ততিরূপ ভ্রহ্মভাবনা বা ব্রহ্মোপাসনা তাহা দুইপ্রকার অবিদ্যার নিবর্তক হইতে পারে না। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অপরোক্ষভ্রম অপরোক্ষতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই নিবর্তিত হইয়া থাকে। কোনও পরোক্ষজ্ঞান বা পরোক্ষজ্ঞানের প্রবাহের দ্বারা অপরোক্ষ ভ্রমের নিবৃত্তি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই তাৎপর্যেই *ভামতী*কার পূর্বোক্ত সন্দর্ভে বলিয়াছেন, মীমাংসাসহিত শাব্দবোধের সন্ততি অপরোক্ষবিপর্যয়ের নিবর্তক হইতে পারে না। উহা কেবলমাত্র অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানেরই ফল। অপরোক্ষভ্রমের নিবৃত্তি যে কেবল

অপরোক্ষতত্ত্বজ্ঞানেরই ফল, তাহা উপস্থাপন করিতে *ভামতী*কার বলিয়াছেন – "তস্যৈব তৎফলত্বনিয়মাৎ, অন্যথা কুটজবীজাদপি বটাঙ্কুরোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ"[১৩৯]। অর্থাৎ যে ফলের যাহা কারণ সেই কারণের দ্বারাই তাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে, অন্য কোনও কারণের দ্বারা তাহার উৎপত্তি সম্ভব নহে। অন্যথা কুটজবীজ হইতে বটাঙ্কুরের উৎপত্তি সম্ভব হইবে। আলোচ্যস্থলে জীবের যে দুঃখ-শোকাদিমত্ব বিষয়ে অপরোক্ষভ্রমজ্ঞান বদ্ধজীবের হইয়া থাকে, সেই অপরোক্ষভ্রম তাহা 'ত্বং' পদার্থ এবং 'তৎ' পদার্থের ঐক্যসাক্ষাৎকারের দ্বারাই নিবৃত্ত হইতে পার। উহা কর্মসহিতশাব্দবোধ সন্ততির ফল হইতে পারে না। নিদিধ্যাসন বা ব্রহ্মভাবনার কোনও আবশ্যকতা নাই। ইহা *ভামতী*কারের মত নহে। *ভামতী*কার স্বীয় সিদ্ধান্ত উপস্থাপনের নিমিত্ত বলিয়াছেন- "তস্মাৎ নির্বিচিকিৎসবাক্যার্থভাবনাপরিপাকসহিতমন্তঃকরণং ত্বংপদার্থস্যাপরোক্ষস্য তত্তদুপাধ্যাকারনিশেধেন তৎপদার্থতামনুভাবয়তীতি যুক্তম্"[১৪০]। *ভামতী*কারের তাৎপর্য এই যে, অসন্দিগ্ধ শাব্দভাবনারপরিপাক হইলে সেই নিদিধ্যাসনের পরিপাকসহিত মন বা অন্তঃকরণই 'ত্বং' পদার্থের উপাধিসমূহের নিষেধের দ্বারা 'তৎ' পদার্থের সহিত 'ত্বং' পদার্থের ঐক্যাত্ম্যের অনুভব বা সাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং *ভামতী*কারের

[১৩৯] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৭
[১৪০] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৭

মতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি অন্তঃকরণই প্রমাণ। এই স্থলে *ভামতী*কার এই মতই বলিয়াছেন যে, যে কালে ব্রহ্মচৈতন্যের চরম অপরোক্ষজ্ঞান হয়, সেই কালে ব্রহ্মচৈতন্যকে সকলপ্রকার উপাধিবিনির্মুক্ত বলা যায় না। কারণ সেই চরম ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকালেও ব্রহ্মচৈতন্যে অখণ্ডাকারাবৃত্তি থাকে। যদি ঐ বৃত্তিকে তৎকালে অর্থাৎ চরমসাক্ষাৎকারকালে ব্রহ্মচৈতন্যের উপাধিরূপে স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে ঐ বৃত্তিতে তৎকালে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইতে পারিবে না এবং বৃত্তিতে চৈতন্যের তাদাত্ম্যাধ্যাস বিনা উক্ত উক্ত বৃত্তির দ্বারা চৈতন্যের প্রকাশও সম্ভব হইবে না। কারণ বৃত্তি স্বয়ং জড় পদার্থ, জড়বৃত্তি চৈতন্যের প্রতিবিম্বনোপাধি না হইলে তাহা চৈতন্যের প্রকাশকও হইতে পারে না। বৃত্তিতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইলে সেই অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই স্বীয় বিষয়ের অজ্ঞানের আবরণকে বিনষ্ট করিয়া বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যের প্রকাশক হইতে পারে। ফলতঃ অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের দ্বারা ব্রহ্মচৈতন্য প্রকাশের নিমিত্ত অখণ্ডাকারা অন্তঃকরণবৃত্তিতে চৈতন্যকে প্রতিবিম্বিত হইতে হইবে। বৃত্তি চৈতন্যের প্রতিবিম্বনোপাধি হইলে তবেই উহা ব্রহ্মচৈতন্যনিষ্ট অজ্ঞানের আবরণকে বিনষ্ট করিয়া ব্রহ্মচৈতন্যকে প্রকাশ করিতে পারিবে। সিদ্ধান্তীর এই মত প্রকাশের নিমিত্তই *ভামতী*কার বলিয়াছেন-“অন্যথা

চৈতন্যচ্ছায়াপত্তিং বিনা অন্তঃকরণবৃত্তেঃ স্বয়ং অচেতনায়াঃ স্বপ্রকাশত্বানুপপত্তৌ সাক্ষাৎকারত্বাযোগাৎ”[১৪১]।

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতে পারেন যে, অনুমিত বহ্নির নিরন্তর চিন্তা করিলে পরোক্ষ বহ্নিরও ভ্রমাত্মক অপরোক্ষাত্মক প্রতিভাস হইতে পারে। যেমন- শীতাতুর ব্যক্তি যদি ক্রমাগতরূপে বহ্নির ভাবনা করেন তাহা হইলে তাহার ভ্রমানুভব হইতে পারে যে, সম্মুখে অগ্নি বিদ্যমান। কিন্তু নিরন্তর ভাবনা জন্য এই প্রকার অনুভবকে অপ্রমা বা ভ্রমই বলিতে হইবে। অনুরূপভাবে পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন, নিরন্তর বা নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মের চিন্তা করা হইলে ঐরূপ ধ্যানের ফলে ব্রহ্মের অপরোক্ষ প্রতিভাস উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু সেইরূপ অপরোক্ষ প্রতিভাসকে প্রমাজ্ঞান বলা যায় না।

এইরূপ আপত্তি উত্তাপনপূর্বক তাহার উত্তর প্রদানের নিমিত্তই *ভামতী*কার বলিয়াছেন- “ন চ অনুমিতভাবিতবহ্নিসাক্ষাৎকারবৎ প্রতিভাত্বেনাস্যাপ্রামাণ্যং, তত্র বহ্নিত্বলক্ষণস্য পরোক্ষত্বাৎ, ইহ তু ব্রহ্মরূপস্যোপাধিকলুষিতস্য জীবস্য প্রাগপ্যপরোক্ষত্বাৎ। নহি শুদ্ধবুদ্ধত্বাদয়ো বস্তুতস্ততোঽতিরিচ্যন্তে, জীব এব তু তত্তদুপাধিরহিতঃ শুদ্ধবুদ্ধাদিস্বভাবো ব্রহ্মেতি গীয়তে”[১৪২]। *ভামতী*কারের তাৎপর্য এই যে, নিরন্তর

---

[১৪১] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৭
[১৪২] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৮

বহ্নিভাবনার ফলে বহ্নির যে অপরোক্ষসাক্ষাৎকার হয়, সেই স্থলে কোনও প্রমাণের দ্বারা বহ্নির কোনও প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না। এই স্থলে বহ্নি পরোক্ষরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতস্থলে জীব বস্তুতঃপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ায় সে উপাধি দ্বারা কলুষিত হইলেও তাহার চৈতন্যস্বরূপের অপরোক্ষ প্রতিভাস হইয়া থাকে। জীব ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ায় ব্রহ্মের নিত্যত্ব, শুদ্ধত্ব, বুদ্ধত্ব এবং মুক্তত্ব জীবেও থাকে। কিন্তু উপাধির দ্বারা কলুষিত অবস্থায় জীব নিজের শুদ্ধত্ব, মুক্তত্বাদিকে উপলব্ধি করিতে পারে না। সুতরাং শুদ্ধত্ব, বুদ্ধত্ব, মুক্তত্বাদি প্রভৃতি জীব হইতে কোনও অতিরিক্ত ধর্ম নহে। মুক্তিকালে জীবচৈতন্যে শুদ্ধত্ব, মুক্তত্বরূপ কোনও আগন্তুক ধর্ম উৎপন্ন উৎপন্ন হয় তাহা সিদ্ধান্তী বলেন না। জীবচৈতন্যই উপাধিরহিত অবস্থায় নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন এবং উপাধিসমূহ বিনির্মুক্ত হইলে জীবচৈতন্যই ব্রহ্মরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন।

উপাধিবিরহ জীবের কোনও অতিরিক্ত বিষয় নহে। তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত ভামতীকার বলিয়াছেন- “ন চ তত্তৎ উপাধিবিরহোঽপি ততোঽতিরিচ্যতে”[১৪৩] । এই বিষয়ে স্বমত প্রতিপাদনের নিমিত্ত *ভামতী*কার একটি দৃষ্টান্ত প্রনয়ন করিয়াছেন, তাহা হইল- যাহারা সঙ্গীতশাস্ত্রের অভ্যাস করিয়া থাকেন, সেই অভ্যাসের দ্বারা আহিত বা উৎপন্ন

[১৪৩] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৮

সংস্কারসহকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি ষড়গ্রামের মূর্ছনাভেদ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু যিনি সঙ্গীতশাস্ত্র অনুশীলন করেন নাই, তাহার শ্রোত্রেন্দ্রিয় ষড়জ, ঋষভ প্রভৃতি ষড়গ্রামের মধ্যে পার্থক্য গ্রহণ করিতে পারে না। অনুরূপভাবে *ভামতী*কার বলিয়াছেন বেদান্তার্থজ্ঞানের অভ্যাসের দ্বারা যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, সেই সংস্কারসহকৃত জীবের অন্তঃকরণই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। অর্থাৎ অভ্যাসজন্য সংস্কার সহকৃত ইন্দ্রিয় কোনও বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইলেও, অভ্যাস ব্যতিরেকে সংস্কারের দ্বারা অসহকৃত ইন্দ্রিয় সেই একই বিষয়কে অপরোক্ষরূপে জানিতে সমর্থ হয় না।

পূর্বপক্ষী পুনরায় আশঙ্কা করিতে পারেন যে, ব্রহ্মভাবনার দ্বারা আহিত সংস্কার সহকৃত অন্তঃকরণরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইলেও ব্রহ্মভাবনা বা ব্রহ্মোপাসনার কর্মাপেক্ষা থাকে।

এইরূপ আপত্তির সমাধানের নিমিত্ত সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে, "অন্তঃকরণবৃত্তৌ সাক্ষাৎকারে জনয়িতব্যেঽস্তি তদুপাসনায়াঃ কর্মপেক্ষেতি চেৎ, ন; ত্যস্যাঃ কর্মানুষ্ঠানেন সহভাবাভাবেন তৎ সহকারী ত্ব অনুপপত্তেঃ"[১৪৪]। *ভামতী*কারের তাৎপর্য এই যে, একটি

---

[১৪৪] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৮

পদার্থকে অপরপদার্থের সহকারিকারণ হওয়ার নিমিত্ত উভয় পদার্থের সহভাবিত্ব আবশ্যক হইয়া থাকে, কিন্তু উপাসনার সহিত কর্মানুষ্ঠানের কোনও সহভাব থাকে না। এই কারণে বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানকে উপাসনার সহকারী বলা যায় না। কারণ যে পুরুষ 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণ, মনন এবং উপাসনার দ্বারা নিজেকে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি ধর্মরহিতরূপে অবগত হইয়া থাকেন, সেই পুরুষ নিজেকে কদাপি কর্মানুষ্ঠানের অধিকারী বলিয়া গণ্য করিতে পারেন না এবং যিনি নিজেকে কর্মানুষ্ঠানের অধিকারী রূপে গণ্যই করেন না তিনি কর্মের কর্তা বা কর্মফলভোক্তাও হইতে পারে না।

পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিবেন যে, জীবের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলে জীবন্মুক্তি হইলেও অভ্যাসপ্রযুক্ত ভেদব্যবহারের অনুবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে, উপাধির অনুবৃত্তি হইলে তত্ত্বনিশ্চয়ের অনন্তরও সোপাধিক ভ্রমের অনুবৃত্তি হয়। যথাঃ পিত্তদোষের দ্বারা দূষিত ইন্দ্রিয়যুক্ত ব্যক্তির, গুড়ে মিষ্টত্বের নিশ্চয় থাকিলেও, পিত্তদোষবশতঃ গুড়ে তিক্ততার অনুভব হইয়া থাকে। গুড়ে মিষ্টতার নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান থাকিলেও পিত্তদোষযুক্ত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ব্যক্তির গুড়ে তিক্ততানুভবের অনুবৃত্তি হয় না - ইহা বলা যাইতে পারে না। কারণ পিত্তদোষযুক্ত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ব্যক্তির গুড়ের মিষ্টতা বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকিলেও তিনি গুড়কে তিক্তরূপে অনুভব করিয়া থুৎকারের সহিত পরিত্যাগ করেন। তিনি যদি গুড়ের মিষ্টতার

নিশ্চয়বশতঃ গুড়ে পিত্তদোষজনিত তিক্ততা অনুভব না করিতেন, তাহা হইলে তিনি গুড়কে পরিত্যাগকরিতেন না। গুড়ে মিষ্টতার নিশ্চয় থাকা সত্ত্বেও যে প্রকারে উহাতে তিক্ততার অনুবৃত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপে ব্রহ্মের অপরোক্ষনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের উৎপত্তির অনন্তরও দ্বৈতবুদ্ধির বা ভেদজ্ঞানের অনুবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তীর মতানুসারে অবিদ্যাসংস্কার বা অবিদ্যালেশবশতঃই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পরবর্তীকালেও ভেদব্যবহারের অনুবৃত্তি হয়।

সিদ্ধান্তী যদি এইরূপে অবিদ্যাসংস্কার বা অবিদ্যালেশের অনুবৃত্তির দ্বারা ভেদব্যবহারের উপপাদন করেন তাহা হইলে পূর্বপক্ষী বলিবেন যে, এই প্রকার অবিদ্যাসংস্কার বা অবিদ্যালেশের অনুবৃত্তিবশতঃই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অনন্তরও কর্মানুষ্ঠান সম্ভব হইতে পারে। অতএব সিদ্ধান্তীকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, কর্মানুষ্ঠানসহকৃত ব্রহ্মজ্ঞানই সবাসন অবিদ্যাকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া থাকে। এইপ্রকার পূর্বপক্ষ উপন্যাস করিতে *ভামতী*কার বলিয়াছেন, "ন খলু 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদের্বাক্যান্নির্বিচিকিৎসং শুদ্ধবুদ্ধোদাসীনস্বভাবং অকর্তৃত্বাদ্যুপেতং অপেতব্রাহ্মণত্বাদিজাতিং দেহাদি অতিরিক্তং একমাত্মানং প্রতিপদ্যমানঃ কর্মস্বধিকারমববোদ্ধুমর্হতি। অহর্নশ্চ কথং কর্তা বাধিকৃতো বা। যৎ উচ্যেত নিশ্চিতে অপি তত্ত্বে বিপর্যাসনিবন্ধনো ব্যবহারোঽনুবর্তমানো দৃশ্যতে, যথা গুড়স্য মাধুর্যাবিনিশ্চয়েঽপি পিত্তপহতেন্দ্রিয়াণাং তিক্তাবভাসানুবৃত্তিঃ, আস্বাদ্য থুৎকৃত্য ত্যাগাৎ, তস্মাৎ অবিদ্যাসংস্কারানুবৃত্ত্যা কর্মানুষ্ঠানং, তেন চ বিদ্যাসহকারী ণা তৎসমুচ্ছেদ

উপপৎস্যতে”[১৪৫]। বস্তুতঃপক্ষে এই সন্দর্ভে পূর্বপক্ষী সিদ্ধান্তীর যুক্তিকেই সিদ্ধান্তীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন, ‘যদুচ্যতে নিশ্চিতেঽপি তত্ত্বে বিপর্যাসনবন্ধনো ব্যবহারঃ অনুবর্তমানো দৃশ্যতে’ ইত্যাদি অংশে পূর্বপক্ষী সিদ্ধান্তীর প্রক্রিয়ারই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সিদ্ধান্তী স্বয়ং অবিদ্যাসংস্কার বা অবিদ্যালেশের দ্বারাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অনন্তর ভেদব্যবহারের অনুবৃত্তি স্বীকার করেন। বস্তুতঃপক্ষে সিদ্ধান্তীর মতে সর্বত্রই সোপাধিক ভ্রমস্থলে তত্ত্বনিশ্চয় থাকিলেও উপাধি অনুবৃত্ত হইলে ভ্রমেরও অনুবৃত্তি হয়। “তস্মাৎ অবিদ্যাসংস্কারানুবৃত্ত্যা কর্মানুষ্ঠানং, তেন চ বিদ্যাসহকারী ণা তৎ সমুচ্ছেদ উপপৎস্যতে” এই সন্দর্ভে পূর্বপক্ষী সিদ্ধান্তীর যুক্তিকেই সিদ্ধান্তীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন যে, তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পরবর্তীকালে যদি অবিদ্যাসংস্কার বা অবিদ্যালেশের অনুবৃত্তিবশতঃ ভেদব্যবহার সম্ভব হয়, তাহা হইলে অবিদ্যাসংস্কার বা অবিদ্যালেশের দ্বারা কর্মানুষ্ঠানও সম্ভব হইবে এবং এইরূপ কর্মানুষ্ঠান বিদ্যা বা তত্ত্বসাক্ষাৎকারের সহকারী কারণরূপে অবিদ্যার সমূলে উচ্ছেদ করিবে।

পূর্বপক্ষীর এই প্রকার আপত্তির প্রত্যুত্তরে সিদ্ধান্তী প্রশ্ন করিতে পারেন যে, কর্ম স্বয়ং অবিদ্যাত্মক হওয়ায় উহা কীরূপে অবিদ্যার উচ্ছেদ করিবে? যে কর্ম অবিদ্যার উন্মুল

---

[১৪৫] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৮

করে তাহার উচ্ছেদই বা কীভাবে সম্ভব হইবে? এই সকল প্রশ্নের সমাধান পূর্বপক্ষী যেইরূপে করিয়া থাকেন তাহা উত্থাপনের নিমিত্ত *ভামতী*কার বলিয়াছেন – "ন চ কর্মাবিদ্যাত্মকং কথম্ অবিদ্যামুচ্ছিন্নত্তি, কর্মণো বা তদুচ্ছেদকস্য কুত উচ্ছেদক ইতি-বাচ্যম্, সজাতীয়স্বপরবিরোধীনাং ভাবনাং বহুলমুপলব্ধেঃ। যথা পয়ঃ পয়োঽন্তরং জরয়তি, স্বয়ং চ জীর্যতি। যথা বিষং বিষান্তরং শময়তি, স্বয়ং চ শাম্যতি। যথা বা কতকরজো রজোঽন্তরাবিলে পথসি প্রক্ষিপ্তং রজোঽন্তরাণি ভিন্দৎ স্বয়মপি ভিদ্যমানমনাবিলং পাথঃ করোতি। এবং কর্মাবিদ্যাত্মকমপি অবিদ্যান্তরাণ্যপগময়ৎ স্বয়মপ্যপগচ্ছতি ইতি"[১৪৬]। পূর্বপক্ষী সিদ্ধান্তীর পূর্বপক্ষসমূহের উত্তরে বলিয়া থাকেন যে, কর্ম অবিদ্যাত্মক হইলেও অবিদ্যার উচ্ছেদ করিতে পারে এবং যে কর্ম অবিদ্যার উচ্ছেদক হইবে তাহার উচ্ছেদক কে হইবে? এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় না। কারণ নিজের এবং স্বজাতীয় অপরপদার্থের বিরোধী বহু ভাবপদার্থই উপলব্ধ হইয়া থাকে। যথা দুগ্ধ দুগ্ধান্তরকে জীর্ণ করিয়া স্বয়ং জীর্ণ হয়। বিষ বিষান্তরকে প্রশমিত করিয়া স্বয়ং প্রশমিত হইয়া থাকে। কতকরেণু জলে প্রক্ষিপ্ত অন্য ধূলিকণাকে বিনষ্ট করিয়া নিজেও নষ্ট হয় এবং জলকে অনাবিল করে। সেইরূপ কর্মও অবিদ্যাত্মক হওয়া সত্ত্বেও অবিদ্যান্তরকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আচার্য মণ্ডনমিশ্র তাঁহার *ব্রহ্মসিদ্ধি* গ্রন্থে বলিয়াছেন যে,

---

[১৪৬] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৮

স্বপরোক্ষঘাতকপদার্থ অদৃষ্টপূর্ব নহে, যথাঃ "রজঃ সম্পর্ককলুষিতম্ উদকং দ্রব্যবিশেষচূর্ণরজঃ প্রক্ষিপ্তং রজোঽন্তরাণী সংহরৎ স্বয়মপি সংহ্রিয়মানং স্বচ্ছাং স্বরূপাবস্থাং উপনয়তি, এবমেব শ্রবণাদিভির্ভিদদর্শনে প্রবীলিয়মানে বিশেষাভাবাৎ তদ্গতে চ ভেদে, স্বচ্ছে পরিশুদ্ধে স্বরূপে জীব অবতিষ্ঠতে। যথাঃ পয়ঃ পয়োজরয়সি স্বয়ং চ জীর্যতি তথাচ বিষং বিষান্তরং শময়তি স্বয়ং চ শাম্যতি"[১৪৭]। উক্ত সন্দর্ভে মণ্ডনমিশ্র বলিয়াছেন যে, ধূলিকণার দ্বারা কলুষিত জলে দ্রব্যবিশেষের চূর্ণ নিক্ষিপ্ত হইলে সেই চূর্ণ যেরূপে জলের অন্তর্গত ধূলিকণাসমূহকে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং ধূলিসংযুক্ত জলকে স্বচ্ছ জলে পরিণত করে, যথা দুগ্ধ পূর্বের পীতদুগ্ধান্তরকে জীর্ণ করিয়া স্বয়ং জীর্ণ হয়, বিষ যেরূপ বিষান্তরের নিবারণ করিয়া স্বয়ং উপশান্ত হয়, সেইরূপ শ্রবণাদি কর্মের দ্বারা মুমুক্ষু ব্যক্তির সকল ভেদদর্শন বিনষ্ট হইলে তিনি কোনও বিশেষদর্শন করেন না এবং বিশেষ বিশেষ পদার্থের দর্শনের অভাববশতঃ তাঁহার বিশেষ বিশেষ পদার্থের মধ্যে ভেদদর্শনও হয় না। ফলতঃ সকল ভেদদর্শনের নিবৃত্তি হওয়ায় স্বচ্ছ, শুদ্ধ, চৈতন্যস্বরূপ জীবই অবশিষ্ট থাকেন এবং জীব নিজ চৈতন্যস্বরূপতার উপলব্ধি করিয়া থাকে। অতএব পূর্বপক্ষী পূর্বোক্ত যুক্তির উপসংহার করিতে বলিবেন যে, তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ববর্তীকালে অবিদ্যালেশের অনুবৃত্তিবশতঃ কর্মানুষ্ঠান সম্ভব হওয়ায় সিদ্ধান্তীকেও স্বীকার করিতে হইবে যে,

---

[১৪৭] মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি*, এস. কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী, ২০১০, পৃঃ ১২-১৩

কর্মানুষ্ঠানসহকৃত বিদ্যাই অবিদ্যালেশের সমূলেউচ্ছেদ করিতে সমর্থ, কেবল তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যালেশের উচ্ছেদ সম্ভব নহে।

এই প্রকার পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইলে তাহার খণ্ডনের নিমিত্ত *ভামতী*কার বলিয়াছেন যে, "অত্রোচ্যতে – সত্যং, 'সদেব সৌম্য ইদম্' ইতি উপক্রমাৎ 'তত্ত্বমসি' ইত্যন্তাৎ শব্দাৎ, ব্রহ্মমীমাংসা উপকরণাৎ আসকৃৎ অভ্যস্তাৎ, নির্বিচিকিৎসে অনাদি অবিদ্যাপাদান দাহাদি অতিরিক্তপ্রত্যগাত্মতত্ত্বাববোধে জাতেঽপি অবিদ্যাসংস্কারানুবৃত্তানুবর্তন্তে সাংসারিকাঃ প্রত্যয়াস্তৎব্যবহারাশ্চ, তথাপি তানপি অয়ং ব্যবহারপ্রত্যয়ান্ মিথ্যেতি মন্যমানো বিদ্যান ন শ্রদ্ধতে পিত্তোপহতেন্দ্রিয় ইব গুড়ং থুৎকৃত্য ত্যজন্নপি তস্য তিক্ততাম্। তথাচায়ং ক্রিয়াকর্তৃকরণেতিকর্তব্যতাফলপ্রপঞ্চমতাত্ত্বিকং বিনিশ্চন্বন্ কথম্ অধিকৃতো নাম, বিদুষো হি অধিকারঃ, অন্যথা পশুশূদ্রাদীনামপ্যধিকারো দুর্বার স্যাৎ। ক্রিয়াকর্ত্রাদিস্বরূপবিভাগং চ বিদ্বস্যমান ইহ বিদ্যানাভিমতঃ কর্মকাণ্ডে। অতএবভগবানবিদ্বদ্বিষয়ত্বং শাস্ত্রস্য বর্ণায়াংবভূব ভাষ্যকারঃ। তস্মাৎ যথা রাজাজাতীয়াভিমানকর্তৃকে রাজসূয়ে ন বিপ্রবৈশ্যজাতীয়াভিমানিনোরধিকারঃ এবং দ্বিজাতিকর্তৃক্রিয়াকরণাদিবিভাগাভিমানিকর্তৃকে কর্মণি ন তৎ অনাভিমানিনোঽধিকারঃ। ন চ অনাধিকৃতেন সমর্থেনামপি কৃতং বৈদিকং কর্মফলায় কল্পতে, বৈশ্যস্তোম ইব ব্রাহ্মণরাজন্যাভ্যাম্। তেন দৃষ্টার্থেষু কর্মসু শক্তঃ প্রবর্তমানঃ প্রাপ্নোতু ফলং, দ্ররষ্টত্বাৎ, অদৃষ্টার্থেষু তু শাস্ত্রৈকসমধিগম্যং ফলম্ অনধিকারণি

ন যুজ্যতে ইতি ন উপাসনা কার্যে কর্মাপেক্ষা”[১৪৮]। *ভামতী*কার এই সন্দর্ভে পূর্বপক্ষীর আপত্তিসমূহের সমাধান করিতে বলিয়াছেন যে, *ছান্দোগ্য* উপনিষদের “সদেব সৌম্য ইদং অগ্র আসীৎ”[১৪৯] ইত্যাদি বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া “তত্ত্বমসি”[১৫০] এইরূপ বাক্য পর্যন্ত যে প্রকরণ তাহা বেদান্তমীমাংসা শাস্ত্র বা অদ্বৈতশাস্ত্রে উপন্যস্ত যুক্তিসমূহের দ্বারা উপবৃংহিত হইয়া বারংবার অভ্যস্ত হইলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে অনাদি অবিদ্যার উপাদানত দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্তরূপে প্রত্যগাত্মতত্ত্বের অববোধ উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহা অনস্বীকার্য যে, এইরূপে দেহাদিব্যতিরিক্ত প্রত্যগাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইলেও অবিদ্যাসংস্কারের অনুবৃত্তিবশতঃ সাংসারিকপ্রত্যয় বা ভেদপ্রত্যয় এবং সাংসারিকপ্রত্যয়জনিত সাংসারিকব্যবহারের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু জীবন্মুক্ত ব্যক্তির অবিদ্যোপাদনক দেহাদি হইতে অতিরিক্তরূপে প্রত্যগাত্মবিষয়ে অপরোক্ষানুভূতি উৎপন্ন হওয়ায় তিনি অনাবৃত্ত সাংসারিক প্রত্যয় এবং সাংসারিক ব্যবহারকে মিথ্যারূপেই পরিগণিত করেন। যথা পিত্তদোষের দ্বারা যে ব্যক্তির রসনেন্দ্রিয় দুষ্ট হইয়াছে, তিনি গুড়কে তিক্তরূপে অনুভব করিয়া গুড়কে থুৎকারের দ্বারা বর্জন করা সত্ত্বেও গুড়ের তিক্ততায় বিশ্বাস করেন না, গুড়ের মিষ্টত্ব বিষয়ে ঐ ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান থাকায় গুড়কে

---

[১৪৮] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৮-৫৯

[১৪৯] ছান্দগ্যোপনিষদ্ ৬/২/১

[১৫০] ছান্দগ্যোপনিষদ্ ৬/২/১

মধুররসযুক্তরূপেই গণ্য করিয়া থাকেন। অনুরূপভাবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলে যাঁহার জীবন্মুক্তি হইয়াছে তাঁহার ক্রিয়ার কর্তা, ক্রিয়ার করণ, ক্রিয়ার ইতিকর্তব্যতা, ক্রিয়ার ফল – এই সকল প্রপঞ্চের অতাত্ত্বিকত্ববিষয়ক নিশ্চয়ত্ব উৎপন্ন হওয়ায় তিনি কী প্রকারে পুনরায় কর্মের অধিকারী হইবেন? সুতরাং, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অনন্তর জীবন্মুক্ত যোগীর বেদের কর্মকাণ্ডে বিহিত কর্মসমূহে অধিকার থাকিতেই পারে না। কারণ, কর্তা, ক্রিয়া, ক্রিয়ার করণ, ফল প্রভৃতি প্রপঞ্চ সত্য – এইরূপ নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান যাঁহার বিদ্যমান, সেইরূপ বিদ্বান পুরুষই কর্মের অধিকারী হইতে পারেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা হইলে পশু প্রভৃতি অজ্ঞান প্রাণিগণেরও কর্মকাণ্ডে বিহিত কর্মসমূহে অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃপক্ষে যেকোনও কর্মস্থলেই কর্ম, কর্তা, কর্মের ফল, ইতিকর্তব্যতা প্রভৃতি বিষয়ে নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান না থাকিলে কোনও জীবই সেই কর্মে অধিকারী হইতে পারে না এবং সেই কর্মে তাহার প্রবৃত্তিও উৎপন্ন হইতে পারে না। এই কারণে ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর তাঁহার অধ্যাসভাষ্যে লৌকিক এবং বৈদিক এই দুই প্রকার ব্যবহারেরই অবিদ্যাবদ্বিষয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি ক্রিয়া, কর্তা ইত্যাদি প্রপঞ্চকে তাত্ত্বিক বা সৎপদার্থরূপে বিশ্বাস করেন, সেই তত্ত্বানভিজ্ঞ পুরুষই শাস্ত্রীয় কর্মে অধিকারী হইতে পারেন। যেরূপ ক্ষত্রিয় জাত্যাভিমানী পুরুষই ক্ষত্রিয়ের জন্য বিহিত রাজসূয় যজ্ঞে অধিকারী হইয়া থাকেন। বৈশ্য বা বিপ্রজাত্যাভিমানি পুরুষের রাজসূয় যাগে কোনও

অধিকার থাকে না, সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এইরূপ ত্রিবিধ দ্বিজাতির প্রতি বিহিত শাস্ত্রীয় কর্মে পশু-শূদ্রাদির অধিকার থাকিতে পারে না। *ভামতী*কারের এই প্রকার যুক্তির বিরুদ্ধে কেহ যদি বলেন যে অনধিকারী ব্যক্তিও সমর্থ হইলে কর্ম সম্পাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে ভামতীকার ইহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন যে, অনধিকারী ব্যক্তির দ্বারা কৃত বৈদিক কর্ম নিস্ফলই হইয়া থাকে। যথা বৈশ্যের নিমিত্ত বিহিত বৈশ্যস্তোমক্রিয়া যদি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের দ্বারা কৃত বৈশ্যস্তোমক্রিয়া নিস্ফলই হয়।

পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, কৃষ্যাদি কর্মে অনধিকারী ব্যক্তিও ফললাভ করিয়া থাকেন।

এইরূপ আশঙ্কার উত্তরেই *ভামতী*কার বলিয়াছেন যে, কৃষি প্রভৃতি কর্ম দৃষ্টফলকই হইয়া থাকে, দৃষ্টফলক কর্মে কদাচিৎ অনধিকারী ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং কদাচিৎ অনধিকারী ব্যক্তি ফললাভেও সমর্থ হইয়া থাকেন। কিন্তু স্বর্গাদি অদৃষ্টফলক যাগাদি কর্মে অনধিকারী ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইলেও কদাপি ফললাভ করিতে পারেন না। সুতরাং উপাসনা বা নিদিধ্যাসনের পরিপাক হইলে অন্তঃকরণরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হইয়া থাকে এবং যে নিদিধ্যাসন বা উপাসনার দ্বারা অন্তঃকরণের

শুদ্ধি হইয়া থাকে এবং অন্তঃকরণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইয়া থাকে, সেই উপাসনাও বৈদিক যাগাদি কর্মানুষ্ঠানকে অপেক্ষা করিতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় কর্মের অধিকারী তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অধিকারী হইতে পারেন না। উপাসনার যে কোনওপ্রকারেই কর্মাপেক্ষা থাকে না, তাহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত *ভামতী*তে যে সুবিশাল বিচার করা হইয়াছে, সেই বিচারের উপসংহার করিতে *ভামতী*কার বলিয়াছেন – 'তস্মান্ নোপাসনা কার্য্যে কর্মাপেক্ষা'। অর্থাৎ উপাসনা স্বীয় কার্য বা ফলের উৎপত্তির নিমিত্ত কর্মানুষ্ঠানকে অপেক্ষা করে না। উপাসনার কার্যেই যে কেবল কর্মাপেক্ষা থাকে না তাহাই নহে, উপাসনার উৎপত্তিতেও যে কর্মাপেক্ষা থাকে না, তাহা প্রতিপাদন করিতে *ভামতী*কার বলিয়াছেন- "অতএব নোপাসনোৎপত্তাবপি নির্বিচিকিৎসশাব্দজ্ঞানঃ উৎপত্তুত্তরকালমনধিকারঃ কর্মণীত্যুক্তম্"[১৫১]। *ভামতী*কারের তাৎপর্য এই যে, উপাসনার উৎপত্তিতে কোনওপ্রকার কর্মের অপেক্ষা থাকিতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তির ব্রহ্মস্বরূপ বিষয়ে অসন্দিগ্ধ শাব্দজ্ঞানমাত্র উৎপন্ন হয়, তিনিই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন বা উপাসনার অধিকারী হইয়া থাকেন। ঐরূপ ব্যক্তির ব্রহ্মবিষয়ে অসন্দিগ্ধ শাব্দবোধমাত্রের উৎপত্তির দ্বারাই তাহার কর্মানুষ্ঠানে অধিকার সমাপ্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ অধিকারীর বেদান্তশাস্ত্রের বিষয় ব্রহ্মবিষয়ে যে ক্ষণে অসন্দিগ্ধ পরোক্ষ শাব্দজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎকালেই তাহার

[১৫১] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৬০

ব্রহ্মবিচারে তাহার অধিকারীর অন্যান্য গুণ অর্জিত হইলে ব্রহ্মবিচারে অধিকার উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মবিচারে অধিকার যে কালে উৎপন্ন হয়, সেই কালেই তাহার কর্মানুষ্ঠানে অধিকার সমাপ্ত হইয়া যায়।

পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করিতে পারেন যে, তাহা হইলে বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান কি তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে সর্বথা অনুপযুক্ত? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে সিদ্ধান্তী যদি বৈদিক কর্মানুষ্ঠানকে তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে সর্বথা অনুপযুক্তরূপে গণ্য করেন, তাহা হইলে পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিবেন যে, বৈদিক কর্মানুষ্ঠানকে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি সর্বথা অনুপযোগী বলা হইলে 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাসকেন চ' এইরূপ শ্রুতি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। 'তমেতং বেদানুবচনেন' শ্রুতিতে কণ্ঠতঃই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মকে বেদানুবচনের দ্বারা যজ্ঞের দানের এবং তপস্যার দ্বারা জানিবার ইচ্ছা করিবে। এইরূপে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি যেরূপ বেদবচনের উপযোগিতা বিদ্যমান, সেইরূপ বেদন বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উৎপত্তিতে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যার উপযোগ বর্তমান।

এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপনপূর্বক নিরসন করিতে *ভামতী*কার বলিয়াছেন- "তৎ কিম্ ইদানীম্ অনুপযোগ এব সর্বথেহ কর্মণাম্? তথাচ 'বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন' ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো

বিরুদ্ধেরন্। ন, আরাদুপকারকত্বাৎ কর্মণাং যজ্ঞাদীনাম্। তথাহি- 'তমেতম্ আত্মানং বেদানুবচনেন' নিত্যসাধ্যায়েন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি বেদিতুম্ ইচ্ছন্তি, নতু বিদন্তি। বস্তুতঃ প্রধানস্যাপি বেদনস্য প্রকৃত্যর্থতয়া শব্দতো গুণত্বাৎ, ইচ্ছায়াশ্চ প্রত্যয়ার্থতয়া প্রাধান্যাৎ প্রধানেন চ কার্যসংপ্রত্যয়াৎ। ন হি রাজপুরুষময়ানয়েত্যুক্তে বস্তুতঃ প্রধানো অপি রাজা পুরুষবিশেষণতয়া শব্দত উপসর্জন অর্নায়তেঽপিতু পুরুষ এব, শব্দস্তস্য প্রাধান্যাৎ। এবং বেদানুবচনসৈব যজ্ঞস্যাপীচ্ছাসাধনতয়া বিধানম্"[১৫২]। পূর্বোক্ত আপত্তির উত্তরে *ভামতী*কার বলিয়াছেন যে, নিত্যসাধ্যায়াত্মক বেদানুবচন বা শ্রুতির দ্বারা অধিকারী পুরুষ আত্মস্বরূপ সামান্যতঃ অবগত হইলে এবং বেদবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মসমূহের অনুষ্ঠানের ফলে আত্মবিষয়ক বিবিদিষা বা আত্মতত্ত্বকে বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃপক্ষে উক্ত শ্রুতিতে বিবিদিষা বা জানিবার ইচ্ছাকে কর্মানুষ্ঠানের ফলরূপে অভিহিত করা হইয়াছে, বেদন বা তত্ত্বজ্ঞান কর্মানুষ্ঠানের ফল নহে। বেদন বা তত্ত্বজ্ঞান তাত্ত্বিক দৃষ্টি হইতে প্রধান পদার্থ হইলেও 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রহ্মণা বিবিদিষন্তি' শ্রুতিতে বেদন বা তত্ত্বজ্ঞান, 'সন্' প্রত্যয় যে প্রকৃতির উত্তর প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই প্রকৃতিভূত 'বিদ্' ধাতুর অর্থ। এই কারণে উক্ত শ্রুতিতে তত্ত্বজ্ঞান বা বেদন অপ্রধানরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে। প্রধান পদের সহিতই অন্য পদের অর্থের অন্বয় যুক্তিসঙ্গত হইয়া থাকে। কোনও বৈদিক বা

---

[১৫২] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, ১৯৮২, পৃঃ ৬১

লৌকিক বাক্যে যাহা অপ্রধানরূপে উপস্থিত হয়, তাহার সহিত অন্যপদ বা পদসমূহের অর্থের অন্বয় হয় না। যথা- 'রাজপুরুষমানয়' এই বাক্যে রাজা পুরুষ অপেক্ষা প্রধান হইলেও 'আনয়ন' ক্রিয়ার সহিত রাজার অন্বয় উক্ত বাক্যে বিবক্ষিত বা অভিপ্রেত অর্থ নহে। কারণ 'রাজপুরুষমানয়' এই প্রকার বাক্যের অন্তর্গত শব্দের দ্বারা রাজা পুরুষের বিশেষণরূপে উপস্থাপিত হইয়াছেন। এই কারণেই 'রাজপুরুষমানয়' বাক্যে রাজা অপ্রধানরূপে উপস্থাপিত হইয়াছেন। অপ্রধানরূপে রাজা উক্তবাক্যে উপস্থাপিত হওয়ায় উক্ত পদের সহিত আনয় ক্রিয়াপদের অন্বয় হয় না। অনুরূপভাবে 'তমেতং বেদানুবচনেন' শ্রুতি বেদন বা তত্ত্বজ্ঞানের ইচ্ছার সাধনরূপে যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্মের বিধান করিয়াছেন। সুতরাং কর্মানুষ্ঠানের তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি পরম্পরায় উপযোগ থাকিলেও বা উহা আরাদুপকারক হইলেও সাক্ষাৎরূপে কর্মানুষ্ঠান তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী হয় না। চিত্তের সংস্কার সাধনে যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্মের উপযোগিতা বিদ্যমান। যজ্ঞ, দান প্রভৃতি কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত সংস্কৃত হইলে, সেই বিশুদ্ধ বা সংস্কৃত অন্তঃকরণই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। সুতরাং সংস্কার সহকৃত অন্তঃকরণই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি করণ।

ভামতীর টীকা *বেদান্তকল্পতরু* এবং *কল্পতরুর* টীকা *পরিমলে* এই সকল বিষয়ে বহু বিচার বিদ্যমান। কিন্তু গ্রন্থ বাহুল্যভয়ে এই স্থলে সেই সকল বিষয়ের অবতারণা করা সম্ভব হইল না।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

বেদান্তকল্পতরু এবং *কল্পতরুপরিমল* অবলম্বনে শাব্দাপরোক্ষবাদরূপ পূর্বপক্ষ উত্থাপন

অমলানন্দ সরস্বতী তাঁহার *বেদান্তকল্পতরু* গ্রন্থে এবং অপ্পয় দীক্ষিত তাঁহার *কল্পতরুপরিমল* গ্রন্থে *ভামতী*কার বাচস্পতি মিশ্রকে অনুসরণ করিয়া শাব্দপরোক্ষবাদ উত্থাপন পূর্বক তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। *ভামতী*কার বলিয়াছিলেন যে ত্বংপদার্থভূত জীবের সহিত তৎপদার্থভূত ব্রহ্মের অভেদসাক্ষাৎকারই প্রয়োজন। কারণ ঐরূপ ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারের দ্বারাই, ত্বংপদার্থভূত জীবের যে 'অহং দুঃখী' 'অহং সুখী' 'অহং বদ্ধঃ' এইরূপ সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষজ্ঞান হয়, সেই সকল অপরোক্ষভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে। তাৎপর্য এই যে, যথার্থ পরোক্ষজ্ঞান হইলেও অপরোক্ষভ্রমের নিবৃত্তি হয় না। লোকব্যবহারেও এইরূপই দৃষ্ট হয় যে আপ্তবচন এবং হেতু প্রভৃতি পরোক্ষপ্রমাণের দ্বারা দিগাদিতত্ত্বের নিশ্চয় হইলেও দিঙ্‌মোহাদির নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং ত্বংপদার্থের সহিত তৎপদার্থের অভেদের সাক্ষাৎকার ব্যতীত ত্বংপদার্থভূত জীবের দুঃখিত্ব, শোকিত্ব বিষয়ক অপরোক্ষভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে না। *কল্পতরু*কারও বলিয়াছেন যে, "স্বতঃ

অপরোক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ পারোক্ষ্যং ভ্রমগৃহীতম্"[১৫৩]। অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বতঃ অপরোক্ষস্বভাব হইলেও ভ্রমবশতঃ তিনি পারোক্ষ্যরূপে গৃহীত হইয়া থাকেন। সুতরাং অপরোক্ষপ্রমাকরণ হইতে ত্বংপদার্থভূত জীব এবং তৎপদার্থভূত ব্রহ্মের ঐক্যসাক্ষাৎকার হয়। অন্তঃকরণই সোপাধিক আত্মবিষয়ে বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন করে, এই বৃত্তি অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি করিলে তবেই ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়।

*কল্পতরু*কার শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত বলিয়াছেন- "অপরোক্ষ ব্রহ্মণি শব্দ এবাপরোক্ষজ্ঞানহেতুরন্যথা তু তত্র পরোক্ষজ্ঞানস্য ভ্রমত্বাপাতাদিতি"[১৫৪]। অর্থাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতি শব্দ হইল হেতু। সুতরাং শব্দকে অপরোক্ষজ্ঞানের হেতুরূপে স্বীকার করিতেই হইবে, অন্যথা শব্দ যদি পরোক্ষজ্ঞানের হেতু হয়, তাহা হইলে শব্দ ভ্রমনিবারক হইতে পারিবে না। সুতরাং শব্দ ভ্রমত্বের আপাদক বা নিবারকই হইবে। বস্তুতঃপক্ষে *কল্পতরুর* 'অপরোক্ষ ব্রহ্মণি' এইরূপ সন্দর্ভের দ্বারা শাব্দাপরোক্ষবাদ উপস্থাপিত হইয়াছে, অনন্তর শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডিত হইবে, ইহা পরিস্ফুট করিতে

---

[১৫৩] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, অমলানন্দসরস্বতী, *কল্পতরু*, অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

[১৫৪] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, অমলানন্দসরস্বতী, *কল্পতরু*, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

*পরিমল*কার বলিয়াছেন "শাব্দাপরোক্ষশঙ্কাম্ উপস্কুর্বন্নবতারয়তি- অপরোক্ষে ব্রহ্মণীতি"[১৫৫]। অর্থাৎ শাব্দাপরোক্ষবাদ উপস্থাপনপূর্বক তাহার নিরিসন করা হইবে।

'অপরোক্ষ ব্রহ্মণি' *কল্পতরু*কার প্রদত্ত এইরূপ সন্দর্ভের তাৎপর্য বিস্তৃতরূপে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যার নিমিত্ত *কল্পতরুপরিমল*কার বলিয়াছেন- "অভিব্যক্তচৈতন্যাভিন্নত্বমর্থস্যাপরোক্ষ্যং, তত্তু নিত্যাভিব্যাক্তজীবচৈতন্যাভিন্নে ব্রহ্মণি স্বাভাবিকম্। অতএব যৎসাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্মেতি শ্রুতিঃ। ঘটাদীনামপরোক্ষচৈতন্যাভেদাধ্যাসোপাধিকং তদেব প্রত্যক্ষোঽয়ং ঘটঃ প্রত্যক্ষং ঘটং পশ্যামীত্যাদিব্যবহারালম্বনম্"[১৫৬]। অর্থাৎ অভিব্যক্তচৈতন্য হইতে অভিন্ন হওয়াকেই অর্থের অপরোক্ষত্ব বলা হইয়া থাকে। ঐ অপরোক্ষতা নিত্য অভিব্যক্ত জীবচৈতন্যের সহিত অভিন্ন ব্রহ্মে রহিয়াছে ইহা স্বভাবিক। "যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্মঃ"[১৫৭], এই বৃহদারণ্যক শ্রুতি এই বিষয়ে প্রমাণ। ঘটাদির অপরোক্ষ চৈতন্যের সহিত অভেদ আধ্যসিক এবং উপাধিযুক্ত। সুতরাং 'প্রত্যক্ষোঽয়ং ঘটঃ', 'প্রত্যক্ষং ঘটং পশ্যামি'- এইরূপ ব্যবহার উহার আলম্বন।

---

[১৫৫] মিশ্র, বাচস্পতি, *ভামতী*, অমলানন্দসরস্বতী, *কল্পতরু*, অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

[১৫৬] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

[১৫৭] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩/৪/২*

এইস্থলে ‘অভিব্যক্ত’ পদের অর্থ হইল অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা অভিব্যক্ত। বস্তুতঃপক্ষে অদ্বৈততত্ত্বে বিষয়চৈতন্য অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। ‘ঘটম্ অহং ন জানামি’ অর্থাৎ আমি ঘটকে জানি না- এই প্রকার অনুভবই উক্তপ্রকার বিষয়ের অজ্ঞানত্ব বিষয়ক প্রমাণ। বিষয়াকারবৃত্তি উৎপন্ন হইলে, ঐ বৃত্তি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহির্দেশে গমন করিয়া বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। অনন্তর উহা বিষয়চৈতন্যগত অজ্ঞানের আবরণকে ধ্বংস করে। বিষয়চৈতন্যগত ঐ আবরণ নিবৃত্তিই বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যের অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তিবিশিষ্ট বা অভিব্যক্ত বিষয়চৈতন্য হইল বিষয়প্রমা।

বস্তুতঃপক্ষে, অদ্বৈতী তিনপ্রকার চৈতন্য স্বীকার করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, অদ্বৈতমতে চৈতন্য অভিন্ন হইলেও অবচ্ছেদকভেদে চৈতন্যের উপর ভেদের আরোপবশতঃ চৈতন্য তিনপ্রকার হইতে পারে, প্রমাতৃচৈতন্য, প্রমাণচৈতন্য এবং বিষয়চৈতন্য। প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিস্থলে জ্ঞাতার ইন্দ্রিয়ের সহিত কোনও সম্মুখবর্তী বিষয়ের সন্নিকর্ষ উৎপন্ন হইলে, অন্তঃকরণে একপ্রকার পরিণাম উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃপক্ষে পুষ্করিণীর জল যেরূপে ছিদ্রপথে নির্গত হইয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ক্ষেত্রের চতুষ্কোণাকার প্রাপ্ত হয়, তৈজস অন্তঃকরণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারপথে নির্গত হইয়া ঘটাদি বিষয়দেশে গমন করিয়া বিষয়ের আকারে পরিণত হয়। অন্তঃকরণের এই যে বিষয়াকার পরিণাম, তাহাকে অন্তঃকরণবৃত্তি বলা হইয়া থাকে। অন্তঃকরণের সত্ত্বপ্রধান প্রমাণজন্য

পরিণামই হইল বৃত্তি। এই বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যনিষ্ঠ অবিদ্যার আবরণকে ভঙ্গ করে। এইরূপ আবরণভঙ্গের ফলে বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যের প্রকাশ হয়। অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা অভিব্যক্ত বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যই অপরোক্ষ প্রমিতিচৈতন্য বা প্রমাজ্ঞান। অন্তঃকরণের দ্বারা অবচ্ছিন্নচৈতন্যই জীবচৈতন্য বা প্রমাতৃচৈতন্য এবং জীব ও বিষয়ের মধ্যে দীর্ঘ প্রভার আকারে অবস্থিত যে অন্তঃকরণবৃত্তি, সেই অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যকেই প্রমাণচৈতন্য বলা হইয়া থাকে। বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্য প্রকাশিত হইলে বৃত্তির দ্বারা প্রমাতার অভেদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং প্রমাতার বোধ হয় যে, তিনি বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এইরূপে অপরোক্ষজ্ঞানস্থলে বিষয়চৈতন্য এবং প্রমাতৃচৈতন্যের মধ্যে অভেদ স্থাপিত হইয়া থাকে। অপরপক্ষে পরোক্ষজ্ঞানস্থলে অন্তঃকরণ বিষয়দেশে গমন করিতে পারেনা বলিয়া, অনুমিত্যাদি পরোক্ষজ্ঞানস্থলে বহ্নি প্রভৃতি বিষয়চৈতন্যের সহিত প্রমাতৃচৈতন্যের মধ্যে অভেদ স্থাপিত হইতে পারে না বলিয়াই, সেই স্থলে অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব অভিব্যক্ত জীবচৈতন্যের সহিত অভেদত্বই হইল অর্থের অপরোক্ষত্ব।

আবার অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই হইল জীবচৈতন্য। অন্তঃকরণ সত্ত্বপ্রধান হইবার কারণে উহাতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইতে পারে এবং অন্তঃকরণের পরিণামরূপ বৃত্তিও উৎপন্ন হইতে পারে। এই জীবচৈতন্য চৈতন্যাতিরিক্ত বিষয় নহে। এই কারণে

অভিব্যক্ত জীবচৈতন্যের সহিত শুদ্ধচৈতন্যের অভেদ স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। প্রশ্ন হইবে যে, অভিব্যক্ত জীবচৈতন্য এবং শুদ্ধচৈতন্যের মধ্যে অভেদত্ব থাকিলেও উভয়ের নামরূপ এবং তাহার ব্যবহার ভিন্ন হয় কেন? উত্তর এই যে, বস্তুতঃপক্ষে অন্তঃকরণ জড় কিন্তু শুদ্ধচৈতন্য অজড়। শুদ্ধচৈতন্যে অন্তঃকরণ অভেদে অধ্যস্ত হইলে অন্তঃকরণ চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হয়। ফলতঃ ঐ উপহীত জীবচৈতন্য ব্রহ্মাতিরিক্ত বিষয় না হইলেও উপাধিবশতঃ উহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপের ব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাদের মধ্যে অভেদ বর্তমান, কারণ জীবচৈতন্য চৈতন্যাতিরিক্ত পদার্থই নহে। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্ম সর্বগত, সেই কারণে তিনি যে জীবের মধ্যেও বর্তমান ইহা বলিবার অপেক্ষা থাকে না। তিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ বলিয়া জীবের সহিত তাহার অভেদ স্থাপিত হইতে পারে এবং তাহার অপরোক্ষানুভূতি উৎপন্ন হইতে পারে। প্রশ্ন হয় যে, ব্রহ্ম যে সাক্ষাৎ অপরোক্ষস্বরূপ সেই বিষয়ে প্রমাণ কী? “যৎসাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্মঃ”[১৫৮] এইরূপ *বৃহদারণ্যক* শ্রুতি ব্রহ্মের সাক্ষাৎবিষয়কত্ব বিষয়ক প্রমাণ।

পুনরায় প্রশ্ন হয় যে, ব্রহ্মের সহিত না হয় জীবের অভেদ উপপন্ন হইতে পারে। কিন্তু ঘট, পটাদি বিষয় অত্যন্ত জড় হইবার কারণে উহাতে বিষয় চৈতন্যের উপপত্তি

---

[১৫৮] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩/৪/২*

কীভাবে সম্পন্ন হয়? এইরূপ বিষয়চৈতন্যের উপপত্তি না হইলে প্রমাতৃচৈতন্য এবং বিষয়চৈতন্যের মধ্যে অভেদ স্থাপিত হইতে পারিবে না। অভেদ স্থাপিত না হইলে ঘটাদি বিষয়ের অপরোক্ষত্ব উপপন্ন হইতে পারিবে না।

এইরূপ প্রশ্ন এবং আশঙ্কার উত্তর এই যে, ব্রহ্মে অন্তঃকরণের অধ্যাস হইলে অন্তঃকরণে 'অহং' -এর উৎপত্তি ঘটে। সেইরূপ ঘটাদি বিষয় চৈতন্যে অধ্যস্ত হইয়া বিষয়চৈতন্যাকাররূপ পরিগ্রহ করে। এইরূপে বিষয়চৈতন্য উপপন্ন হইলে প্রমাতৃচৈতন্য এবং বিষয়চৈতন্যের মধ্যে অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হইয়া যায়। সুতরাং ঘটাদির অপরোক্ষচৈতন্যের সহিত অভেদ অধ্যাসবশতঃই হইয়া থাকে এবং এই অভেদ অধ্যাসরূপ উপাধিযুক্ত। অতএব অধ্যাসরূপ উপাধিবশতঃ জীবচৈতন্যে অহংকারবৃত্তি এবং বিষয়চৈতন্যের উপপত্তি হইতে পারে। অহংকারবৃত্তিবশতঃ জীবচৈতন্যে জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্বাদির অভিমান হয়। অনন্তর জীবচৈতন্যের সহিত বিষয়চৈতন্য অভেদপ্রাপ্ত হইলে জ্ঞাতার অর্থবিষয়ক অপরোক্ষ অনুভব হয় এবং 'আমি ঘটকে প্রত্যক্ষ করছি' বা 'আমি ঘটবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানবান্' ইত্যাদি অপরোক্ষাত্মক ব্যবহার উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন হয় যে, জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব বলিতে কী বুঝায়? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে *কল্পতরুপরিমল*কার অপ্পয় দীক্ষিত বলিয়াছেন যে,

“জ্ঞানস্যাপরোক্ষ্যত্বমপরোক্ষার্থব্যবহারানুকূলজ্ঞানত্বং তৎ স্বস্য সুখাদেশ্চ-প্রকাশরূপে নিত্যাভিব্যক্তসাক্ষিচৈতন্যেবানুগতং স্বাভাবিকং, চাক্ষুষাদিবৃত্তিষু তত্তদভিব্যক্তচৈতন্যাভেদাধ্যাসোপাধিকং”[১৫৯]। অর্থাৎ জ্ঞানের অপরোক্ষতা বলিতে অপরোক্ষ অর্থব্যবহারের অনুকূলজ্ঞানকে বুঝিতে হইবে। উহা নিজের সুখাদিতে এবং প্রকাশরূপ নিত্যাভিব্যক্ত সাক্ষিচৈতন্যে যে অনুগত হয়, তাহা স্বাভাবিক বিষয়। চাক্ষুষাদি বৃত্তিজ্ঞানে তত্তদভিব্যক্তচৈতন্য অভেদাধ্যাসরূপ উপাধিযুক্ত। তাৎপর্য এই যে, ঘটাদি অর্থদ্বারা আমরা জলানয়নাদিরূপ অপরোক্ষব্যবহার করিয়া থাকি। এক্ষণে ঘটরূপ অর্থবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান না থকিলে এইরূপ ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারিবে না। যে ব্যক্তি কোনওদিন ঘট প্রত্যক্ষ করেন নাই এবং ঘট কীরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা জানেন না, সেই ব্যক্তি ঘটের অপরোক্ষ ব্যবহার সম্পাদন করিতে পারেন না।

আশঙ্কা হয় যে, ‘ঘটমানয়’ এইরূপ উত্তম ব্যক্তির নিকট হইতে আদেশপ্রাপ্ত হইয়া মধ্যমব্যক্তি ঘট আনয়নরূপ অপরোক্ষব্যবহার করিয়া থাকেন। এক্ষণে উত্তমব্যক্তির আদেশবাক্য শব্দাত্মক, অতএব শব্দরূপ পরোক্ষজ্ঞান দ্বারাও অপরোক্ষব্যবহার সম্পাদিত হইতে পারে। না, এইরূপ আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, মধ্যমব্যক্তির যদি ঘটরূপ

---

[১৫৯] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

অর্থবিষয়ক অপরোক্ষ অনুভব না থাকিত, তাহা হইলে মধ্যমব্যক্তি কদাপি ঘটানয়নরূপ অপরোক্ষব্যবহার করিতে পারিতেন না। এতদ্ব্যতীত উত্তমব্যক্তিও যে ঘটরূপ অর্থবিষয়ক বাক্যরূপ উক্তপ্রকার শব্দপ্রয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার কারণ হইল পূর্বে ঘটবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান উত্তমব্যক্তির রহিয়াছে। ঘটবিষয়ের দ্বারা কোনও এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়েই তিনি উক্তপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ঘটরূপ বিষয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ঘটবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানের অপেক্ষা থাকে। সুতরাং পূর্বোক্ত আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব ঘটাদি অর্থবিষয়ক অপরোক্ষব্যবহারের অনুকূল হয় ঘটবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান। এই অপরোক্ষার্থব্যবহারের অনুকূলজ্ঞানত্বই হইল জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব। প্রমাতা অর্থবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানবিশিষ্ট হইলেই অর্থবিষয়ক অপরোক্ষব্যবহার সম্পাদন করিতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত প্রমাতার এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞান প্রমাতার নিজের সুখাদিতে এবং প্রকাশস্বরূপ নিত্য, অভিব্যক্ত সাক্ষিচৈতন্যের প্রতি অনুগত হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিষয়ের ভোগাদিরূপ অপরোক্ষব্যবহারবশতঃ প্রমাতায় সুখাদির উৎপত্তি ঘটে। আবার এই সুখাদিরও অপরোক্ষ অনুভবের উৎপত্তি হয়। প্রশ্ন হয় যে, সুখাদির অপরোক্ষজ্ঞান কীভাবে উৎপন্ন হয়?

উত্তরস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অন্তঃকরণ এবং তাহার সুখাদি ধর্মসকলেরও প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। *বিবরণ*মতে প্রমাতা এবং প্রমাতার ধর্মসমূহ সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। কারণ প্রমাতা নিজেই নিজেকে প্রকাশ করিতে পারেন না। আর প্রমাতা যদি নিজেই নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে প্রমাতাই প্রকাশ ক্রিয়ার কর্তা এবং প্রমাতাই প্রকাশ ক্রিয়ার কর্ম হইতেন, যাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ একই পদার্থ একই ক্রিয়ার কর্তা এবং কর্ম হইতে পারেন না। প্রমাতাই যদি প্রমাতার প্রকাশক হন, তাহা হইলে প্রকাশক্রিয়ার কর্তা এবং কর্ম এক হইয়া যাইবে, এই জন্য প্রমাতাকে প্রমাতার প্রকাশক বলা যাইতে পারে না। এই কারণবশতঃ প্রমাতা এবং প্রমাতার ধর্মসকলের প্রকাশের জন্য *বিবরণ*মতে সাক্ষিচৈতন্য স্বীকৃত হইয়াছে। সাক্ষিচৈতন্য অনাবৃতচৈতন্য হইয়া থাকেন এবং তিনি উদাসীন অপরোক্ষদ্রষ্টা হইয়া থাকেন। *বিবরণ*মতে শুদ্ধচৈতন্যই হইল সাক্ষিচৈতন্য। অবশ্য কোনও কোনও *বিবরণা*চার্য অন্তঃকরণের দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে সাক্ষিচৈতন্য বলিয়াছেন। যাহা হউক সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারাই সুখাদি প্রভৃতি অপরোক্ষরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হয় যে, বিষয়াকারবৃত্তির দ্বারাই বিষয় অপরোক্ষরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সুখাদি বিষয়েরও কি বিষয়াকারবৃত্তি উৎপন্ন হয়? না, সুখাদি বিষয়ের বিষয়াকারবৃত্তি উৎপন্ন হয় না। তাহা হইলে উহাদের অপরোক্ষজ্ঞানত্ব কীভাবে উপপন্ন হয়? ইহার উত্তরে

বিবরণসম্প্রদায় বলেন যে, সাক্ষিভাস্য পদার্থসমূহের অজ্ঞানের আবরক থাকে না। এই জন্যই সুখাদি বিষয় যতকাল থাকে ততকাল তাহারা প্রকাশিত হইয়াই থাকে। এই কারণে অন্তঃকরণের ধর্মসমূহকে 'জ্ঞাতৈকসৎ' বিষয় বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল বিষয়ের অজ্ঞানাবরণ না থাকায় অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হয় না। কারণ অন্তঃকরণবৃত্তি প্রমাণবৃত্তি, তাহা অজ্ঞানের আবরণকে নাশ করিয়া প্রমাণ হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল স্থলে প্রমাণবৃত্তি উৎপন্ন না হইলেও অবিদ্যাবৃত্তি উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই স্থলেও যোগ্যবিষয়াকারাবৃত্তির দ্বারা উপহিত হওয়ায় বিষয়সমূহ অপরোক্ষরূপে অভিহিত হইতে পারে। সুতরাং বৃত্তি বিনা সাক্ষিবিষয়ত্বই কেবল সাক্ষিবেদ্যত্ব নহে, বরং প্রমাণবৃত্তি ব্যতিরেকে কেবলসাক্ষিবেদ্যত্বই সকল কেবলসাক্ষিবেদ্য পদার্থস্থলে অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করা হয়। সুতরাং সাক্ষিবেদ্য সুখাদি বিষয়ের সাক্ষিচৈতন্যজন্য অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব সুখাদি বিষয়কজ্ঞানের অপরোক্ষত্ব সাক্ষিচৈতন্য এবং সুখাদির পরবর্তী – এই মত স্বীকার করিতে হইবে। আর অপরোক্ষত্ব সুখাদির পরবর্তীকালীন বলিয়া, তাহা যে সুখাদির অনুগত বিষয় এই মত যুক্তিযুক্ত। এতদ্ব্যতীত চক্ষুরাদির দ্বারা আমাদের যখন ঘটাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন ঘটাদি বিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া ঘটাদি বিষয়কে প্রকাশ করিয়া থাকে। ফলতঃ ঘটাদি বিষয়ক

অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা অভিব্যক্তচৈতন্যে অন্তঃকরণবৃত্তি অভেদে অধ্যস্ত হয়। এই অভেধাধ্যাসই হইল অভিব্যক্তচৈতন্যের উপাধি।

প্রশ্ন হয় যে, জ্ঞানের অপরোক্ষত্বরূপ সামান্য জাতি না উপাধি? এই বিষয়ে *কল্পতরুপরিমল*কার বলিয়াছেন যে, "ন তু জাতিরূপম্ ইন্দ্রিয়জন্যত্বাদ্যুপাধিরূপং বা জ্ঞানানামপরোক্ষ্যম্"[১৬০]। অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষত্ব জাতি হইতে পারে না এবং ইন্দ্রিয়জন্যত্বরূপ উপাধিও হইতে পারে না। অপরোক্ষত্বরূপ অনুগত ধর্ম জাতি হইতে পারে না কারণ, এই স্থলে ব্যক্তির অভেদরূপ জাতিবাধক রহিয়াছে। "নিত্যম্ একম্ অনেকানুগতং সামান্যম্" সামান্যের এইরূপ লক্ষণ অনুসারে সামান্য হইল নিত্য, এক এবং অনেকে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান। যেমন- 'দ্রব্যত্ব' হইল দ্রব্যের সামান্য বা জাতি। এই দ্রব্যত্ব জাতি নিত্য, এক এবং অনেকদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান। কিন্তু যদি কোনও ক্ষেত্রে জাতিবাধকের উপস্থিতি থাকে, সেই ক্ষেত্রে সেই অনুগত ধর্ম জাতি হইতে পারে না। *কিরণাবলী*কার উদয়নাচার্য ছয়প্রকার জাতিবাধকের মত বলিয়াছেন- ব্যক্তির অভেদ, তুল্যত্ব, সংকর, অনবস্থা, রূপহানি এবং অসম্বন্ধ। আলোচ্যস্থলে অপরোক্ষত্ব বিষয়ে ব্যক্তির অভেদরূপ জাতিবাধকের উপস্থিতি থাকায় অপরোক্ষত্ব জাতি হইতে পারে না। অভিপ্রায়

---

[১৬০] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

এই যে, ধর্মের আশ্রয়ীভূত ব্যক্তি বা ধর্মী যদি এক হয়, তাহা হইলে সেই ধর্ম জাতি হইতে পারে না। যেমন- আকাশত্ব, কালত্ব প্রভৃতি ধর্মকে যদি জাতিরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ঐ জাতির আশ্রয় আকাশাদির ভেদ অবশ্যস্বীকার্য, যেহেতু 'ইহা ঘট', 'ইহা ঘট' এই প্রকার অনুগত প্রতীতির দ্বারা জাতি সিদ্ধ হয়। ব্যক্তির ভেদ না থাকিলে অনুগত প্রতীতিই হইতে পারে না। কিন্তু আকাশত্বাদির আশ্রয় আকাশাদিব্যক্তির ভেদ নাই। সুতরাং একব্যক্তিমাত্রবৃত্তি আকাশত্ব প্রভৃতি জাতি নহে।

অনুরূপভাবে "যৎসাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্মঃ"[১৬১] ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের অপরোক্ষত্ব বিষয়ে জানিতে পারা যায়। এক্ষণে ব্রহ্ম দ্বিতীয়রহিত হইবার কারণে একব্যক্তি। ফলতঃ অপরোক্ষত্বের আশ্রয় এক হইবার কারণে অনুগত প্রতীতি উৎপন্ন হইতে পারে না। আর অনুগত প্রতীতি না হইবার জন্য অপরোক্ষত্ব জাতি হইতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে অদ্বৈত মতে ব্রহ্মব্যতীত কোনও বস্তুই নিত্য নহে এবং তাঁহারা সমবায়কেও স্বীকার করেন না। সুতরাং অদ্বৈতমতে ব্রহ্মভিন্ন সমস্ত বস্তুই অনিত্য সুতরাং ঘটত্বাদি ধর্মও অনিত্য। এইজন্য অদ্বৈতী জাতিই স্বীকার করেন না।

---

[১৬১] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩/৪/২*

আবার অপরোক্ষত্বকে ইন্দ্রিয়জন্যত্বরূপ উপাধিও বলা যাইতে পারে না। যাহা নিজ ধর্মকে অন্যনিষ্ঠরূপে প্রতীয়মান করায় তাহাই হইল উপাধি। যেমন- জবাকুসুম নিজ অরুণিমারূপ ধর্মকে স্ফটিকনিষ্ঠরূপে প্রতীয়মান করায় এবং তজ্জন্য আমাদের 'অরুণঃ স্ফটিকঃ' এই আকারের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই স্থলে স্ফটিক হইল উপধেয়, অরুণিমা হইল ঔপাধিক ধর্ম এবং জবাকুসুম হইল উপাধি। উপাধি সবাধকধর্মই হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষত্ব কোনওপ্রকার বাধকের দ্বারা বাধিত হয় না বলিয়া, উহার কোনও বাধক নাই। ফলতঃ অপরোক্ষত্ব সবাধক হইতে পারে না বলিয়া উহা ইন্দ্রিয়জন্যত্বরূপ উপাধিও হইতে পারে না। অতএব অভিব্যক্তচৈতন্য এবং বিষয়চৈতন্যের মধ্যে অভেদই হইল অপরোক্ষত্বের প্রযোজক।

এইরূপে অপরোক্ষত্ব উপপন্ন হইলে প্রশ্ন হয় যে, শব্দের দ্বারা কীভাবে অপরোক্ষত্ব উপপন্ন হয়? কারণ শব্দাদি পরোক্ষপ্রমাণ অসত্তাপাদক অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া বিষয়ের অস্তিত্বমাত্র প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু তাহা অপরোক্ষরূপে বিষয়ের স্বরূপকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না।

এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে *বিবরণ*সম্প্রদায় বলেন যে, ক্ষেত্র বিশেষে শব্দজন্যও অপরোক্ষত্ব উপপন্ন হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্র প্রদর্শনের নিমিত্ত অপ্পয় দীক্ষিত

বলিয়াছেন, "এবং চ তত্ত্বমস্যাদিশব্দজন্যম্ অপরোক্ষজীবাভিন্নব্রহ্মজ্ঞানমপরোক্ষমেব ভবতি"[১৬২]। অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপে অপরোক্ষত্ব উপপন্ন হইলে "তত্ত্বমস্যাদি" শব্দজন্য অপরোক্ষজীব হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের জ্ঞান অপরোক্ষ হইয়া থাকে। তাৎপর্য এই যে, এই স্থলে প্রমাতৃচৈতন্য হইল জীবচৈতন্য এবং ব্রহ্মচৈতন্য হইল বিষয়চৈতন্য। কিন্তু "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"[১৬৩] এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি"[১৬৪], "তত্ত্বমসি"[১৬৫] ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জীবচৈতন্যরূপ অভিব্যক্তচৈতন্য এবং ব্রহ্মচৈতন্যরূপ বিষয়চৈতন্যের অভেদ বা অভিন্নত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ফলতঃ এই স্থলে অভিব্যক্তচৈতন্য এবং অর্থের অভিন্নত্ব শব্দের দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। অতএব অভিব্যক্তচৈতন্যের সহিত বিষয়চৈতন্যের অভেদ শব্দরূপ পরোক্ষপ্রমাণজন্য হইলেও উহা অপরোক্ষই হইবে। সুতরাং শব্দ দ্বারাও অপরোক্ষত্ব সিদ্ধ হইতে পারে।

ইহার বিরুদ্ধে কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, অনুমিতিরূপ পরোক্ষজ্ঞানস্থলে বহ্ন্যাংশে পরোক্ষত্ব এবং পর্বতাংশে অপরোক্ষত্ব থাকিবে। ফলতঃ একই জ্ঞানে পরোক্ষত্ব এবং অপরোক্ষত্বরূপ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।

---

[১৬২] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

[১৬৩] *মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ ২*

[১৬৪] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১/৪/১০*

[১৬৫] *ছান্দগ্যোপনিষদ্ ৬/৮/৭*

আর পরস্পর বিরুদ্ধধর্মের সহাবস্থান স্বীকার করিলে বিরুদ্ধএইজন্য উপপন্ন হইবে না অর্থাৎ কেহই কাহারও বরোধী হইবে না। সুতরাং অনুমিতির পর্বতাংশেও জ্ঞানের পরোক্ষত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে অপ্পয় দীক্ষিত বলিয়াছেন, "ইষ্টাপত্তেরিতি"[১৬৬]। তাৎপর্য এই যে, 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' – এইরূপ জ্ঞানস্থলে পর্বতাংশে পর্বতাকার অপরোক্ষবৃত্তি এবং বহ্ন্যাংশে বহ্ন্যাকার পরোক্ষবৃত্তি এবং ঐ বৃত্তিদ্বয়ের ভেদ বিবরণে স্বীকৃত হইয়াছে। এই দুইপ্রকার বৃত্তিই বৃত্ত্যভিব্যক্ত বিষয়চৈতন্যের অবচ্ছেদক। একইস্থানে একই অবচ্ছেদে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম না থাকিলেও, একইস্থানে ভিন্ন ভিন্ন অবচ্ছেদে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম থাকিতে পারে। একই বৃক্ষের শাখায় যেমন কপিসংযোগ এবং মূলে কপিসংযোগাভাব থাকে, উহাতে কাহারও বিরোধ নাই। সেইরূপ 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' প্রভৃতি অনুমিতিস্থলেও এই প্রকারে একই জ্ঞানে অপরোক্ষত্ব এবং পরোক্ষত্ব থাকিতে পারে, তাহাতে কোনওপ্রকার বিরোধ নাই। অতএব একদেশীর আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে।

উক্তপ্রকার অনুপপত্তি সিদ্ধ হইলে, অপ্পয় দীক্ষিত বলেন যে, "শব্দ এবেত্যেবকারেণ প্রথমং শ্রবণজন্যে ব্রহ্মজ্ঞানে কপ্তকরণভাবস্য শব্দসৈবাবিদ্যানিবর্তকে

---

[১৬৬] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

চরমসাক্ষাৎকারেঽপি করণত্বোপপত্তের্ন তত্র করণান্তরং কল্পনীয়মিতি সূচিতম্”[১৬৭]। অর্থাৎ অমলানন্দ সরস্বতী “অপরোক্ষ ব্রহ্মণি শব্দ এবাপরোক্ষজ্ঞানহেতুরন্যথা তু তত্র পরোক্ষজ্ঞানস্য ভ্রমত্বাপাতাদিতি”[১৬৮] - এইরূপ বাক্যে যে, ‘এব’ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই ‘এব’ শব্দের দ্বারা প্রথম শ্রবণজন্য ব্রহ্মজ্ঞানে শব্দই হইবে ক্লৃপ্তকরণ এবং শব্দই হইবে অবিদ্যার নিবর্তক। চরমসাক্ষাৎকারেও উহার করণত্বের উপপত্তি হওয়ায় আর করণান্তর কল্পনা করা যুক্তযুক্ত নহে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

কলপতরু এবং *পরিমল* অনুসারে শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডনপূর্বক মনঃকরণতাবাদ স্থাপন

শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া মনঃকরণতাবাদী অপ্পয় দীক্ষিত বলিয়াছেন যে, “ননু অপরোক্ষজীবাভেদতঃ শ্রুতেশ্চাপরোক্ষেঽপি ব্রহ্মণি পরোক্ষত্বাবগাহিজ্ঞানং লোকসিদ্ধমনুভূয়তে। অতএব নিরতিশয়ানন্দরূপং ব্রহ্ম মমাপরোক্ষং ন প্রকাশতে ইতি ব্যবহার এবং শ্রুতিতোঽপি ব্রহ্মণি পরোক্ষত্বাবগাহি পরোক্ষমেব জ্ঞানং ভবেদিত্যাশঙ্কায়াহ- অন্যথেতি। লোকত ইব শ্রুতিতো নাপরোক্ষে ব্রহ্মণি পরোক্ষত্বাবগাহিভ্রমরূপং জ্ঞানং

[১৬৭] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

[১৬৮] অমলানন্দসরস্বতী, কল্পতরু, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

যুক্তমিতি ভাবঃ"[১৬৯] । অর্থাৎ অপরোক্ষ জীবের সহিত অভিন্ন হওয়ায় এবং 'যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্মঃ' এই শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্ম অপরোক্ষ হইলেও পরোক্ষাত্বাবগাহিজ্ঞান লোকের অনুভবসিদ্ধ। এই কারণে নিরতিশয় আনন্দরূপ যে ব্রহ্ম আমার প্রতি অপরোক্ষ নহে, প্রকাশিত নহে, এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়। শ্রুতি হইতেও ব্রহ্মে পরোক্ষত্বাবগাহী পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে। কিন্তু উহা তো লৌকিক স্থলের ন্যায় শ্রুতি হইতেও ব্রহ্মের পরোক্ষত্বাবগাহী ভ্রমাত্মকজ্ঞান উদিত হওয়া সমীচীন নহে।

তাৎপর্য এই যে, জীব যে অপরোক্ষ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন এই মত সকল অদ্বৈতসম্প্রদায় স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম যে অপরোক্ষস্বভাব তাহা উক্তপ্রকার বৃহদারণ্যক শ্রুতির দ্বারাই প্রতিপাদিত হইইয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্ম অপরোক্ষ হইলেও ব্যক্তির তাহা অপরোক্ষরূপে অনুভূত হয় না। ফলতঃ ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভবের অভাববশতঃ লোকমধ্যে 'নিরতিশয়ানন্দ ব্রহ্ম আমার প্রতি অপরোক্ষ নহে' – এইরূপ ব্যবহার উৎপন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃপক্ষে কোনও বিষয়ের ব্যবহার ঐ বিষয়ের জ্ঞানকে অপেক্ষা করে, আর বিষয়ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে না। যেমন- ঘটবিষয়ক ব্যবহার ঘটকে অপেক্ষা করে, অতএব ব্যবহারের প্রতি জ্ঞান কারণ হইল কারণ এবং জ্ঞানের প্রতি বিষয় হইল

---

[১৬৯] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

কারণ। বিষয় ব্যতীত কোনওভাবেই জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং এই মত প্রতিপাদিত হয় যে, ব্যবহার হইলে জ্ঞান থাকিবে এবং জ্ঞান থাকিলে বিষয়ের অস্তিত্ব আছে। আর যদি কোনও বিষয়ের অস্তিত্ব বিষয়ক ব্যবহারই না হয় বা অনস্তিত্ব বিষয়ক ব্যবহার উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ বিষয়ের অস্তিত্বের অভাব আছে – এই মত স্বীকার করিতে হইবে। অনুরূপভাবে ব্রহ্মের যেহেতু অপরোক্ষানুভব হইতেছে না বা 'ব্রহ্ম আমার প্রতি অপরোক্ষ নহে' – এইরূপ অনুভব এই মত প্রতিপাদন করে যে, ব্রহ্মের পরোক্ষানুভবই হইতে পারে, অপরোক্ষানুভব নহে। সুতরাং ব্রহ্ম অপরোক্ষানুভবের বিষয় নহে।

ইহার বিরুদ্ধে *বিবরণ*সম্প্রদায় আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন, শ্রুতি যেহেতু ব্রহ্মকে অপরোক্ষরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন সেইহেতু ব্রহ্মকে কোনওভাবেই পরোক্ষ বিষয় বলা যাইতে পারে না।

*বিবরণ*সম্প্রদায়ের উক্ত যুক্তির বিরোধিতা করিয়া *ভামতী*সম্প্রদায় বলেন, তাহা হইলে প্রশ্ন হয় যে, শ্রুতি যে ব্রহ্মকে অপরোক্ষরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, তৎসত্ত্বেও কেন ব্যক্তির ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষানুভূতি হইতেছে না? উত্তর এই যে, ভ্রমবশতঃই ব্যক্তি

ব্রহ্মকে অপরোক্ষরূপে অনুভব করিতে পারে না। অতএব ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভব হয় না বলিয়া উহাকে পরোক্ষবিষয় বলা যাইতে পারে না।

*ভামতী*সম্প্রদায় পুনরায় প্রশ্ন করেন যে, শ্রুতিরূপ পরোক্ষপ্রমাণ হইতে ব্রহ্মের যে পরোক্ষানুভব হয় তাহাও কি ভ্রমাত্মক? না, এমন মত যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ ভ্রমে প্রমাত্ব না থাকিবার কারণে উহা প্রমাণ নহে। কিন্তু শ্রুতি স্বতঃপ্রামাণিক হইবার কারণে শ্রুতিরূপ প্রমাণ হইতে উৎপন্ন জ্ঞান প্রমাই হইবে, ভ্রমাত্মক অপ্রমা হইবে না। সুতরাং শ্রুতি হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষাত্মক জ্ঞান ভ্রমাত্মক হইতে পারে না।

এই মতের বিরুদ্ধে *কল্পতরুপরিমল*কার বলিয়াছেন, "যদি ব্রহ্ম স্বতোঽপরোক্ষমিতি তদ্বিষয়শব্দজন্যমপি জ্ঞানমপরোক্ষং ভবেৎ, তদা শ্রবণজন্যজ্ঞানমপ্যপরোক্ষমিতি শ্রুতবেদান্তপুংসঃ তস্মিন্‌পারোক্ষ্যভ্রমানুবৃত্তির্ন স্যাৎ। অনুবর্ততে চ তদন্তরমপি ভ্রমগৃহীতং ব্রহ্মণি পারোক্ষ্যমিতি ন শব্দাদপরোক্ষজ্ঞানম্"[১৭০]। অর্থাৎ যদি ব্রহ্ম স্বতঃ অপরোক্ষ হইয়া থাকেন, আর উহাকে বিষয় করিয়া শব্দজন্যজ্ঞানও অপরোক্ষই হইবে। তাহা হইলে যে ব্যক্তি বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁর ব্রহ্মে পারোক্ষত্বের ভ্রম উদিত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার ব্রহ্মে পারোক্ষের ভ্রম হইতে দেখা যায়, অতএব শব্দ হইতে

---

[১৭০] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

অপরোক্ষজ্ঞান হয় না। এই কারণে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করিতে সমর্থ অন্যকোনও কারণ দ্বারাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার স্বীকার করা উচিত।

প্রশ্ন হয় যে, শব্দ ব্যতীত অন্য কোনও প্রমাণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয়? ইহার উত্তরে অপ্পয় দীক্ষিত বলিয়াছেন – "কপ্তং চান্তঃকরণস্য তাৎসামর্থ্যম্, ব্রহ্মলৌকিকভোগানুভবে 'মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্' রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে মনোঽস্য দৈবং চক্ষুরিতি শ্রুতেঃ। বিশিষ্য চাহং বৃত্তিরূপে স্বাত্মজ্ঞানেঽপি তস্য করণত্বং ক্লৃপ্তং চরমসাক্ষাৎকারস্য শব্দজন্যত্বাভ্যুপগমেঽপি তস্য ব্যাপারেঽবশ্যমপেক্ষণীয়ঃ। তস্মাদাবশ্যকে নান্তঃ করণেনৈব তদুৎপত্ত্যপপত্তৌ তদর্থং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্য তৎকালেঽপি পুনরনুসন্ধানকল্পন এব গৌরবমিতি ভাব"[১৭১] । অর্থাৎ অন্তঃকরণের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি সামর্থ্য রহিয়াছে। আর 'মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে দৈবং চক্ষুঃ' এইরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়। আর এইরূপ বাক্যের প্রতি "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্"[১৭২] এইরূপ বৃদারণ্যক শ্রুতিই প্রমাণ। অন্তঃকরণের বিশেষরূপ স্বাত্মজ্ঞানেও আত্মার অপরোক্ষত্বের কারণতা স্বীকৃত হইয়াছে। আর যদি শব্দকে চরমসাক্ষাৎকারের জনকরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রেও ব্যাপাররূপে অন্তঃকরণবৃত্তি অবশ্যই অপেক্ষিত হইবে।

---

[১৭১] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

[১৭২] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৪/১৯*

অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তি ব্যতীত সাক্ষাৎকারাত্মক অপরোক্ষজ্ঞান উদিত হইতে পারে না। আর যখন অন্তঃকরণবৃত্তি ব্যতীত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্নই হইতে পারে না, এই কারণে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উৎপত্তির নিমিত্ত অন্তঃকরণ ব্যতীত "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যকে বা শব্দকে পুনরায় অনুসন্ধান বা ব্যবহার করিলে কল্পনাগৌরব দোষ অবশ্যম্ভাবী হইবে। এই কারণে শব্দকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি কারণ না বলিয়া অন্তঃকরণকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি কারণরূপে স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত।

ইহার বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী হয়তো আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যকে অপেক্ষা না করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া যায়- যদি এইমত স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উক্তপ্রকার শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক ভ্রমাত্মকজ্ঞানই উৎপন্ন হয়, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে হইবে। কারণ কেবল অন্তঃকরণই যদি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হইয়া থাকে এবং অন্য প্রমাণ যদি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি সমর্থ না হয়, তাহা হইলে অন্তঃকরণ ব্যতীত অন্য প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ভ্রমবশতঃই উৎপন্ন হইয়াছে এই মত স্বীকার করিতে হইবে। উক্তরূপ শ্রুতিবাক্য যেহেতু ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপাদন করিতে পারিতেছেন না, সেই হেতু উহা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি ব্যর্থ, ফলতঃ শ্রুতিবাক্যের ব্যর্থত্বপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। কিন্তু শ্রুতিবাক্যকে ভামতীসম্প্রদায়ও ব্যর্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। এতদ্ব্যতীত শ্রুতিবাক্যসমূহ যদি একান্তই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি অপেক্ষিত না হয়,

তাহা হইলে “তত্ত্বমস্যাদি” বাক্যকে অপেক্ষা না করিয়াই কেবল অন্তঃকরণের দ্বারা ব্রহ্ম এবং জীবের অপরোক্ষত্ব স্থাপিত হউক। কিন্তু এইরূপ মতও *ভামতী*সম্প্রদায় স্বীকার করিবেন না, কারণ তাঁহারা বেদান্তবাক্য শ্রবণজনিত সংস্কৃত অন্তঃকরণকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জনকরূপেই স্বীকার করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি বেদান্তবাক্যরূপ শব্দ প্রমাণ হইতে পারিবে না, *ভামতী*সম্প্রদায়ের এই মত গ্রহণযোগ্য নহে।

ইহার উত্তরে মনঃকরণতাবাদী অমলানন্দ সরস্বতী তাঁহার *বেদান্তকল্পতরু* গ্রন্থে বলিয়াছেন, “তত্তু শব্দজনিতব্রহ্মাত্মৈক্যধীসন্তন্তিবাসিতং তৎপদলক্ষ্যব্রহ্মাত্মতাংজীবস্য সাক্ষাৎকারয়তি, অক্ষমিব পূর্বানুভবসংস্কারবাসিতং তত্তেদন্তোপলক্ষিতৈক্যবিষয়প্রত্যভিজ্ঞাহেতুঃ”[১৭৩]। অর্থাৎ ঐ আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু অন্তঃকরণই শব্দজনিত ব্রহ্মাত্মৈক্য ধীসন্ততির দ্বারা বাসিত বা বিশিষ্ট হইয়া জীবে ‘তৎ’ পদের লক্ষ্য ব্রহ্মাত্মতার সাক্ষাৎকার করাইয়া দেয়। যেমন- ইন্দ্রিয় পূর্বানুভবের দ্বারা বাসিত বা বিশিষ্ট হইয়া তত্তা এবং ইদন্তার দ্বারা উপলক্ষিত বস্তুর ঐক্যের যে প্রত্যভিজ্ঞা, তাহার প্রতি হেতু হইতে পারে। অনুরূপভাবে অন্তঃকরণও শ্রুত্যাদি হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মের সহিত

[১৭৩] অমলানন্দসরস্বতী, *কল্পতরু*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

জীবাত্মার অভেদমূলক জ্ঞানসন্ততির দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া জীবে 'তৎ' পদের লাক্ষণিক অর্থ যে ব্রহ্মাত্মা, তাহার সাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয়। এতদ্ব্যতীত আচার্য শঙ্কর তাঁহার *গীতাভাষ্যের* ব্যাখ্যায় অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকরণত্ব প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, শাস্ত্র, আচার্যোপদেশ, শম-দমাদি সাধনসম্পত্তির দ্বারা সংস্কৃত মন আত্মদর্শনে করণ হইয়া থাকে। এই মত উল্লেখের নিমিত্ত অপ্পয় দীক্ষিত বলিয়াছেন- "উক্তং চ গীতাবিবরণে ভাষ্যকারৈঃ – শাস্ত্রাচার্যোপদেশশমদমাদিসংস্কৃতং মন আত্মদর্শনে করণমিতি"[১৭৪] ।

*বিবরণ*সম্প্রদায় আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন, অপরোক্ষ ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষপ্রমার হেতুরূপে শব্দকে অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ শাস্ত্রাদির দ্বারা সংস্কৃত মন ব্রহ্মের অপরোক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপাদনে সক্ষম হইলেও, মন অসম্ভাবনাদি দোষের দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইবার কারণে মন ভ্রম নিবারণে সক্ষম হইতে পারে না। আর মন যেহেতু ভ্রম নিবারণে সমর্থ হইতেছে না, সেইহেতু মনের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানসকলে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। অতএব মনের দ্বারা সাক্ষাৎকার ভ্রমাত্মক হইবার থাকায় অন্তঃকরণকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি কারণরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না।

---

[১৭৪] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে মনঃকরণতাবাদী অমলানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন- “শব্দস্তু নাপরোক্ষপ্রমাহেতুঃ কপ্তঃ, প্রমেয়াপরোক্ষ্যযোগ্যত্বেন প্রমায়াঃ সাক্ষাৎকারত্বে দেহাত্মভেদবিষয়ানুমিতেরপি তদাপত্তিঃ”[১৭৫]। অর্থাৎ শব্দকে অপরোক্ষপ্রমার হেতুরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ প্রমেয়ের অপরোক্ষত্বরূপ যোগ্যতার দ্বারা যদি প্রমাকেও অপরোক্ষরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে দেহ ও আত্মার ভেদের অনুমিতির অপরোক্ষাপত্তি হইবে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়েরই যে প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, এই মত সকলেই স্বীকার করেন। অপ্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় কদাপি প্রত্যক্ষিত হইতে পারে না। কিন্তু বিষয়ের প্রত্যক্ষযোগ্যতা থাকিলেই তাহার প্রত্যক্ষ হইবে, এইরূপ কোনও নিয়ম নাই। ন্যায়াদি সম্প্রদায়ও এই বিষয়ে প্রমাণসংপ্লব এবং প্রমাণব্যবস্থার মত বলিয়া থাকেন। এক্ষণে প্রমেয় বিষয়ের প্রত্যক্ষযোগ্যতা যদি প্রমার অপরোক্ষত্বের হেতু হয়, তাহা হইলে যে বিষয় প্রত্যক্ষযোগ্য অথচ তাহার অনুমান করা হইতেছে, সেই ক্ষেত্রে সেই অনুমিত বিষয়ের প্রত্যক্ষযোগ্যতা থাকিবার জন্য অনুমিতিকেও প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যেমন- ‘আমার শরীর’ ইত্যাদি অপরোক্ষ অনুভব হইল আত্মা এবং দেহের ভেদের প্রতি প্রমাণ। এই ভেদে প্রত্যক্ষযোগ্যতা থাকে বলিয়াই উক্তপ্রকার অনুভব হইয়া

---

[১৭৫] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫-৫৬

থাকে, যদি উক্ত ভেদের প্রত্যক্ষযোগ্যতা না থাকিত তাহা হইলে অপরোক্ষাত্মক অনুভব হইতে পারিত না। এক্ষণে কেহ যদি আত্মা এবং দেহের মধ্যেকার ভেদকে যদি অনুমান করিবার ইচ্ছাবশতঃ অনুমান করিয়া থাকে, তাহা হইলে দেহ ও আত্মার মধ্যেকার ভেদের প্রত্যক্ষযোগ্যতা থাকিবার কারণে, অনুমিত দেহাত্মভেদকেও প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অনুমিতিকে কেহই প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন না। কারণ উভয়ের মধ্যে জ্ঞানগত প্রভেদ বিদ্যমান। সুতরাং শব্দরূপ পরোক্ষ প্রমাণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষপ্রমার হেতু হইতে পারে না।

পূর্বে আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে, শব্দ যদি পরোক্ষজ্ঞানের হেতু হয় তাহা হইলে "যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্মঃ"[১৭৬] ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে তাহা ভ্রমাত্মক হইবে। কিন্তু এই আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে। এই প্রসঙ্গে অমলানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন- "সাক্ষাদপরোক্ষাদিত্যেবমকারৈব ধীঃ শব্দাদুদেতি ন তু পরোক্ষং ব্রহ্মেতি; সা তু করণস্বভাবাৎ পরোক্ষঽবতিষ্ঠতে, ন ভ্রম ইতি সর্বমবদাতম্"[১৭৭]। অর্থাৎ মহাবাক্য হইতে উৎপন্ন হইবে যে জ্ঞান, তাহার দ্বারা সংস্কৃত মনোবৃত্তির দ্বারাই অপরোক্ষজ্ঞান হয়। মহাবাক্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ হয় না। মহাবাক্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ কারণ না

---

[১৭৬] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২/৪/১*

[১৭৭] অমলানন্দসরস্বতী, কল্পতরু, ১৯৮২, পৃঃ ৫৬

হইলেও শ্রুতিরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণের দৃঢ়তার কারণে মহাবাক্যজন্যজ্ঞান পরোক্ষ হইলেও ভ্রমাত্মক হয় না। প্রমাণ হইতে উৎপন্ন জ্ঞান ভ্রমরূপ অপ্রমা হইতে পারে না। এই কারণে মহাবাক্যাদি শব্দরূপ প্রমাণ হইবার কারণে তাহা হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মজ্ঞান ভ্রমরূপ অপ্রমা হইতা পারে না। 'যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্মঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য শ্রবণ হইতে সাক্ষাৎরূপ বুদ্ধিবৃত্তি উৎপন্ন হয়, 'পরোক্ষং ব্রহ্ম' এইরূপ পরোক্ষরূপ বুদ্ধিবৃত্তি উৎপন্ন হয় না। কিন্তু ঐ বাক্য শ্রবণ হইতে উৎপন্ন 'অপরোক্ষং ব্রহ্ম' এইরূপ বৃত্তি স্বীয় করণ শব্দের স্বভাবের কারণে পরোক্ষই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা ভ্রম নহে। যেহেতু তাহার করণ শ্রুতিরূপ সুদৃঢ় প্রমাণ। সুতরাং শব্দ হইতে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

শাব্দাপরোক্ষবাদী আপত্তি করিতে পারেন যে, ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ এবং অপরোক্ষস্বভাব হওয়ায় ব্রহ্মবিষয়ে শব্দে অপরোক্ষপ্রমাহেতুত্ব প্রত্যাখ্যান করা যায় না। অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ং অপরোক্ষস্বভাব হওয়ায় ব্রহ্মবিষয়ে শব্দের অপরোক্ষপ্রমাহেতুত্ব প্রত্যাখ্যান করা যায় না। আর শ্রবণজন্য জ্ঞান অপরোক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তাহাতে যে পারোক্ষ্যভ্রমের অনুবৃত্তি হয় তাহার কারণ হইল জ্ঞাতার চিত্তগতদোষ, জ্ঞাতার সেই চিত্তগতদোষের দ্বারাই শ্রবণজন্য অপরোক্ষজ্ঞানে পারোক্ষ্যের নিশ্চয় প্রতিবদ্ধ হয়। এই কারণেই শ্রবণজন্য জ্ঞান অপরোক্ষ হইলেও চিত্তগত দোষের দ্বারা প্রতিবদ্ধ হওয়ায় পারোক্ষ্যভ্রম নিবর্তনরূপ কার্যে শ্রবনজন্যজ্ঞান অক্ষম হইয়া থাকে। এইরূপে শাব্দাপরোক্ষবাদী যদি প্রদর্শন করিবার প্রয়াস

করেন যে অপরোক্ষব্রহ্মবিষয়ে শব্দ অপরোক্ষপ্রমারই হেতু হইবে। শ্রবণজন্য অপরোক্ষজ্ঞানে যে পারোক্ষ্যের প্রতীতি হয়, সেই প্রতীতি ভ্রমমাত্র।

শাব্দাপরোক্ষবাদিগণের এইরূপ আশঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত *কল্পতরু*কার বলিয়াছেন "শব্দস্তু নাপরোক্ষপ্রমাহেতুঃ"[১৭৮] ইত্যাদি। *কল্পতরুর* এইরূপ সন্দর্ভ ব্যাখ্যার নিমিত্ত *পরিমল*কার বলিয়াছেন- "অভিব্যক্তচৈতন্যাভিন্নমর্থাপরোক্ষ্যমিতি তাবন্ন যুক্তম্"[১৭৯]। তাৎপর্য এই যে, অভিব্যক্তচৈতন্যের সহিত অভিন্নত্বকে অর্থের আপরোক্ষ্য বলা যায় না। কারণ প্রশ্ন হইবে যে, অভিব্যক্তচৈতন্যের সহিত অভেদকে যে অর্থের আপরোক্ষ্য বলা হইয়াছে, সেই অভেদ কী প্রকার? সেই অভেদ স্বরূপসৎ অভেদ হইতে পারে না, কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয়জন্য অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা পর্বতাবচ্ছিন্নচৈতন্য অভিব্যক্ত হইলে তাহার সহিত বহ্ন্যবচ্ছিন্নচৈতন্যের স্বাভাবিক বা আধ্যাসিক অভেদ থাকায় বহ্ন্যবচ্ছিন্নচৈতন্যেরও অপরোক্ষত্বের আপত্তি হইবে। কারণ যে পর্বতাবচ্ছিন্নচৈতন্য ইন্দ্রিয়জন্য অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে সেই পর্বতেই বহ্নি থাকায় চৈতন্যের পর্বত এবং বহ্নিরূপ উপাধিদ্বয় একদেশস্থ এবং এককালিক হওয়ায় পর্বতাবচ্ছিন্নচৈতন্য এবং বহ্ন্যবচ্ছিন্নচৈতন্যকে একই বলিতে হইবে। যথা মঠের অভ্যন্তরে ঘট স্থাপিত হইলে ঘট

---

[১৭৮] অমলানন্দসরস্বতী, কল্পতরু, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

[১৭৯] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫

এবং মঠরূপ উপাধি একদেশস্থ এবং এককালিক হওয়ায় ঘটাকাশ এবং মঠাকাশকে অভিন্নই বলা হয়। সুতরাং পর্বতাকারা অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যের দ্বারা পর্বতাবচ্ছিন্নচৈতন্যের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হইলে পর্বতাবচ্ছিন্নচৈতন্যের সহিত স্বাভাবিক বা আধ্যাসিক অভেদ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বহ্ন্যবচ্ছিন্নচৈতন্যের অপরোক্ষনিশ্চয় হওয়া উচিত। কিন্তু পর্বতাবচ্ছিন্নচৈতন্যের অপরোক্ষপ্রতীতি হইলেও বহ্ন্যবচ্ছিন্নচৈতন্যে অধ্যস্ত বহ্নির অপরোক্ষনিশ্চয় হয় না। এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, পর্বত ও বহ্নিরূপ উপাধিদ্বয় একদেশস্থ ও এককালিক বলিয়া পর্বতাবচ্ছিন্নচৈতন্য এবং বহ্ন্যবচ্ছিন্নচৈতন্যের মধ্যে স্বাভাবিক অভেদই হইবে। বহ্ন্যবচ্ছিন্নচৈতন্যে বহ্নি অভেদসম্বন্ধে অধ্যস্ত, এই কারণে পর্বতাবচ্ছিন্নচৈতন্যের সহিত বহ্ন্যবচ্ছিন্নচৈতন্যের আধ্যাসিক অভেদ থাকায় পর্বতাবচ্ছিন্নচৈতন্যের সহিতও বহ্নির আধ্যাসিক অভেদই স্থাপিত হইবে। ফলতঃ বহ্ন্যবচ্ছিন্নচৈতন্যে এবং ঐ চৈতন্যে অভেদসম্বন্ধে অধ্যস্ত বহ্নির অপরোক্ষনিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু পর্বতের অপরোক্ষনিশ্চয় হইলেও ব্যবহৃত বহ্নির অপরোক্ষনিশ্চয় হয় না। এই তাৎপর্যেই *পরিমল*কার বলিয়াছেন- “অভিব্যক্তচৈতন্যাভিন্নমর্থাপরোক্ষ্যমিতি তাবন্ন যুক্তম্; স্বরূপসদভেদমাত্রবিবক্ষায়াং চাক্ষুষবৃত্ত্যভিব্যক্তপর্বতাবচ্ছিন্নচৈতন্যেন

ব্যবহৃতবহ্ন্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য তেন ব্যবহিতবহ্নেশ্চ স্বভাবিকাধ্যাসিকাভেদসত্ত্বেন ব্যবহিতবহ্নেরপ্যপরোক্ষত্বাপত্তেঃ”[১৮০]।

অভিব্যক্তচৈতন্যের সহিত অভিন্নত্বকে যে অর্থের আপরোক্ষ্য বলা হইয়াছে সেই অভেদকে নিরস্তভেদ উপাধিক অভেদ বলা যায় না। এইরূপ বিকল্প খণ্ডনের নিমিত্ত *পরিমল*কার বলিয়াছেন- “নিরস্তভেদোপাধিকাভেদবিবক্ষায়াং চরমসাক্ষাৎকারনিবর্ত্যাবিদ্যোপাধেঃ চরমসাক্ষাৎকারোৎপত্তিদশায়ামপি সত্ত্বেন ব্রহ্মণস্তদানীম্ আপরোক্ষ্যাভাবাপত্তেঃ”[১৮১]। তাৎপর্য এই যে, যে উপাধির দ্বারা ভেদ সম্পাদিত হইয়া থাকে, সেই ভেদ সম্পাদক উপাধি নিরস্ত হইলে বিষয়ের সহিত চৈতন্যের অভেদ স্থাপিত হইবে এবং ঐরূপ অভিন্নত্বই বিষয়ের আপরোক্ষ্য। এইরূপে বিষয়ের আপরোক্ষ্যের লক্ষণ প্রদান করা হইলে তাহার উত্তরে *পরিমল*কার বলিয়াছেন যে, চরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা অবিদ্যারূপ উপাধি নিরস্ত হইয়া থাকে। সেই চরমসাক্ষাৎকারের উৎপত্তি দশাতেও অবিদ্যা থাকে। কারণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া অবিদ্যাকে নিরস্ত করে। সুতরাং চরমসাক্ষাৎকারের উৎপত্তি দশায় অবিদ্যা থাকে। এক্ষণে

---

[১৮০] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৫-৫৬

[১৮১] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৬

উপাধি নিরস্ত না হওয়া পর্যন্ত যদি বিষয়ের আপরোক্ষ্য স্বীকার করা না যায়। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মের চরমসাক্ষাৎকার যে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষণেও ব্রহ্মের অপরোক্ষপ্রকাশ হয় না। কিন্তু ব্রহ্মের চরমঅপরোক্ষজ্ঞানকে চরমসাক্ষাৎকার বলা হয়। সুতরাং ঐ জ্ঞানে ব্রহ্ম অপরোক্ষরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে ইহা অবশ্য স্বীকার্য। সুতরাং নিরস্তভেদউপাধিক অভেদ এই অর্থেও অভিব্যক্তচৈতন্যের সহিত অভিন্নত্বকে গ্রহণ করা যায় না।

যদি বলা হয় যে, স্ফুরদ্ অভেদকেই অভিব্যক্তচৈতন্যের সহিত অভিন্নত্ব বলা হইয়াছে। এইরূপ বিকল্প খণ্ডনের নিমিত্ত পরিমলকার বলিয়াছেন, "স্ফুরদভেদবিবক্ষায়াং তাদ্ধর্মাধ্যাসবিষয়ে দুঃখশোকাদৌ তদানীং সদ্রূপব্রহ্মাভেদাস্ফুরণাদাপরোক্ষ্যাভাবাপত্তেঃ"[১৮২]। *পরিমল*কারের তাৎপর্য এই যে, অদ্বৈতমতে অন্তঃকরণের সহিত ব্রহ্মাত্মার বা ব্রহ্মচৈতন্যের তাদাত্মাধ্যাস হইয়া থাকে এবং অন্তঃকরণের ধর্মসমূহের সহিত ব্রহ্মের ধর্মাধ্যাস হয়। দুঃখ, শোক প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্মসমূহ ব্রহ্মচৈতন্যে অভেদসম্বন্ধে অধ্যস্ত হইয়া থাকে। যে কালে দুঃখশোকাদির অন্তঃকরণে অপরোক্ষ অবভাস হয়, তৎকালে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার

[১৮২] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৬

অভেদের স্ফুরণ হয় না। অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় দুঃখশোকাদির অপরোক্ষ অনুভবকালে সদ্রূপ ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত দুঃখশোকাদির অভেদের স্ফুরণ হয় না। অর্থাৎ 'ইহারা সকলই ব্রহ্মই' এইরূপ নিশ্চয় দুঃখগ্রস্ত জীবের থাকে না। কিন্তু স্ফুরদ্ অভেদই যদি আপরোক্ষ্য হয় তাহা হইলে দুঃখ-শোকের অপরোক্ষানুভব অস্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখ-শোকের যে অপরোক্ষ অনুভব হয় তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারইবেন না।

যদি বলা হয় যে অভিব্যক্তচৈতন্যের দ্বারা বিষয়ব্যবহার সম্পাদিত হয়, তাহার সহিত অভেদই বিষয়ের আপরোক্ষ্য। তাহা হইলে সেই বিকল্প নিরসনের জন্য *পরিমল*কার বলিয়াছেন "স্বব্যবহারানুকূলং যদভিব্যক্তচৈতন্যং তদভেদবিবক্ষায়াম্ অনুমেয়বহ্ন্যাদিব্যবহারানুকূলেন জীবচৈতন্যেন প্রাগুক্তরীত্যৈবাভিন্নস্য বহ্ন্যাদেরাপরোক্ষ্যাপাতাৎ"[১৮৩]। তাৎপর্য এই, যে জীবচৈতন্যের দ্বারা বহ্ন্যাদির ব্যবহার সম্পাদিত হয়, সেই জীবচৈতন্যের সহিত পূর্বোক্ত রীতিতে বহ্ন্যবচ্ছিন্নচৈতন্যেরও অভেদ থাকে। কারণ পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে পর্বতাবচ্ছিন্নচৈতন্যের সহিত জীবচৈতন্যের বৃত্তিদ্বারা অভেদ সম্পাদিত হইলে পর্বতাবচ্ছিন্নচৈতন্যের সহিত বহ্ন্যবচ্ছিন্নচৈতন্যের স্বাভাবিক অভেদ এবং বহ্নির আধ্যাসিক অভেদ থাকায় জীবচৈতন্যের সহিতও

---

[১৮৩] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৬

বহ্ন্যবচ্ছিন্নচৈতন্যের এবং বহ্নির স্বাভাবিক এবং আধ্যাসিক অভেদ স্থাপিত হইবে। কিন্তু বহ্নির যে অপরোক্ষনিশ্চয় হয় না, তাহা বাদী-প্রতিবাদী সকলপক্ষই স্বীকার করিবেন।

যদি বলা হয় অভিব্যক্তচৈতন্যের সহিত বিষয়ের অভেদ এবং এইরূপ বিষয়ের অভেদই বিষয়ের আপরোক্ষ্য, তবে সেইরূপ পক্ষ নিরাসের নিমিত্ত *পরিমল*কার বলিয়াছেন যে, "স্বব্যবহারানুকূলো যোঽভিব্যক্তচৈতন্যাভেদস্তদ্বত্ত্ববিবক্ষায়াং তত্তৎ আকারধীবৃত্তিসমুল্লাসমাত্রাদপি ভবতি ব্যবহারে চৈতন্যাভেদস্যানপেক্ষিতত্বেনাসংভবাপত্তেঃ"[১৮৪]। এই স্থলে *পরিমল*কার যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা এইরূপ- এই পক্ষে বিষয়ের ব্যবহারের অনুকূল যে অভিব্যক্তচৈতন্য, সেই অভিব্যক্তচৈতন্যের সহিত অভেদবত্ত্বকে বিষয়ের আপরোক্ষ্য বলা হইয়াছে। কিন্তু এইরূপে আপরোক্ষ্যের লক্ষণ প্রদান করা হইলে বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তির উৎপত্তিমাত্রই বিষয়ের সহিত প্রমাতৃচৈতন্যের অভেদ স্থাপিত হইয়া যায়। ফলতঃ ব্যবহারে চৈতন্যের অভেদ অনপেক্ষিত হওয়ায়, চৈতন্যের দ্বারা ব্যবহার সম্পাদিত হয়- ইহা বলা যাইবে না। কিন্তু চৈতন্যই অপরোক্ষব্যবহারের প্রযোজক এইরূপ মত অদ্বৈতী অস্বীকার করিতে পারেন না। যদি বলা হয় চৈতন্যের সহিত অভেদ অনপেক্ষিত অর্থাৎ চৈতন্যের সহিত অভেদ

---

[১৮৪] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৬

থাকিলেই বিষয়ের আপরোক্ষ্য থাকিবে, তাহা হইলে বৃত্তির দ্বারা প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত বিষয়ের অভেদ স্থাপিত হইলে বলিতে হইবে যে বিষয় অপরোক্ষরূপে প্রকাশিত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে জীবচৈতন্যের দ্বারাই বিষয় অপরোক্ষরূপে গৃহীত বা প্রকাশিত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং বৃত্তির দ্বারা অন্তঃকরণের সহিত বিষয়ের অভেদ স্থাপিত হইলেই বিষয়ের আপরোক্ষ্য বা অপরোক্ষব্যবহার উৎপন্ন হয় না। চৈতন্যের দ্বারা বিষয় অপরোক্ষরূপে প্রকাশিত হইলে এবং ব্যবহৃত হইলে তবেই বিষয়ের আপরোক্ষ্য সম্পাদিত হয়। সুতরাং চৈতন্য অনপেক্ষ বা নিরপেক্ষ ব্যবহারের দ্বারা আপরোক্ষ্যের কোনও লক্ষণ প্রদান করা যায় না।

এইরূপ বিকল্পের দোষ নিরসনের জন্য যদি কেহ বলেন যে, চৈতন্যাভেদই হইল বিষয়ের আপরোক্ষ্য, তবে সেই পক্ষ নিরসনের জন্য *পরিমল*কার বলিয়াছেন যে, “স্বাবরণনিবৃত্ত্যনুকূলচৈতন্যাভেদবত্ত্ববিবক্ষায়াম্ আবরণনিবর্তকত্বগ্রহণাধীনম্ আপরোক্ষ্যগ্রহণম্ আপরোক্ষ্যগ্রহণধীনম্ আবরণনিবর্তকত্বগ্রহণমিতি পরস্পরাশ্রয়াপত্তেঃ”[১৮৫]। অর্থাৎ যে চৈতন্যের দ্বারা বিষয়ের আবরণ নিবৃত্ত হয় বা যে চৈতন্যের দ্বারা বিষয়াবরক অবিদ্যার নিবৃত্তি সম্পাদিত হয়, সেই চৈতন্যের সহিত

[১৮৫] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৬

অভেদবত্বই বিষয়ের আপরোক্ষ্য। ইহা যদি বলা হয় তাহা হইলে আবরণনিবর্তক বিষয়ের আপরোক্ষ্যের নিশ্চয় বা বিষয়ের আপরোক্ষের গ্রহণ আবরণনিবর্তকত্বের গ্রহণের অধীন হইয়া যাইবে। অর্থাৎ বৃত্তির আবরণনিবর্তকত্বের গ্রহণ হইলে তবেই বিষয়ের আপরোক্ষ্যের গ্রহণ হইবে। অর্থাৎ বৃত্তিকে আবরণনিবর্তকরূপে জানা সম্ভব হইলে তবেই বিষয়ের আপরোক্ষ্যগ্রহণ হইবে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ বা পরস্পরাশ্রয়দোষ অনিবার্য। কারণ কোনও বৃত্তির দ্বারা বিষয়ের অপরোক্ষপ্রকাশ হইলে তবেই স্বীকার করা হয় যে, ঐ বৃত্তির দ্বারা বিষয়ের অজ্ঞানাবরণ বিনিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ বস্তুতঃপক্ষে বৃত্তির আবরণনিবর্তকত্ব বিষয়ের আপরোক্ষ্যগ্রহণের অধীন অর্থাৎ বিষয়ের আপরোক্ষ্য গৃহীত হইলে বা বিষয়ের আপরোক্ষ্যের নিশ্চয় হইলে তবেই বলা যায় যে বৃত্তির দ্বারা বিষয়ের অজ্ঞানাবরণ নিরস্ত হইয়াছে। সুতরাং যদি বলা হয় যে, বৃত্তির আবরণনিবর্তকত্বের গ্রহণ বিষয়ের আপরোক্ষ্য গ্রহণের অধীন এবং অনন্তর যদি বলা হয় যে বিষয়ের আপরোক্ষ্যের গ্রহণ বৃত্তির আবরণনিবর্তকত্ব গ্রহণের অধীন তাহা হইলে পরস্পরাশ্রয় বা অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অনিবার্য হইবে। ফলতঃ ঐরূপ অর্থের আপরোক্ষ্য নির্বচন করাই সম্ভব হইবে না এবং অর্থের আপরোক্ষ্য যদি নির্বচন করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে অর্থের আপরোক্ষ্যের অধীন জ্ঞানের আপরোক্ষ্য নির্বচন করা যাইবে না।

এই কারণে আপরোক্ষ্যবিষয়ক আলোচনার উপসংহার করিতে *পরিমল*কার বলিয়াছেন, “তস্মাৎ স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানাজন্যজ্ঞানত্বং জ্ঞানাপরোক্ষ্যমিতি নির্বক্তব্যম্”[১৮৬]। অর্থাৎ বিষয়ভিন্ন অন্যবিষয়ের জ্ঞানের দ্বারা জন্য নহে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই অপরোক্ষ। এইরূপে জ্ঞানের আপরোক্ষ্য নির্বচন করা হইলে চাক্ষুষাদিবৃত্তির দ্বারা অভিব্যক্ত যে চৈতন্য এবং নিত্যাভিব্যক্ত যে সাক্ষিচৈতন্য উভয়স্থলেই লক্ষণটি প্রযোজ্য হইবে। কারণ চাক্ষুষাদিবৃত্তির দ্বারা চৈতন্য অভিব্যক্ত হইলে সেই চৈতন্যে যে বিষয় অধ্যস্ত থাকে তাহাও সেই বিষয় ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ের জ্ঞানের দ্বারা অজন্যরূপে অপরোক্ষরূপে প্রকাশিত এবং ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ঘটাদি বিষয়ের যে অপরোক্ষপ্রমা তাহা ঘটাদিবিষয়ভিন্ন অন্য কোনও জ্ঞানের দ্বারা জন্য হয় না। এইরূপ স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানাজন্যজ্ঞানত্বকে জ্ঞানের আপরোক্ষ্যরূপে স্বীকার করিলে নিত্যভিব্যক্ত সাক্ষিচৈতন্যে সেই আপরোক্ষ্য লক্ষণের সমন্বয় হইবে। কারণ নিত্যাভিব্যক্ত সাক্ষিচৈতন্য অন্যকোনও বিষয়ের জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হন না বা নিত্যাভিব্যক্ত সাক্ষিচৈতন্যের প্রকাশও অন্য কোনও বিষয়বিষয়কজ্ঞানের দ্বারা সম্পাদিত হয় না। অপরপক্ষে অনুমিতি, শাব্দ জ্ঞানাদি তৎ তৎ

---

[১৮৬] অপ্পয়দীক্ষিত, *কল্পতরুপরিমল*, ১৯৮২, পৃঃ ৫৬

অনুমিতি, শাব্দাদি বিষয় হইতে অতিরিক্ত অন্যবিষয়ের জ্ঞান যথা হেতু প্রভৃতি বা শব্দ প্রভৃতির জ্ঞানজন্য হওয়ায় তাহাতে এইরূপ আপরোক্ষ্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তিও হইবে না।

এইরূপে *পরিমল*কার আপরোক্ষ্যের লক্ষণ প্রদান করিলেও পরবর্তীকালে বিবরণ মতে বিষয়ের আপরোক্ষ্য এবং জ্ঞানের আপরোক্ষ্য আলোচনাকালে প্রদর্শিত হইবে যে জ্ঞানমহিমায় বিষয়ের আপরোক্ষ্য সাধিত বা নিরূপিত হইতেই পারে না। বিষয়ের অপরোক্ষত্বের দ্বারাই জ্ঞানের আপরোক্ষ্য নিরূপিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের আপরোক্ষ্য বা করণের আপরোক্ষ্যের দ্বারা বিষয়ের আপরোক্ষ্য বা অপরোক্ষত্ব নিরূপন করিলে যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অনিবার্য তাহা বিবরণ অনুসারে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপনকালে প্রদর্শিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চপাদিকা এবং *বিবরণ* অনুসারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপন

প্রথম অনুচ্ছেদ

বিবরণ অনুসারে অপরোক্ষত্ব বিচার

বর্তমান গবেষণানিবন্ধের ভূমিকায় প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সকল অদ্বৈতবেদান্তীই মোক্ষকে জ্ঞানমাত্রসাধ্য বলিয়া থাকে। ব্রহ্মবিষয়ক চরম অপরোক্ষজ্ঞানই যে জীবন্মুক্তির সাক্ষাৎকারণ, তাহা সকল অদ্বৈতাচার্যই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সকল অদ্বৈতাচার্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকে জীবন্মুক্তির সাক্ষাৎকারণরূপে স্বীকার করিলেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কীরূপে উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে যে মূলতঃ তিনটি মত দৃষ্ট হয়, তাহাও ভূমিকার মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত মতত্রয়ের মধ্যে মণ্ডনমিশ্রের মত, যাহা প্রসঙ্খ্যানবাদরূপে অভিহিত হইয়া থাকে, বর্তমান গবেষণানিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। *ভামতী*কার অন্য বহু বিষয়ে মণ্ডনমিশ্রের মত স্বীকার করিলেও প্রসঙ্খ্যান বা উপাসনাকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে নিদিধ্যাসনের পরিপাক হইলে অন্তঃকরণরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই ব্রহ্মের চরম অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। *ভামতী*কারের এইরূপ মতে মনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের

করণ হওয়ায়, এই মত মনঃকরণতাবাদ নামে প্রসিদ্ধ। *ভামতী*কারের এইপ্রকার মত বর্তমান গবেষণানিবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

*বিবরণ*সম্প্রদায় অবশ্য মণ্ডনমিশ্র প্রবর্তিত প্রসঙ্খ্যানবাদ এবং *ভামতী*সম্প্রদায়সম্মত মনঃকরণতাবাদ খণ্ডনপূর্বক শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপন করিয়াছেন। *বিবরণ*সম্প্রদায় প্রসঙ্খ্যানবাদ এবং মনঃকরণতাবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম ধর্মের ন্যায় শ্রুতিমাত্রগম্য। মন যে বহিরিন্দ্রিয়সমূহের ন্যায় ব্রহ্মকে জানিতে পারে না তাহা অজস্র শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহাও *বিবরণ*সম্প্রদায় প্রতিপাদন করিয়াছেন। *পঞ্চপাদিকা*কার এবং *বিবরণা*চার্য ভাষ্যকারকে অনুসরণ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন "তত্ত্বমসি"[১৮৭] মহাবাক্য হইতেই সাক্ষাৎভাবে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

*বিবরণ*সম্প্রদায়ের এইপ্রকার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আশঙ্কা হইতে পারে যে, শব্দ পরোক্ষজ্ঞান হওয়ায় তাহা কী প্রকারে চরম অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের করণ হইবে?

ইহার উত্তরে *বিবরণ*সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা ন্যায়াদিসম্প্রদায়ের ন্যায় করণমহিমায় জ্ঞানের এবং বিষয়ের প্রত্যক্ষত্ব উপপাদন করেন না। করণমহিমায় জ্ঞানের

---

[১৮৭] *ছান্দগ্যোপনিষদ্ ৬/৮/৭*

এবং বিষয়ের প্রত্যক্ষত্ব বা অপরক্ষত্ব স্বীকার করিলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ দুর্নিবার হইয়া পড়িবে। কারণ ন্যায়াদিসম্প্রদায় প্রত্যক্ষপ্রমার করণকেই প্রত্যক্ষপ্রমাণরূপে স্বীকার করেন। ফলতঃ তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ প্রত্যক্ষপ্রমাঘটিত। প্রত্যক্ষপ্রমার লক্ষণপ্রদান করিতে *ন্যায়সূত্র*কার বলিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নমব্যপদেশ্যমব্যভিচারীব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্"[১৮৮]। ন্যায়মতে ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষপ্রমান হওয়ায় মহর্ষি প্রদত্ত প্রত্যক্ষপ্রমার লক্ষণ প্রত্যক্ষপ্রমাণঘটিত। এইরূপে প্রত্যক্ষপ্রমা এবং প্রত্যক্ষপ্রমানের লক্ষণ পরস্পরঘটিত হওয়ায় ন্যায়াদিমতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দুষ্পরিহর হইবে। প্রশ্ন হইবে যে, তাহা হইলে *বিবরণ*সিদ্ধান্তে কী প্রকারে জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয়ের অপরোক্ষত্ব নিরূপিত হইয়া থাকে?

ইহার উত্তরে *বিবরণ*সম্প্রদায় বলিয়া থাকে যে, প্রমাণচৈতন্যের সহিত বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যের অভেদই জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক।

আপত্তি হইতে পারে যে, অদ্বৈতমতানুসারে প্রমাণচৈতন্য এবং বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্য স্বরূপতঃ চৈতন্যস্বরূপ হইলেও উহাদের মধ্যে যে ঔপাধিকভেদ বিদ্যমান তাহা

---

[১৮৮] মহর্ষি গৌতম, *ন্যায়সূত্র, ন্যায়দর্শনের* -এর অন্তর্গত, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ২০১১, পৃঃ ১০৪ *১/১/৪*

সিদ্ধান্তীকেও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে সিদ্ধান্তী কীরূপে প্রমাণচৈতন্য এবং বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যের মধ্যে অভেদ প্রতিপাদন করিবেন?

এইরূপ আশঙ্কার নিরসনের নিমিত্ত সিদ্ধান্তী বলেন যে, উপাধিদ্বয়ের একদেশস্থত্ব এবং এককালিকত্ব উপহিতচৈতন্যদ্বয়ের অভেদের প্রযোজক হইয়া থাকে। যথা, ঘটাকাশ এবং মঠাকাশের অবচ্ছেদক উপাধিদ্বয় ঘট এবং মঠ ভিন্ন হইলেও ঘট মঠান্তর্বর্তী হইলে উপাধিদ্বয় একদেশস্থ এবং এককালিক হইলে ঘটাকাশ মঠাকাশ হইতে ভিন্ন হয় না। *বেদান্ত-পরিভাষা* গ্রন্থে জ্ঞানগতপ্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এইস্থলে ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, অদ্বৈতমতানুসারে যোগ্য বর্তমান বিষয়ের সহিত প্রমাণচৈতন্যের উপাধি অন্তঃকরণবৃত্তির একদেশস্থত্বই প্রমাণচৈতন্য এবং বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যের অভেদের প্রযোজক। অনুরূপভাবে অদ্বৈতী প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যের অভেদই বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক। এইস্থলে 'অভেদ' পদের অর্থ ঐক্য নহে। কিন্তু প্রমাতৃসত্তাতিরিক্তসত্তাকত্বাভাবই এইস্থলে 'অভেদ' পদের অর্থ।

বস্তুতঃপক্ষে সিদ্ধান্তী "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম"[১৮৯] এইরূপ *বৃহদারণ্যক* উপনিষদ্ অনুসারে চৈতন্যকেই একমাত্র অপরোক্ষস্বভাব পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। উক্ত শ্রুতির অন্তর্গত 'সাক্ষাৎ' পদের লৌকিক অর্থ দৃষ্টীকর্তা বা দ্রষ্টা, "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্" ব্যাকরণের এই নিয়মানুসারে 'সাক্ষাৎ' পদ সাধারণতঃ অপরোক্ষ দৃষ্টিকর্তা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্বোক্ত শ্রুতিতে ব্রহ্ম বিষয়ে 'সাক্ষাৎ' বিশেষণ প্রয়োগের অনন্তর 'অপরোক্ষাৎ' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে কেন? শ্রুত্যন্তর্গত 'অপরোক্ষাৎ' পদে প্রযুক্ত পঞ্চমী বিভক্তিরই বা তাৎপর্য কী? আচার্য সুরেশ্বর বিরচিত *বৃহদারণ্যকভাষ্যে* এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। সুরেশ্বর উক্ত শ্রুতির *বার্ত্তিকে* বলিয়াছেন, "যদি বা দ্রষ্টরিপ্রাপ্তে সাক্ষাদিতি বিশেষণাৎ। তৎপ্রসঙ্গনিবৃত্ত্যর্থম্ অপরোক্ষাদিতীর্যতে। দ্রষ্টৃ-দর্শন-দৃশ্যার্থপ্রাপ্তাবাদ্যবিশেষণাৎ। লোকবৎ তন্নিষেধার্থমপরোক্ষাদিতীর্যতে"। বার্ত্তিকশ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য এইপ্রকার- ব্রহ্মচৈতন্যবিষয়ে 'সাক্ষাৎ' এইরূপ প্রথমবিশেষণ প্রয়োগের ফলে তাঁহার দৃষ্টিকর্তৃত্ব উপস্থিত হয় বলিয়াই শ্রুতি ব্রহ্মবিষয়ে 'অপরোক্ষাৎ' এই দ্বিতীয় বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। 'অপরোক্ষাৎ' এইরূপ শ্রুত্যন্তর্গত দ্বিতীয় বিশেষণে যে পঞ্চমী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ 'অপরোক্ষাদপি অপরোক্ষম্'। ব্রহ্মচৈতন্যবিষয়ে 'সাক্ষাৎ' বিশেষণ প্রযুক্ত হইলে ব্রহ্মের দৃষ্টিকর্তৃত্ব উপস্থিত হয়। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মচৈতন্য বস্তুতঃপক্ষে

[১৮৯] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩/৪/১*

দৃষ্টিকর্তা নহেন তিনি দৃশিস্বরূপ। তাঁহার নিকট বিষয় উপস্থিত হইলে বিষয় প্রকাশস্বরূপ বা দৃশিস্বরূপের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপে দৃশিস্বরূপ চৈতন্যের দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ হইলে নির্গুণ চৈতন্য দৃষ্টিকর্তৃরূপে বা দ্রষ্টৃরূপে অনুভূত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। চৈতন্যের দৃষ্টিকর্তৃত্ব নিষেধ করিবার জন্যই শ্রুত্যন্তর্গত 'অপরোক্ষাৎ' পদে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। ব্রহ্মবিষয়ে 'সাক্ষাৎ' বিশেষণ প্রয়োগের ফলে তাঁহার দৃষ্টিকর্তৃত্ব উপস্থিত হওয়ায় দর্শন ক্রিয়া এবং দৃশ্যবিষয়ের সহিত তাঁহার ভেদও উপস্থিত হয়। কিন্তু ব্রহ্ম বস্তুতঃপক্ষে সকলপ্রকার ভেদরহিত। আদ্যবিশেষণ প্রয়োগের ফলে ব্রহ্মে যে ভেদ উপস্থাপিত হয়, দ্বিতীয় বিশেষণের অন্তর্গত পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা সেই ভেদেরও নিষেধ করা হইয়াছে। এইরূপ অপরোক্ষস্বভাব ব্রহ্মচৈতন্যে যে বিষয় অভেদসম্বন্ধে অধ্যস্ত তাহাই অপরোক্ষরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিষয় যদি প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত অভেদসম্বন্ধে সম্বন্ধ হয় বা প্রমাতৃসত্তাতিরিক্তসত্তারহিত হয়, তাহা হইলে শব্দপ্রমাণের দ্বারাও সেই বিষয়ে অপরোক্ষানুভব হইতে পারে। প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত অভেদসম্বন্ধে সম্বন্ধবিষয়ে যে শব্দপ্রমাণের দ্বারা অপরোক্ষানুভব উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত বিবরণসম্প্রদায় একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়া থাকেন। নৌকারোহণে দশ ব্যক্তি কোনও স্থানে গমন করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে কোনও যাত্রী যদি সকল যাত্রীকে গণনা করিবার সময় ভ্রমবশতঃ বারংবার নিজেকে গণনা না করেন, তাহা হইলে ঐরূপ ভ্রম

সংশোধনের নিমিত্ত অন্য কেহ বলিতে পারেন, "দশমস্ত্বমসি"। এইরূপ বাক্য শ্রবণের অনন্তর গণনাকারী ব্যক্তির অপরোক্ষ অনুভব হয় যে, তিনিই দশম ব্যক্তি। এইরূপ দৃষ্টান্তবলে *বিবরণ*সম্প্রদায় বলেন যে, বিষয়টি যদি প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত অভেদসম্বন্ধে সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে শব্দপ্রমাণ হইতেও পরোক্ষ শাব্দবোধ উৎপন্ন না হইয়া অপরোক্ষানুভব উৎপন্ন হইতে পারে। অনুরূপভাবেই মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা সকল অসম্ভাবনাবুদ্ধি এবং বিপরীতসম্ভাবনাবুদ্ধির নাশ হইলে "তত্ত্বমসি"[১৯০] মহাবাক্য পুনঃশ্রবণের ফলে অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উদয় হইতে পারে। শ্রবণের দ্বারা বা শব্দপ্রমাণের দ্বারাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উৎপত্তি হয় বলিয়া "আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"[১৯১] এইরূপ শ্রুতিতে আত্মদর্শনকে উদ্দেশ্য করিয়া যে শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের বিধান করা হইয়াছে, সেই শ্রবণাদির মধ্যে শ্রবণই প্রধান বা অঙ্গী এবং মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গ বলিয়া অপ্রধান।

এইপ্রকার *বিবরণ*সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে *ভামতী*সম্প্রদায় আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, একমাত্র ইন্দ্রিয়ই করণরূপে অপরোক্ষানুভব উৎপন্ন করিতে পারে। শব্দ প্রভৃতি

---

[১৯০] *ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬/৮/৭*

[১৯১] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৫/৬*

অন্যান্য প্রমাণ সর্বদাই পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং অন্তঃকরণই অন্তরিন্দ্রিয়রূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিয়া থাকে।

ইহাতে প্রশ্ন হয় যে, জীবন্মুক্তির পূর্বকালে অন্তঃকরণরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় না কেন?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে *ভামতী*সম্প্রদায় যাহা বলেন, তাহা অব্যবহৃত পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐস্থলে *ভামতী*সন্দর্ভ উল্লেখপূর্বক প্রতিপাদন করা হয়াছে যে, অসংস্কৃত শ্রোত্রেন্দ্রিয় যেরূপ ষড়জ, ঋষভ প্রভৃতি স্বরগ্রামের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করিতে পারে না, সেইরূপ অশুদ্ধ এবং অসংস্কৃত অন্তঃকরণ আত্মচৈতন্যে অধ্যস্ত হইয়াও আত্মচৈতন্যকে অপরোক্ষরূপে অনুভব করিতে পারে না। মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা অন্তঃকরণের সকল মালিন্য অপগত হইলে এবং অন্তঃকরণ সুসংস্কৃত হইলে, সেই সংস্কৃত অন্তঃকরণই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিতে পারে।

*বিবরণা*চার্য স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার জন্য *ভামতী*কারের মত খণ্ডন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

*বিবরণ*সম্প্রদায়ের মতানুসারে *ভামতী*সম্মত মনঃকরণতাবাদ খণ্ডন

*বিবরণ*সম্প্রদায়ের মতে অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়রূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণ হইতেই পারে না। কারণ অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যই অদ্বৈতমতে প্রমাণচৈতন্য হওয়ায় অন্তঃকরণ প্রমাণবৃত্তির উপাদান কারণ। ব্রহ্ম এবং অবিদ্যা ব্যতিরেকে কোনও পদার্থই কোনও কার্যের অভিন্ন নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ হইতে পারে না। অন্তঃকরণ প্রমাণবৃত্তির উপাদানকারণ হওয়ায় উহা বৃত্তির ইন্দ্রিয়রূপ করণ হইতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত বিষয়ান্তরের সদ্ভাববশতঃই ইন্দ্রিয়ান্তর অনুমিত হইয়া থাকে। যথা শব্দ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইতে পারে না বলিয়াই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অতিরিক্তরূপে শ্রোত্রেন্দ্রিয় স্বীকৃত হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে রস, গন্ধ এবং স্পর্শ চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য বলিয়াই যথাক্রমে রসনেদ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ত্বগিন্দ্রিয় লোকব্যবহারে সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ের দ্বারা স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্তঃকরণের দ্বারা গ্রহণযোগ্য কোনও অসাধারণ বিষয়ই না থাকায় মন বা অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়রূপে স্বীকৃত হইতে পারে না।

*বিবরণ*সম্প্রদায়ের এইরূপ মতের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষিগণ আপত্তি করিতে পারেন যে, সুখ-দুঃখাদি আন্তর ধর্মই সেই অসাধারণ বিষয় যাহার গ্রহণের নিমিত্ত অন্তঃকরণরূপ অন্তরিন্দ্রিয় স্বীকৃত হইয়া থাকে।

ইহার উত্তরে *বিবরণ*সম্প্রদায় প্রমাতা এবং প্রমাতৃনিষ্ঠ সুখ-দুঃখাদি আন্তর ধর্মসমূহ সাক্ষিভাস্য হওয়ায় সুখ-দুঃখাদির প্রকাশের নিমিত্ত অন্তঃকরণরূপ অন্তরিন্দ্রিয় স্বীকার্যই নহে। পূর্বপক্ষিগণ আপত্তি করিতে পারেন যে, প্রমাতার অতিরিক্ত সাক্ষী স্বীকারের আবশ্যকতা কী? ইহার উত্তরে *বিবরণ*সম্প্রদায় যাহা বলেন তাহা এইস্থলে অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

*বিবরণ*সম্প্রদায় প্রদর্শন করিয়াছেন যে, প্রমাতার অতিরিক্ত সাক্ষিচৈতন্য স্বীকার না করা হইলে প্রমাতৃচৈতন্যকেই প্রমাতা এবং প্রমাতৃনিষ্ঠজ্ঞান, সুখ প্রভৃতি আন্তর ধর্মসমূহের প্রকাশক বলিতে হইবে। কিন্তু প্রমাতাকেই প্রমাতার প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করিলে কর্তৃকর্মবিরোধ অনিবার্য হইবে। স্বসমবেতক্রিয়াফলশালিত্বরূপ কর্তৃত্ব এবং পরসমবেতক্রিয়াফলশালিত্বরূপ কর্মত্ব অত্যন্তবিরুদ্ধ ধর্ম হওয়ায় একই পদার্থকে কোনও ক্রিয়ার কর্তা এবং কর্ম বলা যায় না। বিশেষতঃ জগতের মূল উপাদানীভূত অজ্ঞান সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারাই প্রকাশিত হইতে পারে; কারণ অজ্ঞান প্রমাজ্ঞাননাশ্য হওয়ায় উহা

প্রমাপ্রতীতির দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। অজ্ঞান এবং প্রমাতার ভাসকরূপে সাক্ষিচৈতন্য স্বীকৃত হইলে সাক্ষীর দ্বারাই সুখ-দুঃখাদি প্রকাশিত হইতে পারিবে। ফলতঃ সুখ-দুঃখাদি অন্তঃকরণের অসাধারণ বিষয় না হওয়ায় সুখ-দুঃখাদির প্রকাশের নিমিত্তও অন্তঃকরণরূপ অন্তরিন্দ্রিয় স্বীকারের কোনও আবশ্যকতা নাই।

*বিবরণ*সম্প্রদায় *ভামতী*সম্মত মনঃকরণতাবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত কেবল যুক্তিই উপস্থাপন করেন নাই, শ্রুতির দ্বারাও যে মনঃকরণতাবাদ সমর্থিত হয় না, তাহাও বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। *কেনোপনিষদের* অন্তর্গত "যন্মনসা ন মনুতে"[১৯২], এইরূপ বাক্যে স্পষ্টতঃ প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে মনের দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না।

ইহার বিরুদ্ধে কেহ বলিতে পারেন যে উক্ত শ্রুতিতে 'মনঃ' পদের দ্বারা অসংস্কৃত মনই বিবক্ষিত। অসংস্কৃত মন যে ব্রহ্মকে জানিতে পারে না, তাহা মনঃকরণতাবাদিগণও স্বীকার করেন।

এইরূপ আপত্তির উত্তরে *বিবরণ*সম্প্রদায় বলিয়া থকেন যে "যন্মনসা ন মনুতে" শ্রুতির পরবর্তী অংশের তাৎপর্য পর্যালোচনার দ্বারা সিদ্ধ হয় যে উক্ত *কেনোপনিষদ্বাক্যে* 'মনঃ' পদ সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত মন এইরূপ উভয়সাধারণ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। যে

---

[১৯২] *কেনোপনিষদ্ ১/৫*

কেনশ্রুতির আদিতে "যন্মনসা ন মনুতে" পঠিত হইয়াছে, সেই সমগ্র শ্রুতিবাক্য এইপ্রকার- "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্। তাদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে"[১৯৩]। উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য এইপ্রকার- মন যাঁহাকে জানিতে পারেন, কিন্তু যাঁহার দ্বারা মন 'ময়' বা বিষয়রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, লোকে যাঁহাকে 'ইদং'রূপে বা আত্মভিন্নরূপে উপাসনা করে, তাঁহাকে নহে। অর্থাৎ লোকে যাঁহাকে আত্মভিন্নরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, তিনি ব্রহ্ম নহেন।

*বিবরণ*সম্প্রদায় এইরূপে শাব্দাপরোক্ষবাদের সমর্থনে শ্রুতিপ্রমাণ উপন্যাস করিলে পুনরায় আপত্তি হইবে যে, উক্ত *কেনশ্রুতির* অব্যবহৃত পূর্ববর্তী শ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে যে "যদ্বাচাঽনভ্যদিতম্"[১৯৪]। উক্ত শ্রুতিতে স্পষ্টতঃই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম বাক্যের দ্বারা উচ্চারিত বা প্রকাশিত হইতে পারেন না। ব্রহ্মচৈতন্য বাক্যেরও অগোচর হইলে শ্রুতির দ্বারা শাব্দাপরোক্ষবাদও সমর্থিত হইতে পারে না; কারণ শাব্দাপরোক্ষবাদ অঙ্গীকার করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে শব্দপ্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এইরূপ আপত্তির উত্তরে *বিবরণ*সম্প্রদায় বলেন যে, ব্রহ্ম বাক্যেরও অগোচর হইলে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত বা অপ্রকাশিতই বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে উক্ত

---

[১৯৩] *কেনোপনিষদ্ ১/৫*

[১৯৪] *কেনোপনিষদ্ ১/৪*

কেনোপনিষদেই যে “তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি” বলা হইয়াছে, তাহা অপ্রমাণ হইয়া যাইবে। কেবল উক্ত কেন শ্রুতিই নহে, আজস্র শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ যে সম্ভব এবং ব্রহ্ম যে শ্রুতিমাত্রবেদ্য তাহা স্পষ্টতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। “ত্বং ত্বৌপনিষদং পুরুষম্”[১৯৫] এইরূপ *বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে* ব্রহ্মকে উপনিষদ্‌বেদ্যরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ব্রহ্মের শ্রুতিবেদ্যত্ববিষয় বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যের মধ্যে যে আপাতবিরোধ প্রতীয়মান হয়, তাহার সমাধানের নিমিত্ত *বিবরণ*সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে ব্রহ্ম শব্দের শক্যার্থ হইতে পারে না। ব্রহ্মে প্রবৃত্তিনিমিত্তের অভাববশতঃই শব্দ শক্তিসম্বন্ধের দ্বারা ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু শ্রুতি লক্ষণার দ্বারা ব্রহ্মকে উপস্থাপন করিতে সমর্থ। যথা “তত্ত্বমসি”[১৯৬] এইপ্রকার মহাবাক্য জহদজহল্লক্ষণা বা ভাগত্যাগ লক্ষণার দ্বারা ব্রহ্মকে সূচিত করিয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্ম শব্দের অবাচ্য হইলেও সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় নহেন।

[১৯৫] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩/৯/২৬*

[১৯৬] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬/৭/৮*

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

শব্দপ্রমাণের দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ববিষয়ে *বিবরণোক্ত* মতত্রয় উপস্থাপন

কিন্তু শব্দপ্রমাণ হইতে কীরূপে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে? এইপ্রশ্নের ত্রিবিধ উত্তর *বিবরণ*সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত।

প্রথম মত অনুসারে শব্দ প্রথমে অসংস্কৃত বা অশুদ্ধ অন্তঃকরণে পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন করিয়া থাকে। অনন্তর শাস্ত্র শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ এবং সংস্কৃত হইলে উক্ত শব্দপ্রমাণের দ্বারাই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা, অসংস্কৃত অগ্নিতে হোম সম্পাদন করিলে সেইরূপ হোম কোনওপ্রকার অপূর্ব উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু অগ্ন্যাধানাদি ক্রিয়ার দ্বারা অগ্নি সংস্কৃত হইলে সংস্কৃত অগ্নিতে সম্পাদিত হোম অপূর্বের জনক হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য প্রথম শ্রবণকালে স্বতঃ অপরোক্ষজ্ঞানজননে অসমর্থ হইলেও শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনসংস্কৃত চিত্ত সহকারী কারণ হইলে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য অপরোক্ষজ্ঞানজননে সমর্থ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় মত অনুসারে মন যেরূপ স্বতন্ত্ররূপে বাহ্যবিষয় গ্রহণে অসমর্থ হইলেও নিরন্তর ভাবনাসহকৃত মন স্ত্রীসাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়, সেইরূপ নিদিধ্যাসনের পরিপাক

হইলে সেইরূপ নিদিধ্যাসনসহকৃত শব্দপ্রমাণ ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানজননে সমর্থ হইয়া থাকে।

উক্ত মতদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য এইরূপ। প্রথম মত অনুসারে নিদিধ্যাসনসংস্কৃত চিত্তই শব্দপ্রমাণের সহকারী এবং দ্বিতীয় মতানুসারে পরিপক্ক নিদিধ্যাসনই শব্দপ্রমাণের সহকারী কারণ। উভয় মতানুসারেই শব্দ স্বতঃ অপরোক্ষজ্ঞানজননে অসমর্থ হইলেও বিশিষ্ট সহকারী কারণের সহায়তায় অপরোক্ষজ্ঞানজননে সমর্থ হইয়া থাকে।

উভয় মত অনুসারেই শব্দ স্বতঃ অপরোক্ষজ্ঞানজননে অসমর্থ হইলেও বিশিষ্ট সহকারী কারণের সহায়তায় অপরোক্ষজ্ঞানজননে সমর্থ হইয়া থাকে। *বিবরণা*চার্য এইরূপ মতদ্বয়কে "অন্যং মতম্"[১৯৭] রূপে উপস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত দুইপ্রকার মতের কোনওটিই যে *বিবরণা*চার্যের অভিপ্রেত নহে, তাহা *বিবরণের* এই অংশের *তত্ত্বদীপন* টীকায় স্পষ্টতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। উক্ত মতদ্বয় উপস্থাপন করিতে *বিবরণা*চার্য বলিয়াছে, "অন্যন্মতম্ - ন প্রথমোৎপন্নং শাব্দজ্ঞানমেব প্রতিবন্ধবিগমাপেক্ষয়াঽপরোক্ষাবভাসং ভবতি, কিন্তু শব্দ এব প্রথমং ব্রহ্মণি

[১৯৭] প্রকাশাত্মযতি, *পঞ্চপাদিকাবিবরণ*, *ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্* -এর অন্তর্গত, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী, ১৯৯৫, পৃঃ ৫১০

পরোক্ষজ্ঞানমুৎপাদ্য পুনর্বর্ণিতচিত্তদর্পণসহকারী কারণাপেক্ষয়া দ্বিতীয়মপরোক্ষজ্ঞানমুৎপাদয়তি”[১৯৮]।

এই দুই পক্ষ যে *বিবরণা*চার্যের অভিমত নহে, তাহা *তত্ত্বদীপন* টীকানুসারে *বিবরণ* ব্যাখ্যানবসরে পরিস্কৃত হইবে।

প্রশ্ন হইবে যে তাহা হইলে *বিবরণা*চার্যের নিজ মত কী প্রকার?

ইহার উত্তর এই যে, “অন্যন্মতম্” বলিয়া পূর্বোক্ত পক্ষদ্বয় উপস্থাপনের পূর্বেই বিবরণাচার্য স্বীয় মত উপস্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ প্রথমোস্থাপিত মতানুসারে “তত্ত্বমসি” মহাবাক্য শ্রবণের ফলে প্রথমেই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষপ্রমিতিই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পরবর্তী অনুচ্ছেদে এই ত্রিবিধ মত বিশেষরূপে বিচারিত হইবে এবং অখণ্ডানন্দমুনিকৃত *তত্ত্বদীপন* টীকা অনুসারে প্রদর্শিত হইবে যে প্রথমে উপস্থাপিত পক্ষই *বিবরণা*চার্যের অভিপ্রেত।

---

[১৯৮] প্রকাশাত্মযতি, *পঞ্চপাদিকাবিবরণ*, ১৯৯৫, পৃঃ ৫১০

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ববিষয়ে *বিবরণা*চার্যের স্বাভিমত পক্ষ উপস্থাপন

আচার্য শঙ্কর তাঁহার *অধ্যাসভাষ্যের* শেষে বলিয়াছিলেন, "অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে"[১৯৯]। উক্ত ভাষ্য সন্দর্ভের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই শব্দ কীপ্রকারে অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হয়, তাহা *পঞ্চপাদিকা* এবং *পঞ্চপাদিকাবিবরণ* গ্রন্থে বিচারিত হইয়াছে। প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয়, কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম, ভোক্তা, ভোগ এবং ভোগ্য এই নয় প্রকার পদার্থকে অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অনর্থরূপে গণ্য করা হয়। পূর্বোক্ত ভাষ্যসন্দর্ভে ভাষ্যকার বলিয়াছিলেন যে, উক্ত অনর্থসমূহের মূল উপাদানকারণ অবিদ্যার নাশের জন্য এবং আত্মৈকত্ববিদ্যার প্রতিপত্তির নিমিত্তই সমগ্র বেদান্তশাস্ত্র আরব্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ অবিদ্যানিবৃত্তি এবং আত্মৈকত্বজ্ঞানের প্রতিপত্তিই বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন। উক্ত সন্দর্ভের অন্তর্গত 'প্রতিপত্তি' শব্দের অর্থ নিরূপণের নিমিত্ত *ভামতী*কার বলিয়াছেন যে উক্ত ভাষ্যসন্দর্ভে 'প্রতিপত্তি' পদ প্রাপ্তি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। *ভামতী*কার উক্ত ভাষ্যসন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, "প্রকৃতমুপসংহরতি-অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায়। বিরোধিপ্রত্যয়ং বিনা কুতোঽস্য প্রহাণমিতি, অত উক্তম্-

---

[১৯৯] আচার্য শঙ্কর, *শারীরকভাষ্য*, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৮২, পৃঃ ৪৫

আত্মৈকবিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে। প্রতিপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ তস্যৈ”[২০০]। *ভামতী*কারের তাৎপর্য এই যে, বিরোধিপ্রত্যয় বা বিরোধিজ্ঞান ব্যতিরেকে অনর্থহেতুর প্রহাণ সম্ভব না হওয়ায় ভাষ্যকার অনর্থহেতুর প্রহাণরূপ প্রয়োজন নির্দেশের অনন্তর যে বিরোধিপ্রত্যয়ের দ্বারা অনর্থহেতুভূত অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া থাকে, সেই আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থলে ‘প্রতিপত্তি’ পদ প্রাপ্তি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ লোকব্যবহারে ‘প্রতিপত্তি’ পদ জ্ঞপ্তি বা জ্ঞান এবং প্রাপ্তি, এই উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মৈকত্ববিদ্যা স্বয়ং জ্ঞান হওয়ায় তাহা প্রকাশস্বরূপ। ফলতঃ ঘটপটাদি জড়পদার্থের ন্যায় বিদ্যা অজ্ঞাতরূপে উৎপন্ন হইতেই পারে না। ফলতঃ উহা প্রকাশিত হইয়াই উৎপন্ন হয়, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বিদ্যা উৎপন্ন হইলে বা আত্মলাভ করিলে পৃথক্‌রূপে বিদ্যার প্রকাশ বা জ্ঞানোৎপত্তির নিমিত্ত সকল বেদান্তশাস্ত্র আরব্ধ হইতে পারে না। অতএব, বিদ্যার প্রকাশের নিমিত্ত বেদান্তশাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয়, ‘প্রতিপত্তি’ পদের এইরূপ জ্ঞপ্তি অর্থ স্বীকার করিয়া পূর্বোদ্ধৃত ভাষ্যসন্দর্ভের তাৎপর্য নিরূপণ করা যায় না। *পঞ্চপাদিকা*কার এই তাৎপর্যেই বলিয়াছেন, “ন হি বিদ্যা গবাদিবত্তটস্থা সিধ্যতি, যেনাপ্তিঃ

[২০০] আচার্য শঙ্কর, *শারীরকভাষ্য*, বাচস্পতিমিশ্র, *ভামতী*, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৮২, পৃঃ ৪৫

পৃথগুপাদীয়েত”[২০১]। অর্থাৎ গবাদি প্রাণী বা ঘটপটাদি জড় পদার্থের ন্যায় বিদ্যা জ্ঞানাতিরিক্তরূপে বা জ্ঞানবহির্ভূত তটস্থ পদার্থরূপে সিদ্ধ হয় না। ফলতঃ গবাদির প্রকাশের নিমিত্ত পৃথক জ্ঞান স্বীকার আবশ্যক হইলেও বিদ্যা প্রকাশস্বরূপই হওয়ায় বিদ্যার সিদ্ধির নিমিত্ত প্রকাশান্তর স্বীকার আবশ্যক হয় না।

প্রশ্ন হইবে, যদি ‘প্রতিপত্তি’ পদের জ্ঞপ্তি বা প্রকাশ অর্থ আলোচ্যস্থলে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহা হইলে ভাষ্যকার কীরূপ অর্থে “অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে” এইরূপ সন্দর্ভে ‘প্রতিপত্তি’ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন? ‘প্রতিপত্তি’ পদের প্রাপ্তি অর্থই কি এই স্থলে গ্রহণীয়?

*পঞ্চপাদিকা*কার এবং *বিবরণা*চার্য বলিয়াছেন যে, “আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে” পদের অন্তর্গত ‘প্রতিপত্তি’ পদের প্রাপ্তি অর্থ গৃহীত হইলে, সেই প্রাপ্তি দুই প্রকার হইতে পারে- বিদ্যার আশ্রয়প্রাপ্তি অথবা বিদ্যার বিষয়প্রাপ্তি। বিদ্যাস্থলে অন্য কোনও প্রকার প্রাপ্তির প্রসঙ্গ না থাকায় এইরূপ উভয়প্রকার প্রাপ্তির মধ্যে অন্যতরকে বা উভয়কেই ‘প্রতিপত্তি’ পদের অর্থরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

[২০১] পদ্মপাদাচার্য, *পঞ্চপাদিকা*, *ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্* -এর অন্তর্গত, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী, ১৯৯৫, পৃঃ ৫০১-৫০২

কিন্তু *পঞ্চপাদিকা*কার এবং *বিবরণা*চার্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে সমীপস্থ বা তটস্থ পদার্থের যেরূপে প্রাপ্তি হয়, সেইরূপে বিদ্যার আশ্রয়প্রাপ্তি বা বিষয়প্রাপ্তি হইতেই পারে না। এই তাৎপর্যেই *পঞ্চপাদিকা*কার বলিয়াছেন, "সা হি বেদিত্রাশয়া বেদ্যং তস্মৈ প্রকাশয়ন্ত্যেবোদেতি"[২০২]। *পঞ্চপাদিকা*কার প্রদত্ত উক্ত সন্দর্ভ ব্যাখ্যার নিমিত্ত *বিবরণা*চার্য বলিয়াছেন, "জ্ঞানং হি বস্তুতঃ প্রতীতিশ্চ জ্ঞাতুরুৎপত্ত্যেবাপ্তমেবেত্যর্থঃ"[২০৩]। *পঞ্চপাদিকা*কার এবং *বিবরণা*চার্যের তাৎপর্য এই যে, জ্ঞানমাত্রই জ্ঞাতায় আশ্রিত হইয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং, কোনও সমীপস্থ বা তটস্থ পদার্থকে, যথা গবাদিকে, যেরূপে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, জ্ঞানের সেইরূপ স্বীয় আশ্রয়কে প্রাপ্ত হইবার কোনও প্রশ্নই থাকে না; সেইহেতু জ্ঞান সর্বদা জ্ঞাতায় আশ্রিতরূপেই স্বরূপলাভ বা আত্মলাভ করিয়া থাকে। জ্ঞান বিষয়প্রকাশস্বরূপ হওয়ায় বিষয়ও জ্ঞানের পক্ষে তটস্থ বা সমীপস্থ নহে। বিষয়ের প্রতীতিরূপেই জ্ঞান আত্মলাভ করিয়া থাকে। এই কারণে কোনও বহিঃস্থ বা সমীপস্থ বিষয়কে যেরূপে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, জ্ঞান সেই প্রকারে স্বীয় আশ্রয় বা বিষয়কে প্রাপ্ত হইতেই পারে না। ফলতঃ প্রশ্ন হইয়া থাকে যে, ভাষ্যান্তর্গত 'প্রতিপত্তি' পদের প্রাপ্তিরূপ অর্থই বা কীরূপে উপপন্ন হইবে?

---

[২০২] পদ্মপাদাচার্য, *পঞ্চপাদিকা*, ১৯৯৫, পৃঃ ৫০২

[২০৩] প্রকাশাত্মযতি, *পঞ্চপাদিকাবিবরণ*, ১৯৯৫, পৃঃ ৫০১-৫০২

*পঞ্চপাদিকা*কার স্বয়ং এইরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন, “সত্যমেবমন্যত্র; প্রকৃতে পুনর্বিষয়ে বিদ্যোদিতা বৈ ন প্রতিষ্ঠাং লভতে; অসম্ভাবনাভিভূতবিষয়ত্বাৎ। তথাচ লোকেঽস্মিন্ দেশে কালে চেদং বস্তু স্বরূপত এব ন সম্ভবতীতি দৃঢ়ভাবিতম্, যদি তৎকথঞ্চিদ্দৈববশাদুপলভ্যেত, তদা স্বয়মীক্ষমাণোঽপি তাবন্নাধ্যবস্যতি, যাবৎ তৎসম্ভবং নানুসরতি। তেন সম্যগ্জ্ঞানমপি স্ববিষয়েঽপ্রতিষ্ঠিত্মনবাপ্তমিব ভবতি”[২০৪]। *পঞ্চপাদিকা*কার প্রদত্ত উক্ত সন্দর্ভের তাৎপর্য উদ্ঘাটন করিতে *বিবরণা*চার্য বলিয়াছেন, “তত্র প্রত্যক্ষান্তরেষু স্ববিষয়েণ সহাপরোক্ষাবভাসা বিদ্যা ভবতি, আপ্তিশব্দেন চ বিষয়েণ সহাপরোক্ষ্যনিশ্চয়ো বিবক্ষ্যতে, তদিহ ন সংভবতীত্যাহ- সত্যমেবমন্যত্রেতি। অত্র ‘বিদ্যে’তি শক্তিতাৎপর্যবিচারসহকৃতাচ্ছব্দাৎ যৎ প্রমাণজ্ঞানমুৎপদ্যতে, তদভিধীয়তে। তস্য প্রতিষ্ঠা স্ববিষয়েণ সহাপরোক্ষ্যমিতি। তত্রাসংভাবনেতি। চিত্তস্য ব্রহ্মাত্মপরিভাবনাপ্রচয়নিমিত্ততদেকাগ্রবৃত্ত্যযোগ্যতোচ্যতে। বিপরীতভাবনেতি। শরীরাদ্যধ্যাসসংস্কারপ্রত্যয়ঃ। ননু অপরোক্ষাবভাসনিমিত্তপ্রমাণগৃহীতে বস্তুনি নোভয়বিধ চিত্তদোষাদপরোক্ষনিশ্চয়াভাবদর্শনমস্তীতি, তত্রাহ- লোকেঽস্মিন্দেশে কাল ইতি। যথা দূরদেশবর্তিন্যার্দ্রমরীচফলাদৌ তথাবিধবস্তুদর্শন সংস্কারশূন্যতয়া বিপরীতসংস্কারবত্তয়া চ প্রত্যক্ষদৃষ্টেঽপি ন নিশ্চিনোতি। অসংভাবিতবিশেষাংশাপরোক্ষনিশ্চয়ে নোৎপদ্যত

---

[২০৪] পদ্মপাদাচার্য, *পঞ্চপাদিকা*, ১৯৯৫, পৃঃ ৫০২-৫০৩

ইত্যর্থঃ”[২০৫]। *পঞ্চপাদিকার* ‘সত্যমেবমন্যত্র’ এইরূপ সন্দর্ভের তাৎপর্য এই যে, অন্যত্র বা সাধারণ লোকব্যবহারে ইহা দৃষ্ট হয় যে, কোনও বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন হইলে তাহা স্বীয় বিষয়কে অপরোক্ষরূপে এবং অসন্দিগ্ধরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু কদাচিৎ কোনও বিষয়ে অপরোক্ষপ্রমা উদিত হইলেও তাহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। ঐরূপ স্থলে অপরোক্ষপ্রমা উদিত হইলেও উক্ত অপরোক্ষপ্রমার বিষয়ে জ্ঞাতার দৃঢ় অসম্ভাবনাবুদ্ধি থাকিবার ফলে বিষয়ের সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞাতার ঐ বিষয়ে নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যথা কোনও দেশে কোনও কালে কোনও বিশেষ বিষয় থাকিতেই পারে না, জ্ঞাতার চিত্তে এইরূপ অসম্ভাবনাবুদ্ধি থাকিলে দৈববশতঃ সেই দেশে সেই কালে ঐ বিষয় প্রত্যক্ষ করিলেও ঐরূপ বিষয়ে জ্ঞাতার নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানরূপ অধ্যবসায় উৎপন্ন হয় না। ফলতঃ সেই বিষয় জ্ঞাতা স্বয়ং অপরোক্ষরূপে দর্শন করিলেও জ্ঞাতার ঐরূপ বিষয়ে সংশয়, বিপর্যয় হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে বদ্ধজীবের চিত্তে জীব এবং ব্রহ্মের ঐকাত্ম্যবিষয়ে দৃঢ় অসম্ভাবনাবুদ্ধি বিদ্যমান বলিয়া “তত্ত্বমসি” মহাবাক্য শ্রবণের ফলে জ্ঞাতার অন্তঃকরণে জীব এবং ব্রহ্মের ঐকাত্ম্যবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও ঐরূপ অপরোক্ষপ্রমা স্বীয় বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। এই কারণে “তত্ত্বমসি” মহাবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান

---

[২০৫] প্রকাশাত্মযতি, *পঞ্চপাদিকাবিবরণ*, ১৯৯৫, পৃঃ ৫০২

উৎপন্ন হইলেও ঐরূপ জ্ঞান স্ববিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। ফলতঃ বিষয় জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হইলেও উহা যেন অপ্রাপ্তই থাকিয়া যায়।

*বিবরণা*চার্য *পঞ্চপাদিকার* প্রদত্ত উক্ত সন্দর্ভের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যান্তর্গত 'প্রতিপত্তি' পদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং *পঞ্চপাদিকার* অন্তর্গত "তেন সম্যগ্‌জ্ঞানমপি স্ববিষয়েঽপ্রতিষ্ঠিতমনবাপ্তমিব ভবতি" সন্দর্ভের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোনও সম্যগ্‌জ্ঞানও কী কারণে অপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। *বিবরণা*চার্য বলিয়াছেন যে, স্ববিষয়ের সহিত অপরোক্ষরূপে প্রতীয়মান জ্ঞানই 'বিদ্যা' পদের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। কদাচিৎ কোনও বিষয়ে অপরোক্ষসম্যগ্‌জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও সেই জ্ঞান স্ববিষয়ে 'অপ্রতিষ্ঠিত' হইতে পারে। যথা কোনও দূরবর্ত্তী দেশে যদি কেহ আকস্মিকভাবে আর্দ্রমরীচফল দর্শন করেন, তাহা হইলে সেই বিষয়ে সংস্কারশূন্য হওয়ায় এবং যে দেশে ঐ ফল দৃষ্ট হইয়াছে, সেই দেশে ঐ ফল থাকিতেই পারে না, এই প্রকার বিপরীত সংস্কার থাকায় জ্ঞাতার অন্তঃকরণে ঐ ফলবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পরও উহার আপারোক্ষ্যবিষয়ে সংশয়, বিপর্যয় থাকিয়া যায়। অর্থাৎ ঐরূপ বিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও স্ববিষয়ের সহিত জ্ঞানের আপরোক্ষ্যনিশ্চয় হয় না। ফলতঃ এই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াও স্ববিষয়ে অপ্রতিষ্ঠিতই থাকে। 'প্রতিষ্ঠা' পদের অর্থ নির্বচন করিতে *বিবরণা*চার্য বলিয়াছেন, "তস্য প্রতিষ্ঠা স্ববিষয়েণ সহাপরোক্ষ্যমিতি"। অর্থাৎ যে

জ্ঞানের স্ববিষয়ের সহিত আপরোক্ষ্যের নিশ্চয় হয়, সেই জ্ঞানই স্ববিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। অপরপক্ষে যে জ্ঞানের স্ববিষয়ের সহিত আপরোক্ষ্যনিশ্চয় হয় না, সেই জ্ঞান বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়াও বিষয় সেই জ্ঞানের নিকট যেন অপ্রাপ্তই থাকে। প্রকৃতস্থলেও "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য শ্রবণের ফলে আত্মা বা ব্রহ্মবিষয়ে প্রবল অসম্ভাবনাবুদ্ধি থাকায় এবং দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাসের ফলে উৎপন্ন সংস্কারবশতঃ দৃঢ় বিপরীতভাবনা থাকায় ব্রহ্মের আপরোক্ষ্যনিশ্চয় হয় না। ফলতঃ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণের ফলে যে জ্ঞান প্রথমে উৎপন্ন হয়, তাহা স্ববিষয়ে প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়াও যেন বিষয় তাহার দ্বারা অপ্রাপ্ত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। জীব এবং ব্রহ্মের ঐকাত্ম্যবিষয়ে নিরন্তর ভাবনা বা ভাবনাপ্রচয়নিমিত্ত চিত্তে ঐকাত্ম্যবিষয়ে একাগ্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। যে অসংস্কৃত চিত্তে ঐ প্রকার ভাবনাপ্রচয়নিমিত্ত একাগ্রবৃত্তি উৎপন্ন হইতে পারে না সেই চিত্তেই অসম্ভাবনাবুদ্ধি বিদ্যমান এবং চিত্তে অসম্ভাবনাবুদ্ধি ও দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাসজনিত বিপরীতভাবনাবুদ্ধি থাকিলে ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ে অপরোক্ষনিশ্চয় হয় না। অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইবার পরও স্ববিষয়ের সহিত আপরোক্ষ্যনিশ্চয় না হওয়ায় জ্ঞান স্ববিষয়ে অপ্রতিষ্ঠিতই থাকে। স্ববিষয়ে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাই বিদ্যার প্রতিপত্তি। আত্মৈকত্ববিদ্যা যাহাতে স্ববিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সেই কারণেই বেদান্তমীমাংসা শাস্ত্র আরব্ধ হইয়া থাকে। বেদান্তবাক্যবিচারাত্মক

বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রের দ্বারা চিত্তে ব্রহ্মাত্মৈক্যবিদ্যার প্রতিষ্ঠা হইলে আত্মৈকত্ববিদ্যার প্রতিপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ভাষ্যের অন্তর্গত ‘প্রতিপত্তি’ পদ ব্যর্থ নহে। ঐ পদের দ্বারা ব্রহ্মাত্মৈক্যবিদ্যার স্ববিষয়ে আপরোক্ষ্যনিশ্চয়রূপ প্রতিষ্ঠা সূচিত হওয়ায় ‘প্রতিপত্তি’ পদকে সার্থকই বলিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, শব্দের দ্বারা জীব এবং ব্রহ্মের ঐকাত্ম্যবিষয়ে অপরোক্ষনিশ্চয় কীপ্রকারে উৎপন্ন হয়, এই বিষয়ে *বিবরণে* যে ত্রিবিধ মত পরিলক্ষিত হয় সেই মতত্রয়ের মধ্যে *বিবরণা*চার্যের স্বীয় মত কোন্‌টি?

প্রথমতঃ এইরূপ প্রশ্নের উত্তর *বিবরণেই* নিহিত রহিয়াছে। বিবরণে উল্লিখিত মতত্রয়ের মধ্যে শেষোক্ত মতদ্বয় ‘অন্যন্মতম্‌’ -রূপে উল্লিখিত হওয়ায় উক্ত মতদ্বয় *বিবরণা*চার্যের অভিপ্রেত নহে, তাহা স্পষ্টই। প্রথমোক্ত মতই যে *বিবরণা*চার্যের অভিপ্রেত, তাহা *বিবরণের তত্ত্বদীপন* টীকায় অখণ্ডানন্দমুনি কণ্ঠতঃ প্রতিপাদন করিয়াছেন, “কঃ পক্ষ আস্তেয়ঃ? ইত্যাশঙ্ক্যোভয়থাঽপি প্রতিপত্তিশব্দো ন বিরুধ্যত ইত্যাহ- *সর্বথেতি*। পূর্বপক্ষ এব সিদ্ধান্ত ইতি রহস্যম্‌”[২০৬]। অর্থাৎ *বিবরণোক্ত* প্রথম পক্ষই *বিবরণা*চার্যের স্বভিমত পক্ষ, ইহাই বিবরণরহস্য। তাৎপর্য এই যে, *বিবরণোক্ত* প্রথম দুইটি মত *বিবরণ*সম্প্রদায়ের

---

[২০৬] অখণ্ডানন্দমুনি, *তত্ত্বদীপন*, ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্‌ -এর অন্তর্গত, প্রথম ভাগ, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী, ১৯৯৫, পৃঃ ৫১০

কোনও কোনও আচার্য স্বীকার করিলেও *বিবরণা*চার্য ঐ দুইটি মত কুত্রাপি অঙ্গীকার করেন নাই। বস্তুতঃপক্ষে *বিবরণ* মতে অনাবৃত প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত বিষয়ের অভেদই বিষয়ের আপরোক্ষ্য এবং এইরূপ বিষয়গত আপরোক্ষ্যই জ্ঞানগত অপরোক্ষত্বের প্রযোজক। প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যের এই প্রকার অভেদ কোনও কোনও বস্তুবিশেষে স্বাভাবিক এবং ঘটাদি পদার্থস্থলে এইরূপ ভেদ বৃত্তির দ্বারাই স্থাপিত হয়। ব্রহ্মে বা ব্রহ্মের সহিত বিজ্ঞাতৃচৈতন্যের অভেদ স্বাভাবিক। এই কারণে "তত্ত্বমস্যা"দি মহাবাক্যজন্য জ্ঞান কদাপি পরোক্ষ হইতেই পারে না। এইরূপ মত স্বীকারে শব্দপ্রমাণের স্বভাবহানিও হয় না। কারণ করণমহিমায় যে জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব উপপন্ন হয় না, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। *বিবরণ* মতে বিজ্ঞাতৃচিদভিন্নত্বরূপ বিষয়াপরোক্ষ্য, বিষয়ের ঐরূপ আপরোক্ষ্যের দ্বারাই জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব নিরূপিত হয়। ব্রহ্মচৈতন্যরূপ বিষয় স্বাভাবিকরূপে অপরোক্ষস্বভাব বলিয়া "তত্ত্বমস্যা"দি বাক্য ব্রহ্মবিষয়ে প্রথমেই অপরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন করে। কিন্তু অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনাবশতঃই প্রথম অপরোক্ষজ্ঞান সর্বদা স্ববিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করিতে পারেন যে, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য শ্রবণের অনন্তর যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা উক্ত মহাবাক্যান্তর্গত পদসমূহের শক্তি এবং উক্ত বাক্যের তাৎপর্য বিচারের দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ তাৎপর্যবিচারের দ্বারা জ্ঞাতার অসম্ভাবনাবুদ্ধি

এবং বিপরীতভাবনাবুদ্ধি নিরস্ত হওয়ায় মহাবাক্য শ্রবণের ফলে যে আত্মৈকত্ববিদ্যা উৎপন্ন হয়, তাহা স্ববিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে না কেন?

বিবরণের পূর্বোদ্ধৃত সন্দর্ভে এই প্রকার আশঙ্কারও নিরসন করা হইয়াছে। *বিবরণা*চার্য পূর্বোদ্ধৃত সন্দর্ভে অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনার লক্ষণও প্রদান করিয়াছেন। চিত্তে ব্রহ্মাত্মভাবনার প্রাচুর্যের ফলে জীব এবং ব্রহ্মের ঐকাত্ম্য বিষয়ে যে একাগ্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, সেই একাগ্রবৃত্তি উৎপত্তির অযোগ্যএইজন্য অসম্ভাবনা। তাৎপর্য এই যে, জ্ঞাতার চিত্তে "তত্ত্বমসি" শ্রবণের অনন্তর জীব এবং ব্রহ্মের ঐকাত্ম্যবিষয়ে যদি একাগ্রবৃত্তি উৎপন্ন না হইতে পারে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ঐ চিত্তে অসম্ভাবনাবুদ্ধি বিদ্যমান। আত্মচৈতন্য দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাসের ফলে যে সকল সংস্কার উৎপন্ন হয়, চিত্তে সেইরূপ অধ্যাসসংস্কার বা বিভ্রমসংস্কারপ্রাচুর্যই চিত্তের বিপরীতভাবনা। এই প্রকার অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনাই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য শ্রবণের ফলে উৎপন্ন আত্মৈকত্ববিদ্যার স্ববিষয়ের সহিত আপরোক্ষ্যনিশ্চয়রূপ প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকে। তর্কের দ্বারা অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনা দূরীভূত হইলে শব্দপ্রমাণ স্ববিষয়ে আপরোক্ষ্যনিশ্চয় উৎপন্ন করে এবং আত্মৈকত্ববিদ্যার প্রতিপত্তি হয় বা বিদ্যা স্ববিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। শব্দপ্রমাণ হইতেই আত্মৈকত্ববিদ্যার উৎপত্তি হয়। তর্ক প্রমাণের সহকারী মাত্র। উহা

অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনা দূরীভূত করিয়া শব্দপ্রমাণের দ্বারা ঐকাত্ম্যবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তিতে সহায়তা করিয়া থাকে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

আত্মৈকত্ববিদ্যার আপরোক্ষ্যনিশ্চয়ের প্রতি শ্রবণমননাদি তর্কের সহকারিতানিরূপণ

পূর্ব অনুচ্ছেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, শব্দপ্রমাণ প্রথমে জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ে অপরোক্ষপ্রমাই উৎপন্ন করিয়া থাকে; কিন্তু চিত্তগত অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনারূপ দোষবশতঃ আত্মৈকত্ববিদ্যা স্ববিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তর্কের দ্বারা অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনা দূরীভূত হইলে আত্মৈকত্ববিদ্যার স্ববিষয়ের সহিত আপরোক্ষ্যনিশ্চয় হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইবে যে, কী সেই তর্ক যাহার দ্বারা চিত্তগত অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনা দূরীভূত হয়?

ইহার উত্তর এই যে, শ্রবণমননাদিরূপ তর্কের দ্বারাই অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনারূপ চিত্তদোষ দূরীভূত হয়। চিত্তদোষসমূহের অপসারণ হইলে স্ববিষয়ের সহিত বিদ্যার আপরোক্ষ্যনিশ্চয় হইয়া থাকে। বর্তমান অনুচ্ছেদে অতি সংক্ষেপে *বিবরণ*সম্প্রদায়কে অনুসরণ করিয়া শ্রবণ-মননাদি তর্কের স্বরূপ নিরূপণ করা হইবে।

*বিবরণ*সম্প্রদায়ের মতে শ্রবণাদি তর্ক চিত্তগত অসম্ভাবনাদি দোষ নিরাকরণ করিয়া প্রমাণের সহায়তা করে।

কিন্তু এইরূপে শ্রবণমননাদি তর্ককে শব্দপ্রমাণের সহকারিরূপে স্বীকার করা হইলে আপত্তি হইবে যে, বেদ ব্রহ্মবিষয়ে অনপেক্ষপ্রমাণ। এক্ষণে শ্রুতি যদি শ্রবণাদি তর্কসহায়েই ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ে আপরোক্ষ্যনিশ্চয়ের জনক হয়, তাহা হইলে শ্রুতির অনপেক্ষপ্রামাণ্যরূপ স্বতঃপ্রামাণ্যের হানি হইবে।

*পঞ্চপাদিকা*কার এইরূপ আপত্তি উত্থাপনপূর্বক খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন, "ননু এবং তর্কসাপেক্ষং স্বমর্থং সাধয়তোঽনপেক্ষত্বহানেরপ্রামাণ্যং স্যাৎ, ন স্যাৎ; স্বমহিম্নৈব বিষয়াধ্যবসায়হেতুত্বাৎ"[২০৭]। পূর্বোক্ত আপত্তির উত্তরে *পঞ্চপাদিকা*কার বলিয়াছেন যে, শব্দ স্বমহিমায় স্বীয় বিষয়ের অধ্যবসায় বা অপরোক্ষনিশ্চয় উৎপন্ন করে বলিয়া উহার অনপেক্ষপ্রামাণ্য বা স্বতঃপ্রামাণ্যের হানি হয় না। *পঞ্চপাদিকা*কারের তাৎপর্য এই যে, প্রমাণের দ্বারাই বিষয়ের আপরোক্ষ্যনিশ্চয় উৎপন্ন হয়; তর্ক কদাপি বিষয়নিশ্চয় উৎপন্ন করিতে পারে না। চিত্তগত দোষসমূহ প্রমাণের দ্বারা বিষয়নিশ্চয়ের উৎপত্তিতে প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকে। শ্রবণাদি তর্কের দ্বারা অসম্ভাবনা প্রভৃতি প্রতিবন্ধক অপসারিত

---

[২০৭] পদ্মপাদাচার্য, *পঞ্চপাদিকা*, ১৯৯৫, পৃঃ ৫০৮

হইলে শব্দপ্রমাণ স্বয়ং স্ববিষয়ে আপরোক্ষ্যনিশ্চয় উৎপন্ন করিয়া থাকে। শব্দের দ্বারা আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তিতে তর্কের উপযোগ প্রদর্শনের নিমিত্ত *পঞ্চপাদিকা*কার বলিয়াছেন, “কঃ পুনঃ তর্কস্যোপযোগঃ? বিষয়াসম্ভবাশঙ্কায়াং তথাঽনুভবফলানুৎপত্তৌ তৎসম্ভবপ্রদর্শনমুখেন ফলপ্রতিবন্ধবিগমে। তথাচ তত্ত্বমসিবাক্যে ত্বংপদার্থো জীবস্তৎপদার্থে ব্রহ্মস্বরূপতামাত্মনোঽসম্ভাবয়ন্ বিপরীতং চ রূপং মন্বানঃ সমুৎপন্নেঽপি জ্ঞানে তাবন্নাধ্যবস্যতি, যাবত্তর্কেণ বিরোধমপনীয় সদ্রূপতামাত্মনো ন সম্ভাবয়তি”[২০৮]। তাৎপর্য এই যে, জ্ঞাতার চিত্তে ‘এই প্রকার অনুভবের বিষয় অসম্ভব’ এইরূপ আশঙ্কা থাকিলে অনুভব বিষয়নিশ্চয়রূপ ফল উৎপন্ন করিতে পারে না। তর্ক অনুভবের বিষয়ের সম্ভাবনা প্রদর্শনদ্বারা অনুভবের ফলের উৎপত্তিতে প্রতিবন্ধক অপসারিত হয় এবং প্রমাণও স্বীয় বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে। শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের মধ্যে শ্রবণাখ্য তর্ক প্রমাণগত অসম্ভাবনাবুদ্ধির নিরসন করিয়া থাকে।

শ্রবণাখ্যতর্কের দ্বারা প্রমাণগত অসম্ভাবনা বুদ্ধির নিরাস হয়, ইহা স্বীকার করিলে আপত্তি হইবে যে অদ্বৈতবেদান্তী শ্রুতিপ্রমাণে কোনওপ্রকার প্রমাণগত অসম্ভাবনাদোষ স্বীকার করিতেই পারেন না। কারণ শ্রুতি পুরুষবুদ্ধিপ্রবভ না হওয়ায় পুরুষগত কোনও

[২০৮] পদ্মপাদাচার্য, *পঞ্চপাদিকা*, ১৯৯৫, পৃঃ ৫০৮

দোষের দ্বারা শ্রুতি কলুষিত হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত ধর্মের ন্যায় ব্রহ্মবিষয়েও শ্রুতি অনপেক্ষপ্রমাণ। অন্য কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়াই শ্রুতি স্বীয় বিষয়কে স্থাপন করিতে সমর্থ। অতএব, শ্রুতিতে কোনও অসম্ভাবনারূপ দোষই সম্ভব না হওয়ায় শ্রবণাখ্য তর্ক প্রমাণগত অসম্ভাবনাদোষ কীরূপ দূর করিবে?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে, বস্তুতঃপক্ষে নির্দোষ শ্রুতি প্রমাণে অসম্ভাবনাদোষের কোনও সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু জ্ঞাতার চিত্তে "ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ে বেদান্তবাক্যসমূহের তাৎপর্য অসম্ভব" -এইপ্রকার অসম্ভাবনাবুদ্ধি থাকিতে পারে। শ্রবণাখ্য তর্কের দ্বারা চিত্তগত এইরূপ অসম্ভাবনাবুদ্ধিই দূরীভূত হইয়া থাকে। যে শ্রবণাখ্য তর্কের দ্বারা উক্তপ্রকার চিত্তগত পূর্বোক্তপ্রকার অসম্ভাবনাবুদ্ধির অপনোদন হয়, সেই শ্রবণাখ্য তর্কের আকার এইরূপ- "তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং যদি ব্রহ্মাত্মৈক্যপরং ন স্যাৎ, তদা উপক্রমোপসংহারাদিকং অদ্বৈতব্রহ্মবোধকং ন স্যাৎ"। বস্তুতঃ উপক্রম এবং উপসংহারের ঐক্য, অভ্যাস, উৎপত্তি, ফল, অর্থবাদ এবং অপূর্বতা -এইরূপ ষড়্বিধ তাৎপর্যগ্রাহকলিঙ্গের বেদান্তবাক্যসমূহের বিচারই শ্রবণাখ্য তর্ক। অনতিপূর্বে শ্রবণাখ্য তর্কের যে আকার প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই স্থলেও ইহাই বলা হইয়াছে। ঐ তর্কের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, "তত্ত্বমস্যাদি" মহাবাক্য যদি ব্রহ্মাত্মৈক্যপর না হইত, তাহা হইলে উপক্রম-উপসংহারের ঐক্য, অভ্যাস প্রভৃতি তাৎপর্যগ্রাহকলিঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মাত্মৈক্যই বেদান্তবাক্যসমূহের একমাত্র

তাৎপর্যরূপে নিরূপিত হইত না। কিন্তু তাৎপর্যগ্রাহকলিঙ্গসমূহের দ্বারা ব্রহ্মাত্মৈক্য বেদান্তবাক্যসমূহের তাৎপর্যরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। এই কারণে "তত্ত্বমস্যাদি" মহাবাক্যও ব্রহ্মাত্মৈক্যপর হইবে। এই প্রকার শ্রবণাখ্য তর্ক বেদান্তবাক্যসমূহের শক্তিতাৎপর্যনির্ণয়ফলক।

কিন্তু তর্কসহায়ে শ্রুতি ব্রহ্মাত্মৈক্য প্রতিপাদন করে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইলে শ্রুতির স্বতন্ত্র হানির আশঙ্কা পুনরুজ্জীবিত হইবে। তর্ককে স্বয়ং ভাষ্যকার আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তির উপকরণরূপে স্বীকার করিয়াছেন, "তস্মাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপন্যাসমুখেন বেদান্তবাক্যমীমাংসা তদবিরোধীতর্কোপকরণা নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনা প্রস্তূয়তে"[২০৯]। এক্ষণে বেদান্তবাক্যসমূহ যদি আত্মৈকত্ববিদ্যার করণ এবং তর্ক আত্মৈকত্ববিদ্যার উপকরণ হয়, তাহা হইলে সিদ্ধান্তীকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্মচৈতন্য তর্কের বিষয় হইতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্ম তর্কের বিষয় হইলে শ্রুতিবিরোধ অনিবার্য হইবে। কারণ *কঠঃ* শ্রুতি কণ্ঠতঃ বলিয়াছেন, "নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া"[২১০]। অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধি তর্কের দ্বারা লভ্য নহে।

---

[২০৯] আচার্য শঙ্কর, *শারীরকভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রশানকভাষ্যম্* -এর অন্তর্গত, ১৯৮২, ১/১/১, পৃঃ ৮৩
[২১০] *কঠোপনিষদ্ ১/২/৯*

এইরূপ আশঙ্কা পুনরায় উপস্থিত হইলে সিদ্ধান্তী বলিবেন যে, *পঞ্চপাদিকার* পূর্বোদ্ধৃত সন্দর্ভেই এইপ্রকার আপত্তি সমাহিত হইয়াছে। *পঞ্চপাদিকা*কার বলিয়াছেন, “ ন স্যাৎ; স্বমহিম্নৈব বিষয়াধ্যাবসায়হেতুত্বাৎ”, এইরূপ সন্দর্ভের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বেদান্তবাক্যসমূহরূপ শব্দরাশি স্বমহিমায় আত্মৈকত্ববিদ্যা উৎপন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু অসম্ভাবনাবুদ্ধিরূপ চিত্তগত দোষের প্রতিবন্ধকতাবশতঃই আত্মৈকত্ববিদ্যা স্ববিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং তর্কের দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ হয় না। তর্ক কেবল অসম্ভাবনাবুদ্ধি দূরীভূত করিয়া থাকে। প্রতিবন্ধক অপসৃত হইলে জ্ঞান স্ববিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে মননাখ্যতর্ক প্রমেয়গত অসম্ভাবনাবুদ্ধির নিবর্তক তর্করূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

কিন্তু আপত্তি হইবে যে, অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ব্রহ্মাই একমাত্র প্রমেয়রূপে স্বীকৃত হওয়ায় এবং ব্রহ্ম নিত্যনির্দোষস্বভাব হওয়ায় অদ্বৈতমতে প্রমেয়গত অসম্ভাবনাবুদ্ধির কোনও সম্ভাবনাই নাই।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্দোষ হইলেও প্রমাতার স্বীয় চিত্তদোষবশতঃ প্রমাতার অন্তঃকরণে “জীবব্রহ্মৈক্য সম্ভব অথবা সম্ভব নহে?” ইত্যাকার

সংশয় এবং "জীবব্রহ্মৈক্য অসম্ভব" ইত্যাকার বিপর্যয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। মননাখ্য তর্কের দ্বারা এইরূপ জীবব্রহ্মৈক্যবিষয়ক সংশয় এবং বিপর্যয়ই নিরস্ত হইয়া থাকে। তর্কের দ্বারা যে জীবব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ক অসম্ভাবনাবুদ্ধি এবং বিপরীতভাবনাবুদ্ধির নিরসন হইয়া থাকে, তাহা *পঞ্চপাদিকা*কার কণ্ঠতঃই প্রতিপাদন করিয়াছেন, "তথাচ তত্ত্বমসিবাক্যে ত্বংপদার্থো জীবস্তৎপদার্থে ব্রহ্মস্বরূপতামাত্মনোঽসম্ভাবয়ন্ বিপরীতং চ রূপং মন্বানঃ সমুৎপন্নেঽপি জ্ঞানে তাবন্নাধ্যবস্যতি, যাবৎ তর্কেণ বিরোধমপনীয় তদ্রূপতামাত্মনো ন সম্ভাবয়তি"[২১১]। *পঞ্চপাদিকা*কারের তাৎপর্য এই যে, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের দ্বারা জীবের ত্বংপদার্থভূত জীব এবং তৎপদার্থভূত ব্রহ্মের ঐক্যের জ্ঞান হইলে জীবের চিত্তে স্বীয় ব্রহ্মরূপতাবিষয়ে যে অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনার উদয় হয়, সেই অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনাবশতঃই জীবের অন্তঃকরণে ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও ঐ জ্ঞানের স্ববিষয়ের সহিত আপরোক্ষ্যনিশ্চয় হয় না। তর্কের দ্বারা অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনার অপনোদন হইলে জীবের ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ে আপরোক্ষ্যনিশ্চয় হইয়া থাকে। *পঞ্চপাদিকার* এইপ্রকার সন্দর্ভে স্পষ্টতঃই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে তর্কের দ্বারাই ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ক অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনার নিরসন হয়। যে তর্কের দ্বারা এই

---

[২১১] পদ্মপাদাচার্য, *পঞ্চপাদিকা*, ১৯৯৫, পৃঃ ৫০৮

প্রকার ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ প্রমেয়বিষয়ে অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনার অপনোদন হয়, সেই তর্কই মননাখ্য তর্ক।

মননাখ্য তর্কের আকার এইরূপ- "যদি জীবব্রহ্মণোরভেদ ন স্যাৎ, তদা ষড়্বিধতাৎপর্যগ্রাহক সমস্বভাবতয়া প্রতিপত্তির্ন স্যাৎ" । অর্থাৎ জীবব্রহ্মৈক্য যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ষড়্বিধতাৎপর্যগ্রাহকলিঙ্গের দ্বারা জীবব্রহ্মৈক্য প্রতিপাদিত হইত না বা জীব এবং ব্রহ্ম সমস্বভাবরূপ প্রতীয়মান হইত না।

শ্রবন এবং মননাখ্য তর্কের দ্বারা জীবের চিত্তে যে প্রমাণগত এবং প্রমেয়গত অসম্ভাবনার নিরাস হইলেও অনাদিকাল হইতে পূর্বপূর্ববিভ্রমজন্য যে বিপরীতসংস্কার থাকে, সেই বিপরীতসংস্কার দূরীভূত হয় না। সংসার অনাদি হওয়ায় অনাদিকাল হইতেই চিত্তে "নাহং ব্রহ্ম, কিন্তু জীবঃ" এইরূপ ভ্রমজ্ঞানজন্য সংস্কার সঞ্চিত থাকে। এইরূপ দৃঢ় সংস্কার শ্রবণ এবং মননাখ্য তর্কের দ্বারা দূরীভূত হয় না। নিদিধ্যাসনরূপ তর্কের দ্বারাই এই প্রকার বিপরীতসংস্কার এবং বিপরীতসংস্কারজন্য বিপরীতভাবনার নাশ হইয়া থাকে। নিদিধ্যাসনাখ্য তর্কের আকার এইরূপ- "যদি 'তত্ত্বমসি'বাক্যজন্য জ্ঞানং পরোক্ষং স্যাৎ, তর্হি অপরোক্ষভ্রমস্য নিবর্তকং ন স্যাৎ"। তাৎপর্য এই যে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যজন্যজ্ঞান যদি পরোক্ষজ্ঞান হইত, তাহা হইলে উহা "নাহং ব্রহ্ম, কিন্তু জীবঃ" এইরূপ

অপরোক্ষভ্রমের নিবর্তক হইতে পারিত না। পরোক্ষজ্ঞান যে অপরোক্ষভ্রমের নিবর্তক হইতে পারে না, তাহা সর্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা অলাতচক্রদর্শন প্রভৃতি স্থলে পরোক্ষজ্ঞান থাকিলেও অপরোক্ষভ্রমের অনুবৃত্তিই হইয়া থাকে। সুতরাং পরোক্ষজ্ঞান কদাপি অপরোক্ষভ্রমের নিবর্তক হইতে পারে না। শ্রবণ এবং মননাখ্য তর্কের দ্বারা চিত্তের প্রমাণগত এবং প্রমেয়গত অসম্ভাবনাবুদ্ধির নাশ হইলে চিত্তে ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ে তৈলধারাবৎ নিরন্তরোৎপন্ন চিত্তবৃত্তির প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ তৈলধারাবৎ নিরন্তরোৎপন্ন ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ক জ্ঞানপ্রবাহের দ্বারা চিত্তৈকাগ্র্য সম্পাদিত হইলে সেই ঐকাগ্র্যাত্বস্থ চিত্তই বিপরীতভাবনার নিবর্তক হইয়া থাকে। বিপরীতভাবনার নিরসন হইলে ব্রহ্মাত্মৈক্যবিদ্যার আপরোক্ষ্যনিশ্চয় হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

*বিবরণ*মত অনুসারে শ্রবণের অঙ্গিত্বনিরূপণ

শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের মধ্যে কোন্‌টি অঙ্গী এবং কোন্‌টি অঙ্গ এই বিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে তিনপ্রকার মত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

প্রথম মত অনুসারে নিদিধ্যাসনই অঙ্গী এবং শ্রবণ ও মনন নিদিধ্যাসনের অঙ্গ। এইরূপ মত প্রসঙ্খ্যানবাদী মণ্ডন মিশ্র এবং *ভামতী*কার বাচস্পতি মিশ্র স্বীকার করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় মত অনুসারে শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন সমপ্রধান হওয়ায় কেহই কাহারও অঙ্গ নহে। আচার্য জ্ঞানঘনরচিত *তত্ত্বশুদ্ধি* গ্রন্থে এইরূপ মত দৃষ্ট হইলেও কোন্ আচার্য এইপ্রকার মত অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা *তত্ত্বশুদ্ধি*কার বা অন্য কোনও আচার্য উল্লেখ করেন নাই। *তত্ত্বশুদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "ত্রয়াণামপি শ্রবণাদীনাং শব্দঃ প্রমানম্, প্রতিবদ্ধনিবৃত্তিহেতুত্বাবিশেষাৎ আগ্নেয়াদিবৎ তুলসাধনত্বমিতি কেচিতাচার্যাঃ"[২১২]। আচার্য জ্ঞানঘন প্রদত্ত "ইতি কেচিদাচার্যাঃ" এইরূপ পদ প্রয়োগের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে উক্ত দ্বিতীয় পক্ষ *তত্ত্বশুদ্ধি*কারের অভিপ্রেত নহে।

তৃতীয় মতটি *বিবরণা*চার্যের অভিপ্রেত। এই মত অনুসারে শ্রবণ অঙ্গী এবং মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গ।

*ভামতী*কারের মতে প্রথমে "তত্ত্বমস্যা"দি মহাবাক্য শ্রবণের ফলে যে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা পরোক্ষজ্ঞান। অনন্তর মননাখ্য তর্কের দ্বারা বিষয়সম্ভাবনার হেতুসমূহ

---

[২১২] জ্ঞানঘন, *তত্ত্বশুদ্ধি*, সূর্যনারায়ণ শাস্ত্রী এবং ই.পি. রাধাকৃষ্ণণ (সম্পাদক), মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ, ১৯৪৯, শ্রবণাদিসাধননিরূপণপ্রকরণম্, পৃঃ ২৮৬

উপস্থিত হইলে বিষয়গত অসম্ভাবনার নিরসন হয়। তদন্তর বিষয়াকার নিরন্তর ধ্যানের দ্বারা চিত্ত বিষয়ে সমাহিত হইলে ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রবণ এবং মনন সম্পাদিত না হইলে নিদিধ্যাসন সম্ভব না হওয়ায় শ্রবণ ও মনন নিদিধ্যাসনের স্বরূপোপকারক হইয়া থাকে।

এইরূপ পক্ষ খণ্ডনের নিমিত্ত *বিবরণা*চার্য প্রথমে অন্যমতরূপে যে দুইটই পক্ষ উপস্থাপন করিয়াছিলেন সেই দুইটি পক্ষে শ্রবণের অঙ্গিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। পরিশেষে স্বাভিমত পক্ষ অবলম্বনে শ্রবণাঙ্গিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন; *বিবরণা*চার্য অন্যমতদ্বয় খণ্ডনের নিমিত্ত বলিয়াছেন, "অত্রোচ্যতে – যস্মিন্ পক্ষে শক্তিতাৎপর্যবিশিষ্টশব্দাবধারণং প্রথমং ব্রহ্মণি পরোক্ষজ্ঞানমুৎপাদ্য মনন- নিদিধ্যাসনসংস্কারবিশিষ্টঃ অন্তঃকরণাপেক্ষয়াঽপরোক্ষজ্ঞানমুৎপাদয়তি, তত্র ব্রহ্মণি পরোক্ষজ্ঞানস্য নিদিধ্যাসনোপকারিতয়া তদঙ্গত্বেঽপি তাৎপর্যবিশিষ্টশব্দাবধারণাদপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তৌ মনন-নিদিধ্যাসনে শ্রবণস্য ফলোপকার্যঙ্গতামশ্নুবাতে"[২১৩]। 'অন্যন্মতম্' বলিয়া *বিবরণে* যে দুইটি পক্ষ উপস্থাপিত হইয়াছিল, সেই উভয়পক্ষ অনুসারেই শক্তিতাৎপর্যবিশিষ্ট বেদান্তবাক্যের অবধারণ প্রথমে ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করে। সুতরাং প্রথমোৎপন্ন

---

[২১৩] প্রকাশাত্মযতি, *পঞ্চপাদিকাবিবরণ*, ১৯৯৫, পৃঃ ৫১১

ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান নিদিধ্যাসনের উপকার করিয়া নিদিধ্যাসনের অঙ্গ হইয়া থাকে। কিন্তু মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা সংস্কৃতচিত্তে শক্তিতাৎপর্যবিশিষ্ট বেদান্তবাক্যশ্রবণের ফলে যে অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই অপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিতে মনন এবং নিদিধ্যাসন শ্রবণেরই ফলোপকারক হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রবণই অঙ্গী, মনন এবং নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গ।

ইহাতে পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতে পারেন যে, শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন ইহারা প্রত্যেকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফলের সন্নিপত্যোপকারক। সুতরাং এই ত্রিবিধ উপায়ে ফলের সন্নিপত্যোপকারকতা সমানভাবে বিদ্যমান হওয়ায় শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন দর্শপৌর্ণমাস যাগের ন্যায় সমপ্রধান হইবে না কেন? এই প্রকার পূর্বপক্ষ উপস্থাপন করিতে *বিবরণা*চার্য বলিয়াছেন, "ননু অপরোক্ষফলোদয়েঽপি নিদিধ্যাসনাঙ্গতৈব শ্রবণমননয়োঃ কিং ন স্যাৎ? ত্রয়াণামপি সন্নিপত্যোপকারাবিশেষাৎ, দর্শ-পৌর্ণমাসবৎসমপ্রধানতা বা কিং ন স্যাদিতি?"[২১৪]।

এইরূপ আপত্তির উত্তর প্রদান করিতে *বিবরণা*চার্য বলিয়াছেন, "উচ্যতে – বিশিষ্টশব্দাবধারণং প্রমেয়াবগমং প্রত্যব্যবধানেন কারণং ভবতি; প্রমাণস্য প্রমেয়াবগমং

[২১৪] প্রকাশাত্মযতি, *পঞ্চপাদিকাবিবরণ*, ১৯৯৫, পৃঃ ৫১১

প্রত্যব্যবধানাৎ। মনননিদিদিধ্যাসনে তু চিত্তস্য প্রত্যগাত্মপ্রবণতাসংস্কারপরিনিষ্পন্নতদেকাগ্রবৃত্তিকার্যদ্বারেণ ব্রহ্মানুভবহেতুতাং প্রতিপদ্যেতে, ইতি ফলং প্রত্যব্যবহিতস্য করণস্য বিশিষ্টশব্দাবধারণস্য ব্যবহৃতে মনননিদিধ্যাসনে তদঙ্গে অঙ্গীক্রিয়েতে"[২১৫]। *বিবরণের* উক্ত সন্দর্ভের তাৎপর্য এই যে, শক্তিতাৎপর্যবিশিষ্ট শব্দাবধারণরূপ শ্রবণের অব্যবহিত পরক্ষণেই ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ প্রমেয়ের অবগম হইয়া থাকে। সুতরাং শক্তিতাৎপর্যবিশিষ্টশব্দাবধারণই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন কারণ হওয়ায় ঐরূপ শব্দাবধারণই জীবব্রহ্মৈক্যবিশিষ্ট প্রমার উৎপত্তির করণ বা প্রমাণস্বরূপ। এই কারণেই তাৎপর্যবিশিষ্টশব্দের অবধারণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফল হইতে অব্যবহিত। অপরপক্ষে মনন এবং নিদিধ্যাসন হইতে প্রমেয়াবগতি হইতেই পারে না। উহারা চিত্তে প্রত্যগাত্মপ্রবণতারূপ সংস্কার পরিনিষ্পন্ন বা সম্পাদন করিয়া একাগ্রবৃত্তিরূপ কার্যদ্বারেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং মনন এবং নিদিধ্যাসন ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফল হইতে ব্যবহিতই হওয়ায় উহারা ব্রহ্মাবগতির ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নকারণরূপ করণ নহে। মনন এবং নিদিধ্যাসন ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফল হইতে ব্যবহিতই হওয়ায় এবং শ্রবণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অব্যবহিত বলিয়া শ্রবণকেই অঙ্গী এবং মনন এবং নিদিধ্যাসনকে শ্রবণের অঙ্গ বলিতে হইবে। মনন এবং নিদিধ্যাসন চিত্তে

[২১৫] প্রকাশাত্মযতি, *পঞ্চপাদিকাবিবরণ*, ১৯৯৫, পৃঃ ৫১১

একাগ্রবৃত্তি উৎপন্ন করিয়াই ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফলের উপকারক হইয়া থাকে। এইরূপ একাগ্রবৃত্তির দ্বারাই মনন এবং নিদিধ্যাসন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে ব্যবহিত হইয়া থাকে।

পূর্বপক্ষী পুনরায় আশঙ্কা করিতে পারেন যে, *বিবরণা*চার্যের স্বীয় মতানুসারে বেদান্তবাক্য প্রথমেই ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন করিয়া থাকে। প্রথমেই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য হইতে ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হওয়ায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফলের প্রতি মনন এবং নিদিধ্যাসন কীরূপে উপকারক হইবে?

এইরূপ আশঙ্কার উত্তর প্রদানের নিমিত্তই *বিবরণা*চার্য বলিয়াছেন, "যদা তু পুনঃ শব্দাদেব প্রথমমপরোক্ষানুভবফলবিজ্ঞানমুৎপন্নম্, ভ্রান্তি-বিক্ষেপসংস্কারখচিতান্তঃ করণদোষাদথোঽপি পরোক্ষানুভবফলতয়া বিভ্রান্ত্যাঽবতিষ্টতে, তদা মননিদিধ্যাসনে চিত্তগতবিক্ষেপাদিদোষপ্রতিবন্ধনিরাসেনাপরোক্ষফলপ্রতিষ্ঠাহেতুতয়া প্রমাণস্য ফলোপকার্যঙ্গমিতি ন বিরুধ্যতে"[২১৬]। *বিবরণা*চার্যের তাৎপর্য এই যে, তাঁহার পক্ষ অনুসারে শব্দপ্রমাণ হইতে প্রথমেই অপরোক্ষানুভবরূপ ফল উৎপন্ন হইলেও পূর্ব পূর্ব ভ্রমসংস্কারবশতঃ ঐরূপ সাক্ষাৎকাররূপ ফল পরোক্ষানুভবের ফলরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ভ্রান্তিবিক্ষেপাদি চিত্তদোষবশতঃ অপরোক্ষানুভবরূপ ফলের আপরোক্ষ্যনিশ্চয় হয়

---

[২১৬] প্রকাশাত্মযতি, *পঞ্চপাদিকাবিবরণ*, ১৯৯৫, পৃঃ ৫১১

না। মনন এবং নিদিধ্যাসন চিত্তগত বিক্ষেপাদিদোষ নিরাস করিয়া ফলের আপরোক্ষ্যনিশ্চয়রূপ প্রতিষ্ঠার হেতু হয়। এইরূপে এই পক্ষেও মনন এবং নিদিধ্যাসন প্রমাণের ফলোৎপত্তিতে উপকারকই হইয়া থাকে।

অনন্তর *বিবরণা*চার্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে, শব্দপ্রমাণ বিনা নিদিধ্যাসন হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফলের উৎপত্তি স্বীকার করাই যায় না। "ন চ শব্দকরণমন্তরেণ নিদিধ্যাসনাদেবাপরোক্ষানুভবফলস্য সংভবতি; তস্য প্রামাণ্যাসিদ্ধেঃ"[২১৭]। অর্থাৎ শব্দরূপ করণ বিনা নিদিধ্যাসন হইতে ব্রহ্মাবগতিরূপ ফল উৎপন্ন হইতেই পারে না; কারণ নিদিধ্যাসন প্রমাণ না হওয়ায় নিদিধ্যাসন হইতে ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ক অপরোক্ষানুভব উৎপন্ন হইলে ঐরূপ ফলের প্রামাণ্যই অসিদ্ধ হইত।

ইহাতে পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে, শব্দপ্রমাণ হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফল উৎপন্ন হইলেও নিদিধ্যাসনদ্বারেই ঐরূপ ফলের প্রামাণ্যনিশ্চয় হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রবণকে অঙ্গী এবং নিদিধ্যাসনকে শ্রবণের অঙ্গ বলা যায় না।

এইরূপ আশঙ্কা খণ্ডনপূর্বক শাব্দাপরোক্ষবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য *বিবরণা*চার্য বলিয়াছেন, "শব্দাগতব্রহ্মাত্মবিষয়ত্বাদপরোক্ষস্য তৎদ্বারেণ প্রমাণ্যনিশ্চয় ইতি চেৎ, মৈবম্; উৎপন্নস্য

---

[২১৭] প্রকাশাত্মযতি, *পঞ্চপাদিকাবিবরণ*, ১৯৯৫, পৃঃ ৫১১

হি বিজ্ঞানস্য প্রমাণান্তরাধীনবিষয়সদ্ভাবনিশ্চয়াধীনপ্রামাণ্যকল্পনাদ্ বরং ত্বসৈব ক্লৃপ্তপ্রমাণজন্যত্বকল্পনম্; অন্যথা পরতঃপ্রামাণ্যাৎ, ইতরত্র স্বতঃপ্রামাণ্যাৎ। তস্মাদ্ যুক্তং শ্রবণস্য ফলোপকার্যঙ্গতা মনন-নিদিধ্যাসনয়োরিতি”[২১৮]। *বিবরণা*চার্যের আশয় এই যে, কোনও বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াও স্বীয় প্রামাণ্যসিদ্ধির নিমিত্ত তাহা যদি প্রমাণান্তরাধীনবিষয়নিশ্চয়ের অধীন হয়, তাহা হইলে পরতঃপ্রামাণ্যবাদই স্বীকৃত হইবে। কারণ সেই পক্ষে উৎপন্ন বিজ্ঞানের প্রামাণ্যনিশ্চয় প্রমাণান্তরের দ্বারা বিষয়সদ্ভাবনিশ্চয়ের অধীন হইবে। ফলতঃ প্রমাণান্তরের দ্বারাই প্রথমোৎপন্ন বিজ্ঞানের প্রামাণ্যসিদ্ধি হওয়ায় পরতঃপ্রামাণ্যমতপ্রবেশ অনিবার্য হইবে। এই কারণেই প্রমাণান্তরের অধীনরূপে বিষয়সদ্ভাবনিশ্চয় স্বীকার না করিয়া ক্লৃপ্তপ্রমাণের দ্বারাই বিষয়নিশ্চয় স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত। স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী উত্তরমীমাংসক যদি প্রমাণান্তরাধীনরূপে উৎপন্ন বিজ্ঞানের প্রামাণ্যনিশ্চয় অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে কেবল পরতঃপ্রামাণ্যমতপ্রবেশই হইবে না, শ্রুতিরও স্বতঃপ্রামাণ্য অস্বীকৃত হইবে। এই জন্যই শাব্দাপরোক্ষবাদবিষয়ক আলোচনার উপসংহার করিতে *বিবরণা*চার্য বলিয়াছেন যে শব্দই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রমাণ এবং মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের ফলেরই উপকারক হওয়ায় তাহাদের শ্রবণাঙ্গত্ব স্বীকারই যুক্তিযুক্ত।

---

[২১৮] প্রকাশাত্মযতি, *পঞ্চপাদিকাবিবরণ*, ১৯৯৫, পৃঃ ৫১২

পঞ্চম অধ্যায়

প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা অবলম্বনে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপন

প্রথম অনুচ্ছেদ

শাব্দাপরোক্ষবাদের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী দ্বারা উত্থাপিত প্রথম আপত্তি উপস্থাপন

*তত্ত্বপ্রদীপিকা*কার চিৎসুখাচার্য শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞানকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। *বিবরণ*সিদ্ধান্তের বিশেষ প্রবক্তা চিৎসুখাচার্য তাঁহার *তত্ত্বপ্রদীপিকা* গ্রন্থে শাব্দাপরোক্ষবাদের বিরুদ্ধে বিবিধ আপত্তিসমূহ উত্থাপনপূর্বক তাহার খণ্ডন করিয়া শাব্দাপরোক্ষবাদকে দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপনের নিমিত্ত তিনি যুক্তিজাল বিস্তারের দ্বারা অতিসূক্ষ্ম বিচারসমূহের অবতারণা করিয়াছেন। সেই বিচার বর্তমান অধ্যায়ে আরব্ধ হইতেছে।

চিৎসুখাচার্য শাব্দাপরোক্ষবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত পূর্বপক্ষিগণের আপত্তি উত্থাপনের নিমিত্ত বলেন যে, “ননু কথমপরোক্ষজ্ঞানজনকতা শব্দস্য? তথা সত্যপরোক্ষপ্রমিতিকরণতয়া প্রত্যক্ষান্তর্ভাবপ্রসঙ্গাৎ, ধর্মাধর্মপ্রতিপাদকবাক্যেষ্পদর্শনাচ্চ। ন চ দশমস্ত্বমসীতি বাক্যমদাহরণম্, তত্রাপি কেবলশব্দস্যাপরোক্ষজ্ঞানাজনকত্বাদিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষস্যাপি দশমশরীরগোচরস্য তত্র

ভাবাৎ”[২১৯]। তাৎপর্য এই যে, বেদান্তবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণে অপরোক্ষজ্ঞানজনকতা কীভাবে থাকিতে পারে? কারণ শব্দপ্রমাণের দ্বারা কেবলমাত্র শাব্দবোধাত্মক পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হইতে পারে, প্রত্যক্ষাত্মক অপরোক্ষজ্ঞান নহে, ইহা সকল দর্শন সম্প্রদায় স্বীকার করেন। যেহেতু শব্দের দ্বারা পরোক্ষজ্ঞানজনকতা ব্যবস্থিত সেইহেতু শব্দের দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু যদি শব্দে অপরোক্ষজ্ঞানজনকতা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে শব্দ অপরোক্ষপ্রমার করণ হওয়ায় শব্দ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। ফলতঃ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত শব্দপ্রমাণ প্রয়োগ ব্যর্থই হইবে। এতদ্ব্যতীত ধর্মাধর্ম প্রতিপাদক বেদবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণে অপরোক্ষপ্রমাজনকতা দৃষ্টই হয় না। সুতরাং শব্দে অপরোক্ষপ্রমাজনকতা থাকিতে পারে না। কেবল তাহা নহে, সিদ্ধান্তী যে, “দশমস্ত্বমসি” দৃষ্টান্তের দ্বারা শব্দে অপরোক্ষপ্রমাজনকতা স্থাপন করিয়াছেন, সেই দৃষ্টান্তও যথার্থ নহে, কারণ দশমস্ত্বমসি স্থলে শব্দে অপরোক্ষজ্ঞানজনকতা উৎপন্ন হয় কেবল তাহা নহে, দশম শরীরের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষও উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই ইদ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষই উক্তস্থলে অপরোক্ষত্বের প্রযোজক হইয়া থাকে এবং ‘দশমস্ত্বমসি’ প্রভৃতি শব্দ তাহার সহকারী হইয়া থাকে মাত্র।

---

[২১৯] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*,প্রত্যক্স্বরূপ, *নয়নপ্রসাদিনী*, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাঃ), চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০২২, পৃঃ ৫২৮

যদি এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, উক্তস্থলে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ থাকা সত্ত্বেও শব্দব্যতীত কর্তার অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় না কেন? অতএব ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাতিরিক্ত শব্দের জনকতাই উক্ত স্থলে দশমত্বের অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতি হেতু। পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়া বলেন যে, এইরূপ যুক্তি যথার্থ নহে, কারণ যদি এইরূপ যুক্তি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে রত্নতত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই মত স্বীকার করিতে হইবে। কারণ সেইক্ষেত্রে রত্নের সহিত রত্নতত্ত্বশাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞানবর্জিত জ্ঞাতার ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ থাকা সত্ত্বেও কদাপি তিনি ‘পুষ্পরাগ’ আদি রত্নভেদ প্রত্যক্ষই করিতে পারিবেন না। কেবলমাত্র যিনি রত্নশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনিই রত্নাদির ভেদ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। কিন্তু কেহই রত্নতত্ত্বশাস্ত্রকে অপরোক্ষপ্রমাজনকরূপে স্বীকার করেন না, কারণ রত্নশাস্ত্র অধ্যয়ন ব্যতীতও জ্ঞাতা রত্নবিশেষের নাম এবং বিশেষত্ব না জানিয়াও রত্নভেদ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, সুতরাং সিদ্ধান্তীর বক্তব্য যথার্থ নহে। এই তাৎপর্যেই চিৎসুখাচার্য পূর্বপক্ষীর বক্তব্য উপস্থাপনের নিমিত্ত বলিয়াছেন “তথাহি- সত্যপীন্দ্রিয়সন্নিকর্ষে অনধিগতরত্নতত্ত্বপরীক্ষাশাস্ত্রঃ পুষ্পরাগাদিভেদং ন প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপদ্যতে, অধিগতশাস্ত্রার্থস্তু তত্ত্বং প্রতিপদ্যতে। ন চৈতাবতা শাস্ত্রং তত্র প্রত্যক্ষপ্রমিতিজনকমভ্যুপেয়তে”[২২০]।

---

[২২০] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা,* ২০২২, পৃঃ ৫২৮

পূর্বপক্ষী পুনরায় বলেন যে, "যৎ পুনরিহ কৈশ্চিদুচ্যতে- বিমতং শাব্দজ্ঞানমপরোক্ষমপরোক্ষবিষয়ত্বাৎ সুখজ্ঞানবদিতি। তত্র কিমিদমপরোক্ষত্বং শাব্দজ্ঞানস্য? কিং সাক্ষাৎকারত্বজাতিমত্ত্বম্? অপরোক্ষব্যবহারহেতুত্বং বা? নাদ্যঃ; অয়ং ঘট ইতি শব্দেঽনৈকান্ত্যাৎ। প্রতিপত্তিব্যবধানমন্তরেণ তদ্বিষয়ত্বমপরোক্ষবিষয়ত্বমিতি চেৎ, ন; অয়ং পর্বতোঽগ্নিমানিতি পরোক্ষাপরোক্ষবিষয়ানুমানিকজ্ঞানে ব্যভিচারাৎ। তজ্জনকজ্ঞানস্য তদ্বিষয়ত্বাদিচ্ছায়াস্তদ্বিষয়ত্বমুপচর্যতে ইতি চেৎ, মৈবম্; তথাপ্যবিদ্যায়াং ব্যভিচারাৎ স্বতোঽপরোক্ষ আত্মৈবাবিদ্যায়া আশ্রয়ো বিষয়শ্চেতি ভবদ্ভিরভ্যুপগমাৎ"[২২১]। তাৎপর্য এই যে, "বিমতং শাব্দবোধঃ অপরোক্ষঃ, অপরোক্ষবিষয়কত্বাৎ, সুখবৎ" যাঁহারা শাব্দজ্ঞানের অপরোক্ষত্ব বিষয়ে এইরূপ অনুমান করেন তাঁহাদের প্রতি পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করেন যে, শাব্দজ্ঞানের এই অপরোক্ষত্ব কী? সেই অপরোক্ষত্ব কি সাক্ষাৎকারত্বরূপ জাতিমত্ত্ব নাকি অপরোক্ষব্যবহারহেতুত্ব? প্রথমপক্ষ অর্থাৎ অপরোক্ষত্বকে সাক্ষাৎকারত্বরূপ জাতিবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ "অয়ং ঘটঃ" এইপ্রকার বাক্যে সাক্ষাৎকারত্ব জাতি ব্যভিচারী। কারণ এই প্রকার বাক্যে বা শব্দে অপরোক্ষত্বজাতিরূপ সাধ্য না থাকা সত্ত্বেও অপরোক্ষঘটবিষয়কত্বরূপ হেতু থাকে। যদি বলা হয় যে, সাক্ষাৎভাবে শব্দে অপরোক্ষতা সিদ্ধ না হইলেও, অপরোক্ষ ঘটবিষয়কজ্ঞান জনন দ্বারাই শব্দে অপরোক্ষত্ব

---

[২২১] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০২২, পৃঃ ৫২৮-২৯

সিদ্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানজনন-ব্যবধান ব্যতিরেকেই সাক্ষাৎ অপরোক্ষবিষয়ত্বই বিবক্ষিত। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত অঙ্গীকৃত হইলেও "অয়ং পর্বতো বহ্নিমান্, ধূমাৎ" এই প্রকার পরোক্ষ-অপরোক্ষ উভয়বিষয়ক অনুমানস্থলে অপরোক্ষত্বজাতি ব্যভিচারী হইয়া থাকে। কারণ এই প্রকার জ্ঞানে অপরোক্ষত্ব জাতি না থাকিলেও অপরোক্ষ-বিষয়কত্ব থাকে। আবার যদি অপরোক্ষমাত্রবিষয়কত্বকে অপরোক্ষত্বের বিবক্ষিত অর্থরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও অপরোক্ষত্বজাতি সুখবিষয়িণী ইচ্ছাতে ব্যভিচারী হইয়া যায়। কারণ সুখবিষয়িণী ইচ্ছা স্বতঃ অপরোক্ষভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু কেহই উহাকে জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করেন না। সিদ্ধান্তী হয়তো বলিতে পারেন যে, উক্তপ্রকার ইচ্ছাতে সেই ইচ্ছার জনক জ্ঞানে সুখবিষয়কত্ব থাকিবার কারণে সুখবিষয়কত্বে অপরোক্ষত্বের উপচার হয় মাত্র। কিন্তু এইরূপ অভিসিদ্ধান্তও গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। কারণ এইরূপ উপচারের দ্বারা অপরোক্ষত্ব স্বীকৃত হইলে অপরোক্ষত্ব অবিদ্যায় ব্যভিচারী হইয়া যাইবে। কারণ সিদ্ধান্তী স্বতঃ অপরোক্ষ আত্মাকেই অবিদ্যার আশ্রয় এবং বিষয়রূপে স্বীকার করেন।

"নাপি দ্বিতীয়ঃ; অবিদ্যায়ামেব ব্যভিচারাৎ, তস্যা অপরোক্ষাত্মবিষয়ত্বেঽপি তদ্বিপরীতব্যবহারহেতুতয়া তদ্ব্যবহারহেতুত্বাভাবাৎ। অপরোক্ষব্যবহারহেতুত্বমেব হেতুরিতি চেৎ; ন; সাধ্যাবিশিষ্টত্বপ্রসঙ্গাৎ। প্রতিপ্রয়োগসম্ভবাচ্চ-বিবাদাধ্যাসিতঃ, অপরোক্ষজ্ঞানজনকো

ন ভবতি, শব্দত্বাৎ, জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যবদিতি"[২২২]। তাৎপর্য এই যে, দ্বিতীয় বিকল্প অর্থাৎ অপরোক্ষব্যবহারহেতুত্বকে অপরোক্ষত্ব বলা যাইতে পারে না। অপরোক্ষব্যবহারহেতুত্বকে অপরোক্ষত্বের অর্থরূপে স্বীকার করিলে অপরোক্ষত্ব অবিদ্যায় ব্যভিচারী হইয়া পড়িবে, কারণ সেই অপরোক্ষ আত্মবিষয়ক হওয়া সত্ত্বেও আত্মা আত্মবিষয়ক পরোক্ষব্যবহারের হেতু হইবার কারণে আত্মায় অপরোক্ষব্যবহারহেতুতা উপপন্ন হইতে পারে না। শব্দে অপরোক্ষত্ববিষয়ক অনুমানেও অপরোক্ষবিষয়কত্বের পরিবর্তে যদি 'অপরোক্ষব্যবহারহেতুত্বকে' সাধ্য রূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে সৎপ্রতিপক্ষ দোষ উৎপন্ন হয়। কারণ উক্ত অনুমানের প্রত্যনুমান প্রয়োগও সম্ভব- "বিমতং শব্দঃ নাপরোক্ষজনকহেতুঃ, শব্দত্বাৎ, জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যবৎ"

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

চিৎসুখাচার্যকর্তৃক পূর্বপক্ষী প্রদত্ত প্রথম আপত্তি খণ্ডন

এইরূপ পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইলে তাহার খণ্ডনের নিমিত্ত চিৎসুখাচার্য বলেন যে, "সাক্ষাৎকরণহেতোরপ্যপ্রত্যক্ষত্বসম্ভবাৎ। দশমস্ত্বমসীত্যাদৌ শব্দাদেব তদুদ্ভবাৎ"[২২৩]। অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণ হইতে ভিন্ন পদার্থও সাক্ষাৎকারের হেতু হইতে পারে, কারণ

---

[২২২] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা,* ২০২২, পৃঃ ৫২৯-৩০

[২২৩] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা,* ২০২২, ৩/১ পৃঃ ৫৩০

'দশমস্তুমসি' আদি স্থলে শব্দের দ্বারাই অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইইয়া থাকে। চিৎসুখাচার্য উক্ত মতকে ব্যাখ্যার নিমিত্ত বলেন যে, "যৎ তাবৎ উক্তম্ অপরোক্ষপ্রমিতিকরণত্বে প্রত্যক্ষান্তর্ভাবঃ স্যাদিতি। তত্র ব্রূমঃ- অভ্যুপগম্যতে হি পরেণাপি যোগিমনসো বাহ্যবিষয়াপরোক্ষপ্রমিতিকরণতা, তথাপি ন বাহ্যপ্রত্যক্ষান্তর্ভাবস্তস্যাভ্যুপেয়তে, এবং শব্দস্যাপরোক্ষপ্রমিতিজনকত্বেঽপি প্রত্যক্ষান্তর্ভাবো মা ভূৎ। অথ তত্র বাহ্যপ্রত্যক্ষান্তর্ভাবে চক্ষুরাদীনামন্যতমত্বং যোগিমনোঽন্যত্বে সতি বাহ্যপ্রত্যক্ষপ্রমিতিকরণত্বং বা প্রযোজকম, হন্তেহাপি তর্হি স্বতোঽপরোক্ষব্রহ্মাত্মবিষয়শব্দান্যত্বে সত্যপরোক্ষপ্রমিতিকরণত্বং প্রত্যক্ষান্তর্ভাবে প্রযোজকমস্তু"[২২৪]। তাৎপর্য এই যে, পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন শব্দকে অপরোক্ষপ্রামার করণরূপে স্বীকার করিলে শব্দ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্গত হইয়া পড়িবে, ইহার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তপক্ষের বক্তব্য এই যে, পূর্বপক্ষিগণ যেমন যোগীর মন বাহ্যবিষয়ের অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতি করণরূপে বর্তমান থাকিলেও তাহাকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না, অনুরূপভাবে অপরোক্ষপ্রামার জনক হইলেও শব্দ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্গত হয় না। যদি এইরূপ বলা হয় যে, বাহ্যপ্রত্যক্ষের প্রতি করণ সেই হইবে যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অন্যতম হইবে অথবা যোগীর মন হইতে ভিন্ন বাহ্যপ্রত্যক্ষপ্রমার করণ হইবে। তাহা হইলে

---

[২২৪] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০২২, পৃঃ ৫৩০

এই স্থলেও বলা যাইতে পারে যে, স্বতঃ অপরোক্ষ ব্রহ্মে আত্মত্ববোধক শব্দ হইতে ভিন্ন অপরোক্ষপ্রমার করণই প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্গত হইতে পারে।

"সিদ্ধে শব্দস্যাপরোক্ষপ্রমিতিকরণত্বে তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থং বিশেষণং যুক্তং তদেব তু কথমিতি চেৎ"[২২৫]। অর্থাৎ আশঙ্কা হইতে পারে যে, শব্দে অপরোক্ষপ্রমাকরণতা সিদ্ধ হইলে, সেই শব্দের ব্যাবৃত্তির জন্য শব্দান্যত্ব বিশেষণ যুক্ত হইবে, কিন্তু সেই শব্দে অপরোক্ষপ্রমাকরণত্বই সিদ্ধ নহে।

এইরূপ আশঙ্কা নিরসনের নিমিত্ত চিৎসুখাচার্য বলেন যে, "দশমস্ত্বমসীত্যাদিবাক্যেষু দর্শনাদিতি ব্রূমঃ। ননু তত্রাপি ইন্দ্রিয়সহিতসৈব তদ্ধেতুত্বং ন কেবলস্যেত্যুক্তমিতি চেৎ, তত্রাপি তর্হি মনঃসহায়সৈব শব্দস্যাপরোক্ষপ্রতীতিহেতুতাঽস্তু। ননু তত্রেন্দ্রিয়সৈব করণত্বং শব্দস্য তু সহকারী তামাত্রমিতি চেৎ, ন; শব্দ এব করণমিন্দ্রিয়ং সহকারীতি বৈপরীত্যমেব কুতো ন স্যাৎ? অন্বয়ব্যতিরেকয়োস্তূভয়ত্রাবিশিষ্টত্বাৎ। তথাপি বিনিগমনায়াং কো হেতুরিতি চেৎ, ক্বচিদ্বহুলতমে তমসি ক্বচিচ্চ লোচনবিরহিণোঽপি বাক্যাহদ্দশমোঽস্মীত্যপরোক্ষপ্রমিতিদশনমেবেতি বদামঃ"[২২৬]। তাৎপর্য এই যে, উক্তপ্রকার আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ 'দশমস্ত্বমসি' আদি বাক্যে অপরোক্ষপ্রমাকরণতা দৃষ্ট হইয়া

---

[২২৫] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০২২, পৃঃ ৫৩০
[২২৬] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০২২, পৃঃ ৫৩০-৩১

থাকে। যদি বলা হয় যে, ঐ স্থলে কেবল শব্দ নহে বরং ইন্দ্রিয়সহিত শব্দই অপরোক্ষপ্রমার হেতু হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ স্থলে অন্তঃকরণ-সহকৃত শব্দকেই অপরোক্ষপ্রমার করণরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে। আবারও যদি এমন বলা হয় যে, উক্তস্থলে অপরোক্ষপ্রমার করণ ইন্দ্রিয়ই হইয়া থাকে, শব্দ কেবল তাহার সহায়ক হয় মাত্র। তাহা হইলে ইহাও বলা যায় যে, উক্তস্থলে শব্দই করণ এবং ইন্দ্রিয় তাহার সহকারী হয় মাত্র - এইরূপ বিপরীত পক্ষও কেন স্বীকার করা যাইতে পারে না? কারণ উক্ত দুই পক্ষেই অন্বয় এবং ব্যতিরেক সমানভাবেই বর্তমান। তাহা হইলে প্রশ্ন হয় যে, উক্ত দুইপ্রকার পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ গ্রহণ করা উচিত হইবে? অর্থাৎ একপক্ষের সপক্ষে কি কোনও বিনিগমনা বিদ্যমান? এই প্রশ্নের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, কখনও কখনও গাঢ় অন্ধকারে সনেত্র পুরুষের এবং কখনও কখনও প্রকাশদশায় নেত্রহীন পুরুষের 'দশমস্ত্বমসি' এই বাক্য শ্রবণের অনন্তর 'আমিই দশমব্যক্তি' এই প্রকারের অপরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন হওয়াই বিনিগমক হেতু।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, "ভবত্বেবম্, তথাপি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে করণং মন এব 'মনসৈবেদমাপ্তব্যম্' ইত্যাদিশ্রুতেঃ। 'যন্মনসা ন মনুতে', 'অপ্রাপ্যমনসাসহ'

ইত্যাদিশ্রুতেশ্চানধিকৃতমনোবিষয়ত্বাদিতি চেৎ"[২২৭]। অর্থাৎ এতৎসত্ত্বেও মনকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি করণরূপে স্বীকার করিতে হইবে, মনের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতুত্ব বিষয়ে "মনসৈবেদমাপ্তব্যম্"[২২৮] অর্থাৎ মনের দ্বারাই তিনি প্রাপ্তব্য এইরূপ শ্রুতি প্রমাণ। আর "যন্মনসা ন মনুতে"[২২৯] অর্থাৎ যাঁহাকে মন জানিতে পারে না এবং "অপ্রাপ্য মনসা সহ"[২৩০] অর্থাৎ মন এবং বাক্ যাঁহাকে না জানিয়াই নিবৃত্ত হইয়া যায় - এইরূপ শ্রুতিবাক্যে মন যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে নিরাকৃত হইতেছে, তাহা কেবল মন, সংস্কৃত মন নহে। সংস্কৃত মনেই "মনসৈবেদমাপ্তব্যম্" শ্রুতির তাৎপর্য।

কিন্তু পূর্বপক্ষীর এইরূপ আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ "তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ"[২৩১] অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে আচার্যের উপদেশমাত্রের দ্বারাই শিষ্য বিশেষরূপে জানিয়া লয়, এইরূপ শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, উপদেশরূপ শব্দপ্রমাণের দ্বারাই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন হইয়া যায়। মনে কোনওভাবেই সাক্ষাৎকারের করণতা সিদ্ধ হইতে পারে না। ফলতঃ উক্ত শব্দত্বহেতুক অনুমানে ব্যভিচার বা বাধদোষের কারণ উদয়ই

---

[২২৭] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০২২, পৃঃ ৫৩১

[২২৮] *কঠোপনিষদ্ ২/১/১১*

[২২৯] *কেনোপনিষদ্ ১/৫*

[২৩০] *তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২/৪/১*

[২৩১] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬/১৬/৩*

হইতে পারে না। অর্থাৎ "তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ"[২৩২], "তমসঃ পারং দর্শয়তি"[২৩৩] অর্থাৎ অজ্ঞানের অন্ত স্বরূপ ব্রহ্মকে আচার্যের উপদেশই দেখাইলেন, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকল, উপদেশমাত্রের দ্বারাই অপরোক্ষপ্রমার উৎপত্তির বিধান করিয়া থাকেন। এই তাৎপর্যেই চিৎসুখমুনি বলিয়াছেন, "মৈবম্; 'তদ্ধেত্যাদিশ্রুতেঃ কাপি মনসস্তদযোগতঃ। শব্দত্বানুমিতের্বাধাদ্ব্যভিচারাদনুত্থিতেঃ।।২।। 'তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ', 'তমসঃ পারং দর্শয়তি' ইতি চ উপদেশমাত্রাদেবাপরোক্ষপ্রমিত্যুপপত্তিপ্রতিপাদনাৎ"[২৩৪]।

আপত্তি হইতে পারে যে, "ননু এতানি বচনান্যাগমাচার্যোপদেশয়োর্ন সাক্ষাৎকারহেতুতাং প্রতিপাদয়ন্তি, সাক্ষাৎকারহেতোর্মনসঃ সহায়তাপ্রতিপাদনপরত্বেনাপ্যুপপত্তেঃ। অন্যথা শ্রবণোত্তরকালর্মনননিদিধ্যাসনয়োবিধানানর্থক্যাৎ, শ্রবণেনৈব সাক্ষাৎকারোৎপত্তেঃ, শ্রুতবেদান্তানামপি পর্ববৎসংসারানুবৃত্তিদর্শনাচ্চেতি চেৎ"[২৩৫]। তাৎপর্য এই যে, যদি বলা হয় যে, শব্দ এবং আচার্যোপদেশে সাক্ষাৎকারের হেতুতা স্বীকার না করিয়া বরং তাহাদের হেতুভূত মনের সহকারিরূপে স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। অন্যথা যদি শ্রবণমাত্রের দ্বারাই

---

[২৩২] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* ৬/১৬/৩

[২৩৩] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* ৭/২৬/২

[২৩৪] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০২২, ৩/২, পৃঃ ৫৩১-৩২

[২৩৫] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০২২, পৃঃ ৫৩২

সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে শ্রবণের উত্তরকালে বিহিত মনন এবং নিদিধ্যাসন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত যিনি বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারও এই সংসার পূর্বের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে, শ্রবণমাত্রের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইতে পারে না।

এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে তাহার সমাধানের নিমিত্ত চিৎসুখাচার্য বলেন যে, “মৈবম্; অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনাখ্যস্য চিত্তবিক্ষেপলক্ষণস্য চ প্রতিবন্ধস্য নিরাসদ্বারেণ মননিদিধ্যাসনয়োঃ ফলোপকার্যাঙ্গতয়াপি শ্রবণং প্রতি বিধানোপপত্তেঃ। পূর্ব্ববৎ সংসারিত্বোপলব্ধেশ্চ প্রতিবদ্ধবিজ্ঞানপুরুষবিষয়ত্বাৎ। মনসৈবেদমাপ্তব্যমিত্যাদিশ্রুতেশ্চিত্তৈকাগ্র্যস্যাঙ্গতাঃ প্রতিপাদনপরত্বাৎ। মনসশ্চ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারহেতুত্বস্যাদৃষ্টচরতয়া তত্র শব্দস্য সহকারী ত্বকল্পনানুপপত্তেঃ। তথাত্বে শ্রবণাদীনামেব বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। সুখাদীনাং সাক্ষিবেদ্যত্বাদাত্মনশ্চ স্বয়ং প্রকাশত্বাৎ মনসঃ ক্বচিদপি সাক্ষাৎকারহেতুত্বাসংপ্রতিপত্তেঃ। ভাবনাসহায়স্য তু মনসো গরুড়াদিসাক্ষাৎকারপ্রমিত্যনুৎপাদকত্বাৎ; তদপরোক্ষস্য চ বিধুরপরিভাবিতকামিনীসাক্ষাৎকারবৎ বিভ্রমত্বাৎ। অপ্রমারূপসাক্ষাৎকারস্যাপি সাক্ষিরূপতয়া মানসত্বাভাবাৎ। ইহ চ ‘ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ’, ‘তমসঃ পারং দর্শয়তি’, ‘ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ’, ‘তরতি শোকমাত্মবিৎ’, যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ

পরং পারং তারয়সি', 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে', 'তরত্যবিদ্যাং বিততা' মিত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিষু ব্রহ্মবিদ্যায়া এব অবিদ্যানিবর্তকত্বশ্রবণাৎ পারিশেষ্যাত্তৎকারণং বেদান্তবাক্যমিতি নিশ্চীয়তে। শ্রূয়তে চ- 'নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্', তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি', 'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ' ইতি। অত্র হি বেদান্তবাক্যজন্যজ্ঞানস্য বিজ্ঞানমিতি বিশেষণেন বিশেষবিষয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ, নিশ্চয়হেতুত্বে সিদ্ধেঽপি সুশব্দবিশেষণেনাপরোক্ষনিশ্চয়হেতুত্বপ্রতিপাদনাৎ চ অয়মর্থো নিশ্চীয়তে"[২৩৬]। চিৎসুখাচার্যের অভিপ্রায় এই যে, পূর্বপক্ষিগণ যেরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনারূপ চিত্তগত বিক্ষেপ বা প্রতিবন্ধক নিবৃত্তির দ্বারা মনন এবং নিদিধ্যাসন ফলোপকারী অঙ্গ হইবার কারণে শ্রবণের উদ্দেশ্যে বিহিত হইতে পারে। আর পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন শ্রবণের অনন্তরও সংসারের প্রতীতি হইবার কারণে শ্রবণ বা শব্দকে ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি করণ বলা যাইতে পারে না, তাহা যথার্থ নহে। কারণ সংসার প্রতীতি সেই পুরুষেরই হইয়া থাকে যাঁহার জ্ঞানে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে। "মনসৈবেদমাপ্তব্যম্"[২৩৭] ইত্যাদি শ্রুতি কেবল চিত্তগত একাগ্রতায় অঙ্গত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, মনের করণতা নহে। মনে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ

---

[২৩৬] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০২২, পৃঃ ৫৩২-৩৩

[২৩৭] *কঠোপনিষদ্ ২/১/১১*

এবং মুক্তস্বরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের হেতুতা অনুভূত না হইবার কারণে শব্দে মনের সহকারিত্বরূপ ধর্মের কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। শব্দে মনের সহকারিত্বরূপ ধর্মের কল্পনায় শ্রবণাদি ব্যর্থ হইয়া যায়। আর সুখাদি বিষয় সাক্ষিবেদ্যই হইয়া থাকে এবং আত্মা স্বয়ং প্রকাশিতই থাকেন, সুতরাং সুখাদি সাক্ষিবেদ্য হইবার কারণে তাহার প্রতি মনের করণত্ব ব্যর্থই হয় এবং আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হইবার কারণে তাহার প্রকাশের নিমিত্ত করণ কল্পনাও ব্যর্থ। অতএব মনে কাহারও সাক্ষাৎকারের হেতুতা সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাবনাসহকৃত মনও গরুড়াদিসাক্ষাৎকাররূপ প্রমার উৎপাদক হইতে পারে না। কারণ গরুড়াদিসাক্ষাৎকার বিরহী পুরুষের দ্বারা চিন্তিত কামিনীসাক্ষাৎকারের ন্যায় ভ্রমমাত্রই হইয়া থাকে। আর অপ্রমারূপ সাক্ষাৎকার সাক্ষিরূপী হইয়া থাকে, অবিদ্যাবৃত্ত্যাত্মক, অন্তঃকরণবৃত্ত্যভিব্যক্তক চৈতন্যাত্মক হয় না। এতদ্ব্যতীত "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ"[২৩৮] অর্থাৎ হৃদয়গত চিজ্জড়-গ্রন্তি উন্মুক্ত হয় এবং সকল সংশয় মিটিয়া যায়, "তমসঃ পারং দর্শয়তি"[২৩৯] অর্থাৎ অজ্ঞানের অন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে দেখাইলেন, "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ"[২৪০] অর্থাৎ পুনঃ বেদপাঠ হইলে সমস্ত অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়া যায়, "তরতি

---

[২৩৮] *মুণ্ডকোপনিষদ্ ২/২/৮*

[২৩৯] *ছান্দোগ্যপনিষদ্ ৭/২৬/২*

[২৪০] *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ১/১০*

শোকমাত্মবিৎ”[২৪১], “যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি”[২৪২], “মামেব যে প্রপদ্যন্তে, মায়ামেতাং তরন্তি তে”[২৪৩] অর্থাৎ আমাকে যিনি প্রাপ্ত হন তিনি এই মায়াকে পার করিয়া থাকেন, “তরতু অবিদ্যাং বিততাম্” ইত্যাদি শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্য ব্রহ্মবিদ্যাতেই অবিদ্যার নিবর্তকতা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, অতএব পরিশেষন্যায়ের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ বেদান্তবাক্যই হইয়া থাকে। শ্রুতি স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন যে, “নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্”[২৪৪] অর্থাৎ সেই বৃহৎ পরমেশ্বরকে অবেদজ্ঞ জানিতে পারেন না, বেদজ্ঞই জানিতে পারেন, “ত্বং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি”[২৪৫], “বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ”[২৪৬] ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞানকেই ‘বিজ্ঞান’ শব্দের দ্বারা সূচিত করা হইয়াছে। অতএব বেদান্তবাক্যে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের করণতার নিশ্চয় হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও ‘নিশ্চয়’ পদের পূর্বে ‘সু’ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, যাহার দ্বারা বেদান্তবাক্যে অপরোক্ষজ্ঞানহেতুতার নিশ্চয়তা প্রতিপাদিত হইয়া যায়। সুতরাং বেদান্তবাক্যে ব্রহ্মবিদ্যার অপরোক্ষহেতুতা রহিয়াছে -ইহা সিদ্ধ হইয়া যায়।

---

[২৪১] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৭/১/৩*

[২৪২] *প্রশ্নোপনিষদ্ ৬/৮*

[২৪৩] *গীতা ৩/১৪*

[২৪৪] *শাট্যায়নীয়োপনিষদ্ ৪*

[২৪৫] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩/৯/২৬*

[২৪৬] *মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩/২/৬*

চিৎসুখাচার্য আরও বলেন যে, পূর্বপক্ষিগণ “বিমতং শব্দঃ নাপরোক্ষজ্ঞানজনকঃ, শব্দত্বাৎ, জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যবৎ” যে এইপ্রকার অনুমানের দ্বারা শব্দে অপরোক্ষতা নিরাকরণ করিয়াছিলেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ এই প্রকার অনুমান শ্রুতিবিরুদ্ধ হয় বলিয়া তাহা শ্রুতির দ্বারাই বাধিত হইয়া যায়। বস্তুতঃপক্ষে শ্রুতির অবিরুদ্ধ প্রমাণই বিষয়ের প্রতিপাদন করিতে সক্ষম হয়। এতদ্ব্যতীত উক্ত অনুমান ‘দশমস্ত্বমসি’ এইবাক্যেও ব্যভিচারী হইয়া যায়। কারণ এই বাক্যের দ্বারা শব্দে অপরোক্ষত্ব প্রতিপাদিত হইয়া যায় এবং উক্ত অনুমানের প্রত্যনুমানও উত্থাপন করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত পূর্বপক্ষী প্রদত্ত অনুমানভাস বিপক্ষবাধক তর্করহিত হইবার কারণে তাহাতে সমানতাও থাকিতে পারে না বলিয়া শব্দ হইতেই অপরোক্ষবুদ্ধি সিদ্ধ হইয়া যায়। পূর্বপক্ষী প্রদত্ত উক্ত অনুমানের প্রত্যনুমান হইল “অপরোক্ষত্বং তত্ত্বমসীত্যাদিবাক্যজন্যজ্ঞানবৃত্তি, অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বাৎ, জ্ঞানবৎ” অর্থাৎ অপরোক্ষত্বের বৃত্তি ‘তত্ত্বমসি’ আদি বাক্যজন্যজ্ঞানে রহিয়াছে, অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হইবার কারণে, যেমন- জ্ঞানত্ব। যদি সিদ্ধান্তী প্রদত্ত এই প্রকার অনুমানের প্রত্যনুমান করা হয়, তাহা হইলে তাহার আকার হইবে “পরোক্ষত্বের বৃত্তি ‘তত্ত্বমসি’ বাক্যজন্যজ্ঞানে রহিয়াছে, পরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হইবার কারণে, যেমন- জ্ঞানত্ব। কিন্তু এই প্রকার প্রত্যনুমান নির্দুষ্ট নহে, কারণ এই প্রকার অনুমানে সিদ্ধসাধন দোষ বর্তমান, কারণ

স্বীকার করা হয় যে, অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনাযুক্ত পুরুষের ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হইতে পারে এবং উক্ত প্রত্যনুমান “তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ”[২৪৭] অর্থাৎ আচার্যোপদেশ হইতে ‘আমিই ব্রহ্ম’ এইরূপে জানিয়াছিলেন, এইরূপ শ্রুতির দ্বারা বিরুদ্ধ হইবার কারণে বাধিত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত “অপরোক্ষত্বের বৃত্তি, “অগ্নিহোত্রং জুহ্যাৎস্বর্গকামঃ”[২৪৮] -এইপ্রকার বাক্যজন্যজ্ঞানে রহিয়াছে, অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হইবার কারণে, যেমন- জ্ঞানত্ব” -এই অনুমানাভাসের সমানতাও সিদ্ধান্তী প্রদত্ত অনুমানে নাই, কারণ এই প্রকার অনুমানাভাসে বিপক্ষবাধক তর্কই নাই, ফলতঃ তাহা সাধ্যের সাধন করিতে পারে না। এই তাৎপর্যেই *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*কার বলিয়াছেন- “যৎ পুনঃ শব্দত্বাদিত্যনুমানম্, তৎ শ্রুতিবিরুদ্ধতয়া কালাত্যয়াপদিষ্টম্, দশমস্ত্বমসীত্যাদিবাক্যেঽনৈকান্ত্যং চ। প্রতিপ্রয়োগযোগাচ্চ বিপক্ষে বাধসম্ভবাৎ। তস্যাভাসসমানত্বাচ্ছব্দাদেবাপরোক্ষধীঃ।।৩।। প্রতিপ্রয়োগশ্চ- অপরোক্ষত্বং তত্ত্বমসীত্যাদিবাক্যজন্যজ্ঞানবৃত্তি, অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বাৎ, জ্ঞানত্ববৎ। ন চ পরোক্ষত্বং তৎবৃত্তি পরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বাদিতি সপ্রতিসাধনতা; সিদ্ধসাধনত্বাৎ। ইষ্যতে হি তস্যাসম্ভাবনাবিপরীতভাবনাপ্রতিবদ্ধান্তঃকরণে পুরুষে

---

[২৪৭] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬/১৬/৩*

[২৪৮] *মৈত্রায়ণী সংহিতা ১/৮/৬*

পরোক্ষজ্ঞানজনকত্বম্। 'তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ' ইতি শ্রুতি বিরুদ্ধতয়া কালাত্যয়াপদিষ্টত্বাচ্চ। ন চ অপরোক্ষত্বমগ্নিহোত্রাদিবাক্যজন্যজ্ঞানবৃত্তি, অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বাৎ, জ্ঞানত্ববদিত্যাভাসসমানযোগক্ষেমতা; বিপক্ষে বাধকতর্কাভাবেন তস্যাপ্রয়োজকত্বাৎ"[২৪৯]।

এক্ষণে যদি পূর্বপক্ষী প্রদত্ত অনুমানে বাধক স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হয় যে, আলোচ্যস্থলে বাধক কী? বাক্য-প্রামাণ্যের অনুপপত্তি কি বাধক? অনুষ্ঠানের অনুপপত্তি কি বাধক? অথবা স্বর্গাদি ফলের অসিদ্ধি বাধক?

প্রথমপক্ষ স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ অনুমানাদির ন্যায়, অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি ব্যতিরেকেই অগ্নিহোত্রাদি বাক্য স্বভাবতঃই প্রমাণ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়পক্ষও গ্রহণীয় নহে, কারণ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান পরোক্ষজ্ঞাননিশ্চয় হইতেই উৎপন্ন হইয়া যায়। তৃতীয়পক্ষও যথার্থ নহে, কারণ কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারাই ফলের সিদ্ধি হইয়া যায়। অতএব উক্ত অনুমানাভাসে বিপক্ষ-বাধক তর্কই নাই, কিন্তু সিদ্ধান্তমত প্রদত্ত অনুমানে বিপক্ষ-বাধক তর্ক বর্তমান, যথাঃ আত্মবিজ্ঞনে মোক্ষসাধনতার অন্যথানুপপত্তি রহিয়াছে। অর্থাৎ "ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্"[২৫০] অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি

[২৪৯] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০২২, *৩/৩*, পৃঃ ৫৩৩-৩৪

[২৫০] *তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২/১/১*

নিরতিশয় ফলস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, “ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি”[২৫১] যে কেহ সেই পরব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন, “তরতি শোকমাত্মবিৎ”[২৫২] অর্থাৎ আত্মজ্ঞ পুরুষ শোককে অতিক্রম করেন -ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা “বেদান্তবাক্যজন্য আত্মবিজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ” প্রতিপাদিত হইয়াছে। মোক্ষ হইল কার্য-সহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিস্বরূপ। সংসার অনির্বচনীয় হইবার কারণে তাহা অবিদ্যাস্বরূপই হইয়া থাকে। সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি ‘অহং কর্তা ভোক্তা’ ইত্যাদি অপরোক্ষভ্রমরূপ পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা হইতে পারে না। সকল ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মের প্রত্যক্ষজ্ঞান শব্দ হইতে ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণের দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে না। এক্ষণে যদি বাক্যের দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান না উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে মোক্ষ কীভাবে উৎপন্ন হইবে? এইপ্রকার বিপক্ষ-বাধক তর্ক সম্ভব হইবার কারণে সিদ্ধান্তীর অনুমানে অনুমানাভাস সম্ভবই হইতে পারে না। এই কারণে শব্দের দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান এবং সেই অপরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ হইবে – ইহা নিতান্ত নির্দুষ্ট ক্রম। এই তাৎপর্যেই চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, “কিং বাক্যপ্রামাণ্যানুপপত্তির্বাধিকা? উতানুষ্ঠানানুপপত্তিঃ? স্বর্গাদিফলাসিদ্ধির্বা? নাদ্যঃ; অনুমানাদিবৎপ্রামাণ্যোপপত্তেঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, পরোক্ষনিশ্চয়াদপ্যনুষ্ঠানসিদ্ধেঃ। ন তৃতীয়ঃ, অনুষ্ঠানাদেব ফলসিদ্ধেঃ। ইহ তু

[২৫১] *মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩/২/৯*

[২৫২] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৭/১/৩*

আত্মবিজ্ঞানস্য মোক্ষসাধনত্বশ্রুত্যন্যথানুপপত্তিরেব বাধিকা। তথাহি- 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্', ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি', 'তরতি শোকমাত্মবিৎ'- ইতি বেদান্তবাক্যজনিতাত্মবিজ্ঞানান্মোক্ষঃ শ্রূয়তে। স চ সবিলাসাজ্ঞাননিবৃত্তিলক্ষণঃ। সংসারস্য দুর্নিরূপত্বেনাবিদ্যারূপত্বাৎ, তস্য চাহং কর্তা ভোক্তাত্যাদ্যপরোক্ষবিভ্রমলক্ষণস্য পরোক্ষজ্ঞানান্নিবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। ব্রহ্মণি চ সকলকরণাগোচরে প্রমাণান্তরেণ প্রত্যক্ষজ্ঞানয়ানুৎপত্তের্বাক্যাচ্চাপরোক্ষজ্ঞানানুৎপত্তাবনির্মোক্ষঃ স্যাদিতি বিপক্ষে বাধকতর্কসম্ভবাৎ ন আভাসসমানতানুমানস্য, তস্মাৎ শব্দাদেবাপরোক্ষজ্ঞানাৎ কৈবল্যমিতি সকলমনাবিলম্"[২৫৩]।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

পূর্বপক্ষিকর্তৃক দ্বিতীয় আপত্তি উত্থাপন

পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, মোক্ষপ্রাপ্তি আত্মজ্ঞানের দ্বারা কীভাবে উৎপন্ন হইবে? কারণ সেই আত্মজ্ঞান স্বর্গাদি ফলের জনক কর্মের সহকারী হইবার কারণে তাহা পৃথকভাবে কোনও ফলই উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে। শরীরাদি হইতে ভিন্নরূপে যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মার জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বর্গাদিরূপ ফলের জনক

---

[২৫৩] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা,* ২০২২, পৃঃ ৫৩৪-৩৫

কর্মের প্রতি কাহারও প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব আত্মজ্ঞান উক্ত কর্মের অঙ্গই হইয়া থাকে, তাহা মোক্ষাদি ফলের সাধক হইতে পারে না। আর আত্মজ্ঞানে যে মোক্ষরূপ ফলের সাধনতা বিহিত হইয়াছে, তাহা অর্থবাদমাত্র, যেমন- "যস্য পর্ণময়ী জুহুর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি"। অর্থাৎ যে যজমানের জুহু নামক পাত্র পলাশ কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে, তিনি নিজের অপকীর্তি কখনওই শ্রবণ করেন না। এই শ্রুতিতে পাপ শ্লোকের অশ্রবণ অর্থবাদমাত্র। কুমারিল ভট্টও এই তাৎপর্যেই বলিয়াছেন যে, "আত্মা জ্ঞাতব্য -এই আত্মজ্ঞানের বিধান মোক্ষের নিমিত্ত নহে; কিন্তু কর্ম-প্রবৃত্তির হেতুতা আত্মজ্ঞানে লক্ষিত হইয়া থাকে। এই আত্মজ্ঞানে পারার্থ্য বা স্বর্গাদিজনক কর্মাঙ্গত্বের নিশ্চয় হইয়া গেলে, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, আত্মজ্ঞানের যে ফলশ্রুতি অর্থাৎ মোক্ষরূপ ফলের প্রতি সাধনতার শ্রবণ, তাহা অর্থবাদমাত্রই হইয়া থাকে, স্বর্গাদি হইতে ভিন্ন আত্মজ্ঞানের কোনও ফল নাই"।

আপত্তি হইতে পারে যে, দেহাদি হইতে ভিন্ন আত্মজ্ঞান কর্মপ্রবৃত্তির অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুধা, পিপাসা, ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্মশূন্য ব্রহ্মজ্ঞান, কর্মাঙ্গ হইতে পারে না। কারণ এই প্রকারের ব্রহ্মজ্ঞান, কর্মে কেবল অনুপযুক্তই নহে, বরন্তু কর্মাধিকারের বিরোধীও হইয়া থাকে।

কিন্তু এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে, কারণ এইরূপ জ্ঞান অদৃষ্টজননের দ্বারাও কর্মের অঙ্গ হইতে পারে, যেমন- আজ্যবেক্ষণ বা ঘৃত-নিরীক্ষণ এবং ব্রীহিপ্রোক্ষণ দৃষ্টপকারজনক না হওয়া সত্ত্বেও অদৃষ্টদ্বারে উপকারক হইতে পারে। আর ব্রহ্মজ্ঞানকে যে অধিকার-বিরোধী বলা হইয়াছিল, তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ উক্তপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞানীও যম-নিয়মাদিতে যেইরূপে প্রবৃত্ত হন, সেইরূপে তাঁহার কর্মেও প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইবে। আর জনক, উদ্দালক প্রভৃতি মহাপুরুষগণওএই প্রকারে তত্ত্ববেত্তা হইয়াও কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ পূর্বপক্ষ উপস্থাপনের নিমিত্ত চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন যে, "ননু কথং জ্ঞানাৎ কৈবল্যং তস্য স্বর্গাদিফলকর্মশেষতয়া স্বতন্ত্রফলসাধনত্বাভাবাৎ। দেহব্যতিরিক্তাত্মতত্ত্ববিজ্ঞানব্যতিরেকেণ পারলৌকিককর্মণি প্রবৃত্ত্যযোগাৎ, ফলশ্রুতেশ্চাপাপশ্লোকশ্রবণবদর্থবাদত্বাৎ। তথাচাহুঃ –

'আত্মা জ্ঞাতব্য ইত্যেতন্মোক্ষার্থ ন চ চোদিতম্।কর্মপ্রবৃত্তিহেতুত্বম্ আত্মজ্ঞানস্য লক্ষ্যতে। বিজ্ঞাতে চাস্য পরার্থে যাঽপি নাম ফলশ্রুতিঃ। সার্থবাদো ভবেদেব ন স্বর্গাদেঃ ফলান্তরম্'। ইতি।[২৫৪] । দেহব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানস্য কর্মপ্রবৃত্ত্যুপযোগিত্বেঽপ্যশনায়াদ্যতীতব্রহ্মবিজ্ঞানস্য ন তচ্ছেষত্বমনুপযোগাৎ অধিকারবিরোধাচ্চেতি চেৎ, মৈবম্; আজ্যাবেক্ষণব্রীহিপ্রোক্ষণাদিবদদৃষ্টদ্বারেণোপপত্তেঃ। ন চ অধিকারবিরোধঃ;

[২৫৪] *শ্লোকবার্ত্তিক ১০৩, ১০৪*

তথাভূতব্রহ্মবিদামপি যমনিয়মাদৌ প্রবৃত্তিবৎ কর্মপ্রবৃত্ত্যবিরোধাৎ। জনকোদ্দালকপ্রভৃতীনাং তথাভূতানামপি কর্মণি প্রবৃত্তিদর্শনাৎ চ ইতি চেৎ"[২৫৫]।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

পূর্বপক্ষী প্রদত্ত দ্বিতীয় আপত্তির চিৎসুখাচার্যকৃত সমাধান

উক্তরূপ দ্বিতীয় পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইলে চিৎসুখাচার্য তাহা নিরাকরণের নিমিত্ত বলেন যে, "অত্রোচ্যতে- অভাবাৎ শ্রুতিলিঙ্গাদেরূপযোগানিরুপণাৎ।অধিকারবিরোধাচ্চ কর্মাঙ্গং নাত্মতত্ত্বধীঃ" ।৪।[২৫৬]। অর্থাৎ জ্ঞানের কর্মাঙ্গতায় শ্রুতি, লিঙ্গাদি প্রমাণের অভাব রহিয়াছে, কর্মের প্রতি কোনওপ্রকারেই আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপযোগিতা নিরূপণ হইতে পারেনা, এবং আত্মজ্ঞান এবং কর্মাধিকারের মধ্যে বিরোধও হইয়া থাকে, অতএব আত্মতত্ত্বের জ্ঞান কর্মের অঙ্গ হইতে পারে না।

উপর্যুক্ত বক্তব্য ব্যাখ্যার নিমিত্ত চিৎসুখাচার্য বলেন যে, আত্মতত্ত্বের জ্ঞানে কর্মের অঙ্গতা কদাপি থাকিতে পারে না, কারণ অঙ্গত্ব নিরূপক শ্রুতি, লিঙ্গাদি প্রমাণের অভাব রহয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে প্রমাণের দ্বারাই বিষয়ের সিদ্ধি হইয়া থাকে। প্রমাণ ব্যতীত অন্য

---

[২৫৫] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০২২, পৃঃ ৫৩৫-৩৬

[২৫৬] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০২২, ৩/৪ পৃঃ ৫৩৭

কোনও বিষয় সিদ্ধির প্রতি কারণ হইতে পারে না। শ্রুতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, লিঙ্গ বা অনুমানাদি হইল প্রসিদ্ধ প্রমাণসমূহ, শ্রুতির অবিরোধী এই প্রমাণসকলের দ্বারাই বিষয়ের সিদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু আত্মতত্ত্বের জ্ঞান যে কর্মের সহকারী বা অঙ্গ এই বিষয়ে উক্তপ্রকার কোনও প্রমাণ না থাকায়, পূর্বপক্ষী স্বীকার করিতে বাধ্য যে, কর্মের প্রতি আত্মজ্ঞানের অঙ্গতা নাই। এতদ্ব্যতীত এই প্রকার আত্মজ্ঞান অধিকারবিরোধী হইয়া থাকে। অর্থাৎ "ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে" এই বাক্যে ঐন্দ্রী প্রকাশক ঋকের দ্বারা গার্হপত্যসংজ্ঞক অগ্নির উপস্থান কর বা ''ঐন্দ্র্যা' পদের অন্তর্গত তৃতীয়া বিভক্তি (ঐন্দ্র্যা) এবং 'গার্হপত্য' পদের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি (গার্হপত্যম্) প্রয়োগের দ্বারা শ্রুতি যেইরূপ ঐন্দ্রী ঋক এবং গার্হপত্য অগ্নির সংস্থাপন এই উভয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব বিধান করিয়া থাকেন, সেইরূপ আত্মবিজ্ঞানে কর্মাঙ্গত্ববোধক কোনও শ্রুতি নাই।

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি"[২৫৭]। অর্থাৎ বিজ্ঞান, শ্রদ্ধা ও উপাসনাদি সহকারে যে কর্ম করা হয়, তাহা অধিক ফলপ্রদ হয়। এইরূপ শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কর্মের প্রতি

[২৫৭] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ১/১/১০*

জ্ঞানের অঙ্গত্বই স্থাপিত হয়। সুতরাং কর্মাদির প্রতি আত্মজ্ঞানের অঙ্গতা স্বীকার করিতে হইবে।

এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপিত হইলে তাহা নিরসনের নিমিত্ত চিৎসুখাচার্য বলেন যে, পূর্বপক্ষী প্রদত্ত মত যথার্থ নহে, কারণ উক্ত শ্রুতিবাক্যে 'বিদ্যা' পদের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শ্রুতি 'উদ্‌গীথ-উপাসনা'রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, আত্মজ্ঞান নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রুত্যন্তর্গত 'শ্রদ্ধাত্ব' পদ হইতে শ্রদ্ধা সামান্যের বোধ হয়, সেইরূপ 'বিদ্যা' পদের দ্বারা বিদ্যা সামান্যের গ্রহণ কেন করা হইল না?

উত্তর এই যে, 'বিদ্যা' পদের দ্বারা যদি বিদ্যাসামান্যরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইলেও ঐরূপ বিদ্যার উপাসনানুষ্ঠানেরই অঙ্গতা সিদ্ধ হইবে, সামান্য কর্মাঙ্গতা বা যে কোনও কর্মের অঙ্গ নহে; কারণ উপাসনা প্রকরণেই ঐরূপ বিদ্যা পঠিত বা শ্রুত হইয়াছে। যেমন- "বর্হির্দেবসদং দামি"[২৫৮]। অর্থাৎ দেবোপসদন-যোগ্য বর্হিঃ ছেদন করিতেছি। এইরূপ বর্হি-লবন-প্রকাশক শব্দসামর্থ্যরূপ লিঙ্গ প্রমাণের দ্বারা উক্ত মন্ত্রে বর্হি-লবনের বা বর্হিচ্ছেদনের অঙ্গতা সিদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতস্থলে এইরূপ কোনও লিঙ্গ প্রমাণ নাই। সুতরাং কর্মের প্রতি আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অঙ্গতা নাই। এই তাৎপর্যেই চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন "ন তাবৎ

[২৫৮] *মৈত্রায়ণী সংহিতা ১/১/৪*

ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে'ইতিবদাত্মবিজ্ঞানস্য কর্মাঙ্গত্বে শ্রুতিরস্তি। ন চ 'যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি'ইতি শ্রুতিঃ; তস্যাঃ প্রকৃতোদ্গীথবিদ্যাবিষয়ত্বাৎ। শ্রদ্ধাদিবৎ সার্বত্রিকং কিন্নস্যাদিদিতি চেৎ; তথাপি উপাসনানুষ্ঠানসৈব তদঙ্গতাঽস্তু, উপাসনাপ্রকরণে পাঠাৎ। নাপি 'বর্হির্দেবসদং দামি'ইতিবৎ শ্রুতিসামর্থ্যলক্ষণং লিঙ্গমস্তি"[২৫৯]।

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে, যদি বলা হয় যে, শব্দসামর্থ্যরূপ লিঙ্গ না থাকা সত্ত্বেও অর্থসামর্থ্যরূপ লিঙ্গ "যদেব বিদ্যয়া"[২৬০] এইরূপ শ্রুতিবাক্যে রহিয়াছে। কারণ উদ্দালক, জনকাদি পুরুষে কর্মের সাথে আত্মবিজ্ঞানের সদ্ভাব ছিল।

এইরূপ আপত্তি উপস্থিত হইলে *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*কার বলেন যে, পূর্বপক্ষী প্রদত্ত উপর্যুক্ত মত যথার্থ নহে, কারণ "কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ"[২৬১] অর্থাৎ সেই আমরা বাহ্যলোকের সাধন সন্তানের দ্বারা এবং কর্ম ও উপাসনার দ্বারা কি করিব? আদি শ্রুতিবাক্যে বিপরীত সামর্থ্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন- "যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি"[২৬২] এইরূপ শ্রুতিবাক্যে সমভিব্যাহাররূপ বাক্য প্রমাণের দ্বারা পর্ণতায় জুহূর অঙ্গতা সিদ্ধ

---

[২৫৯] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০২২, পৃঃ ৫৩৭-৩৮

[২৬০] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ১/১/১০*

[২৬১] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪/৪/২২*

[২৬২] *তৈত্তিরীয় সংহিতা ৩/৫/৭*

হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতস্থলে এইরূপ কোনও বাক্য প্রমাণই নাই, কারণ পর্ণময়ী জুহূর তুল্য আত্মজ্ঞানে অব্যভিচরিত ক্রতু-সম্বন্ধই নাই, এই আত্মজ্ঞান বস্তুতঃপক্ষে বৈদিক এবং লৌকিক কর্মের প্রতি সাধারণই হইয়া থাকে। এই তাৎপর্যেই তত্ত্বপ্রদীপিকাকার বলিয়াছেন- "ন চ উদ্দালকাদীনাং কর্মণা সহাত্মবিজ্ঞানসদ্ভাবৌ লিঙ্গম্; 'কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ', 'কিমর্থং বয়মধ্যেষ্যামহে', ইতি চ বৈপরিত্যস্যাপি দর্শনাৎ। ন চ 'যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি' ইতিবৎ বাক্যনিয়োগঃ; পর্ণময়ীত্যাদিবৎ আত্মনোঽব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধাভাবাৎ, তস্য লৌকিকবৈদিককর্মসাধারণ্যাৎ"[২৬৩]।

বস্তুতঃপক্ষে আত্মজ্ঞান কর্মের উদ্দেশ্যে পঠিতই নহে, যদি শ্রুতি দ্বারা আত্মজ্ঞান কর্মের উদ্দেশ্যে পঠিত হইত তাহা হইলে প্রযাজাদির ন্যায় আত্মজ্ঞান কর্মের অঙ্গ হইত। আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গতার প্রতি স্থানও প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ কর্মের সম্বন্ধির প্রতিও আত্মজ্ঞানের পাঠ শ্রুতি করেন নাই। সম্যাখ্যাও প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ আত্মজ্ঞান এবং কর্মের সমান সমাখ্যাই নাই। আবার আত্মজ্ঞানের দ্বারা কর্মে উপকারও উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান কর্মের প্রতি উপযোগী হইলেও ক্ষুধাধি কর্মে নিখিল ধর্মশূন্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগিতা নাই। এই তাৎপর্যেই চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন

---

[২৬৩] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০২২, পৃঃ ৫৩৮

যে, "ন চ আত্মজ্ঞানং কর্মপ্রকরণে শ্রুতম্, যেন প্রযাজাদিবৎ কর্মাঙ্গতামশ্নুবীত। নাপি স্থানম্, কর্মসন্নিধাবপঠ্যমানত্বাৎ। নাপি সমাখ্যা; সংজ্ঞাসাম্যাভাবাৎ। ন চ আত্মজ্ঞানস্য কর্মণ্যুপকারপ্রকারো নিরূপ্যতে। দেহব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞস্য উপযোগেঽপ্যশনায়াদ্যতীতাত্মবিজ্ঞানস্য তত্র অনুপকারিত্বাৎ"[২৬৪]।

চিৎসুখাচার্য আরও বলেন যে, পূর্বপক্ষিগণ যে বলিয়াছিলেন আত্মজ্ঞান আজ্যাবেক্ষণের ন্যায় অদৃষ্ট দ্বারা কর্মের প্রতি উপযোগী হইতে পারে, পূর্বপক্ষিগণের এই বক্তব্য যথার্থ নহে। কারণ আত্মজ্ঞান সংসারনিবৃত্তিরূপ দৃষ্ট ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে, ব্রহ্মজ্ঞান যেহেতু দৃষ্টফল উৎপন্ন করিতেছে সেইহেতু তার অদৃষ্টফল কল্পনা গৌরবমাত্র। এতদ্ব্যতীত ক্রিয়া, কারক, ফল-শূন্য অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বের জ্ঞান কর্মে প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে আত্মজ্ঞান অদ্বৈতস্বরূপ হওয়ায় তাহার দ্বারা কর্তৃত্বাদি নিষ্পন্ন হইতে পারে না, আর যেহেতু কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব ইত্যাদি থাকে না সেইহেতু পুরুষের কর্মে প্রবৃত্তি হয় না। অপরপক্ষে কর্মে প্রবৃত্তির প্রতি কর্তৃত্বাদির অভিমান অপেক্ষিত হয়, সেই কর্তৃত্বাদি কর্মপ্রবৃত্তির হেতু হইয়া থাকে এবং এই কর্মেই ক্রিয়া, কারক এবং ফল থাকিতে পারে। অপরপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান ক্রিয়াদি শূন্য হইবার কারণে তাহা কর্মের প্রযোজক হইতে পারে

---

[২৬৪] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০২২, পৃঃ ৫৩৮

না। এই তাৎপর্যেই চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন যে, "ন চ আজ্যাবেক্ষণাদিবৎ অদৃষ্টদ্বারেণোপযোগঃ; স্বপ্রকরণপঠিতসংসারনিবৃত্তিলক্ষণদৃষ্টফলনিরাকাঙ্ক্ষ্যস্য অদৃষ্টফলকল্পনানুপপত্তেঃ। ন চ ক্রিয়াকারকফলশূন্যম্ অদ্বৈতমাত্মানং বিজানতঃ কর্মণি প্রবৃত্তিরূপপদ্যতে"[২৬৫]।

পূর্বপক্ষিগণ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সিদ্ধান্তী যে ব্রহ্মজ্ঞানকে অধিকারবিরোধিরূপে স্বীকার করিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ উক্তপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষও যম-নিয়মাদি কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব ঐ যম-নিয়মাদিতে ব্রহ্মজ্ঞানী অধিকারী হইবার জন্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞানও যম-নিয়মাদি কর্মের প্রবর্ত্তক, ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞানকে কর্মের সহায়করূপে স্বীকার করা যাইতে পারে।

ইহার বিরুদ্ধে চিৎসুখাচার্য বলেন যে, পূর্বপক্ষিগণ যে উক্তপ্রকার যম-নিয়মাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানকে যে কর্মের প্রতি সহায়ক, ইহা প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, সেইস্থলে যম-নিয়মাদির দৃষ্টান্ত যথার্থ নহে। কারণ অপরোক্ষ-আত্মতত্ত্বের জ্ঞানী পুরুষ বিধিবাক্যের দ্বারা যম-নিয়মাদিতে প্রবৃত্ত হন না। কারণ যিনি আত্মতত্ত্বের অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান। আর এই বিষয়ে শ্রুতিও

---

[২৬৫] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০২২, পৃঃ ৫৩৮

বিদ্যমান, তাহা হইল- "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"[২৬৬]। ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞানী কাহারও দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া কর্মই করেন না। এতদ্ব্যতীত আকাঙ্ক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, "তস্য কার্যং ন বিদ্যতে"[২৬৭] অর্থাৎ জ্ঞানীর নিমিত্ত কোনও কর্তব্য দোষ থাকিতে পারে না। জাবাল উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানরূপী অমৃতের দ্বারা পরিতৃপ্ত, কৃতকৃত্য তত্ত্ববেত্তার নিমিত্ত কোনও কর্তব্যই অবশিষ্ট থাকে না, যদি কাহারও নিমিত্ত কর্তব্য অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহা হইলে তিনি তত্ত্ববেত্তা হইতে পারেন না।

আপত্তি হইতে পারে যে, যোগিগণ যে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন, সেই ভিক্ষাসংগ্রহও একপ্রকার কর্ম, অতএব যোগির ব্যুত্থান দশাতেও ভিক্ষারূপ কর্মের প্রতি আত্মজ্ঞানকে প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে।

কিন্তু পূর্বপক্ষীর এমন অভিমত স্বীকার্য নহে, কারণ ভিক্ষাদির প্রতি কোনওপ্রকার দেহাদি নিয়ম নাই, কিন্তু কর্মে দেশ-কালাদির অনন্ত নিয়ম বিহিত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, "ন চ যমনিয়মাদিপ্রবৃত্তিবৎ অবিরোধঃ; যমনিয়মাদ্ এব অপি অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানবতো বিধিতঃ প্রবৃত্ত্যনঙ্গীকারাৎ। 'তস্য কার্যং ন বিদ্যতে',

---

[২৬৬] *মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩/২/৯*

[২৬৭] *গীতা ৩/১৭*

'জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।নৈবাস্তি কিঞ্চিৎকর্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ'[২৬৮]।

ইতি স্মরণাৎ। ভিক্ষাটনাদাবপি ব্যুত্থানদশায়াং যদৃচ্ছয়ৈব প্রবৃত্তেঃ। ন চ এবং কর্মণি প্রবৃত্তঃ, নিয়তদেশকালতয়া তস্য বিধানাৎ"[২৬৯]।

---

[২৬৮] *জাবাল দর্শনোপনিষদ্ ১/২৩*

[২৬৯] চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০২২, পৃঃ ৫৩৮-৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

ন্যায়ামৃত অনুসারে শাব্দাপরোক্ষবাদের বিরুদ্ধে আপত্তিসমূহ উপস্থাপন

প্রথম অনুচ্ছেদ

ন্যায়ামৃত অনুসারে শ্রবণাঙ্গিত্ব খণ্ডন

আত্মদর্শনই হইল মুক্তির প্রতি হেতু । "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"[২৭০] এইরূপ *বৃহদারণ্যক* শ্রুতি আত্মদর্শনকে উদ্দেশ্য করিয়া বিধান করিয়াছেন যে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে এবং নিদিধ্যাসন করিবে। এই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান বা অঙ্গী হইবে আর কোন্‌গুলি সেই অঙ্গীর অঙ্গ হইবে এই বিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। পূর্বপূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রসনজ্খ্যানবাদিগণ নিদিধ্যাসনকে এবং মনঃকরণতাবাদিগণ সংস্কৃত মনকেই আত্মদর্শনের প্রতি অঙ্গী বা করণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু *বিবরণ*সম্প্রদায় নিদিধ্যাসন বা সংস্কৃত মন ইহাদের কোনওটিকেই অঙ্গী বা প্রধানরূপে স্বীকার না করিয়া বিশিষ্ট শব্দাবধারণরূপ শ্রবণকেই আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি করণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য ব্যাসতীর্থ, মণ্ডনমিশ্র এবং বাচস্পতিমিশ্রের ন্যায়, তাঁহার *ন্যায়ামৃত* গ্রন্থে অত্যন্ত

---

[২৭০] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৫/৬*

সূক্ষ্মরূপে শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। শাব্দাপরোক্ষবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত *ন্যায়ামৃত*কারের আপত্তিসমূহ পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপনের নিমিত্ত বর্তমান অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে।

আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার *অদ্বৈতসিদ্ধি* গ্রন্থে শাব্দাপরোক্ষবাদ সমর্থনের নিমিত্ত পদ্মপাদাচার্যকৃত *পঞ্চপাদিকার* মত উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে, "শ্রবণমঙ্গি, প্রমাণস্য প্রমেয়াবগমং প্রত্যব্যবধানাৎ, মনননিদিধ্যাসনে তু চিত্তস্য প্রত্যগাত্মপ্রবণসংস্কারপরিনিষ্পন্নঃ তৎ একাগ্রবৃত্তিকার্যদ্বারেণ ব্রহ্মানুভবহেতুতাং প্রতিপদ্যেতে ইতি ফলোপকার্যঙ্গে"[২৭১]। তাৎপর্য এই যে, শব্দাবধারণরূপ শ্রবণ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ প্রমেয় সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী হওয়ার কারণে প্রমাণ হইয়া থাকে। কারণ, প্রমাণ সদা প্রমেয়াবগমের অব্যবহিত পূর্বকালেই থাকে। বলাই বাহুল্য ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নকারণই করণ, করণের এইরূপ লক্ষণই স্বীকৃত হইয়াছে। করণের এইপ্রকার লক্ষণ অনুসারে যাহা প্রমার অব্যবহিত পূর্বক্ষণবৃত্তি হইবে, তাহাই প্রমার করণ বা প্রমাণ হইবে। মনন এবং নিদিধ্যাসন শ্রবণরূপ অঙ্গীর অঙ্গই হইয়া থাকে। কারণ মননের দ্বারা ব্রহ্মজীবাত্মৈক্যমাত্রবিষয়ক সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং নিদিধ্যাসনের

[২৭১] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, *ন্যায়ামৃতাদ্বৈতসিদ্ধি* -এর অন্তর্গত, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাঃ), দ্বিতীয় ভাগ, চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০২১, পৃঃ ১২২১

দ্বারা সেই ব্রহ্মজীবাত্মৈক্যমাত্রবিষয়ক সংস্কারের দৃঢ়ীকরণ হইয়া থাকে মাত্র। নিদিধ্যাসনের দ্বারা প্রাপ্ত দৃঢ়ীকৃত সংস্কারের সহায়তায় মনের বা অন্তঃকরণের ঐক্যাকারাবগাহিনী একপ্রকার বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই বৃত্তি "তত্ত্বমসি"[২৭২] প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা উৎপন্ন হয়। সেই ঐক্যাকারাবৃত্তিকালে শ্রবণের দ্বারা জীবব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফলের প্রতি ব্যবহিত বা পরম্পরাক্রমে উপকারক হইবার কারণে মনন এবং নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গরূপে গৃহীত হইইয়া থাকে।

শাব্দপরোক্ষবাদিগণের উক্তপ্রকার বক্তব্য খণ্ডনের নিমিত্ত *ন্যায়ামৃত*কার ব্যাসতীর্থ বলিয়াছেন যে- "ন তাবৎ শ্রবণরূপঃ বিচারঃ শাব্দজ্ঞানে করণং বেদেন ধর্ম ইব ব্রহ্মণি প্রমেয়মাণে বিচারস্য অনুমানাদৌ তর্কস্যেব শব্দরূপে শব্দজ্ঞানরূপে বা করণে ইতিকর্তব্যমাত্রত্বাৎ। এতেন অনুমিতৌ লিঙ্গজ্ঞানবৎ শাব্দজ্ঞানে তাৎপর্যবিশিষ্টশব্দজ্ঞানং করণমিতিবিদ্যাসাগরোক্তং নিরিস্তম্"[২৭৩]। *ন্যায়ামৃত*কারের অভিপ্রায় এই যে, বিচাররূপ শ্রবণকে ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ক শাব্দজ্ঞানের করণরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ বৈদিকশব্দ বা শব্দজ্ঞানরূপ প্রমাণের দ্বারা যখন ধর্মের মত ব্রহ্মের প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সেই জ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি বিচারকে ইতিকর্তব্যমাত্র বা সহায়করূপে গ্রহণ করা

---

[২৭২] *ছান্দোগ্যপোনিষদ্* ৬/৮/৭

[২৭৩] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, *ন্যায়ামৃতাদ্বৈতসিদ্ধি* -এর অন্তর্গত, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাঃ), দ্বিতীয় ভাগ, চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০২১, পৃঃ ১২২২

হইয়া থাকে। অনুমানের ক্ষেত্রে যেমন তর্ক সহায়ক হয় তেমনি ব্রহ্ম বা ধর্মের প্রমার উৎপত্তির প্রতি শ্রবণ সহায়ক হইতে পারে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইতিকর্তব্য বা সহায়ক বলিতে কী বোঝায়? উত্তর এই যে, যে ব্যাপারের সহায়তায় কারণের মধ্যে কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতা উৎপন্ন হয়, সেই ব্যাপারকেই ইতিকর্তব্য বা সহায়ক বলা হয়। যেমন- উদ্যমন-নিপাতনরূপ ক্রিয়ার সহায়তায় কুঠার কাষ্ঠচ্ছেদন করিয়া থাকে। এই স্থলে কুঠার হইল করণ এবং উদ্যমন-নিপাতনরূপ ক্রিয়া হইল সহায়ক ব্যাপারমাত্র। অনুরূপভাবে শ্রবণ হইল শব্দশক্তিতাৎপর্যরূপ বিচার অর্থাৎ তর্কবিশেষ। *বিবরণ*সিদ্ধান্তে শ্রবণকে একপ্রকার তর্করূপে স্বীকার করা হইয়া থাকে। এই শ্রবণরূপ বিচারের দ্বারা বিধিবাক্যের দ্বারা ধর্ম এবং বেদান্তবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়কজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে। এই স্থলে শব্দ বা শব্দজ্ঞান হইল করণ এবং শ্রবণরূপ বিচার তাহার ইতিকর্তব্য বা সহায়কই হইয়া থাকে। শ্রবণ কদাপি ব্রহ্মাত্মৈক্যের প্রতি করণ হইতে পারে না।

তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, আকাঙ্ক্ষাদি সামগ্রীযুক্ত হইয়া শব্দজ্ঞানেই যখন করণতা সম্ভব হয়, তখন শ্রবণরূপ তাৎপর্যজ্ঞানের করণকোটিতে প্রবেশ ব্যর্থই হয়। কারণ শ্রবণরূপ তাৎপর্যজ্ঞান তাৎপর্যভ্রমের নিরাসমাত্র করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যদি শ্রবণরূপ বিচারকে করণরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে মননাদিরূপ বিপরীতভাবনানিবর্তক তর্ককেও করণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে – যাহা যুক্তিযুক্ত

নহে। এই অভিপ্রায়েই ব্যাসতীর্থ বলিয়াছেন- “আকাঙ্ক্ষাদিযুক্তশব্দজ্ঞানস্যৈব করণত্বসম্ভবেঃ অপি বিবরণে অন্যোন্যাশ্রয়াৎ শাব্দপ্রমাকরণতাং নিষিদ্ধ তাৎপর্যভ্রমরূপপ্রতিবন্ধনিরাসোপক্ষীণতয়োক্তস্য তাৎপর্যজ্ঞানস্যাপি করণকোটিত্বে মননাদেরপি তদাপত্তেঃ”[২৭৪]।

পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, তাৎপর্যজ্ঞান তাৎপর্যভ্রমনিবৃত্তির প্রতি অপেক্ষিত হয় বলিয়া তাহা তাৎপর্যভ্রমনিবৃত্তির করণ হইতে পারে। *ন্যায়ামৃত*কার ইহার বিরুদ্ধে বলেন যে, পূর্বপক্ষীর এইরূপ বক্তব্য যথার্থ নহে। কারণ যদি তাৎপর্যজ্ঞান তাৎপর্যভ্রমনিবৃত্তির প্রতি করণরূপে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বেদবাক্যেও তাৎপর্যভ্রম হইতে পারে এবং বেদবাক্য ব্যতীত আগমাদিতেও তাৎপর্যপ্রমা উৎপন্ন হইতে পারে। ফলতঃ যদি এইরূপ মত স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে শাব্দজ্ঞানের করণে দুষ্টত্বাদুষ্টত্ব ব্যবস্থাই সম্ভব হইবে না। এই তাৎপর্যেই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছন- “কিং চ তাৎপর্যজ্ঞানস্যাপি করণত্বে বেদেঽপি তাৎপর্যভ্রমসম্ভবাৎ, বাহ্যাগমেঽপি তাৎপর্যপ্রমাসম্ভবাৎ শাব্দজ্ঞানকরণস্য দুষ্টতাদুষ্টত্বব্যবস্থা ন স্যাৎ”[২৭৫]।

[২৭৪] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২২২
[২৭৫] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২২২-২৩

শাব্দাপরোক্ষবাদিগণ হয়তো বলিতে পারেন যে, তাৎপর্যজ্ঞান শাব্দবোধের প্রতি সন্নিপত্যোপকারক হইয়া থাকে, সেই কারণে তাৎপর্যজ্ঞানে অঙ্গিতা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত।

শব্দাপরোক্ষবাদিগণের উক্ত বক্তব্যের বিরুদ্ধে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন যে, "কিং চ সন্নিপত্যোপকারকত্বেঽপি ন ফলোপকারকমনানিদিধ্যাসনরূপাঙ্গ প্রতি শেষিতা, অন্যথাঽবঘাতাদিঃ প্রযাজাদি প্রতি শেষী স্যাৎ"[২৭৬]। অর্থাৎ তাৎপর্যজ্ঞানকে সন্নিপত্য উপকারকরূপে স্বীকার করিয়া লইলেও ফলোপকারকীভূত মনন এবং নিদিধ্যাসনের প্রতি তাৎপর্যজ্ঞানে শেষিতা বা অঙ্গিতা উপপন্ন হইতে পারে না। যেমন- প্রযাজাদির প্রতি অবঘাতাদিতে অঙ্গিতা উপপন্ন হয় না। *ন্যায়ামৃত*কারের অভিপ্রায় এই যে, অঙ্গিতা উপপন্ন হয় ফলোপকারকীভূত বিশেষতার দ্বারা। আর ঐরূপ ফলোপকারকীভূত বিশেষতা মনন এবং নিদিধ্যাসনের থাকিলেও তাৎপর্যজ্ঞানের থাকে না, ফলে তাৎপর্যজ্ঞান কোনওভাবেই অঙ্গী হইতে পারে না।

---

[২৭৬] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২২৪

শাব্দাপরোক্ষবাদী হয়তো বলিতে পারেন যে, শ্রবণে অসম্ভাবনানিবর্তকত্বরূপ বিশেষতা রহিয়াছে, অতএব এই বিশেষতার জন্য শ্রবণকে অঙ্গী এবং মনন ও নিদিধ্যাসনকে তাহার অঙ্গরূপে স্বীকার করা হউক।

*ন্যায়ামৃত*কার এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া তাহার নিরসনের জন্য বলিয়াছেন যে, "কিং চ সন্নিপত্যোপকারকত্বেঽপি ন ফলোপকারকমনানিদিধ্যাসনরূপাঙ্গং প্রতিশেষিতা, অন্যথাঽবঘাতাদিঃ করণত্বেনাঙ্গিত্বং মননিদিধ্যাসনয়োস্তু সহকারিভূতচিত্তগতাতিশয়হেতুত্বাচ্ছ্রবণে ফলোপকার্যঙ্গতেতি চিৎসুখোক্তং প্রত্যুক্তম্, সোমযাগসহকারিভূতদীক্ষণীয়াদ্যঙ্গত্বেন তদ্‌গতাতিশয়হেত্বভিষবগ্রহণাদিকং প্রত্যঙ্গত্বপ্রসঙ্গাৎ। অর্থাৎ যদি করণগত আতিশয্য নিরূপক পদার্থকে অঙ্গিরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে 'সোমম্ অভিষুণোতি' – এইরূপ বিধিবাক্যে যে সোমরসের অভিষব বা নিষ্কাশনের কথা বলা হইয়াছে, সেই সোমের অভিষবে করণগত আতিশয্য থাকিবার কারণ 'জ্যোতিষ্টম' যাগের প্রতি অঙ্গভূত যে দীক্ষণ প্রভৃতি ইষ্ট, তাহাদের প্রতি অভিষব প্রধান হইয়া যাইবে। কিন্তু কেহই 'জ্যোতিষ্টোম' যাগের প্রতি অভিষবকে করণ বা অঙ্গিরূপে স্বীকার করেন না।

*ন্যায়ামৃত*কার শ্রবণের অঙ্গিত্ব খণ্ডনের নিমিত্ত বলেন যে, “কিং চ শব্দেনাপরোক্ষজ্ঞপ্তাবপ্রতিবদ্ধাপরোক্ষজ্ঞপ্তৌ বোৎপাদ্যায়াং মননিদিধ্যাসনয়োরিবাপরোক্ষজ্ঞপ্তৌ প্রতিবদ্ধাপরোক্ষজ্ঞপ্তৌ বোৎপাদ্যায়াং শ্রবণস্য অপি অপেক্ষিতত্বাৎ ত্রয়ানামপি শব্দং প্রতি ফলোপকার্যত্বে কথং পরস্পরম্ অঙ্গাঙ্গিভাবঃ”[২৭৭]। তাৎপর্য এই যে, শব্দের দ্বারা যেরূপ অপরোক্ষজ্ঞান বা প্রতিবন্ধাভাববিশিষ্ট অপরোক্ষজ্ঞান উৎপাদনে শব্দকে মনন এবং নিদিধ্যাসনের অপেক্ষা করিতে হয়, সেইরূপে পরোক্ষজ্ঞান বা প্রতিবন্ধবিশিষ্ট পরোক্ষজ্ঞান উৎপত্তির নিমিত্ত শব্দরূপ করণ শ্রবণকে অপেক্ষা করে। অতএব শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনে সমানরূপেই ফলোপকার্যাঙ্গত্ব সিদ্ধ হয়। উহারা সকলেই যদি অঙ্গ হয়, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিত্ব কীভাবে সম্ভব হইতে পারে? অর্থাৎ উহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিত্ব সম্ভব হইতে পারে না।

পুনরায় আপত্তি হয় যে, শ্রবণ, মননাদি শব্দপ্রমাণের সহকারী হইলেও উহাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। মননাদি শব্দের সহায়কমাত্র হয় এবং শ্রবণরূপ সহায়কের দ্বারা শব্দে জ্ঞানজনকতার উৎপত্তি ঘটে, মননাদির দ্বারা শব্দে জ্ঞানজনকতার উৎপত্তি হয় না। ফলতঃ কেবল শ্রবণ সহকারেই শব্দ শাব্দবোধ উৎপাদনে সমর্থ হইয়া যায়, মননাদির

---

[২৭৭] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২২৫

অনুষ্ঠানমাত্রের দ্বারা অশ্রুত শব্দ শাব্দবোধ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। সুতরাং শ্রবণ এবং মননাদির মধ্যে বৈষম্য থাকায় উহাদের মধ্যে সমভাবের উপপত্তি হইতে পারে না বলিয়া, উহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব সিদ্ধ হইতে পারে।

কিন্তু *ন্যায়ামৃত*কার শ্রবণ এবং মননাদি বিচারাত্মক হইবার কারণে উহাদের মধ্যে সহকারিত্বরূপ সমভাব স্বীকার করিয়াছেন, অতঃপর পূর্বপক্ষীর উক্ত আপত্তির উত্তরে বলেন যে, সমানরূপে ফলপোকারিত্ব থাকা সত্ত্বেও যদি শ্রবণ এবং মননাদির মধ্যে অঙ্গাঙ্গিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে এই মত বলিতে হইবে যে, শ্রুতির দ্বারা সৌভরগত ইতিকর্তব্যতা সম্পাদনার্থে নিধনসংজ্ঞক অংশে হীষাদি বিহিত হইয়াছে, সেই হীষাদিতেও শ্রবণাদির ন্যায় অঙ্গাঙ্গিভাব স্বীকার করিতে হইবে। তাৎপর্য এই যে, বৃষ্টি, অন্নাদি এবং স্বর্গরূপ ফল উৎপত্তির প্রতি সৌভররূপ (সামবিশেষের সংজ্ঞা) সাম বিহিত হইয়াছে। আর সেই বিধান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, "বৃষ্টিরূপ ফলের নিষ্পত্তির জন্য 'হীষ্' শব্দোচ্চারণপূর্বক নিধনভাগের গান কর", "অন্নাদি ফলের নিষ্পত্তির জন্য 'ঊর্ক' এবং স্বর্গরূপ ফলের নিষ্পত্তির জন্য 'ঊ' শব্দ উচ্চারণপূর্বক নিধনসংজ্ঞক ভক্তির গান কর"। এই শ্রুতির দ্বারা সৌভরগত ইতিকর্তব্যতা সম্পাদনার্থে নিধনসংজ্ঞক অংশে হীষাদি বিহিত হইয়াছে। অতএব হীষদিতেও শ্রবণাদির সমান অঙ্গাঙ্গিভাব থাকা উচিত। কিন্তু কেহ হীষাদির মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব স্বীকার করেন না।

*ন্যায়ামৃত*কার পুনরায় আপত্তি করিয়া বলেন যে, "করণাপূর্বাৎপত্তৌ চ যাগার্থস্যঽবঘাতাদেঃ পরমাপূর্বাৎপত্তৌ তদর্থপ্রযাজাদিঃ শেষঃ স্যাৎ"[২৭৮]। *ন্যায়ামৃত*কারের অভিপ্রায় এই যে, করণের জনকত্বরূপ স্বরূপের সম্পাদন করে বলিয়া যদি শ্রবণকে অঙ্গী এবং করণের কোনও সহায়ক সামগ্রীর উপস্থাপককে অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে যাগাদির প্রতি অবঘাতকে অঙ্গী এবং প্রযাজাদিকে তাহার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ যাগরূপ করণের দুই প্রকার স্বরূপ স্বীকার করা হইয়া থাকে। যেমন- দ্রব্য এবং দেবতা। কোনও দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগকেই যাগ বলা হইয়া থাকে। অতএব যাগের দ্রব্যাত্মক স্বরূপের সম্পাদক অবঘাত হইয়া থাকে। কারণ ব্রীহিকে বৈধভাবে অবঘাতের দ্বারা বিতুষীকৃত করা হইয়া থাকে এবং প্রাপ্ত চাউলের দ্বারা পুরোডাশ প্রস্তুত হয়। এই পুরোডাশই যাগের দ্রব্য।

শাব্দাপরোক্ষবাদিগণ শ্রবণের অঙ্গিত্ব প্রতিপাদনপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিলে তাহার বিরুদ্ধে *ন্যায়ামৃত*কার আপত্তি করিয়া বলেন যে, শব্দরূপ প্রমাণ যে পরোক্ষজ্ঞানের উৎপাদক হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের নহে- এই মত লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ। অতএব শব্দরূপ প্রমাণের সহায়ক শ্রবণও পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক হইবে, প্রত্যক্ষজ্ঞানোৎপত্তির প্রতি

[২৭৮] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২২৫-২৬

কদাপি সহায়ক হইবে না। আর প্রত্যক্ষজ্ঞানোৎপত্তির প্রতি যেহেতু শ্রবণ অঙ্গই হইতে পারে না, সেইহেতু তাহা নিদিধ্যাসনাদির অঙ্গীও হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়েই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "কপ্তং চ পরোক্ষজ্ঞানং লোকে শব্দফলম্। ন চ অকরণমপি শ্রবণং প্রতি নিদিধ্যাসনস্য অঙ্গত্বে শ্রুতিবাক্যে স্তঃ"[২৭৯]।

শাব্দাপরোক্ষবাদিগণ শ্রবণের অঙ্গিত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত হয়তো বলিতে পারেন যে, মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা চিত্ত একাগ্র হইলে, সেই একাগ্রচিত্ত শ্রবণের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিয়া থাকে। মনন-নিদিধ্যাসন শ্রবণের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারের সহায়ক একাগ্রচিত্তের প্রতি করণ হয় বলিয়া উহারাও শ্রবণের সহায়ক অর্থাৎ অঙ্গ হইবে।

পূর্বপক্ষীর এমন বক্তব্যের বিরুদ্ধে ব্যাসতীর্থ বলিয়াছেন যে, "যৎ চ উক্তং মননস্য চিত্তৈকাগ্রয়াযোগ্যত্বরূপঃ অসম্ভনানিরসনং দ্বারাং নিদিধ্যাসনস্য তু বিপরীতসংস্কাররূপবিপরীতভাবনানিরসনং দ্বারমিতি। তৎ ন সূক্ষ্মম্ অবস্তুজ্ঞানে চিত্তৈকাগ্রস্য হেতুত্বে দৃষ্টেঽপি যুক্ত্যনুসন্ধানরূপমননস্যাযুক্তত্বশঙ্কানিবর্তকতায়া এব দৃষ্টত্বেন তদ্রহিতে উক্ত অযোগ্যত্বশঙ্কানিবর্তকতায়া অদৃষ্টত্বেন চ দৃষ্টহানাদি আপাতাৎ।

[২৭৯] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২২৬

মননবিধেরপূর্ববিধিত্বাপাতাৎ চ। 'মতির্যাবৎ অযুক্ততে'ত্যাদিস্মৃতিবিরোধাৎ চ"[২৮০]।

*ন্যায়ামৃত*কারের অভিপ্রায় এই যে, অদ্বৈতিগণ যে বলিয়াছিলেন, মনন চিত্তগত একাগ্রতা সম্পাদনের দ্বারা অসম্ভাবনাকে নিবৃত্ত করিয়া আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি উপযোগী হয় এবং নিদিধ্যাসন বিপরীতভাবনার নিবৃত্তিপূর্বক আত্মসাক্ষাৎকারের সহায়ক হইয়া থাকে- এইরূপ অভিমত যথার্থ নহে। কারণ যদিও চিত্তগত একাগ্রতা সূক্ষ্মবস্তুসকলের জ্ঞানের কারণ হইয়া থাকে, তথাপি মনন চিত্তের একাগ্রতার কারণ হয় না। কারণ যুক্তিগত অনুসন্ধানরূপ মননের দ্বারা প্রতিপাদ্যগত অযুক্তত্বের যে আশঙ্কা, সেই আশঙ্কার নিরাকরণই হইয়া থাকে, কিন্তু চিত্তগত একাগ্রতার উৎপত্তি হয় না। আর যদি মননে চিত্তগত একারগ্রতার কল্পনা করিলে দৃষ্টের হানি এবং অদৃষ্টের কল্পনাবশতঃ 'দৃষ্টে সম্ভবতি' এই নিয়মের লঙ্ঘন ঘটিবে- যাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। মননবিধিকে মননগত একাগ্রতাজনকত্বরূপ অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপকরূপে স্বীকার করিলে, সেই ক্ষেত্রে মননে অপূর্ববিধি স্বীকার করিতে হইবে এবং ফলতঃ মননবিধি 'মতির্যাবদযুক্ততা' এই স্মৃতিবাক্যের বিরোধী হইয়া পড়িবে। কারণ এই স্মৃতিবাক্যে মতি অর্থাৎ মননে অযুক্তত্বশঙ্কানিবর্তকত্বের মতই বলা হইয়াছে, একাগ্রতা জনকত্বের কথা বলা হয় নাই।

---

[২৮০] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২২৭-২৮

পূর্বপক্ষী নিদিধ্যাসনে বিপরীতভাবনানিবর্তকত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহার বিরুদ্ধে ব্যাসতীর্থ বলেন যে, নিদিধ্যাসনে বিপরীতভাবনানিবর্তকত্ব সর্বসম্মত হইলেও জ্ঞানে উৎপত্তির জন্য বিপরীতভাবনা বা বিপরীত সংস্কারের নিবৃত্তি আবশ্যক নহে। কারণ শুক্তিতে রজতবিষয়ক বিপরীত ভাবনা বা সংস্কার থাকিলেও শুক্তির সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

*ন্যায়ামৃত*কার শ্রবণাঙ্গিবাদিগণের মত খণ্ডন করিয়া বলেন যে, "সামর্থ্য সর্বভাবানাং লিঙ্গমিত্যভিধীয়তে" এইরূপ বৃদ্ধবাক্যানুসারে শক্তি এবং যোগ্যতারূপ লিঙ্গপ্রমাণ দুইপ্রকার হইয়া থাকে, যথা শব্দসামর্থ্য বা শব্দগত অভিধাশক্তি এবং অর্থসামর্থ্য বা স্তবাদি পদার্থে ঘৃতাবদানযোগ্যতা। এই দুই লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়ের মধ্যে শব্দসামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা নিদিধ্যাসনে আত্মসাক্ষাৎকাররূপ ফলের জনকত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ "ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"[২৮১]। এই শ্রুতিবাক্য ধ্যানরূপ নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মদর্শনের উৎপত্তির প্রতিপাদন করিয়া থাকেন এবং প্রকরণ প্রমাণের দ্বারা শ্রবণে নিদিধ্যাসনের সন্নিপত্যরূপ অঙ্গতার অবগতি হইয়া থাকে। এই তাৎপর্যেই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন-

---

[২৮১] *মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩/১/৩*

"তস্মাৎ শ্রবণসামর্থ্যরূপলিঙ্গেন 'ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মান' ইত্যাদি বাক্যেন নিদিধ্যাসনস্য ফলসম্বন্ধাৎ প্রকরেণ চ শ্রবণাদিকং নিদিধ্যাসনে সন্নিপাত্যঙ্গম্"[২৮২] ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ন্যায়ামৃত অনুসারে শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডন

শাব্দাপরোক্ষবাদিগণ শব্দরূপ পরোক্ষপ্রমাণের দ্বারা সাক্ষাৎকাররূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানোৎপত্তির মত স্বীকার করিয়া থাকেন। *ন্যায়ামৃত*কার এইরূপ মত স্বীকার করেন নাই। শাব্দাপরোক্ষবাদিগণ শব্দের অপরোক্ষপ্রমাহেতুত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত অনুমান করিয়া বলিতে পারেন যে, 'বিমতং শাব্দজ্ঞানং অপরোক্ষম্, অপরোক্ষমাত্রবিষয়ত্বাৎ, দুঃখাদিজ্ঞানবৎ' এবং অপরোক্ষত্ব বিষয়ে অনুমান প্রয়োগ করিয়া বলিতে পারেন যে, 'অপরোক্ষত্বম্ বেদান্তবাক্যজন্যজ্ঞানবৃত্তি, অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বাৎ, জ্ঞানবৎ'। *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন যে, উক্তপ্রকার অনুমান সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস দোষে দুষ্ট, এই প্রসঙ্গে *ন্যায়ামৃত*কার সৎপ্রতিপক্ষ হেতুর উল্লেখের নিমিত্ত অনুমান প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন যে, 'বিমতঃ শব্দঃ নাপরোক্ষহেতুঃ, শব্দত্বাৎ, জ্যোতিষ্টমাদিশব্দবৎ'। সুতরাং এই সৎপ্রতিপক্ষদোষজন্য 'দশমস্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যজন্য শব্দের দ্বারা অপরোক্ষধী বা

---

[২৮২] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২২৮-২৯

অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে আমাদের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই ইন্দ্রিয়কেও শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তির প্রতি সহায়করূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ যদি শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তির প্রতি ইন্দ্রিয়কে সহায়করূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে গাঢ় অন্ধকারে যেখানে কোনওপদার্থই দৃষ্টিগোচর নহে, সেই স্থলেও শব্দজন্য বিষয়ের অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব শব্দের পরোক্ষজ্ঞানহেতুত্বই যুক্তিযুক্ত, অপরোক্ষজ্ঞানহেতুত্ব নহে। এই অভিপ্রায়েই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, " 'বিমতং শব্দজ্ঞানমপরোক্ষম্, অপরোক্ষমাত্রবিষয়ত্বাৎ, সুখাদিজ্ঞানবৎ'। 'অপরোক্ষত্বম্, বেদান্তবাক্যজন্যজ্ঞানবৃত্তি, অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বাৎ, জ্ঞানবৎ- ইত্যাদি অনুমানাচ্চ। ন চ 'বিমতঃ শব্দঃ নাপরোক্ষহেতুঃ, শব্দত্বাৎ, জ্যোতিষ্টোমাদিশব্দবৎ' – ইত্যাদিনা সৎপ্রতিক্ষত্বম্। দশমস্ত্বমসীত্যাদৌ শব্দাৎ এব অপরোক্ষধী দর্শনেন ব্যভিচারাৎ। ন চ তত্রাপীন্দ্রিয়মেব করণং শব্দস্তু সহকারীতি যুক্তম্, ক্বচিদ্বহুলতমে তমসি ক্বচিচ্চ লোচনহীণস্যাপি বাক্যাহশমোস্মীঽত্যপরোক্ষধীদর্শনাদিতি"[২৮৩]।

[২৮৩] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২৭০

শাব্দাপরোক্ষবাদিগণ বলিতে পারেন যে, “তস্মৈ মৃদিকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ”[২৮৪]। অর্থাৎ রাগাদি দোষ হইতে বিমুক্ত সেই নারদকে ভগবান সনৎকুমার অবিদ্যারূপ অন্ধকারের পার অর্থাৎ পরব্রহ্মকে দেখাইলেন। এইরূপ শ্রুতিবাক্যে ‘দর্শয়তি’ অর্থাৎ ‘দর্শন’ পদের পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার অর্থই বিবক্ষিত। আর এই শ্রুতির অনুরোধেই “তদ্ধাঽস্য বিজজ্ঞৌ”[২৮৫] এই শ্রুতি বাক্যেও ‘বিজজ্ঞৌ’ পদেরও অপরোক্ষত্বরূপ অর্থই বিবক্ষিত।

পূর্বপক্ষীর এইরূপ মতর বিরুদ্ধে *ন্যায়ামৃত*কার বলেন যে, “নৈবম্, ‘তদ্ধাঽস্য বিজজ্ঞা’বিত্যাদেঃ পরোক্ষজ্ঞানেনাপি চরিতার্থত্বাৎ। দর্শয়তীত্যাদেস্তু গ্রামমার্গোপদেষ্টরি গ্রামং দর্শয়ীতীতিবৎ পরংপরয়া সাক্ষাৎকারসাধনত্বেন কৃতার্থত্বাৎ। অন্যথা ‘মনসৈবানুদ্রষ্টব্য’মিত্যাদিশ্রুতিবিরোধাৎ”[২৮৬]। *ন্যায়ামৃত*কারের অভিপ্রায় এই যে “তমসঃ পারং দর্শয়তি” এইরূপ শ্রুতিবাক্যে প্রযুক্ত ‘দর্শয়তি’ পদ গৌণার্থক, যেমন- গ্রাম দৃষ্টিগোচর না হওয়া সত্ত্বেও কোনও গ্রামের মার্গদর্শককে ‘এইতো গ্রাম দেখা যাচ্ছে’ এইরূপ বলা হইয়া থাকে, এই ক্ষেত্রে ‘দর্শয়তি’ পদটি গৌণার্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ সনৎকুমারের পরব্রহ্মকে দর্শন করান পরোক্ষজ্ঞান দর্শন করানই হইয়া থাকে

---

[২৮৪] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* ৩/২৬/২

[২৮৫] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* ৬/১৬/৩

[২৮৬] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২৭০-৭১

এবং সেই পরোক্ষজ্ঞান পরবর্তীকালে মানস সাক্ষাৎকারের প্রযোজকই হইয়া থাকে। আর পরব্রহ্মের মানসসাক্ষাৎকার স্বীকার না করা হইলে "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্"[২৮৭], অর্থাৎ মনেরই দ্বারা ব্রহ্ম অনুদ্রষ্টব্য বা আচার্যোপদেশানুযায়ী দ্রষ্টব্য, এইরূপ শ্রুতি বিরোধী হইয়া পড়িবে।

*ন্যায়ামৃত*কার পুনরায় আপত্তি করিয়া বলেন যে, "বেদান্তবিজ্ঞানৈত্যত্র সুশব্দেনাপ্রামাণ্যশঙ্কাভাবাদেরুক্তেঃ"[২৮৮]। তাৎপর্য এই যে, শাব্দাপরোক্ষবাদিগণ বইলিয়াছিলেন যে, "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থঃ"[২৮৯] এই শ্রুতিবাক্যে 'সু' পদ জ্ঞানগত অপরোক্ষতার জ্ঞাপক হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ 'সু' পদ জ্ঞানগত অপ্রামাণ্যের যে আশঙ্কা, সেই আশঙ্কার নিবর্তক হইয়া থাকে, এইজন্য 'সু' পদ অপরোক্ষতার জ্ঞাপক হইতে পারে না। অন্যথা সুনিশ্চিতার্থ পদের দ্বারা বিচারিত বেদান্তবাক্য হইতে জন্যাপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্ব বেদান্তার্থতে প্রাপ্ত হইবার কারণে বিষয়গত অপরোক্ষএইজন্য প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। ফলতঃ বেদান্তভূত অর্চিরাদি মার্গ এবং পুরীততাদি প্রদেশে অপরোক্ষতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবে।

---

[২৮৭] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৪/১৯*

[২৮৮] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২৭১

[২৮৯] *মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩/২/৬*

*ন্যায়ামৃত*কার আরও বলেন যে, "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্"[২৯০] ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মনকেই আত্মার অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতি সাধনরূপে স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্করও *বৃহদারণ্যকভাষ্যে* বলিয়াছেন – "ব্রহ্মদর্শনে সাধনমুচ্যতে- মনসৈব পরমার্থজ্ঞানসংস্কৃতেনাচার্যোপদেশপূর্বকং চানুদ্রষ্টব্যম্"[২৯১]। অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শনের প্রতি আচার্যোপদেশপূর্বক পরমার্থজ্ঞানসংস্কৃত মনই সাধন হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি মনই প্রমাণ, 'তত্ত্বমস্যাদি' শব্দ প্রমাণ হইতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত শব্দের অপরোক্ষপ্রমাহেতুত্ব অন্য কোনও সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন না, বরং তাহার পরোক্ষজ্ঞানহেতুত্বই স্বীকার করেন। কিন্তু শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানহেতুতা অদ্বৈতসম্প্রদায় স্বীকার করিলেও, মনের অপরোক্ষজ্ঞানহেতুতা স্বীকার করেন না। এই প্রসঙ্গে ব্যাসতীর্থ বলেন যে, যেরূপে অদ্বৈতী শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানহেতুতা কল্পনা করেন, সেইরূপেই মনেরও অপরোক্ষজ্ঞানহেতুতা স্বীকৃত হউক।

ইহার বিরুদ্ধে শাব্দাপরোক্ষবাদিগণ হয়তো বলিতে পারেন যে, শব্দের অপরোক্ষপ্রমাহেতুতা বিষয়ে অনুমান করা যাইতে পারে। যেমন- বিমতং শব্দঃ অপরোক্ষপ্রমাহেতু, অপরোক্ষজ্ঞানষ্টাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বাৎ, জ্ঞানবৎ। *ন্যায়ামৃত*কার

---

[২৯০] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৪/১৯*

[২৯১] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২৭২

বলেন যে উক্তপ্রকার অনুমান যথার্থ নহে, কারণ উক্তপ্রকার অনুমানে প্রযুক্ত হেতুর সৎপ্রতিপক্ষহেতু বিদ্যমান এবং সেই সৎপ্রতিপক্ষহেতুর দ্বারা শব্দে পরোক্ষজ্ঞানহেতুতা অনুমান করা যাইতে পারে, যথাঃ বিমতঃ শব্দঃ নাপরোক্ষধীহেতুঃ, শব্দত্বাৎ, ধর্মকাণ্ডবৎ। এতদ্ব্যতীত যদি শব্দে অপরোক্ষজ্ঞানহেতুত্ব স্বীকার করা হয় তাহা হইলে শব্দ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্ভূক্ত হইয়া যাইবে, যাহা যুক্তিযুক্ত নহে। এই অভিপ্রায়েই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "শব্দত্বহেতুনা সৎপ্রতিপক্ষত্বাচ্চ। কিং চাস্য শব্দস্যাপরোক্ষধীহেতুত্বে প্রত্যক্ষেঽন্তর্ভাবাপত্তিঃ"[২৯২]।

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, উক্তপ্রকার অনুমানে 'শব্দত্ব' হেতুটি ব্যভিচারী। কারণ শব্দে পরোক্ষত্ব নহে বরং অপরোক্ষত্বের অনুভব হইয়া থাকে।

ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া *ন্যায়ামৃত*কার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে, 'দসমস্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যরূপ শব্দ নিজের প্রত্যক্ষের প্রতি প্রযুক্ত হইতেছে? নাকি অন্য বিষয়ের প্রত্যক্ষের প্রতি প্রযুক্ত হইতেছে? প্রথম পক্ষ স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ দৃশ্যমান্ ঘটের প্রতি 'অয়ং ঘটঃ' ইত্যাদি বাক্যপ্রযুক্ত পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও সেই স্থলে প্রত্যক্ষপ্রমাণ এবং পরোক্ষপ্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষপ্রমাণ তীব্রতর হইবার কারণে

[২৯২] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২৭২-৭৩

উক্তপ্রকার ঘটজ্ঞানকে প্রত্যক্ষপ্রমাণজন্যই বলিতে হইবে, শব্দরূপ পরোক্ষপ্রমাণজন্য নহে। আবার অন্যবিষয়ের প্রত্যক্ষের প্রতিও শব্দকে প্রমাণরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ যে স্থলে প্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয়ব্যাপার রহিয়াছে, সেই স্থলে 'দশমস্ত্বমসি' ইত্যাদি শব্দাত্মক উপদেশকে সহকারী রূপেই স্বীকার করা যাইতে পারে। 'ধর্মবান্ ত্বমসি', 'পর্বতোঽগ্নিবান্' ইত্যাদিস্থলে যেমন বিশেষ্যভাগের প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও শব্দের দ্বারা কেবলমাত্র বিশেষণাংশের পরোক্ষএইজন্য নিশ্চিত হইয়া থাকে, সেইরূপে 'দশমস্ত্বমসি' ইত্যাদিস্থলে দশমত্বরূপ বিশেষণাংশে পারোক্ষ্যই থাকে, অপরোক্ষতা নহে। এই অভিপ্রায়েই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন যে, "যশ্চ শব্দত্বহেতোর্দশমস্ত্বমসীত্যাদৌ ব্যভিচার উক্তঃ য কিং স্বাত্মানো দশমত্বং পশ্যন্তং প্রতিপ্রযুক্তে দশমস্ত্বমসীতি বাক্যে? অন্যং প্রতি বা? নাদ্যঃ, তস্য দৃষ্টঘটং প্রতিপ্রযুক্তাদয়ং ঘট ইতি বাক্যাজ্জন্যজ্ঞানস্যেব পরোক্ষত্বেঽপি প্রত্যক্ষসিদ্ধার্থানুবাদিত্বমাত্রেণ প্রত্যক্ষত্বাভিধানাৎ। দ্বিতীয়েঽপি যদীন্দ্রিয়ব্যাপারোঽস্তি তদা রত্নতত্ত্ব ইবোপদেশসহকৃতেন্দ্রিয়েণৈব দশমত্বেঽপরোক্ষধীঃ। যদি স নাস্তি তদা ধর্মবাংস্ত্বমসি পর্বতোঽগ্নিমানিত্যাদাবিব বিশেষস্য প্রত্যক্ষত্বেঽপি বিশেষণে দশমত্বে পরোক্ষধীরেব"[২৯৩]।

[২৯৩] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২৭৩

অনন্তর *ন্যায়ামৃত*কার বলেন যে, যদি শব্দকে অপরোক্ষজ্ঞানের প্রযোজকরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হয় যে, শব্দে যে অপরোক্ষজনকত্ব উৎপন্ন হয়, তাহা কি স্বাভাবিকভাবেই উৎপন্ন হয়? নাকি অপরোক্ষবস্তুবিষয়কত্বের দ্বারা উৎপন্ন হয়? যদি এই মত স্বীকার করা হয় যে, শব্দে অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব স্বাভাবিকভাবেই উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে শব্দজন্য ধর্মবিষয়ক জ্ঞানে অপরোক্ষত্বের অতিপ্রসঙ্গ বা অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। আবার দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ শব্দের অপরোক্ষত্ব যদি অপরোক্ষবস্তুবিষয়কত্বের দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে শাব্দাপরোক্ষবাদিগণ যে 'বেদান্তবাক্যরূপ শব্দ শ্রবণের অনন্তরই অভেদ সাক্ষাৎকার হইয়া যায়' -এইরূপ নিয়ম স্বীকার করেন তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। কারণ বেদান্তবাক্য শ্রবণের পূর্বেই 'জীবাঃ পরমাত্মনো ন ভিদ্যন্তে, আত্মত্বাৎ' ইত্যাদি অনুমানজন্য অনুমিতিজ্ঞান অপরোক্ষবিষয়ক হইবার কারণে এই অনুমিতিজ্ঞানকেও অপরোক্ষরূপে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কেহই অনুমিতিজ্ঞানকে অপরোক্ষরূপে স্বীকার করেন না। এতদ্ব্যতীত বিচারহীন আপাতত জায়মান অভেদজ্ঞান অথবা বেদধ্যয়ন ব্যতিরেকে ভাষানিবন্ধনের স্বয়ং অনুশীলনজনিত ঐক্যজ্ঞানও অপরোক্ষাত্মবিষয়ক হইবার কারণে অপরোক্ষ হইতে পারে। এই অভিপ্রায়েই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন- "অত্রাপি অপরোক্ষেতি ময়োচ্চমানত্বাৎ প্রতীতিকলহোঽয়ং নিরবধিক ইতি চেৎ, ন তাবৎ শব্দস্য অপরোক্ষধীহেতুত্বং স্বাভাবিকম্, অতিপ্রসঙ্গাৎ। নাপি অপরোক্ষবিষয়কত্বনিমিত্তকম্, 'জীবাঃ

পরমাত্মনো ন ভিদ্যন্তে, আত্মত্বাৎ’ ইত্যাদিলিঙ্গজন্যায়াঃ শ্রবণাৎ প্রাগাপততো বেদান্তজন্যায়া ভাষাপ্রবন্ধজন্যায়া অনধীতবেদান্তজন্যায়াশ্চ ঐক্যপ্রতীতেরাপরোক্ষ্যাপাতেন শ্রবণনিয়মাদেরযোগাৎ”[২৯৪]।

*ন্যায়ামৃত*কার পুনরায় প্রশ্ন করিয়া বলেন যে, বিষয়গত অপরোক্ষতা কী? তাহা কি অপরোক্ষজ্ঞানরূপ? নাকি অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্বরূপ? অথবা অপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বরূপ? প্রথমপক্ষ অর্থাৎ বিষয়গত অপরোক্ষতাকে অপরোক্ষজ্ঞানরূপে বা প্রত্যক্ষরূপে স্বকার করা যাইতে পারে না, কারণ ব্রহ্মে অপরোক্ষজ্ঞানরূপত্ব বা প্রত্যক্ষত্ব থাকিলেও দশমত্বাদি বাক্যে প্রত্যক্ষত্ব থাকে না। কারণ দশমত্বাদি বাক্যকে বুদ্ধিরূপে স্বীকার করা হয় না। আর দশমত্বাদি বাক্য বুদ্ধিরূপ না হইবার কারণে তাহার দ্বারা অপরোক্ষরূপ ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্ম্যবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। যেমন- চৈত্রের অপরোক্ষজ্ঞান বিষয়ক শব্দাদির দ্বারা মৈত্রের পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হইবে, অপরোক্ষজ্ঞান নহে। সুতরাং অপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্ব বিষয়গত অপরোক্ষত্বের স্বরূপ বা প্রযোজক হইতে পারে না।

দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্বরূপ ধর্মকেও বিষয়গত অপরোক্ষত্বরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ ব্যবহারগত অপরোক্ষতার যদি

[২৯৪] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২৭৪

অপরোক্ষার্থবিষয়কত্বরূপ অর্থ হয়, তাহা হইলে অর্থগত অপরোক্ষতায় ব্যবহারগত অপরোক্ষতা এবং ব্যবহারগত অপরোক্ষতায় বিষয়গত অপরোক্ষতার অপেক্ষা থাকিবার কারণে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ উৎপন্ন হইবে। আবার যদি 'অপরোক্ষঃ অয়ম্' এই প্রকারের প্রতীতিকে অপরোক্ষব্যবহাররূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আবৃত অপরোক্ষার্থে অব্যাপ্তি হইবে। কারণ অদ্বৈতমতে বিষয়গত এই কারণে স্বীকৃত হইয়াছে যাহাতে 'ন প্রকাশতে' এই প্রকার ব্যবহার উপপন্ন হয় এবং আবৃত বিষয়ে 'অপরোক্ষঃ অয়ম্' এই প্রকার ব্যবহার যাহাতে সম্ভব না হয়। যদি 'অপরোক্ষঃ অয়ম্' এই প্রকার ব্যবহারের যোগ্যতাকেই বিষয়গত অপরোক্ষতারূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কুণ্ডাদির দ্বারা ব্যবহৃত ঘটাদিতেও অপরোক্ষতার প্রসক্তি হইবে। আবার অপরোক্ষজ্ঞানজন্যত্বকে বিষয়গত অপরোক্ষত্বরূপেও স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ অপরোক্ষজ্ঞানজন্যত্বকে বিষয়গত অপরোক্ষরূপে স্বীকার করিলে, বিষয়ের দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তি এবং অপরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ অন্যোন্যাশ্রয়দোষ অবশ্যম্ভাবী।

পরিশেষে তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বকেই বিষয়গত অপরোক্ষত্বরূপে স্বীকার করিতে হইবে। অপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বকে বিষয়গত অপরোক্ষত্বরূপে স্বীকার করা হইলে পুনরায় প্রশ্ন হয় যে, ঘটজ্ঞান কি ঘটে অপরোক্ষতার নিয়ামক হইয়া থাকে? অথবা

ঘটজ্ঞানভিন্ন জ্ঞানান্তর বা অন্যজ্ঞান কি ঘটে অপরোক্ষতার নিয়ামক হইয়া থাকে? প্রথমপক্ষ স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ সেক্ষেত্রে ঘটগত অপরোক্ষতা ঘটজ্ঞানগত অপরোক্ষতাজন্য এবং ঘটজ্ঞানগত অপরোক্ষতা ঘটগত অপরোক্ষতাজন্য হইবে, ফলতঃ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ উৎপন্ন হইবে।

দ্বিতীয়পক্ষ অর্থাৎ অন্যজ্ঞান বা জ্ঞানান্তরকে ঘটে অপরোক্ষতার নিয়ামকরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ সেইক্ষেত্রে কোনও একজন ব্যক্তির ঘটবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানত্ব অন্যব্যক্তির জ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া যায়- এইরূপ অভিমত স্বীকার করিতে হইবে। যেমন- দেবগণের প্রত্যক্ষভূত স্বর্গাদি বিষয়ের জ্ঞান মনুষ্য প্রযুক্ত শব্দের (অন্যজ্ঞান) দ্বারা উৎপন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু এইরূপ মত সঙ্গত নহে। কেহ বলিতে পারেন, যে ব্যক্তির ঘটবিষয়ক অপরোক্ষতা উৎপন্ন হইতেছে, সেই একই ব্যক্তির অন্যজ্ঞানের দ্বারাই ঘটে অপরোক্ষতা উৎপন্ন হইতে পারে, অন্য ব্যক্তির জ্ঞানের দ্বারা নহে। এইরূপ বক্তব্যও যথার্থ নহে, কারণ এমন মত স্বীকার করিলে ঐ একই ব্যক্তির অতীতকালিন ঘটের বর্তমানে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু অতীতকালিন বিষয়ের অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। তাহা হইলে বিষয়গত অপরোক্ষতার প্রতি একই ব্যক্তির একইকালিন অপরোক্ষজ্ঞানকে প্রযোজক বলা যাইতে পারে। না, তাহাও বলা যাইতে পারে না, কারণ এমন মত স্বীকার করিলে, প্রত্যক্ষভূত অগ্নির লিঙ্গ

অথবা শব্দরূপ অন্যজ্ঞানের দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু যেই স্থলে অগ্নি প্রত্যক্ষভূত হইতেছে, সেই স্থলে অগ্নির অপরোক্ষজ্ঞানের নিমিত্ত কেহই লিঙ্গ বা শব্দপ্রমাণ প্রয়োগ করেন না। কারণ লিঙ্গ বা শব্দপ্রমাণ পরোক্ষজ্ঞানোৎপাদক, অপরোক্ষজ্ঞানোৎপাদক নহে। অতএব অপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বকে বিষয়গত অপরোক্ষত্বরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না। এই তাৎপর্যেই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন- "কিং চ অর্থস্য অপরোক্ষত্বং ন তাবৎ অপরোক্ষধীরূপত্বম্, তস্য ব্রহ্মণিসত্ত্বেঽপি দশমত্বাদাবসত্ত্বাৎ। চৈত্রস্য অপরোক্ষজ্ঞানে মৈত্রস্য শব্দাদিনা সাক্ষাৎকার অদর্শনাৎ চ। নাপি অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্বম্, ব্যবহারঃ অপরোক্ষস্য পরোক্ষবিষয়ত্বরূপত্বেঽন্যোন্যাশ্রয়াৎ। অপরোক্ষোঽয়মিত্যেবংরূপত্বে তু অজ্ঞানাবৃতে ঐক্যে তদভাবাৎ। ত্বয়াপি ন প্রকাশত ইত্যাদিব্যবহারার্থমেবাবরণকল্পনাৎ। উক্তব্যবহারযোগ্যত্বরূপত্বে ভিত্তিব্যবহৃতে ঘটে শব্দাৎ অপরোক্ষধীপ্রসঙ্গাৎ। অপরোক্ষজ্ঞানজন্যরূপত্বে চ বক্ষ্যমাণপক্ষান্তর্ভাবৎ। তস্মাৎ অর্থস্যাপরোক্ষধীবিষয়ত্বমেবাপরোক্ষত্বং বাচ্যম্। তত্র চৈতজ্ জ্ঞানবিষয়ত্বেন তদুক্তাবন্যোন্যাশ্রয়াৎ। জ্ঞানান্তরাভিপ্রায়ে তু কেষাংচিদপরোক্ষে স্বররগাদাস্মাকং

শব্দাদপরোক্ষধীঃ স্যাৎ। একপুরুষাভিপ্রায়ে চ প্রত্যক্ষঽগ্নৌ লিঙ্গাচ্ছব্দাচ্চাপরোক্ষধীঃ স্যাৎ”[২৯৫]।

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, উপর্যুক্তরূপে বিষয়ের অপরোক্ষত্ব উপপন্ন হইলে তাহা তাহাদের নিকট ইষ্টাপত্তি। ফলতঃ উক্তরূপ আপত্তি পূর্বপক্ষীর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন- “ন চ ইষ্টাপত্তিঃ, করণশক্তিমতিলঙ্ঘয় জ্ঞানস্য বিষয়ানুসারিত্বে চাক্ষুষাদিবিষয়কস্মৃত্যনুমিতিস্পার্শনজ্ঞানাদেশ্চাক্ষুষত্বাদ্যাপাতাৎ। লিঙ্গশব্দাদিসিদ্ধে চেন্দ্রিয়াৎ অপরোক্ষধী প্রসঙ্গাৎ। অনুমিতে চ শব্দাদনুমিতিপ্রসঙ্গাৎ। ইত্যাদি”[২৯৬]। *ন্যায়ামৃত*কারের অভিপ্রায় এই যে, ইহা পূর্বপক্ষীর নিকট ইষ্ট হইতে পারে না। কারণ যদি করণ নিজজ্ঞানজনকতা অতিক্রম করিয়া বিষয়ানুসারে জ্ঞানান্তর উৎপাদনে সক্ষম হয়, তাহা হইলে চাক্ষুষাদির বিষয়য়েও স্মৃতি, অনুমিতি, স্পার্শন ইত্যাদি উৎপন্ন হইবে। ফলতঃ স্মৃত্যাদিতে চাক্ষুষত্বের আপত্তি হইবে। এতদ্ব্যতীত লিঙ্গ, শব্দাদির দ্বারা যদি অপরোক্ষত্বের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে লিঙ্গ, শব্দাদিতেও ইন্দ্রিয়ত্বের অন্বয় হইয়া যাইবে,

---

[২৯৫] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২৭৪-৭৫

[২৯৬] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২৭৫

যেহেতু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর শব্দজন্য অনুমিতিজ্ঞান উৎপন্ন হয় অনুমিতি জ্ঞানও উৎপন্ন হয় এইরূপ মত স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ প্রমাণসংকর উৎপন্ন হইবে।

*ন্যায়ামৃত*কার আপত্তি করিয়া বলেন যে, "যন্মনসা ন মনুতে যানাহুর্মনো মতম্"[২৯৭] এবং "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্"[২৯৮] ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা নিদিধ্যাসনসংস্কৃত মনেই প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণতা সিদ্ধ হয়। কিন্তু শব্দে কোনও প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষপ্রমার করণতা সিদ্ধ হয় না অতএব শব্দে প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণতা ঔপদেশিক না হইবার কারণে শব্দগত ঔপদেশিক করণতার দ্বারা শব্দে প্রত্যক্ষপ্রমাকরণত্বের অনুমান আগম বাধিতই হইয়া যায়। আর শব্দে প্রত্যক্ষপ্রমাকরণত্ব স্বীকার করিলে তাহা "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে"[২৯৯] এই শ্রুতির বিরোধী হইয়া পড়ে। কারণ এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যিনি মনের দ্বারা পরমাত্মাকে বিষয় করিতে না পারিয়া মনোবৃত্তির সহিত বাক্যসকল তাহা হইতে ফিরিয়া আসে। অতএব মনের দ্বারা জ্ঞাত না হইলে কোনও বিষয়ে বাক্য বা শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। অতএব শব্দ প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণ হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়েই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "নিদিধ্যাসনসংস্কৃতমনসাঽপরোক্ষধীসম্ভবাৎ চ। 'যন্মনসা ন

---

[২৯৭] কেনোপনিষদ্ ১/৫

[২৯৮] বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৪/১৯

[২৯৯] তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২/৪

মনুতে' ইত্যাদি শ্রুতিস্তু 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্য'মিত্যাদিশ্রুতিবিরোধেনাপক্কমনোবিষয়া। 'মনসা তু বিরুদ্ধেনে'ত্যাদিশ্রুতেঃ। অন্যথা শব্দস্য করণত্বেঽপি 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত' ইত্যাদিশ্রুতিবাধঃ স্যাৎ”[৩০০]।

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, “তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি”[৩০১] ইত্যাদি শ্রুতিতে 'উপনিষদ্' পদের উত্তর “তত্র সাধু”[৩০২] এইরূপ পাণিনিয় সূত্রের দ্বারা বিহিত তদ্ধিত (অণ্) প্রত্যয়ের দ্বারা অপরোক্ষ ব্রহ্মগত সাধুতা হইল যে, উক্ত উপনিষদ্ প্রমাণজন্য অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয়, অন্য প্রমাণজন্য প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। ফলতঃ আত্মাপরোক্ষ প্রমার কারণতা 'ঔপনিষদ' পদের দ্বারা শব্দেই প্রতিপাদিত হইয়া যায়।

ইহার বিরুদ্ধে *ন্যায়ামৃত*কার বলেন যে, উক্ত সূত্রে সাধুত্বের অর্থ যোগ্যমাত্রই হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণতা মনে স্বীকার করিয়াও ব্রহ্মে ঔপনিষদত্ব উপপন্ন হইতে পারে, কারণ উপনিষদে তাঁহার নিদিধ্যাসন প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আর “মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্”[৩০৩] এই শ্রুতিবাক্য 'মন' পদোত্তর তৃতীয়াবিভক্তির প্রয়োগ নিশ্চিতরূপে মনে জ্ঞানকরণত্বের প্রতিপাদন করিয়া থাকে। অতএব সেই অনুসারে

---

[৩০০] ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০২১, পৃঃ ১২৭৭-৭৮

[৩০১] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩/৯/২৬*

[৩০২] *পাণিনিয়সূত্র ৪/৪/৯৮*

[৩০৩] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৪/১৯*

“যন্মনসা ন মনুতে”[৩০৪] এই শ্রুতির দ্বারা অসংস্কৃত মনে করণতার নিষেধ স্বীকার করা উচিত। অতএব শব্দে জ্ঞানকরণতার বিধান এবং নিষেধ উপলব্ধ হইয়া থাকে, আবার মনেও জ্ঞানকরণতার বিধান এবং নিষেধ উপলব্ধ হয়, উভয়ের সামঞ্জস্যও সমান হইবার কারণে শব্দে জ্ঞানকরণতার সাধনে কোনও বিনিগমনা নাই। সুতরাং শব্দ অপরোক্ষজ্ঞানের হেতু নহে।

এইরূপে *ন্যায়ামৃত*কার ব্যাসতীর্থ শ্রুতিসমর্থিত যুক্তি সকলের দ্বারা ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানের প্রতি শব্দের করণত্ব নিরাকরণ করিয়াছেন। কিন্তু *ন্যায়মৃত*কারের এইরূপ অভিমত যে শাব্দাপরোক্ষবাদী যে স্বীকার করিবেন না তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। *ন্যায়ামৃত*কার প্রদত্ত উক্ত আপত্তিসমূহ মধুসূদন সরস্বতী *অদ্বৈতসিদ্ধি* গ্রন্থে খণ্ডন করিয়াছেন। *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার যে যুক্তিসকলের দ্বারা *ন্যায়ামৃত*কারের মত খণ্ডন করিয়াছেন, সেই সকল যুক্তসমূহ পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

---

[৩০৪] *কেনোপনিষদ্ ১/৫*

সপ্তম অধ্যায়

অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে *ন্যায়ামৃতোক্ত* আপত্তিসমূহ খণ্ডনপূর্বক শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপন

প্রথম অনুচ্ছেদ

অদ্বৈতসিদ্ধি অনুসারে শ্রবণাঙ্গিত্ব বিষয়ে *ন্যায়ামৃত*কারের আপত্তি খণ্ডন এবং শ্রবণাঙ্গিত্ব স্থাপন

*ন্যায়ামৃত*কার শ্রবণাঙ্গিত্ব খণ্ডনের নিমিত্ত বলিয়াছিলেন যে, শ্রবণ বিধিবাক্য বা বেদান্তবাক্যের ইতিকর্তব্য বা সহায়করূপ ব্যাপার হইবার কারণে ব্রহ্মাত্মৈক্য সাক্ষাৎকারের প্রতি তাহা করণ হইতে পারে না।

ইহার বিরুদ্ধে মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার *অদ্বৈতসিদ্ধি* গ্রন্থে বলিয়াছেন – "চেৎ ন, শব্দশক্তিতাৎপর্যাবধারণং তাবৎ বিচারঃ। অবধৃততাৎপর্যকশ্চ শব্দঃ করণমিতি বিচারস্য করণকোটিপ্রবেশেনেতিকর্তব্যতাত্বঃ অভাবাৎ অঙ্গিত্বনির্ণয়াৎ"[৩০৫]। *অদ্বৈতসিদ্ধি*কারের অভিপ্রায় এই যে, 'শব্দশক্তিতাৎপর্যের অবধারণ'ই হইল 'বিচার' শব্দের অর্থ। যে শব্দের দ্বারা তাৎপর্যের নিশ্চয় হইয়া যায়, সেই শব্দকে করণরূপে স্বীকার করা হয়। অতএব বিচারও করণকোটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। অতএব শ্রবণ ইতিকর্তব্য নহে বরং

---

[৩০৫] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, *ন্যায়ামৃতাদ্বৈতসিদ্ধি* -এর অন্তর্গত, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাঃ), দ্বিতীয় ভাগ, চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০২১, পৃঃ ১২২২

ইতিকর্তব্যের অঙ্গী হইয়া থাকে। অনুমিতির প্রতি যেমন লিঙ্গজ্ঞান করণ হইয়া থাকে, তেমনি শাব্দজ্ঞানের প্রতি শ্রবণরূপ তাৎপর্যবিশিষ্ট জ্ঞানকে করণরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে।

ইহার বিরুদ্ধে *ন্যায়ামৃত*কার আপত্তি করিয়া বলেন যে, আকাঙ্ক্ষাদিযুক্ত হইয়া শব্দই করণ হইতে পারে, শ্রবণ নহে। যদি শ্রবণরূপ বিচারকে করণরূপে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে মননাদিরূপ বিচার বা তর্ককেও করণরূপে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কেহই তর্ককে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না।

*ন্যায়ামৃত*কারের এইরূপ আপত্তির উত্তরে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন যে, "ন চ আকাঙ্ক্ষাদিসহিতশব্দজ্ঞানসৈব করণত্বসম্ভবে তাৎপর্যভ্রমনিরাসোপক্ষীণতয়োক্ততাৎপর্যজ্ঞানস্য করণকোটিপ্রবেশে মননাদেরপি তৎ কোটিপ্রবেশঃ স্যাদিতি-যুক্তম্, এবং সাকাঙ্ক্ষাদিধিয়োঽপি নিরাকাংক্ষত্বাদিভ্রমনিরাসকত্বমাত্রেণোপযোগাপত্তৌ আকাংক্ষাদিকমপি করণকোটিপ্রবিষ্টং ন স্যাৎ। ন চ অন্যোন্যাশ্রয়ঃ, সামান্যতোঽর্থাবগমনেন তাৎপর্যগ্রহসম্ভবাৎ। অন্যথা নানার্থাদৌ বিনিগমনাদিকং চ ন স্যাৎ। তথা চ সর্বত্র তাৎপর্যজ্ঞানস্য অজনকত্বেঽপি যত্র তাৎপর্যসংশয়বিপর্যয়োত্তরং শাব্দধীঃ তত্র তাৎপর্যজ্ঞানস্য হেতুতা গ্রাহ্যা

সংশয়বিপর্যয়োত্তরপ্রত্যক্ষে বিশেষদর্শনস্যেব। অতএব ন বিবরণবিরোধোঽপি”[৩০৬]। তাৎপর্য এই যে, যদি তাৎপর্যজ্ঞানকে করণরূপে স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে আকাঙ্ক্ষ্যাদিকেও করণ বলা যাইতে পারে না। কারণ সাকাঙ্ক্ষ্যত্বাদি জ্ঞানও নিরাকাঙ্ক্ষ্যত্বাদি ভ্রমনিবৃত্তির প্রতি ক্ষীণ হইয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত *ন্যায়ামৃত*কার অন্যোন্যাশ্রয় দোষের কথা বলিয়াছিলেন যে, তাৎপর্যজ্ঞানের দ্বারা শাব্দবোধ এবং শাব্দবোধের দ্বারা তাৎপর্যজ্ঞান উৎপন্ন হয় – এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তাৎপর্যজ্ঞান সর্বত্র কারণ হইতে পারে না কিন্তু সংশয়াদির উত্তরকালীন প্রত্যক্ষে যেমন বিশেষদর্শন অপেক্ষিত হইয়া থাকে, তেমনি সংশয় ও বিপর্যয়জ্ঞানের উত্তরভাবী শাব্দজ্ঞানে তাৎপর্যজ্ঞান অপেক্ষিত হইয়া থাকে। সেই শাব্দজ্ঞানস্থলেও অর্থের অবগমমাত্র হওয়ায় তাৎপর্যের গ্রহণও হইয়া যায়। সেই শাব্দবোধের প্রতি সংসর্গের অববোধ বিশেষভাবে অপেক্ষিত হইতে পারে না।

*ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন যে, তাৎপর্যজ্ঞানকে তাৎপর্যভ্রমনিবৃত্তির কারণরূপে স্বীকার করা হইলে বৈদিকবাক্যকেও ভ্রমসম্ভাবনাযুক্ত বলিতে হইবে এবং বেদবাক্যভিন্ন অন্যবাক্য বা আগমকে তাৎপর্যপ্রমা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

---

[৩০৬] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২২২-২৩

পূর্বপক্ষীর এইরূপ যুক্তি উত্থাপনপূর্বক খণ্ডনের নিমিত্ত *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন যে, “ননু তাৎপর্যজ্ঞানস্য করণকোটিপ্রবেশে বেদেঽপি তাৎপর্যভ্রমসম্ভবাৎ বাহ্যাগমেঽপি তাৎপর্যপ্রমাসম্ভবাৎ শাব্দজ্ঞানকরণস্য দুষ্টত্বদুষ্টত্বব্যবস্থা ন স্যাদিতি- চেন্ন, কদাচিৎ কস্যচিৎ কুত্রচিত্তাৎপর্যভ্রমেঽপি নির্দুষ্টত্বেন যথার্থতাৎপর্যমস্ত্যেব, পরাগমে তু পৌরুষেয়তয়া প্রতারণাদিমৎ পুরুষপ্রণীততয়া দুষ্টত্বেন ন তথেতি দুষ্টত্বাদুষ্টত্বব্যবস্থাঃ সম্ভবাৎ। তাৎপর্যাংশস্যাবধাতাদেরিব যাগে শব্দে সন্নিপত্যোপকারকতয়া করণকোটিপ্রবিষ্টত্বেনাঙ্গিত্বম্। ন চ দৃষ্টান্তে করণদ্রব্যশেষত্বাৎ তথা, সর্বসাম্যস্য দৃষ্টান্তত্বাপ্রযোজকত্বাৎ”[৩০৭]। *অদ্বৈতসিদ্ধি*কারের অভিপ্রায় এই যে, বৈদিকবাক্যের দ্বারা কোনও ব্যাক্তির তাৎপর্যভ্রম হইলেও, অপৌরুষেয় বেদ সর্বদা নির্দুষ্ট হইবার কারণে বৈদিকবাক্যে সর্বদাই তাৎপর্যের নিশ্চয়ই থাকে। আর বৈদিকবাক্যভিন্ন অন্যবাক্য বা আগম পৌরুষেয় হইবার কারণে সেই আগমে পুরুষগত দোষ থাকিতে পারে। অর্থাৎ পুরুষ অপরকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন। অতএব বৈদিকবাক্যভিন্ন অন্যবাক্য বা আগম দুষ্ট হইয়া থাকে। সেই কারণে সেই আগমে যথার্থতাৎপর্যনিশ্চয় হইতে পারে না। সুতরাং এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, দুষ্টত্ব পুরুষেই হইয়া থাকে যথার্থতাৎপর্যুক্ত বৈদিকবাক্যে নয়। ফলতঃ কোন্ বাক্য দুষ্ট হইতে পারে এবং কোন্ বাক্য

[৩০৭] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২২৩-২৪

অদুষ্ট হইতে পারে অর্থাৎ শাব্দজ্ঞানের করণ বাক্য বা শব্দে দুষ্টত্বাদুষ্টত্ব উপপন্ন হইয়া যায়।

তাৎপর্যজ্ঞান যে কেবল দুষ্টাত্বাদুষ্টত্ব উপপন্ন করে তাহা নহে,তাৎপর্যজ্ঞান শব্দবোধের প্রতি সন্নিপত্যোপকারকও হইয়া থাকে। যেমন- যাগাদির প্রতি অবঘাতাদি ক্রিয়াকে সন্নিপত্য উপকারকরূপে স্বীকার করা হইয়া থাকে। উপকারক দুই প্রকার হইয়া থাকে- আরাদুপকারক এবং সন্নিপত্য উপকারক। যে উপকারক করণীভূত বিষয় হইতে দূরবর্তী থাকিয়া করণের উপকারক হয়, তাহাকে আরাদুপকারক বলে। আর যে উপকারক করণীভূত বিষয়ের সান্নিধ্যে থাকিয়া উপকারক হয়, তাহাকে সন্নিপত্য উপকারক বলে। যেমন- দর্শপূর্ণমাস যাগে প্রযাজাদি বিষয় করণীভূত দ্রব্য এবং দেবতা হইতে আরাৎ বা দূরবর্তী থাকিয়া করণের উপকারক হয় বলিয়া প্রযাজাদি হইল করণীভূত বিষয়ের আরাদুপকারক। আর অবঘাত বা বৈধ অবহনন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্রব্য এবং দেবতার সন্নিধানে থাকিয়া যাগাদির প্রতি করণীভূত বিষয়ের উপকারক হয় বলিয়া, অবঘাতাদি হইল সন্নিপত্য উপকারক। কারণ অবঘাত ব্রীহিরূপ দ্রব্যের সঙ্গে সান্নিধ্যযুক্ত হইয়া ব্রীহির আবরণ উন্মোচন করে। অনুরূপভাবে তাৎপর্যজ্ঞান শাব্দবোধের করণীভূত পদ বা পদজ্ঞানের সান্নিধ্যে আসিয়া অর্থাৎ পদজ্ঞানের বিশেষণ হইয়া শাব্দবোধ উৎপত্তির প্রতি পদজ্ঞানের সন্নিপত্যোপকারক হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত এবং দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে পার্থক্য এই

যে, অবঘাত ব্রীহিরূপ দ্রব্যের সন্নিপাত করে এবং তাৎপর্যজ্ঞান করণীভূত পদজ্ঞানের সন্নিপাত করে অর্থাৎ সান্নিধ্যে থাকিয়া উপকারক হইয়া থাকে।

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে, কোনও বিষয়কে করণরূপে তখনই স্বীকার করা যাইতে পারে যখন তাহার মধ্যে ফলোপকারকত্বরূপ বিশেষতা থাকে। কিন্তু তাৎপর্যজ্ঞানে ফলোপকারকীভূত বিশেষতা না থকিবার কারণে তাৎপর্যজ্ঞানকে অঙ্গী বা করণ বলা যাইতে পারে না।

মধুসূদন সরস্বতী ইহার বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, "ননু সন্নিপত্যোপকারকত্বেঽপি ন ফলোপকারকমনননিদিধ্যাসনরূপাঙ্গং প্রতি শেষিতা, অন্যথা প্রযাজাদিকং প্রত্যবধাতাদিঃ শেষী স্যাদিতি- চেন্ন, বিশিষ্টযাগপ্রবিষ্টতয়া শেষিত্বে দৃষ্টাপত্তেঃ অসাধারণ্যেন শেষিতা তু অসাধারণফলোপকারকত্বে স্যাৎ, অসম্ভাবনাবিশেষনিবৃত্তিরূপাসাধারণোপকারজনকত্বাৎ সাপি শ্রবণস্য সম্ভাবিতৈব"[৩০৮]। *অদ্বৈতসিদ্ধি*কারের অভিপ্রায় এই যে, সাধারণরূপে উপকারক পদার্থে অঙ্গিতা স্বীকার করিলে অবঘাতাদিতেও প্রযাজাদির প্রতি অঙ্গিতা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি বিশেষরূপে উপকারক পদার্থকে অঙ্গিরূপে স্বীকার করা হইলে প্রযাজাদির প্রতি

---

[৩০৮] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২২৪

অবঘাতাদিকে অঙ্গিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না। কিন্তু শ্রবণে অসম্ভাবনানিবৃত্তিরূপ বিশেষ থাকিবার কারণে শ্রবণকে অঙ্গী এবং মনন এবং নিদিধ্যাসনকে উহার অঙ্গ বলা যাইতে পারে।

পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিয়া বলেন যে, যদি করণগত আতিশয্য নিরূপক পদার্থকে অঙ্গিরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জ্যোতিষ্টোম যাগের প্রতি অভিষবকেও অঙ্গিরূপে স্বীকার করিতে হইবে, যাহা যুক্তিযুক্ত নহে।

ইহার বিরুদ্ধে মধুসূদন সরস্বতী বলেন যে, পূর্বোক্তরূপে প্রযাজ এবং অবঘাতাদির সমানই আলোচ্যস্থলেও সাধারণরূপে বিশিষ্ট হইয়া অভিষব যাগে প্রবিষ্ট হইলে তা সিদ্ধান্তপক্ষে ইষ্টাপত্তি উৎপন্ন করিবে, ইহার অন্যথা হইবে না।

অনন্তর *ন্যায়ামৃত*কার আপত্তি করিয়া বলেন যে, অপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তির প্রতি শব্দকে মননাদির অপেক্ষা করিতে হয়। আবার শব্দকে অপ্রতিবন্ধ পরোক্ষজ্ঞান উৎপত্তির প্রতি শ্রবণের অপেক্ষা করিতে হয়। ফলতঃ শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনে সমানঙ্গত্বই সিদ্ধ হয়। তাই শ্রবণ এবং মননাদির মধ্যে অঙ্গাঙ্গিত্বভাব উপপন্ন হইতে পারে না।

এইরূপ আপত্তি উত্থাপনপূর্বক তাহার নিরসনের নিমিত্ত *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলেন যে, "ন চ শব্দেনঃ অপরোক্ষজ্ঞপ্তৌ অপ্রতিরুদ্ধঃ অপরোক্ষজ্ঞপ্তৌ চ উৎপাদ্যায়াং

মনননিদিধ্যাসনয়োরিব পরোক্ষজ্ঞপ্তাবপ্রতিরুদ্ধপরোক্ষজ্ঞপ্তৌ চোৎপাদ্যায়াং শ্রবণস্য অপি অপেক্ষিততয়া ত্রয়াণামপি ফলোপকার্যঙ্গত্বমেবেতি কথং পরস্পরাঙ্গাঙ্গিভাব ইতি বাচ্যম্, মনননিদিধ্যাসনে ফলে জনয়িতব্যে শব্দস্য সহকারিণাং সম্পাদয়তঃ শ্রবণং তু তস্য জনকতামেবেতি বিশেষাৎ। যত্র চ নৈবং, তত্র তুল্যবৎ অঙ্গতৈব"[৩০৯]। তাৎপর্য এই যে, শ্রবণের সহিত মননাদির পার্থক্য এই যে, জ্ঞানরূপ ফলের উৎপত্তি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মনন এবং নিদিধ্যাসন শব্দের সহায়কমাত্রই হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রবণ শব্দরূপ করণে জনকতার সম্পাদন করিয়া থাকে। অর্থাৎ শব্দ শ্রবণমাত্রের দ্বারাই পরোক্ষজ্ঞানজননে সক্ষম হইতে পারে, কিন্তু মনন এবং নিদিধ্যাসনমাত্রের অনুষ্ঠানের দ্বারা শব্দ অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয় না। যেই যেই স্থলে এইরূপ বৈষম্য উপলব্ধ হয় না, সেই সেই স্থলেই শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের সমান অঙ্গভাব স্বীকার করা যাইতে পারে। অতএব *ন্যায়ামৃত*কারের যুক্তি যথাযথ নহে।

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়াছেন যে, সৌভর সাম হইতে স্তোত্রের দ্বারা জায়মান বৃষ্টি, অন্নাদি এবং স্বর্গরূপ ফল উৎপত্তির প্রতি ব্যবস্থিত হইয়াছে যে, বৃষ্টিরূপ ফল উৎপত্তির জন্য 'হীষ্' উচ্চারণপূর্বক নিধনভাগের গান কর, অন্নাদি ফলের নিষ্পত্তির জন্য 'ঊক' এবং

---

[৩০৯] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২২৫

স্বর্গরূপ ফলের নিষ্পত্তির জন্য 'উ' শব্দ উচ্চারণপূর্বক নিধনসংজ্ঞক ভক্তির গান কর। এই শ্রুতির দ্বারা ইতিকর্তব্যতা সম্পাদনার্থে নিধনসংজ্ঞক অংশে হীষাদি বিহিত হইয়াছে। অতএব হীষদিতেও শ্রবণাদির সমান অঙ্গাঙ্গিতা থাকা উচিত।

ইহার বিরুদ্ধে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন যে, পূর্বেই এই কথা বলা হইয়াছে যে, শ্রবণ শব্দরূপ করণগত জনকতা বা করণতার সম্পাদক হইয়া থাকে এবং মনন এবং নিদিধ্যাসন করণে সহকারি পদার্থের সম্পাদক হইয়া থাকে। এই বিশেষত্বের জন্য শ্রবণাদিতে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব স্বীকৃত হইতে পারে। কিন্তু হীষাদিতে এই বিশেষতা না থাকিবার কারণে তাহাতে অঙ্গতা স্বীকার করা যাইতে পারে না।

*ন্যায়ামৃত*কার পুনরায় আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন যে, করণের জনকত্বের সম্পাদককে যদি অঙ্গিরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অবঘাতাদিকে অঙ্গী এবং প্রযাজাদিকে তাহার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ যাগরূপ করণের দুই প্রকার স্বরূপ হয়, দ্রব্য এবং দেবতা। এখন দ্রব্যাত্মক স্বরূপের ক্ষেত্রে বৈধ অবঘাতের দ্বারা প্রাপ্ত বিতূষীকৃত ব্রীহি হইতে পুরোডাশ প্রস্তুত হইয়া থাকে, যাহা যাগের দ্রব্য। এই পুরোডাশরূপ দ্রব্যাত্মক করণে যাগের প্রতি জনকত্ব সম্পাদন করে বলিয়া অবঘাতকে অঙ্গিরূপে ই স্বীকার করিতে হইবে এবং প্রযাজাদি হইবে তাহার অঙ্গ।

পূর্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তি খণ্ডনের নিমিত্ত *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন যে, “ন চ করণঃ অপূর্বোৎপত্তৌ যাগার্থস্যাবঘাতাদেঃ পরমাপূর্বোৎপত্তৌ তদর্থঃ প্রযাজাদিঃ শেষঃ স্যাদিতি বাচ্যম্, একফল উভয়োর্যাগার্থত্বঃ অভাবেন বিশেষাৎ”[৩১০]। তাৎপর্য এই যে, শ্রবণ এবং মনন একই সাক্ষাৎকাররূপ ফলের উৎপত্তির উদ্দেশ্যেই ক্রমশ করণত্বসম্পাদক এবং সহকারিসম্পাদক হইবার কারণে অঙ্গী এবং অঙ্গরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রযাজ এবং অবঘাতাদিতে সমানফলউদ্দেশ্যত্ব নাই। কারণ প্রযাজ পরমাপূর্বরূপ ফলের প্রতি করণভূত যে যাগ, সেই যাগের উৎপত্ত্যপূর্বকের সহায়ক অঙ্গাপূর্বের সহায়ক হইয়া থাকে। অপরপক্ষে অবঘাত উৎপত্ত্যপূর্বরূপ ফলের উদ্দেশ্যে করণস্বরূপের সম্পাদক হইয়া থাকে। অতএব প্রযাজ এবং অবঘাত সমান ফলের উদ্দেশ্যে প্রযোজিত নহে। সুতরাং প্রযাজ এবং অবঘাতের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব সম্ভব নহে।

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতে পারেন যে, লোকমধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ যে শব্দরূপ প্রমাণ অপরোক্ষজ্ঞান উৎপাদনে সক্ষম নহে। সুতরাং তাহার সহায়ক শ্রবণও অপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তির প্রতি সহায়ক হইতে পারে না। সুতরাং অপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তির

---

[৩১০] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২২৬

প্রতি যখন করণত্বই সিদ্ধ হইতে পারিতেছে না, সেহেতু তাহাতে অঙ্গিত্বও উপপন্ন হইতে পারে না।

ইহার বিরুদ্ধে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলেন যে, "ননু কপ্তং পরোক্ষজ্ঞানংলোকে শব্দস্য ফলম্। তথা চ শব্দাতিশয়ঃ আধায়কস্য শ্রবণস্য সাক্ষাৎকারফলজ নকাঙ্গিত্বং কথমিতি চেৎ, সাক্ষাত্বং ন জাতিঃ ন বা ইন্দ্রিয়জন্যত্বাদিকং নিয়াময়কং, কিন্তু বিষয়গতঃ অজ্ঞাননিবর্তকত্বমেবাপরোক্ষত্বে প্রযোজকম্। তথা চ অজ্ঞাননিবর্তকত্বং বিষয়পর্যন্তত্বেন। তৎ চ আত্মপর্যন্তত্বাৎ অত্রাস্যেবেতি ন অদৃষ্টকল্পনা। ইত্যং চ প্রকরণবলাদপি সিদ্ধম্ অস্য অঙ্গিত্বম্, শ্রবণস্য ফলসম্বন্ধেন প্রাধান্যসিদ্ধাবিতিকর্তব্যতাকাংক্ষায়াঃ সম্ভবাৎ"[৩১১]। তাৎপর্য এই যে, সাক্ষাত্ত্বরূপ যে জ্ঞানগত ধর্ম, তাহা সিদ্ধান্তপক্ষে জাতিরূপে স্বীকৃত নহে এবং ইন্দ্রিয়জন্যত্বকে সেই সাক্ষাত্ত্বের প্রযোজকরূপেও স্বীকার করা হয় না। যেহেতু সাক্ষাত্ত্বের প্রযোজক ইন্দ্রিয়জন্যত্ব নহে, সেহেতু এই কথা বলা যাইতে পারে না যে, সাক্ষাত্ত্ব শব্দজন্য হইতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে সিদ্ধান্তে বিষয়গত অজ্ঞানের নিবর্তক জ্ঞানকেই সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ বলা হইয়া থাকে। আর বিষয়সংসৃষ্ট অজ্ঞাননিবর্তকত্ব শব্দেও রহিয়াছে। কারণ আত্মবিষয়ক শ্রবণের দ্বারা উৎপাদিত জ্ঞানও আত্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তকরূপেও

[৩১১] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২২৬-২৭

সিদ্ধান্তপক্ষে স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব এই জ্ঞানকেও সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ বলা যাইতে পারে। আর এইরূপ সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানোৎপত্তির নিমিত্ত শ্রবণজন্য শব্দগত কোনও অদৃষ্ট ধর্মের কল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে।

একইভাবে উভয়াকাঙ্ক্ষাত্মক প্রকরণ প্রমাণ বলের দ্বারাও শ্রবণের অঙ্গিত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে। যেমন- সকল প্রকার কার্যের প্রতি তিনপ্রকার প্রশ্ন হইতে পারে, যথা- কার্যটি কি? কী কারণে কার্যটি উৎপন্ন হইয়াছে? এবং কীভাবে কার্যটি উৎপন্ন হইয়াছে? 'আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যোবা''[৩১২] এইরূপ শ্রুতিবাক্যেও যে, আত্মসাক্ষাৎকাররূপ কার্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রতিও উক্ত তিনপ্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে- কীম্ কার্যম্ অর্থাৎ কার্যটি কী? ইহার উত্তর হইল 'দ্রষ্টব্য' অর্থাৎ সাক্ষাৎকার কর্তব্য। কেন কার্যম্ অর্থাৎ কী কারণে কার্যটি উৎপন্ন হইয়াছে? উত্তর হইল আত্মা 'শ্রোতব্যঃ' অর্থাৎ শ্রবণের দ্বারা সাক্ষাৎকার কর্তব্য। কথম্ কার্যম্ অর্থাৎ কীভাবে কার্যটি উৎপন্ন হইয়াছে?

উত্তর এই যে, 'মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' অর্থাৎ মনন এবং নিদিধ্যাসনের সাহায্যে যেহেতু উৎপন্ন হইয়াছে সেহেতু মনন এবং নিদিধ্যাসন কর্তব্য। মনন এবং নিদিধ্যাসনরূপ

---

[৩১২] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৫/৬*

ইতিকর্তব্যতা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা সেইকালেই উৎপন্ন হইতে পারে যে কালে মননাদির পূর্বে কারণাকাঙ্ক্ষাতে শ্রবণের সহিত সাক্ষাৎকাররূপ ফলের অন্বয় হইবে। আর করণকে অঙ্গী এবং সহায়ক ব্যাপারকে সর্বদাই অঙ্গ বলা হইয়া থাকে। কারণ মনন-নিদিধ্যাসনাভ্যাং কিং কার্যম্? অর্থাৎ মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা কী কার্য উৎপন্ন হয়? এই প্রকার অঙ্গীর আকাঙ্ক্ষায় শ্রবণেরই সমর্পণ হইয়া থাকে। মূল স্থলে তাৎপর্য এই যে, মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা একাগ্রীভূত চিত্তেই শ্রবণের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতে পারেন যে, মনন চিত্তগত একাগ্রতা সম্পাদন করিতে পারেন না, বরং তাহা প্রতিপাদ্যগত অযুক্তত্বাশঙ্কার নিরাকরণ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মননকে চিত্তগত একাগ্রতার সম্পাদক বলিয়া স্বীকার করিলে "মতির্যাবদযুক্ততা"রূপ স্মৃতির বিরোধী হইয়া পড়ে। কারণ উক্ত স্মৃতিবাক্যে মতি বা মননে অযুক্তত্বাশঙ্কার নিবর্তকত্বই স্বীকৃত হইয়াছে, চিত্তগত একাগ্রতার জনকত্ব স্বীকৃত হয় নাই। আর যাহা দৃষ্টফল সম্ভব তাহার অদৃষ্টফল কল্পনা অবান্তর।

এই প্রকার আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন যে, "চেৎ ন তাদৃশ আশঙ্কায়া সত্যাং নানাকোটৌ চিত্তবিক্ষেপস্য তস্মাৎ চ নিবৃত্তৌ যুক্তত্বেনো অবধারণবিষয়কটৌ চিত্তপ্রবণতায়াস্তাবৎপর্যন্তত্বস্য দৃষ্টত্বেন দৃষ্টহান্যাপূর্ববিধিস্মৃতিবিরোধাভাবাৎ নিদিধ্যাসনস্য তু

বিপরীতভাবনানিবর্তকতা সফলসিদ্ধা"[৩১৩]। অর্থাৎ অযুক্তত্বের আশঙ্কা থাকিলে চিত্ত বিবিধকোটি বা বিষয়ে বিভক্ত এবং বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। মননের দ্বারা সেই আশঙ্কার নিবৃত্তি হইলে একমাত্র বিষয়কোটিতে যুক্তত্ব অবধারণপূর্বক চিত্ত সমাহিত হইয়া যায়। সুতরাং মনন চিত্তগত একাগ্রতা সম্পাদন করিতে পারে না বলিয়া যে পূর্বপক্ষী আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।

পূর্বপক্ষী নিদিধ্যাসনের বিপরীতভাবনা নিবর্তকত্বের খণ্ডনের নিমিত্ত বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি বিপরীতভাবনানিবৃত্তির কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ শুক্তিতে রজতের বিপরীত ভাবনা থাকিলেও শুক্তির জ্ঞান হইয়া যায়। অতএব যখন বিপরীতভাবনা নিবর্তন ব্যতীত জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া যাইতেছে সেহেতু নিদিধ্যাসনরূপ বিপরীতভাবনা নিবর্তকের প্রয়োজন নাই।

ইহার বিরুদ্ধে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন যে, "ননু তন্নিবৃত্তেঃ ন জ্ঞানহেতুতা দৃষ্টা রূপ্যসংস্কারানুবৃত্তাবপি শুক্তিসাক্ষাৎকারদর্শনাদিতি- চেৎ, 'ইয়ং শুক্তিরিতি জ্ঞানানান্তরং তৎ রজততয়া জ্ঞানমিতি স্মৃতের্জ্ঞানগোচরসংস্কারসত্ত্বেঽপি তদ্রজতমিত্যস্মরণেন বিপরীতসংস্কারনিবৃত্তেস্তত্রাপি সত্ত্বাৎ"[৩১৪]। অর্থাৎ যে স্থলে শুক্তির সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে,

[৩১৩] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২২৮
[৩১৪] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২২৮

সেই স্থলেও 'ইয়ং শুক্তি' অর্থাৎ ইহা শুক্তি- এইরূপ জ্ঞানের অনন্তর 'তৎ রজততয়া জ্ঞাতম্' অর্থাৎ শুক্তি রজতরূপে জ্ঞাত হইয়াছিল- এইরূপ জ্ঞানের স্মরণ হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানবিষয়ক বিপরীত সংস্কার থাকা সত্বেও 'তৎ রজতম্' এই প্রকারে স্মরণ না হইবার কারণ হইল বিপরীত সংস্কারের নিবৃত্তি।

পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিয়া বলেন যে, শব্দসামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা নিদিধ্যাসনেই আত্মসাক্ষাৎকাররূপ ফলের জনকত্ব সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃপক্ষে যোগ্যতারূপ লিঙ্গপ্রমাণ দুইপ্রকার হইয়া থাকে, শব্দসামর্থ্য অর্থাৎ শব্দশক্তিগত অভিধা শক্তি এবং অর্থসামর্থ্য বা স্তবাদি পদার্থে ঘৃতাবদানযোগ্যতা । এই দুই প্রকার সামর্থ্য বা যোগ্যতার মধ্যে "ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্ফলং ধ্যায়মানঃ"[৩১৫] অর্থাৎ সেই জন্যই সততঃ ব্রহ্মচিন্তাপরায়ন ব্যক্তি সেই নিরবয়ব ব্রহ্মকে দর্শন করেন, এই শ্রুতিরূপ শব্দসামর্থ্য লিঙ্গের দ্বারাই নিদিধ্যাসনে আত্মসাক্ষাৎকাররূপ ফলের জনকত্ব সিদ্ধ হইয়া যায়।

ইহার বিরুদ্ধে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষিগণ যে শব্দসামর্থ্যের কথা বলিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে প্রশ্ন হয় যে, শব্দসামর্থ্যের দ্বারা পদসামর্থ্য বিবক্ষিত নাকি বাক্যসামর্থ্য? 'নিদিধ্যাসিতব্য' এই পদ তো নিদিধ্যাসনগত সাক্ষাৎকারজনকত্বরূপ অর্থের

---

[৩১৫] *মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩/১/৮*

প্রতিপাদক নহে, অতএব "বর্হির্দেবসদং দামি"[৩১৬]। এই মন্ত্রের ঘটক 'দামি' পদের বর্হির্লবনে সামর্থ্য স্বীকার করা হইয়া থাকে, এই সামর্থ্য নিদিধ্যাসনরূপ পদে সম্ভব নহে। তাৎপর্য এই যে, মন্ত্র এবং কুশচ্ছেদনের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ বিদ্যমান। কুশচ্ছেদন অঙ্গী এবং মন্ত্র অঙ্গ। এই অঙ্গাঙ্গিভাবের অভিধান লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা বোঝা যায়। উক্ত মন্ত্র কুশচ্ছেদনের উপকারক হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত মন্ত্র কেবল নিজ অর্থকেই প্রকাশ করে না কুশচ্ছেদনের স্বীয় সাধনতাকেও প্রকাশ করে। এই স্বীয় উপকারকত্ব ঘোষনার প্রতি একটি বিধির কল্পনা হয় তাহা হইল – "অনেন মন্ত্রেণ কুশং ছিন্দ্যাৎ"। এই বিধি কল্পনামুখে নিজের সহিত কুশচ্ছেদনের অঙ্গাঙ্গিভাবও কল্পনা করেন। সুতরাং এই মন্ত্র কেবল নিজের অর্থকে প্রকাশিত করে না, ঐ মন্ত্র কুশচ্ছেদন বা কুশলবনের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবও সিদ্ধ করে। এইস্থলে মন্ত্র অঙ্গ এবং কুশচ্ছেদন অঙ্গী। কিন্তু শ্রবণাদির অন্তর্গত 'নিদিধ্যাসন' পদে ধ্যানরূপ অর্থ প্রকাশন ভিন্ন অন্য অর্থ প্রকাশের সামর্থ্য নাই। যদি 'নিদিধ্যাসন' পদের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফলের সহিত নিদিধ্যাসনের উপকার্য-উপকারকভাব সম্ভব হইত তাহা হইলে 'নিদিধ্যাসন' পদের দ্বারাই ইহা জ্ঞাপিত হইত যে, নিদিধ্যাসন ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফলের সাধন। কিন্তু 'নিদিধ্যাসন' পদে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারসাধনতাবোধকত্বরূপ সামর্থ্য নাই। বস্তুতঃপক্ষে *অদ্বৈতসিদ্ধি* গ্রন্থের

---

[৩১৬] *মৈত্রায়ণী সংহিতা ১/১/৪*

"নিদিধ্যাসনপদস্য বর্হির্দেবসদনমিত্যাদাবিব সাক্ষাৎকাররূপফলসম্বন্ধে ন শক্তিরিতি শব্দসামর্থ্যাভাবাৎ"[৩১৭] এই সন্দর্ভে "বর্হির্দেবসদনং দামি" এই মন্ত্রকে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার ব্যতিরেক দৃষ্টান্তরূপেই প্রয়োগ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ব্যতিরেকদৃষ্টান্তের সূচনা করিতেই গ্রন্থকার উক্ত সন্দর্ভে 'ইব'কার প্রয়োগ করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, "বর্হির্দেবসদং দামি" এইরূপ মন্ত্রের অন্তর্গত 'বর্হি' পদের দ্বারা উক্ত মন্ত্রে কুশচ্ছেদনের প্রতি সাধনতা বা উপকারকত্ব সূচিত হয়। কিন্তু 'নিদিধ্যাসন' পদেরে দ্বারা নিদিধ্যাসনের ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফলের সাধনতা সূচিত হয় না। 'নিদিধ্যাসন' পদের এইরূপ বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ সামর্থ্যে কোনও লিঙ্গপ্রমাণ নাই। ফলতঃ 'নিদিধ্যাসন' পদ কেবল ধ্যান অর্থই প্রকাশ করে। ঐ পদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারফলসাধনতাবোধকত্বরূপ সামর্থ্য থাকে না। এই জন্যই শ্রবণাদিকে অপেক্ষা করিয়া নিদিধ্যাসনের অঙ্গিতা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং নিদিধ্যাসন অঙ্গী নহে।

দ্বিতীয়তঃ বাক্যসামর্থ্যই যদি শব্দসামর্থ্যের অর্থ হয়, তাহলে শ্রবণেও সাক্ষাৎহেতুতার গ্রহণ হইতে পারে। কেননা "ততস্তু তং পশ্যতে"[৩১৮] এই বাক্যে 'তত' পদের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে অথবা এইস্থলে শ্রবণের অধ্যাহার করা যাইতে পারে। অতএব উক্ত শ্রুতিবাক্যের 'তৎ শ্রবণাৎ ধ্যায়মানো নিষ্ফলং ব্রহ্ম পশ্যতি'

[৩১৭] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২২৮

[৩১৮] *মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩/১/৮*

এইরূপ অনুকূল অর্থেই পর্যাবসান হইয়া যায়। ‘দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ’ এই প্রকার অব্যবহৃত পদ পাঠের দ্বারা শ্রবণেরই সাক্ষাৎকারের সহিত অন্বয় ন্যায়সঙ্গত। অতএব শ্রবণ অঙ্গী এবং মননাদি তাহার অঙ্গ এই কথাই সিদ্ধ হয়।

এতদ্ব্যতীত যদি নিদিধ্যাসনরূপ ভাবনার দ্বারা যদি সাক্ষাৎকার স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আত্মসাক্ষাৎকার কামিনীসাক্ষাৎকাররূপ অপ্রমা হইয়া পড়িবে। যদি ইহা বলা হয় যে, নিদিধ্যাসন প্রতিপাদক বেদবাক্যরূপ মূলবিষয়ের দৃঢ়তা এবং নির্দোষতার কারণে উক্ত সাক্ষাৎকারে অপ্রমাত্বের প্রসক্তি হয় না, তাহা হইলে মূলরূপ বেদকেই সাক্ষাৎকারের করণরূপে স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। আর বেদ ব্যতীত নিদিধ্যাসনের সাক্ষাৎকারের প্রতি আবশ্যকতা নাই। অতএব নিদিধ্যাসনসহকৃত মনেও সাক্ষাৎকারের করণতা নিরস্ত হইয়া যায়। কারণ উক্ত বাক্যের দ্বারা শ্রবণেই সাক্ষাৎকারের করণতা সিদ্ধ হইয়া যায়, মনাদিতে নহে। এই অভিপ্রায়েই *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন – “চেৎ, ন নিদিধ্যাসনপদস্য বর্হির্দেবসদনমিত্যাদাবিব সাক্ষাৎকাররূপফলসম্বন্ধে ন শক্তিরিতি শব্দসামর্থ্যাভাবাৎ। বাক্যেঽপি যোগ্যতাবলাচ্ছ্রবণধ্যাহ্রিয়তে। তথা চ তৎ শ্রবণাধ্যায়মানো নিষ্ফলং ব্রহ্ম পশ্যতীত্যনুকূলার্থসৈব পর্যাবসানাৎ। তস্মাৎ ‘দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ’ ইতি দর্শনেন অব্যবহৃতপাঠরূপসন্নিধানাৎ শ্রবনস্য দর্শনেন সাক্ষাদন্বয়াদঙ্গিত্বম্। কিঞ্চ নিদিধ্যাসনরূপভাবনাপ্রকর্ষজন্যত্বে সাক্ষাৎকারস্য কামিনীসাক্ষাৎকারবৎ অপ্রমাত্বাপাতঃ। ন

চ মূলপ্রমাণদার্ঢ্যাৎ প্রমাত্বং, তর্হি তদেব সাক্ষাৎ করণমস্তু? কিং তদুপজীবিনান্যেন? এতেন নিদিধ্যাসনসহকৃতমনঃকরণত্বমপি নিরস্তম্”[৩১৯]।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

অদ্বৈতসিদ্ধি অনুসারে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপন

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন যে, শব্দে অপরোক্ষজ্ঞানহেতুতা নাই, কারণ তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। বরং পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিই যে শব্দের স্বভাব এই কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকে। সুতরাং শব্দের দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না।

ইহার বিরুদ্ধে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলেন যে, চেৎ ন 'তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ তমসঃ পারং দর্শয়তী'ত্যাদেঃ 'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থ' ইত্যাদেশ্চ মানত্বাৎ। পূর্ববাক্যে তজ্জনকাপরোক্ষজ্ঞানস্যোপদেশমাত্রসাধ্যত্বোক্তেঃ, দ্বিতীয়শ্রুতৌ শাব্দজ্ঞানস্য বিপদেন বিশেষবিষয়ত্বস্য লাভাৎ সুপদেনাপরোক্ষত্বোক্তেঃ”[৩২০]। তাৎপর্য এই যে, “তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ”[321] অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপে সেই সৎকে জানিয়াছিলেন এবং “বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থঃ”[৩২২] অর্থাৎ বেদান্তজনিত বিজ্ঞানের বিষয় পরমাত্মা যাহাদের

---

[৩১৯] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২২৮-৩০

[৩২০] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২৭০

[৩২১] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬/১৬/৩*

[৩২২] *মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩/২/৬*

নিকট উত্তমরূপে নিশ্চিত হইয়াছেন ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকল শব্দগত অপরোক্ষজনকতার হেতু। কারণ প্রথম শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে যে, শ্বেতকেতুর নিজ পিতা উদ্দালকের উপদেশের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে এবং দ্বিতীয় শ্রুতিবাক্য এই কথা বলেন যে, বেদান্তবাক্যজন্য বিজ্ঞানরূপ সুনিশ্চয়ের দ্বারা বা অপরোক্ষসাক্ষাৎকারের দ্বারা অখণ্ডার্থ আলোকিত করিয়াছে যাহাকে, এইভাবে যোগিগণ মুক্ত হইয়া যান। এই সকল শ্রুতিবাক্যের দ্বারা এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, শব্দেও অপরোক্ষজ্ঞানজনকতা রহিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে যে 'বিজজ্ঞৌ' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার 'পরোক্ষেন জ্ঞাতবান্' এইরূপ অর্থ যথার্থ নহে। কারণ "তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ"[৩২৩] অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি দোষ হইতে বিমুক্ত সেই নারদকে ভগবান সনৎকুমার অবিদ্যারূপ অন্ধকারের পার অর্থাৎ পরব্রহ্মকে দেখাইলেন। এইরূপ বাক্যে মূল অজ্ঞানের নাশক সেই পরাবর দর্শন বা পরব্রহ্মদর্শনের কথা বলা হইয়াছে, সেই পরব্রহ্মদর্শনের জ্ঞান অপরোক্ষসাক্ষাৎকার ব্যতীত অন্যভাবে কদাপি হইতে পারে না। এইরূপে শ্রুতিবাক্যের অনুরোধে "তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ" -এই বাক্যস্থিত 'বিজজ্ঞৌ' পদেরও 'অপরোক্ষেণ জ্ঞাতবান্' এইরূপ অর্থ করাই যুক্তিযুক্ত।

[৩২৩] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৭/২৬/২*

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, “তমসঃ পারং দর্শয়তি” ইত্যাদি বাক্যে ‘দর্শয়তি’ পদ গৌণার্থক। অর্থাৎ ‘দর্শয়তি’ পদের দ্বারা পরব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হইতে পারে। যেমন- কোনও গ্রামের মার্গদর্শককে ‘গ্রামটি প্রত্যক্ষ হইতেছে’ এইরূপ বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃপক্ষে প্রথমে ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং পরবর্তীকালে সেই জ্ঞান ব্রহ্মের মানসপ্রত্যক্ষের প্রযোজক হয়। আর এমন কথা না স্বীকার করিলে “মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্”[৩২৪] এইরূপ *বৃহদারণ্যক* শ্রুতি তাহার বিরোধী হইয়া পড়িবে।

পূর্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে মধুসূদন সরস্বতী বলেন যে, “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রতোব্যো”[৩২৫] ইত্যাদি *বৃহদারণ্যক* শ্রুতিবাক্যে সাক্ষাৎকারার্থকরূপে ‘দৃশ্’ ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে এবং এই একই অর্থেই ‘দৃশ্’ ধাতু ‘দর্শয়তি’ পদেও প্রযুক্ত হইতে পারে। অতএব ‘দৃশ্’ ধাতুর মুখ্য শক্তি অপরোক্ষজ্ঞানেই রহিয়াছে। আর যেস্থলে ‘দৃশ্’ পদের মুখ্যার্থের বাধ হয়, সেই স্থলেই তাহার পরোক্ষজ্ঞানরূপ গৌণার্থ স্বীকার করা হয়। যেমন- ‘গ্রামং দর্শয়তি’ এই স্থলে ‘দৃশ্’ ধাতুর মুখ্যার্থের বাধ না হওয়ায় এই স্থলে তাহার গৌণার্থে স্বীকার করা অযৌক্তিক। এতদ্ব্যতীত উক্ত নারদ এবং সনৎকুমারের আখ্যানে আত্মদর্শনের

---

[৩২৪] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৪/১৯*

[৩২৫] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৫/৬*

প্রতি শব্দাত্মক উপদেশ ব্যতীত অন্যকোনও সাধনের নির্দেশ নাই। অতএব শব্দকেই অপরোক্ষজ্ঞানের সাধনরূপে স্বীকার করিতে হইবে। আর

“মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্”[৩২৬] এইরূপ শ্রুতিবাক্যে দ্বারা মনের অপরোক্ষজ্ঞানসাধনতা প্রতিপাদিত হয় নাই, বরং চিত্তের একাগ্রতা বিধানেই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য। এই অভিপ্রায়েই *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, “ন চ গ্রামমার্গোপদেষ্টরি গ্রামং দর্শয়তীতিবৎ পরম্পরয়া প্রযোজকতয়োপচারঃ সাক্ষাৎ সাধনত্বে বাধকাভাবেন তস্যাত্রান্যায়ত্বাৎ, উপদেশাতিরিক্তকারণস্য নারদসনৎকুমারাখ্যায়িকায়াম্ অপ্রতীতেশ্চ। ন চ মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমিত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ, তস্যাশ্চিত্তৈকাগ্র্যপরত্বাৎ”[৩২৭]।

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়াছেন যে, “বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ”[৩২৮] এইরূপ শ্রুতিবাক্যে ‘সু’ পদের অর্থ অপরোক্ষত্ব হইতে পারে না। কারণ ‘সু’ পদ জ্ঞানগত অপ্রামাণ্যশঙ্কার নিবর্তক।

ইহার বিরুদ্ধে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলেন যে, অপ্রামাণ্যশঙ্কার নিবৃত্তি ‘নিশ্চিত’ পদের দ্বারাই হইয়া যায় এবং ‘সু’ পদের দ্বারা জ্ঞানগত অপরোক্ষতাই অবগমিত হয়। উক্ত

[৩২৬] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৪/১৯*

[৩২৭] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২৭০-৭১

[৩২৮] মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩/২/৬

শ্রুতিবাক্যে 'অর্থ' পদ মুখ্য তাৎপর্যবিষয়ীভূত ব্রহ্মেরই বোধক হইয়া থাকে। তাহা সমস্ত অর্চিমার্গাদির গ্রাহক নহে। অতএব সকল পদের দ্বারা অর্থে অপরোক্ষতার প্রসক্তি হয় না।

এতদ্ব্যতীত শব্দগত অপরোক্ষজ্ঞানজনকতার প্রতি অনুমানও প্রমাণ হইতে পারে। যথা 'অপরোক্ষত্বম্, তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যজ্ঞানবৃত্তি, অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগীত্বাৎ, জ্ঞানবৎ'। তত্ত্বমস্যাদি বাক্য যদি অপরোক্ষজ্ঞানোৎপাদক না হইতে পারে, তাহা হইলে সে জ্ঞানগত অপ্রামাণ্যশঙ্কা বা অপরোক্ষভ্রমের নিবর্তকও হইতে পারে না। এই তাৎপর্যেই *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন- "সুপস্যাপ্রামাণ্যশঙ্কাবিরহপরত্বেন দ্বিতীয়বাক্যেন তেনাপরোক্ষরূপতাপ্রাপ্তিঃ, অন্যথা বেদান্তবোধ্যস্য বিচারকর্তব্যতাদেশ্চাপরোক্ষত্বাপাতাদিতিবাচ্যম্, নিশ্চিতপদেনৈবাপ্রামাণ্যশঙ্কাবিরহাদের্লব্ধতয়া সুপদস্যাতৎপরত্বাৎ। নাপি বেদান্তবোধ্যস্য ব্রহ্মাতিরিক্তস্যাপ্যেবমাপরোক্ষাপতিঃ, অর্থপদস্য মুখ্যতস্তাৎপর্যবিষয়পরত্বাৎ, বেদান্তবোধ্যতায়া ব্রহ্মমাত্রপর্যবসন্নত্বাচ্চ এবম্ অনিমানমপ্যত্র মানম্ - 'অপরোক্ষত্বম্,

তত্ত্বমস্যাদি বাক্যজন্যজ্ঞানবৃত্তি, অপরোক্ষজ্ঞানিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বাৎ, জ্ঞানবৎ ইত্যাদি"[৩২৯]।

পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিয়াছেন যে, "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্"[৩৩০] এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, আচার্যোপদেশপূর্বক পরমার্থজ্ঞানসহকৃত মনই আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি প্রমাণ হইতে পারে, তত্ত্বমস্যাদি শব্দ নহে।

পূর্বপক্ষী প্রদত্ত উক্ত আপত্তির উত্তরে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলেন যে, "ন চ মনসৈবাপরোক্ষজ্ঞানম্, মনসঃ কুত্রাপি অসাধারণ্যেন প্রমাকরণত্বাভাবাৎ, আত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বাৎ সুখাদীনাং সাক্ষিবেদ্যত্বাৎ"[৩৩১]। তাৎপর্য এই যে, মনের দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ মন কোনও জ্ঞানের প্রতি অসাধারণ কারণ হইতে পারে না। তাই তাহাতে প্রমাকরণত্বের অভাবই রহিয়াছে। তাহা হইলে প্রশ্ন হয় যে, সুখ-দুঃখাদির উৎপত্তির প্রতি ন্যায়াদি সম্প্রদায় যে মনকে করণরূপে স্বীকার করেন, এখন মন যদি কোনও জ্ঞানেরই করণ না হয়, তাহা হইলে সুখাদির জ্ঞান কাহার দ্বারা উৎপন্ন হইবে? উত্তর এই যে, বিবরণ সম্প্রদায় মনকে ইন্দ্রিয়রূপেই স্বীকার করেন না, তাঁহারা

[৩২৯] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২৭১-৭২

[৩৩০] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৪/১৯*

[৩৩১] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২৭২

বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব খণ্ডনই করিয়াছেন। সুখাদি বিষয়কে তাঁহারা সাক্ষিভাস্য বিষয় বলেন। অর্থাৎ সুখাদি বিষয় সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। আত্মা স্বপ্রকাশ বিষয় অতএব তাহার সাক্ষাৎকারের প্রতি মনরূপ ইন্দ্রিয়কে স্বীকার করা যায় না।

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়াছেন যে, অদ্বৈতী যেরূপে শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানহেতুতা কল্পনা করেন সেইরূপ মনেরও অপরোক্ষজ্ঞানহেতুতা স্বীকার করা যাইতে পারে।

এইরূপ আপত্তির উত্তরে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলেন যে, শব্দে শাব্দজ্ঞানরূপ প্রমার করণতা নিশ্চিতরূপেই রহিয়ায়াছে, সিদ্ধান্তপক্ষে কেবলমাত্র শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানহেতুত্বই কল্পনা করা হয়। কিন্তু মনের অপরোক্ষজ্ঞানহেতুত্ব স্বীকার করিলে মনজন্যজ্ঞানে এবং মনে – দুইস্থানেই অপরোক্ষত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ফলতঃ গৌরবদোষ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং মনের অপরোক্ষজ্ঞানহেতুতা কল্পনার তুলনায় শব্দে অপরোক্ষজ্ঞানহেতুতার কল্পনায় লাঘব হয় বলিয়া শব্দেই অপরোক্ষজ্ঞানহেতুতা স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, 'তত্ত্বমস্যাদি' ঔপনিষদিক বাক্য হইতে উৎপন্ন জ্ঞানে যদি অপরোক্ষত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদি কর্মকাণ্ডাত্মক বাক্য

হইতে উৎপন্ন জ্ঞানেও অপরোক্ষত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অদ্বৈতিগণ কর্মকাণ্ডাত্মক বাক্য হইতে উৎপন্ন জ্ঞানে অপরোক্ষতা স্বীকার করেন না।

এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলেন যে, কর্মকাণ্ডাত্মক বাক্য হইতে উৎপন্ন জ্যোতিষ্টোমাদি বিষয়কজ্ঞানে অপরোক্ষত্ব কেন কল্পনা করিতে হইবে? কর্মানুষ্ঠানের জন্য? অথবা ফলের সিদ্ধির জন্য? কিন্তু এই দুই পক্ষেই অপরোক্ষত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ কর্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানমাত্রের দ্বারাই কর্মানুষ্ঠান এবং সেই অনুষ্ঠানের দ্বারাই ফলের সিদ্ধি হইয়া যায়। অতএব কর্মাত্মক বিধিবাক্যে অপরোক্ষত্ব কল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে। এই অভিপ্রায়েই *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলেন যে, “ন চ শব্দে অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ববৎ অন্যত্রাক্লৃপ্তমেব মনসি তৎ কল্পনীয়ম্। এবং হি সর্বাংশসৈব মনসি কল্প্যত্বেন বিশেষাৎ। ন চৈবং জ্যোষ্টোমাদিবিষয়ককর্মকাণ্ডজন্যজ্ঞানে কল্পকমস্তি। তত্র হি কল্পনীয়মনুষ্ঠানায় বা? ফলায় বা? নাদ্যঃ, পরোক্ষজ্ঞানাদেব তৎ সম্ভবাৎ। তত এবানুষ্ঠানাৎ ফলসিদ্ধের্ন দ্বিতীয়োঽপি”[৩৩২]।

পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিয়া বলেন যে, যে অনুমানের দ্বারা অদ্বৈতী শব্দে অপরোক্ষপ্রমাহেতুত্ব প্রতিপাদন করেন, সেই অনুমানের হেতু সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বভাসদুষ্ট।

---

[৩৩২] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২৭২

পূর্বপক্ষী শব্দত্বরূপ হেতুর দ্বারা শব্দে অনাপরোক্ষত্বধীহেতুত্বরূপ সাধ্যের সাধন করিয়াছেন এবং শব্দত্বরূপ হেতুকে সৎপ্রতিপক্ষ হেতু বলিয়াছেন।

ইহার বিরুদ্ধে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন যে, 'দশমস্ত্বমসি' ইত্যাদি পূর্বপক্ষিগণ যে শব্দত্বরূপ হেতুর দ্বারা শব্দে অনাপরোক্ষত্বের অনুমান করিয়াছেন, সেই অনুমানে শব্দত্বরূপ হেতুটি ব্যভিচারি। কারণ শব্দত্বরূপ হেতুর দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বই অনুভূত হইয়া থাকে। পূর্বপক্ষী হয়তো বলিতে পারেন যে, 'দশমস্ত্বমসি' স্থলে ইন্দ্রিয়ই অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হইয়া থাকে, আর শব্দ তাহার সহায়করূপে ক্রিয়া করে। *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলেন পূর্বপক্ষীর এইরূপ আশঙ্কা যথার্থ নহে, কারণ 'দশমস্ত্বমসি' ইত্যাদি শব্দের গ্রাহক শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা দশমব্যক্তির প্রত্যক্ষই হইতে পারে না, সেই স্থলে চক্ষুরিন্দ্রিয়কেই সেই প্রত্যক্ষের জনকরূপে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ঘন অন্ধকারেও দৃষ্টিহীন অবস্থায় দশমব্যক্তির 'দশমস্ত্বমসি' শব্দের দ্বারা অপরোক্ষভ্রমের নিবর্তক 'অহমেবাস্মি দশমঃ' অর্থাৎ আমিই দশম ব্যক্তি -এই প্রকারের অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এইভাবে যেহেতু দৃষ্টির অভাব থাকা সত্ত্বেও শব্দের দ্বারা অপরোজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া যাইতেছে সেহেতু যে স্থলে দশমব্যক্তি দৃষ্টিযুক্ত হন সেই স্থলেও ইন্দ্রিয়কে সেই অপরোক্ষসাক্ষাৎকারের প্রযোজকরূপে স্বীকার না করিয়া শব্দকেই প্রযোজকরূপে স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই যুক্তিযুক্ত। এই তাৎপর্যেই মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন- ‟ন

চ বিমতঃ শব্দঃ নাপরোক্ষধীহেতুঃ শব্দত্বাদিতি প্রতিসাধনম্, 'দশমস্ত্বমসী'ত্যাদাবেব ব্যভিচারাৎ। ন চ তত্রাপীন্দ্রিয়মেব করণং শব্দস্তৎসহকারীতি-বাচ্যম্, ক্বচিৎ বহুলতমে তমসিলোচনহীনস্যাপি তৎ বাক্যাৎ অপরোক্ষভ্রমনিবর্তকস্য দশমোঽস্মীত্যপরোক্ষজ্ঞানস্য দর্শনাৎ। যত্রাপীন্দ্রিয়সদ্ভাবঃ তত্রাপি তদপ্রয়োজকমেব"[৩৩৩]।

পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিয়া বলেন যে, 'ধর্মবান্ ত্বমসি', 'পর্বতোঽগ্নিমান্' ইত্যাদি স্থলে যেমন বিশেষ্যভাগ প্রত্যক্ষ হইলেও শব্দের দ্বারা কেবলমাত্র বিশেষণাংশের পরোক্ষতাই নিশ্চিত হইয়া থাকে। তেমনিভাবে 'দশমস্ত্বমসি' স্থলেও দশমত্বরূপ বিশেষণাংশের পরোক্ষত্বই সিদ্ধ হয়, অপরোক্ষত্ব নহে।

ইহার বিরুদ্ধে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলেন যে, "ন চ – ধর্মবাংস্ত্বমসি পর্বতোঽগ্নিমানিত্যাদৌ বিশেষ্যাপরোক্ষত্বেঽপি বিশেষণপারোক্ষ্যবৎ তত্রাপি দশমত্বে পারোক্ষ্যমস্ত্বিতি-বাচ্যম্, অত্র পরোক্ষত্বে অপরোক্ষভ্রমানিবৃত্তি প্রসঙ্গাৎ"[৩৩৪]। তাৎপর্য এই যে, কোনও বিষয়ের অপরোক্ষভ্রম সেই বিষয়ের অপরোক্ষ যথার্থজ্ঞানের দ্বারাই নিবৃত্ত হয়। এখন যদি দশমত্ববিষয়ক অপরোক্ষনিশ্চয় না হয়, তাহা হইলে দশমত্বের

---

[৩৩৩] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২৭৩

[৩৩৪] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২৭৩

অভাববিষয়ক যে ভ্রম, তাহার নিবৃত্তি হইবে না। অতএব দশমত্বরূপ বিশেষণাংশেও অপরোক্ষত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিয়া বলেন যে, শব্দজন্যজ্ঞান যদি প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে শব্দ প্রত্যক্ষপ্রমার করণ হওয়ায় প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্গত হইয়া যাইবে।

পূর্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলেন যে, "ন চ – এবং প্রত্যক্ষান্তর্ভাবঃ শব্দস্য স্যাদিতি বাচ্যম্, বোধ্যভিন্নার্থকশব্দাতিরিক্তত্বে সতি প্রত্যক্ষপ্রমাকরণত্বস্য প্রত্যক্ষস্যান্তর্ভাবে তন্ত্রত্বাৎ"[৩৩৫]। তাৎপর্য এই যে, শব্দ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্ভূক্ত হইতেই পারে না। কারণ প্রমাত্রভিন্নার্থকশব্দাতিরিক্তত্ববিশিষ্ট প্রত্যক্ষপ্রমাকরণত্বরূপ ধর্মই প্রত্যক্ষপ্রমাণত্বের প্রযোজক হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষাত্মক শাব্দবোধের জনক শব্দ প্রমাত্রভিন্নার্থক হইলেও তাহা শব্দাতিরক্ত না হওয়ায়, শব্দকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলা যাইতে পারে না।

ইহার বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়া বলিয়াছে যে, "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্"[৩৩৬] ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মনেরই প্রত্যেক্ষের প্রতি করণত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দে

---

[৩৩৫] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২৭৬

[৩৩৬] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৪/১৯*

কোনও প্রমাণের দ্বারাই করণত্ব প্রতিপাদিত হয় না। অতএব শব্দগত প্রত্যক্ষপ্রমাকরণতা আগমবিরুদ্ধ হইবার কারণে শব্দকে প্রত্যক্ষের প্রতি করণ বলা যাইতে পারে না।

এইরূপ পূর্বক্ষের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন যে, "চেন্ন 'তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামী'ত্যাদৌ তত্র সাধুরিতি তদন্যাসাধুত্বে সতি তৎসাধুত্বরূপসাধ্যর্থবিহিততদ্ধিতশ্রুত্যা এব মানত্বাৎ"[৩৩৭]। তাৎপর্য এই যে, "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"[৩৩৮] ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে 'উপনিষদ্' পদের উত্তর "তত্র সাধু"[৩৩৯] এই সূত্র দ্বারা বিহিত তদ্ধিত (অণ্) প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে, এই তদ্ধিত প্রত্যের দ্বারা অপরোক্ষ ব্রহ্মগত সাধুতা এই যে, তাহা উপনিষদ্ প্রমাণজন্য অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয়, অন্যপ্রমাণজন্য প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। ফলতঃ আত্মাপরোক্ষপ্রমার করণতা 'উপনিষদ্' পদের দ্বারাই প্রতিপাদিত হইয়া যায়।

ইহার বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিয়া বলেন যে, উক্ত পাণিনিয় সূত্রে সাধুত্বের অর্থ যোগ্যমাত্রই হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণতা মনে স্বীকার

---

[৩৩৭] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২৭৭

[৩৩৮] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩/৯/২৬*

[৩৩৯] *পাণিনিয়সূত্র ৪/৪/৯৮*

করিয়াও ব্রহ্মে ঔপনিষদত্ব উপপন্ন হইতে পারে। কারণ উপনিষদে তাহার নিদিধ্যাসন প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ নিদিধ্যাসন আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি করণ হইতে পারে।

পূর্বপক্ষীর এই প্রকার আপত্তির উত্তরে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলেন যে, "যন্মনসা ন মনুতে"[৩৪০] এই শ্রুতির দ্বারা মনে আত্মসাক্ষাৎকারের করণত্বের নিষেধ করা হইয়াছে। এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, অন্তঃকরণ বা মনের দ্বারা যাঁহাকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে কেহ নিশ্চয়াদির বিষয় করিতে পারেন না বা জানিতে পারেন না। অতএব এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারাই প্রতিপাদিত হয় যে মনে অপরোক্ষপ্রমাকরণত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। "যতো বাচো নিবর্তন্তে"[৩৪১], এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, যে মনোময় আত্মাকে বিষয় করিতে না পারিয়া মনোবৃত্তির সহিত বাক্যসকল তাঁহা হইতে ফিরিয়া আসে ইত্যাদি। এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা শব্দগত করণতার নিষেধ করা হয় না, বরং 'ঔপনিষদ্' পদানুসারে এইস্থলে শব্দশক্তির অবিষয়তারই নিষেধ স্বীকার করা হইয়া থাকে।

পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিয়া বলেন যে, "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্"[৩৪২] এই শ্রুতিতে যে 'মনস্' পদের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে, সেই তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা

[৩৪০] *কেনোপনিষদ্ ১/৫*

[৩৪১] *তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২/৪*

[৩৪২] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৪/১৯*

শ্রুতি নিশ্চিতরূপে মনে জ্ঞানকরণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব এই শ্রুত্যনুসারে "যন্মনসা ন মনুতে" এই শ্রুতির দ্বারা অসংস্কৃত মনেই প্রত্যক্ষকরণতার নিষেধ স্বীকার করা উচিত, কেবল মনে নহে। অতএব শব্দের করণতার বিধান এবং নিষেধ আর মনের করণতার বিধান এবং নিষেধ উভয়ই শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়, ফলতঃ ঐ শ্রুতিসমূহ একে অপরের বিরোধীতা করিবার কারণে শব্দের অপরোক্ষকরণতার প্রতি কোনও বিনিগমনা থাকিতে পারে না, সুতরাং শব্দ অপরোক্ষজ্ঞানের করণ হইতে পারে না।

ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছে যে, "ন চ - মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমিতি তৃতীয়াশ্রুত্যনুসারেণ ন মনুত ইত্যসৈবাপক্কমনোবিষয়তয়াঽন্যথানয়নসাম্যমিতি- বাচ্যম্, এবং সাম্যঽপি মনসঃকরণত্বে হ্যধিককল্পনা। শব্দস্য করণত্বে ত্বল্পকল্পনেতি বিশেষাৎ। তস্মাৎ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্যাপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বাদবিদ্যানিবৃত্ত্যাত্মকমোক্ষসাধনব্রহ্মসাক্ষাৎকারায় মননাদ্যঙ্গকং শ্রবণঙ্গি নিয়মবিধিবিষয় ইতি সিদ্ধম্"[৩৪৩]। তাৎপর্য এই যে, মন এবং শব্দের প্রত্যক্ষের প্রতি বিধান এবং নিষেধ সমান হইলেও মনোগত করণত্বের কল্পনায় গৌরবদোষ হয়, কারণ মনে প্রমাকরণত্ব এবং মনোজন্য বোধে অপরোক্ষত্ব -এই দুই

[৩৪৩] মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০২১, পৃঃ ১২৭৮

ধর্মই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু শব্দে পরোক্ষপ্রমাকরণত্ব সিদ্ধ হইয়াই আছে, কেবল শব্দজন্য জ্ঞানে অপরোক্ষত্বে কল্পনাই করিতে হইবে। ফলতঃ 'তত্ত্বমস্যাদি' ইত্যাদি মহাবাক্যতে অপরোক্ষজ্ঞানজনকতা নিশ্চিত হইবার কারণে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ আত্মসাক্ষাৎকার লাভের নিমিত্ত যে মননাদি অঙ্গ এবং শ্রবণ অঙ্গী -এই কথা সিদ্ধ হইয়া যায়।

উপসংহার

বর্তমান গবেষণানিবন্ধের ভূমিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে শুদ্ধচৈতন্য অজ্ঞানের নাশক নহে। বস্তুতঃপক্ষে অনাদিকাল হইতে অবিদ্যা চৈতন্যে অধ্যস্ত হইয়া থাকে। শুদ্ধচৈতন্য এবং অজ্ঞানের মধ্যে বধ্যঘাতকভাবলক্ষণবিরোধ থাকিলে এইপ্রকার অধ্যাস সম্ভব হইত না। বস্তুতঃপক্ষে বিবরণসম্প্রদায় শুদ্ধচৈতন্যকেই সাক্ষিচৈতন্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন। সাক্ষিচৈতন্য অজ্ঞানের ভাসক হওয়ায় নাশক হইতে পারে না। এই কারণেই অদ্বৈতবেদান্তী প্রমাজ্ঞানকেই অজ্ঞানের নাশকরূপে স্বীকার করিয়াছেন। অজ্ঞান যাহাকে আবৃত করে তদ্বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানের নাশ হইয়া থাকে। মূলাবিদ্যা ব্রহ্মচৈতন্যকে আবৃত করিয়া ব্রহ্মচৈতন্যে সমগ্র প্রপঞ্চকে অধ্যস্ত করে বলিয়া ব্রহ্মবিষয়ক চরম অপরোক্ষ অনুভব বিনা মূলাবিদ্যার নাশ সম্ভব নহে বলিয়া সকল অদ্বৈতাচার্যই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকেই মূলাবিদ্যার নাশক এবং মোক্ষের সাক্ষাৎকারণ বলিয়াছেন। কেবল ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই যে জীবন্মুক্তির সাক্ষাৎকারণ, সেই বিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে মতভেদ না থাকিলেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ বা সাক্ষাৎকারণ বিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে যে তিনটি প্রধান মত প্রসিদ্ধ, সেই মতত্রয়ই বর্তমান গবেষণানিবন্ধের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বিচারিত হইয়াছে।

উক্ত মতত্রয়ের মধ্যে *ব্রহ্মসিদ্ধি*কার মণ্ডন মিশ্র প্রবর্তিত প্রসঙ্খ্যানবাদ বর্তমান গবেষণানিবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্খ্যানবাদীর মতে "আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"[৩৪৪] এই শ্রুতি শ্রবণ এবং মননের অনন্তর নিদিধ্যাসনের বিধান করিয়াছেন। শ্রবণই যদি প্রধান বা অঙ্গী হইত, তাহা হইলে শ্রবণের দ্বারাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হওয়ায় শ্রবণের বিধানের অনন্তর মনন এবং নিদিধ্যাসনের বিধান ব্যর্থ হইয়া যাইত। আচার্য মণ্ডন মিশ্রের মতে উক্ত *বৃহদারণ্যক্* শ্রুতির তাৎপর্য এই প্রকার – "তত্ত্বমস্যা"[৩৪৫]দি মহাবাক্য শ্রবণের ফলে জ্ঞাতার অন্তঃকরণে ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হইয়া থাকে। মননের দ্বারা চিত্তগত অসম্ভাবনাদোষ দূরীভূত হইলে চিত্তৈকাগ্র্যফলক নিদিধ্যাসন স্বীয় ফল উৎপয়াদন করিতে পারে। সুতরাং, শ্রবণ পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারা এবং মনন অসম্ভাবনাবুদ্ধি দূরীভূত করিয়া নিদিধ্যাসনের উপকার করে এবং এইরূপ উপকারকে দৃষ্টোপকারই বলিতে হইবে। কিন্তু শ্রবণকে প্রধান বা অঙ্গী বলা হইলে মনন এবং নিদিধ্যাসনের জ্ঞান দৃষ্ট ফল উৎপাদন করিয়া শ্রবণের স্বরূপোকার করিতে সমর্থ হইবে না; কারণ মনন এবং নিদিধ্যাসন শ্রবণের পরভাবী এবং যাহা পরভাবী, তাহা কোনও পূর্বভাবী পদার্থের স্বরূপোকারক হইতে পারে না। সুতরাং

---

[৩৪৪] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৫/৬*

[৩৪৫] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬/৮/৭*

মনন এবং নিদিধ্যাসনের পরে শ্রবণ উৎপন্ন না হওয়ায় মনন এবং নিদিধ্যাসন শ্রবণের কোনও দৃষ্টোপকার সাধন করিতে পারে না। অতএব *বিবরণা*চার্যের মত স্বীকার করিয়া শ্রবণকে অঙ্গী এবং মনন এবং নিদিধ্যাসনকে শ্রবণের উপকারক বলা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, মনন এবং নিদিধ্যাসন শ্রবণের অদৃষ্টোপকারই করিয়া থাকে। কিন্তু দৃষ্টোপকার স্বীকার করিয়া শ্রুতির তাৎপর্য নিরূপণ সম্ভব হইলে অদৃষ্টোপকার স্বীকার যুক্তিযুক্ত নহে। এতদ্ব্যতীত, শ্রবণ প্রধান বা অঙ্গী হইলে *বিবরণ* মত অনুসারে শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু শব্দ যে সর্বদা পরোক্ষজ্ঞানের জনক হয়, তাহা সকল জীবের অনুভবসিদ্ধ। অতএব, শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বস্বীকার যুক্তিযুক্তই নহে। নিদিধ্যাসনই প্রধান বা অঙ্গী হওয়ায় এবং উহাই শ্রবণ এবং মননের পরভাবী বলিয়া নিদিধ্যাসনকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ বা করণ বলিতে হইবে।

প্রসঙ্খ্যানবাদের বিরুদ্ধে মনঃকরণতাবাদিগণ এবং শাব্দাপরোক্ষবাদিগণ মূলতঃ যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা এই যে শ্রবণাখ্য তর্ক প্রমাণ না হওয়ায় যেরূপ শ্রবণ হইতে কোনও প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না, সেইরূপ নিদিধ্যাসনও তৈলধারাবৎ নিরন্তরোৎপন্ন জ্ঞানপ্রবাহ হওয়ায় নিদিধ্যাসনকেও প্রসিদ্ধ অর্থে প্রমাণ বলা যায় না। যাহা

প্রমাণই নহে, তাহার দ্বারা কোনও প্রমাজ্ঞানই উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং, জ্ঞানপ্রবাহরূপ নিদিধ্যাসন হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নাই।

প্রসঙ্খ্যানবাদিগণ এইপ্রকার মূল আপত্তির উত্তরে নিরন্তর ভাবনাপ্রবাহ হইতে জ্ঞানোৎপত্তির যে সকল দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা হইল শীতাতুর ব্যক্তির বহ্নিপ্রত্যক্ষ বা কামাতুর ব্যক্তির ব্যবহিতকামিনীসাক্ষাৎকার, সেই সকল দৃষ্টান্তই বস্তুতঃপক্ষে অপ্রমা। সুতরাং, নিরন্তরোৎপন্ন জ্ঞানপ্রবাহরূপ নিদিধ্যাসন হইতে প্রমাজ্ঞানের স্বীকার যুক্তিযুক্তই নহে।

ইহার উত্তরে প্রসঙ্খ্যানবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে শীতাতুর ব্যক্তির বহ্নিসাক্ষাৎকার বা কামাতুর ব্যক্তির ব্যবহিতকামিনীসাক্ষাৎকার মোহ, কাম দোষপ্রযুক্ত বলিয়াই অপ্রমা, ভাবনাজন্য বলিয়া অপ্রমা নহে। বিশেষতঃ ব্যবহিতকামিনীসাক্ষাৎকার প্রভৃতি স্থলে ভাবনা দোষযুক্ত হইলেও সর্বত্রই ভাবনা বা ধ্যান দোষযুক্ত হইবেই, ইহা বলা যায় না। ব্রহ্মবিষয়ক ধ্যান দোষযুক্তই না হওয়ায় ঐরূপ ধ্যান হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, কোনও জ্ঞান বাধিতবিষয়ক হইলেই অপ্রমা হইয়া থাকে এবং জ্ঞানের বাধের দ্বারা তাহার অপ্রমাত্ব সিদ্ধ হইলেই উহার দোষজন্যত্ব অনুমিত বা কল্পিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বাধিতবিষয়ক জ্ঞান না হওয়ায় যে নিদিধ্যাসন হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়, সেই নিদিধ্যাসনকে দুষ্টকারণ বলা যায় না।

*ভামতী*কার প্রসঙ্খ্যানবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত প্রসঙ্খ্যানবাদিগণের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, "কা পুনরিয়ং ব্রহ্মোপাসনা? কিং কিং শাব্দজ্ঞানমাত্রসন্ততিঃ? আহো নির্বিচিকিৎসশাব্দজ্ঞানসন্ততিঃ? যদি শাব্দজ্ঞানমাত্রসন্ততিঃ, কিমিয়মভ্যস্যমানাপ্যবিদ্যাং সমুচ্ছেত্তুমর্হতি? তত্ত্ববিনিশ্চয়স্তদভ্যাসো বা সবাসং বিপর্যাসমুন্মূলয়েৎ, ন সংশয়াভ্যাসঃ সামান্যমাত্রদর্শনাভ্যাসো বা? ন হি 'স্থাণুর্বা পুরুষো বা' ইতি বা, 'আরোহপরিণাহবৎ দ্রব্যম্' ইতি বা, শতোশঽপি জ্ঞানমভ্যস্যমানং 'পুরুষ এব' ইতি নিশ্চয়ায় পর্যাপ্তং, ঋতে বিশেষদর্শনাৎ"[৩৪৬]। *ভামতী*কারের প্রশ্ন এই যে এই ব্রহ্মোপাসনা কী প্রকার? এইরূপ ব্রহ্মোপাসনা কি শাব্দমাত্রসন্ততি? অথবা অসন্দিগ্ধশাব্দজ্ঞানসন্ততি? যদি শাব্দজ্ঞানমাত্রসন্ততিই নিদিধ্যাসন হইত, তাহা হইলে 'স্থাণুর্বায়ং পুরুষো বা', এইপ্রকার সংশয়জ্ঞানের অভ্যাসের দ্বারাই 'পুরুষ এব' এইরূপ তত্ত্বসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইত। কিন্তু তাহা হয় না। 'আরোহপরিণাহবৎ দ্রব্যম্' বা 'ইহা উচ্চতা ও বিস্তৃতিযুক্ত দ্রব্য', এইরূপ সামান্যধর্মদর্শনের অভ্যাসের দ্বারাও ঐ 'উচ্চতা ও বিস্তারযুক্ত দ্রব্য পুরুষ', এইরূপ

---

[৩৪৬] বাচস্পতিমিশ্র, *ভামতী*, ১৯৮২, *১/১/১*, পৃঃ ৫৪-৫৫

তত্ত্বনিশ্চয় উৎপন্ন হয় না। সুতরাং, যে কোনও শাব্দজ্ঞানের প্রবাহ বা সন্ততি, তাহা সংশয়াভ্যাস হউক অথবা সামান্যধর্মদর্শনাভ্যাস হউক, উহা পদার্থের তত্ত্বনিশ্চয় উৎপন্ন করিতে পারে না। সুতরাং, শ্রবণের অনন্তর ব্রহ্মবিষয়ে যে পরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই পরোক্ষজ্ঞানের শতসহস্রবার অভ্যাস করা হইলেও ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষানুভূতি উৎপন্ন হইতে পারে না। অপরোক্ষতত্ত্বনিশ্চয় বিনা যে অপরোক্ষভ্রমের নিবৃত্তিও সম্ভব নহে, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য ভামতীকার দিঙ্‌মোহ প্রভৃতি অপরোক্ষভ্রমের উল্লেখ করিয়াছেন। আপ্তবচন প্রভৃতির দ্বারা দিগাদিতত্ত্ববিনিশ্চয় হইলেও সেইরূপ পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অপরোক্ষ দিঙ্‌মোহাদিভ্রমের নিবৃত্তি হয় না।

ফলতঃ প্রশ্ন হইবে যে, নিদিধ্যাসন বা ধ্যান যদি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নকারণ বা করণ না হয়, তাহা হইলে শব্দপ্রমাণের দ্বারাই ব্রহ্মবিষয়ক চরম অপরোক্ষ অনুভবের উৎপত্তি হইবে না কেন?

ইহার উত্তরে *ভামতী*সম্প্রদায় বলেন যে শব্দপ্রমাণ পরোক্ষপ্রমামাত্রেরই জনক বলিয়া উহা কদাপি অপরোক্ষানুভবের ন্যায় পদার্থের বিশেষদর্শন উৎপন্ন করিতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষানুভব বিনা "ব্রহ্মচৈতন্যের নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ আমার নিকট অপরোক্ষরূপে প্রকাশিত হইতেছে না" এইরূপ অপরোক্ষভ্রমের নিবৃত্তি সম্ভব নহে।

বস্তুতঃপক্ষে অপরোক্ষপ্রমার স্বরূপ কী প্রকার এবং শব্দপ্রমাণ হইতে অপরোক্ষপ্রমার উৎপত্তি সম্ভব কিনা, এই বিষয়ে *পরিমল*কার অপ্পয়দীক্ষিত অতি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমান গবেষণানিবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে অপরোক্ষপ্রমার স্বরূপবিষয়ে *পরিমল*কার যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা বিস্তৃতরূপে বিচারিত হইয়াছে। *পরিমল*কার বিজ্ঞপ্তৃচৈতন্যের সহিত স্বরূপসদভেদ, নিরস্তভেদোপাধিকাভেদ, স্ফুরদভেদ, স্বব্যবহারানুকূল যে অভিব্যক্তচৈতন্য তাহার সহিত অভেদ, এইরূপ অর্থগত আপরোক্ষ্যের বিভিন্ন লক্ষণ উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিয়া পরিশেষে জ্ঞানগত আপরোক্ষ্যে নিরূপণ করিতে বলিয়াছেন, "স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানাজন্যজ্ঞানত্বং জ্ঞানাপরোক্ষ্যমিতি নির্বক্তব্যম্", জ্ঞানগত অপরোক্ষত্বের এইপ্রকার লক্ষণই স্বীকার করিয়াছেন। *পরিমলের* ঐ অংশের আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান গবেষণানিবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে শাব্দবোধ জ্ঞানাজন্যজ্ঞানই না হওয়ায় শাব্দবোধ কদাপি অপরোক্ষপ্রমা হইতে পারিবে না।

এইরূপে *ভামতী*কার এবং *ভামতী*কারকে অনুসরণ করিয়া *কল্পতরু*কার এবং *পরিমল*কার প্রতিপাদন করিয়াছেন যে "তত্ত্বমস্যা"দি মহাবাক্য হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইতে পারে না। *ভামতী*কার অবশ্য শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের মধ্যে নিদিধ্যাসনকেই প্রধান বা অঙ্গী বলিয়া থাকেন। *ভামতী*কারের মতে নিদিধ্যাসনের দ্বারা অন্তঃকরণ সুসংস্কৃত হইলে সেই সুসংস্কৃত চিত্তই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ।

*বিবরণ*সম্প্রদায় এইপ্রকার *ভামতী*সিদ্ধান্ত খণ্ডনপূর্বক প্রতিপাদন করিয়াছেন যে অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ এবং অপরোক্ষস্বভাব। “যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম”[৩৪৭] এইরূপ শ্রুতি অনুসারে *বিবরণ*সম্প্রদায়ের আচার্যগণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে ব্রহ্ম অপরোক্ষ হইতেও অপরোক্ষস্বভাব। এইরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত যাহা অভেদসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয় তাহাই অপরোক্ষ হইয়া থাকে। বিজ্ঞপ্তৃচিদভিন্নত্বই বিষয়ের আপরোক্ষ্য এবং অপরোক্ষবিষয়কজ্ঞানই অপরোক্ষপ্রমা। বর্তমান গবেষণানিবন্ধে *বিবরণ* অবলম্বনে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ন্যায়াদি সম্প্রদায় যেরূপে করণমহিমায় জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব নিরূপণ করেন, সেইরূপে জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব নিরূপিত হইলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ দুষ্পরিহর হইবে। এই কারণেই বিষয়মহিমায় জ্ঞানের আপরোক্ষ্য নিরূপণই শ্রুতি এবং যুক্তিসঙ্গত।

*পরিমল*কার *বিবরণ*সম্মত বিষয়গত আপরোক্ষ্যের লক্ষণবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন যে বিজ্ঞপ্তৃচৈতন্যের সহিত যে অভেদকে বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক বলা হইয়াছে, সেই অভেদ কী প্রকার? তিনি বহু বিকল্প খণ্ডন করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানাজন্যজ্ঞানত্বই জ্ঞানের আপরোক্ষ্য। কিন্তু *পরিমল*সম্মত এইরূপ জ্ঞানগত আপরোক্ষ্যের লক্ষণ স্বীকৃত হইলে ন্যায়মতপ্রবেশ অনিবার্য হইবে; যেহেতু এই

---

[৩৪৭] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩/৪/১*

লক্ষণে জ্ঞানের জনক বা করণের দ্বারাই জ্ঞানের আপরোক্ষ্য নিরূপিত হইয়াছে। *পরিমলে* উল্লিখিত জ্ঞানগত আপরোক্ষ্যের এইরূপ লক্ষণ "জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্" নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রদত্ত এইরূপ জন্যাজন্যসাধারণপ্রত্যক্ষলক্ষণেরই অনুরূপ। কিন্তু জ্ঞানের করণ বা জ্ঞানের জনকের দ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধান্তে যে জ্ঞানের আপরোক্ষ্য নিরূপিত হয় না, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

মন *বিবরণ*মত অনুসারে বৃত্তির উপাদান হওয়ায় উহা অখণ্ডাকারা বৃত্তির করণ হইতে পারে না।

এই জন্যই *বিবরণা*চার্যের মতে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য শ্রবণের অনন্তরই অপরোক্ষস্বভাব ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষনিশ্চয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞাতার চিত্তে অসম্ভাবনা এবং বিপরীতভাবনারূপ দোষবশতঃ উক্ত জ্ঞানের আপরোক্ষ্যনিশ্চয় না হইতে পারে। শ্রবণমননাদি তর্কের দ্বারা এইসকল চিত্তদোষ দূরীভূত হইলে বিষয় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিষয়ের সহিত জ্ঞানের আপরোক্ষ্যনিশ্চয় হয়। ইহাই *বিবরণ*রহস্য।

এই বিষয়ে *বিবরণের* টীকাসমূহে এবং প্রকরণগ্রন্থসমূহে অন্য বহু আলোচনা বিদ্যমান। কিন্তু সময়াভাববশতঃ বর্তমান গবেষণানিবন্ধে সেই সকল আলোচনার অবতারণা সম্ভব হইল না।

গ্রন্থপঞ্জী

অখণ্ডানন্দ মুনি, *তত্ত্বদীপন, ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্* -এর অন্তর্গত, প্রথম ভাগ, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী,১৯৯৫

ঈশোপনিষদ্, আচার্য শঙ্করকৃত *ভাষ্য,* স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদক), তৃতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১৩

ঈশ্বরকৃষ্ণ, *সাংখ্যকারিকা,* পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু (সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা,২০০৭

উদয়নাচার্য, *আত্মতত্ত্ববিবেক,* আচার্য কেদারনাথ ত্রিপাঠী (সম্পাদক), চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০১২

কঠোপনিষদ্, আচার্য শঙ্করকৃত *ভাষ্য,* স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদক), তৃতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১২

চিৎসুখমুনি, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা,* প্রত্যক্স্বরূপ, *নয়নপ্রসাদিনী,* স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাদক), চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০২২

ছান্দোদ্যোপনিষদ্, আচার্য শঙ্করকৃত *ভাষ্য,* স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদক), দ্বিতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১১

জ্ঞানঘন, *তত্ত্বশুদ্ধি,* সূর্যনারায়ণ শাস্ত্রী এবং ই.পি. রাধাকৃষ্ণণ (সম্পাদক), মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯

তৈত্তিরীয়পনিষদ্, আচার্য শঙ্করকৃত *ভাষ্য,* স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদক), প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১২

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, *বেদান্তপরিভাষা,* পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী (সম্পাদক), সতীনাথ ভট্টাচার্য (প্রকাশক), কলিকাতা,১৮৮৩ শকাব্দ

পতঞ্জলি, *যোগসূত্র,* শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ আরণ্য এবং শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্য, *পাতঞ্জল যোগদর্শন,* রায় যজ্ঞেশ্বর ঘোষ বাহাদুর (সম্পাঃ), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, কলিকাতা,১৯৮৮

প্রকাশাত্মযতি, *পঞ্চপাদিকাবিবরণ, ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্* -এর অন্তর্গত, প্রথম ভাগ, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী,১৯৯৫

প্রকাশাত্মযতি,*পঞ্চপাদিকাবিবরণ,* কিশোরদাস স্বামী (সম্পাদক),স্বামী রামতীর্থ মিশন, উত্তরাঞ্চল,২০০৩

বাদরায়ণ, *ব্রহ্মসূত্র,* আচার্য শঙ্কর, *শাঙ্করভাষ্য,* বাচস্পতিমিশ্র, *ভামতী,* অমলানন্দ সরস্বতী, *কল্পতরু,* অপ্পয় দীক্ষিত, *পরিমল,* অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী,১৯৮২

বাদরায়ণ, *ব্রহ্মসূত্র,* আচার্য শঙ্কর, *শাঙ্করভাষ্য,* স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (অনুবাদক), স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী (সম্পাদক), বেদান্তদর্শনম্ এর অন্তর্গত, প্রথম অধ্যায়, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১৬

বাদরায়ণ, *ব্রহ্মসূত্র,* আচার্য শঙ্কর, *শাঙ্করভাষ্য,* স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (অনুবাদক), স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী (সম্পাদক), *বেদান্তদর্শনম্‌* এর অন্তর্গত, তৃতীয় অধ্যায়, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১৪

বিদ্যারণ্যমুনি, *বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ,* অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত ও ব্যখ্যাত), শ্রমতি সুপ্রিয়া গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা,১৯৯২

বিদ্যারণ্যমুনি, *বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ,* শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ (অনুবাদক), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌, আচার্য শঙ্করকৃত *ভাষ্য,* স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদক), তৃতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১৩

ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত, ন্যায়ামৃতাদ্বৈতসিদ্ধি* -এর অন্তর্গত, দ্বিতীয় ভাগ, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাদক), চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী,২০২১

ভট্ট, কুমারিল, *শ্লোকবার্তিক,* গঙ্গানাথ ঝা (সম্পাদক), শ্রী সৎগুরু পাব্লিকেশনস, দিল্লী, ১৯৮৩

মহর্ষি গৌতম, *ন্যায়সূত্র,* বাৎস্যায়ন, *বাৎস্যায়নভাষ্য,* শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাদক), *ন্যায়দর্শন* -এর অন্তর্গত, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮২

মহর্ষি জৈমিনি, *মীমাংসাসূত্র,* শবরস্বামী, *শাবরভাষ্য,* মহামহোপাধ্যায় ডঃ গজানন শাস্ত্রী মুসলগাঁওকর (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী,২০১৯

মহর্ষি ব্যাস, *ব্রহ্মসূত্র,* আচার্য শঙ্কর, *শাঙ্করভাষ্য,* পদ্মপাদাচার্য, *পঞ্চপাদিকা, ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্* -এর অন্তর্গত, প্রথম ভাগ, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী,১৯৯৫

মাণ্ডূক্যোপনিষদ্, আচার্য শঙ্করকৃত *ভাষ্য,* স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদক), প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১২

মিশ্র, বাচস্পতি, *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী,* রমেশচন্দ্র তর্কসাংখ্যবেদান্তমীমাংসাতীর্থ (সম্পাদক), মেট্রোপলিটন, কলিকাতা, ১৯৩৫

মিশ্র, মণ্ডন, *ব্রহ্মসিদ্ধি,* প্রফেসর এস. কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী,২০১০

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, আচার্য শঙ্করকৃত *ভাষ্য,* স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদক), তৃতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১৩

শ্রীমদ্ ভগবদগীতা, মধুসূদন সরস্বতী, *গুঢ়ার্থদীপিকা,* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ (অনুবাদক), শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম (সম্পাদক), নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬

সদানন্দযোগীন্দ্র, *বেদান্তসার,* লোকনাথ চক্রবর্তী (সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা,২০১৪

সরস্বতী, মধুসূদন, *অদ্বৈতসিদ্ধি, ন্যায়ামৃতাদ্বৈতসিদ্ধি* -এর অন্তর্গত, দ্বিতীয় ভাগ, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাদক), চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী,২০২১

সরস্বতী, মধুসূদন, *অদ্বৈতসিদ্ধি,* পন্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), পরিমল পাব্লিকেকেশানস্, দিল্লী,১৯৮৮

সুরেশ্বরাচার্য, বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক, আনন্দগিরি, শাস্ত্রপ্রকাশিকা, কাশীনাথ মিশ্র (সম্পাদক), তৃতীয় খণ্ড, আনন্দাশ্রম, পুণা,১৯৩৭

Sudip Bag
22.01.2024